







# শ্রীশ্রীগোপালচম্পুঃ ।

( উত্তরচম্পুঃ )

( ৫ম খণ্ডঃ )

গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ার্চ্যাব্যোণ বেদবেদান্ত-ষড়্‌দর্শন-পুরাণ-শঙ্কর-  
শাসন-জ্যোতিষ-কাব্যালঙ্কারচ্ছন্দঃশাস্ত্রাদিপারগামীনেন নিখিল-  
চতুর্থীশ্রমিকসাদিকবৃন্দৈঃ সেবিতপাদসংলেনৈশ্চৈষ্ণব-  
সিদ্ধান্তরাজ্যরসগৈক্যেনোপভিত্তা শ্রীমৎসনাতন-।  
রূপানুগতেন শ্রীবল্লভাঙ্কজেন

শ্রীমত শ্রীজীবগোস্বামিপাদেন

নিখিলসিদ্ধান্তসারভয়া বিরচিতা ।

শ্রীশ্রীভগবদ্বিত্যানন্দপ্রভুবংশেন বঙ্গমানপ্রদেশান্তর্গত-  
মাগুগ্রামবাস্তবোন

শ্রীবীরচন্দ্রগোস্বামিনা বিরচিতয়া

শব্দার্থবোধিকয়া টীকয়া সমমিতা ।

কানীষাজারাদিপ-শ্রীগৌড়রাজর্ষি-মাননীয় মহারাজ-

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্রনন্দিমহোদয়স্বাদেশাৎ

শ্রীরাসবিহারিসাঙ্খ্যতীর্থেন

বঙ্গভাষ্যানুদিতা সম্পাদিতা চ ।





তস্মাৎ কৃতংকৃতমধ্যাদাবারনার্থ্যাঃ মধ্যাদা অন্তরেণ  
বিবাদীকৃততদ্বুদ্ধাদানুবাদচর্যা বিস্তরেণ ॥ ৮৬ ॥

অথ কথকঃ সভাস্থ স্থগপ্রথকং সমাপনমাহ — ॥ ৮৭ ॥

আস্তাং পূর্বকথা সেয়মপূর্বা বত ! যুগ্যতাম্ ।

সংযোগেহপি বিয়োগাভপ্রতীতিঃ পুতনারিপোঃ ॥ ৮৮ ॥

তদেবমবধানে জাতে, জাতে চ সর্বস্থজাতে সর্বশ্লিষ্মপি

অঙ্গং সমাধত্তে—তস্মাদিতি । তস্মাৎ পূর্বব্যাখ্যানেন দোষরাহিত্যাং কৃত্য মধ্যাদা  
বস্তাং সা চাসৌ বারনারীচেতি তস্তা বারঃ সমূহঃ সকলনায্য ইত্যর্থঃ । মধ্যাদায়াঃ অন্তরেণ ক্রয়ণং  
যেন তেন বিবাদীকৃততদ্বুদ্ধাদানুবাদচর্যা বিস্তরেণ বিবাদীকৃত্য - যা তদ্বুদ্ধাদানুবাদচর্যা  
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসীমু রামস্যা বিলাসরূপো যো দ্রুপাদ শুভ্রানুবাদস্য চর্যা নৈয়ত্যাং তস্তা বিস্তরেণ  
কৃতং বার্থম্ ॥ ৮৬ ॥

অথ প্রকরণং সমাধাতুং প্রকমতে—অথ কথক ইতি গদ্যেন । স্থগপ্রথকং স্থখস্য অথা  
বিস্তারো যত্র তৎ ॥ ৮৭ ॥

তৎ সমাপনপ্রকারং বর্ণয়তি—আস্তামিতি । সেয়ং পূর্বকথা আস্তাং তিষ্ঠতু, বতেতি  
হয়ে, অপুংসা আশ্চর্যরূপা কথা যুগ্যতামর্থিত্যাং, পুতনারিপোঃ কৃষ্ণস্য সংযোগেহপি বিয়োগ-  
স্তেব ভাষা দীপ্তি যদাঃ তদাঃ প্রতীতি দৃষ্টতে ইতি পুরণীয়া ॥ ৮৮ ॥

অত্র স্বয়ং কবিঃ অঙ্গং সমাধত্তে—তদেবমিতি গদ্যেন । তদেবং সংযোগস্যাবধানে বিজ্ঞানে

অসীম কলবালাগণের মধ্যাদা বিনাশী, অথচ বিবাদাস্পদীভূত ( কৃষ্ণপ্রেমসী-  
মিগের উপর বলরামের বিলাসরূপ ) পরিবাদের অথবা নিন্দাবাদের অনুবাদ  
বিস্তার করিয়া কি হইবে, অর্থাৎ তাহাতে কোন ফলোদয় নাই ॥ ৮৬ ॥

অনন্তর কথক সভার মধ্যে স্থগ বিস্তার করিয়া কথা-সমাপন করিতে  
লাগিল ॥ ৮৭ ॥

দেখুন, এক্ষণে সেই পূর্বকার কথা থাক । আহা ! কি আফ্লাদের বিষয় ?  
এই অদ্ভুত কথা আপনারা অন্বেষণ করুন । কারণ, পুতনারিপু শ্রীকৃষ্ণের  
মিলন ও বিরহের মতন প্রতীয়মান হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥

অতএব এই প্রকারে নিশ্চয়তা তইলে এনং সকল লোকের স্তম্ভসমূহ ঘটিলে,

যথাস্থমাবাসং যাতে, শ্রীকৃষ্ণরাধে চ লক্ষ্মণাং মোহনমন্দিরায়  
প্রয়াতে ইতি ॥ ৮৯ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূমনু

রামব্রজাগমকামনাপূর্ণং

বিশং পূরণম্ ॥ ২০ ॥

জাতে সর্বেষাং স্বথসমূহে জাতেচ সর্গশ্লিষ্যপি জনে স্বকীয়ং গৃহং গতে সতি, শ্রীকৃষ্ণঃ  
শ্রীরাধাচ তে লক্ষ্মণাং স্বথং যাত্য়াং তে প্রয়াতে গচ্ছতঃ "স্বাস্তানে পদমিচ্ছন্তি পরশ্চৈপদিনাং  
কচি"দিত্তি স্তায়াদায়নেনপদম্ ॥ ৮৯ ॥

রামস্য ব্রজাগমে যা কামনা তস্যাঃ পূর্ণঃ পূর্ত্তি যত্র তৎ ॥ ২০ ॥ ১ ॥

ইতি বিশং পূরণম্ ॥ ১ ॥ ১ ॥

সকল লোকেই স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। তথা, শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকাও  
স্বথের আভিষালাভ করিয়া মোহন মন্দিরে গমন করিলেন ॥ ৮৯ ॥

ততি শ্রীউত্তর গোপালচম্পূকাব্যে বলরামের ব্রজে আগমন-কামনাপূর্ণ  
বিশং পূরণ ॥ ১ ॥ ১ ॥ ১ ॥ ২০ ॥

## একবিংশ পূরণম্

-!-\*-i-

পৌণ্ড্র কাদ্যর্থং বলদেব-দ্বারকাগমনম্ ।

অশ্বেদ্যন্ত ব্রজরাজসদসি ব্রজযুবরাজবদনশশিমহসি মধুকণ্ঠ  
উবাচ—তদেবং মধুমাধবমপি- ব্রজবাসমধ্যবস্ত তঃ পশ্যতাং  
শৃণুতাং স্মৃতাং ব্যস্ততস্তত্র ব্রজেহপি কামপালতয়া সর্বপর্বা-

একবিংশ পূরণে পৌণ্ড্র কাদ্যঃ সমঃ বৃথম্ ।

ঋত্বা বেগেন রামস্ত দ্বারকায়াঃ পুনর্গতিঃ ॥ ০ ॥

অথ বরঃ কবিরেতদুত্তরলীলাস্তরং বর্ণয়িতুঃ প্রকমতে—অশ্বেদ্য-  
বস্ত্রদিবসে ব্রজযুবরাজঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তত্র বদনমেব শশী তেন মহো দীপ্তি বস্ত্র তস্মিন্ মধুকণ্ঠনামা  
কথক উবাচ ।

তন্মধুকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন । মধুমাধবং চৈত্রবৈশাখী সমাহারাদ্যদেকতঃ ।  
তাবপি ব্যাপ্য ব্রজবাসমধ্যবস্ত্রতঃ ব্রজে নিয়তঃ বাসং কুর্ষতঃ স্মৃতাং ব্যাস্যতো নিঃক্লিপতঃ

একবিংশপূরণে পৌণ্ড্র কপ্রভৃতির সহিত বৃদ্ধ শ্রবণ করিয়া বলরামের  
পুনর্বার সবেগে দ্বারকায় গমন বর্ণিত হইবে ।

অদ্যকার দিবসে ব্রজরাজের সভা শ্রীকৃষ্ণের মুখশশীদ্বারা প্রদীপ্ত হইলে  
মধুকণ্ঠ বলিতে লাগিল ।

অতএব এই প্রকারে যদিচ বলরাম চৈত্র এবং বৈশাখমাস নিয়তই ব্রজে  
বাস করিয়াছিলেন ( ক ) এবং দর্শক ও শ্রোতৃবর্ণের স্মৃতা নিঃক্ষেপ করিয়াছিলেন ;  
এবং যদিচ তিনি সে ব্রজের মধ্যেও যদৃচ্ছাক্রমে পালনধর্ম অবলম্বন করিয়া সকল

(ক) “নৌ মাসৌ তত্র চাবাসীমুধুঃ মাধবমেবচ । দ্বারাকঃ ক্ষপাহ ভগবান্ গোপীনাঃ রক্তি-  
মাবহন ।” ইতি ভাগবতে ১০।৩৫।১৭ ।

রামস্য রামস্য দ্বারকাগমনায়ানুজ্ঞাপনায়ামনুজ্ঞায়ামপি প্রসঙ্গ-  
মসঙ্গত্যাং পূর্বপূর্ববদগতাগতমাচরৎস্ব সন্দেশং হরৎস্ব  
কৌচিদাজগ্মতুরুচতুশ্চ ॥ ১—২ ॥

তত্র পৌণ্ড্রকঃ খলু খলতামারভ্য দ্রুতমসভ্যঃ কাশী-  
মণ্ডলাধিপেন সাক্ষিং খণ্ডিততামবাপেতি ॥ ৩ ॥

অথ ব্রজেশ্বরাদিষু লঙ্কাসম্ভ্রমাদিষু রাম উবাচ—কথ্যতাং  
কথং কথমিতি ॥ ৪ ॥

দূতাবূচতুঃ—ভবত্যত্রাগতে কুমতেস্তস্য করুবাধিপতেঃ

কামপালতয়া কামেন পালঃ পালনং যেন তস্য ভাব শুভা, সৰ্বপক্ষারামস্য সৰ্বেষাং পক্ষণা-  
নুৎসবানামারামস্যাধারস্ত রামস্য দ্বারকায়াগমনায় অনুজ্ঞাপনায়ামনুজ্ঞাপ্রার্থনয়াঃ প্রসঙ্গ-  
মসঙ্গত্যাং অনুজ্ঞায়ামপি সন্দেশং হরৎস্ব দূতেষু কৌচিং দূতৌ আগতবন্তৌ কথিতবন্তৌ ॥ ১—২ ॥

তয়োর্বচনং বর্ণয়তি—তত্রোতিগদ্যেন । খণ্ডিততাং ছিন্নতাং কুণ্ঠাবাপ প্রাপ ॥ ৩ ॥

তদেবং শ্রদ্ধা শ্রীব্রজেশ্বরাদীনাম্ বৃত্তং বর্ণয়তি—অথোতিগদ্যেন । লঙ্কাঃ সম্ভ্রমাদয়ো যেষাং  
তেষু সংস্ব কথং কথং কেন কেন প্রকারেণ ॥ ৪ ॥

তেন পুটৌ দূতৌ যদাহতু শুভবর্ণয়তি—ভবত্যত্রাগদ্যেন । করুবাধিপতেঃ পৌণ্ড্রকস্য শ্রুতৌ

উৎসবের আধার হইয়াছিলেন ; তথাপি বলরাম যখন দ্বারকায় গমন করিবার  
জন্তু অনুজ্ঞা প্রার্থনা করেন, এবং তাঁহারও যে অনুমতিদান করেন, যদিচ তাহা  
অপ্রাসঙ্গিক, তথাপি পূর্ব পূর্বরীত্যনুসারে যে সকল বার্তাবহ যাতায়াত করিয়া-  
ছিল, তাহাদের মধ্যে কোন দুইজন দূত তথায় আসিয়াছিল, এবং বলিয়া-  
ছিল ॥ ১—২ ॥

তাহার মধ্যে অসভ্য পৌণ্ড্রক নৃশংসতাচরণ করিলে, সম্ভব শ্রীকৃষ্ণ কাশীরাজের  
সহিত তাহাকে ছেদন করেন ॥ ৩ ॥

অনন্তর ব্রজরাজপ্রভৃতি সকলেই এই বার্তা শুনিয়া ভয়ে এবং সম্ভ্রমে ব্যাকুল  
হইলে, বলরাম বলিতে লাগিলেন, কি প্রকারে কি প্রকারে ? ॥ ৪ ॥

দূতদ্বয় বলিতে লাগিল, আপনি এইস্থানে আগমন করিলে, সেই দুর্ঘটি করুবা-

পুরুষএকঃ অস্তধর্ম্মা স্ত্রধর্ম্মাসদসি সর্ব্ববাদবকৃতোপসদন-  
 ত্রীকৃষ্ণপদসীমনি নিরাকৃতিরপি ন নিরাকৃতিং লভেতোত (ক)  
 বিপ্রতয়া দৌবারিকানিবারিতঃ সমাসদদবদচ্চ । অয়মহমস্মি  
 সর্ব্ববেদাবিদাদিভিঃ কৃতসেবেন প্রত্যগায়না বাসুদেবেন  
 প্রস্থাপিত ইতি ॥ ৫ ॥

অথ সর্ব্বৈ তমত্বাদৃশং পরামুশন্তঃ সহাসবিস্ময়মুচুঃ—  
 প্রতিকূলস্বভাবতয়া তস্মৈ প্রত্যগায়তা চেজ্জাতুং শক্যতে,

ধর্ম্মো বদ্য সঃ, সর্ব্ববাদবৈঃ কৃতমুপসদনং সমীপে গমনং যন্ত স চাসৌ ত্রীকৃষ্ণক্ষেতি তন্ত  
 পদসীমনি পদক্ষেত্রে নিরাকৃতি বেদাধ্যয়নশৃংখোহপি ন নিরাকৃতিং অকৃতিরহিতং ন লভেত ।  
 দৌবারিকে। স্বারপাল স্তেন অনিবারিতঃ সমাসদৎ সমতোহবদচ্চ । কৃতসেবেন কৃতা সেবা যন্ত  
 তেন, প্রত্যগায়না অন্তর্ধামিক্রপেণ বাসুদেবেন চতুর্বাহাদেন প্রস্থাপিতঃ ॥ ৫ ॥

তদেবং ব্রহ্ম তত্রত্যসন্তানং যদ্বৃত্তমভূতবর্ণনং—অথ সর্ব্বৈ ইতি পদ্যেন । তঃ কল্পধা-  
 পতিং অন্তাদৃশং কল্পিতরূপধারণং । চেদ্বাদি তস্য প্রতিকূলস্বভাবতয়া প্রতি অকৃতি গচ্ছতীতি  
 প্রত্যক্ প্রতিকূলঃ স এবান্মা স্বভাবো যস্য তস্মৈ ভাব স্তয়া প্রত্যগায়তা তদা জাতুং শক্যতে ।

দেশের অধিপতি পৌণ্ড্রকের কোন একজন লোক ধর্ম্ম বিসর্জন দিয়া স্ত্রধর্ম্মা-  
 সভায় আগমন করিলে, সমস্ত যাদবগণ ত্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন করেন । তখন  
 সে বেদাধ্যয়ন শূন্য হইলেও ত্রীকৃষ্ণের চরণক্ষেত্রে দেহত্যাগ প্রাপ্ত হয় নাই ।  
 বিশেষতঃ সে ব্রাহ্মণ বলিয়া দৌবারিকগণ তাকে নিবারণ করিতে পারে নাই ।  
 এই কারণে সেই ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল । “এই আমি উপ-  
 স্থিত আছি । সমস্ত বেদাদি ষাঁহার সেবা করে, সেই অন্তর্ধামিক্রপী বাসুদেব  
 ( চতুর্বাহ প্রভৃতি ) আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন” ॥ ৫ ॥

অনন্তর সভাগণ সেই পৌণ্ড্রকে অন্তরূপ বিবেচনা করিয়া ( অর্থাৎ  
 কল্পিতরূপধারী বোধ করিয়া ) সহাত্রে ও সবিস্ময়ে বলিতে লাগিল । প্রতিকূল-

(ক) বেদাধ্যয়নশৃংখোহপি সিজো ন নিবারণং লভেত ইতি স্বত্বা । আখ্যায়ো নিরাকৃতি রিতি  
 ব্রহ্মবর্ণঃ প্রত্যাখ্যাণং নিরসনং প্রত্যাদেশো নিরাকৃতিরিতি সঙ্কীর্ণবর্ণঃ । অ ।

পরমাত্মতয়া চেৎ তর্হি কথং জ্ঞাতুং শক্যতাং । (ক) তস্মাদ-  
বিশদ্যতাম্ ॥ ৬ ॥

বিশ্রমন্তঃ সরোষমুবাচ—অহো ! তমপি ন জানীথঃ, যঃ  
সম্প্রতি পৌণ্ড্রকতয়াবতীর্ণ ইতি পণ্ডিতৈরুদত্ততয়া  
নির্গীতঃ ॥ ৭ ॥

রামঃ সারুণাক্ষহাসমাহ স্ম—ততস্ততঃ ? ॥

দূতাবচনং—ততশ্চ সভাসদ্বিপ্রা উচুঃ—বাড়ব ! তে  
বাচঃ সাক্ষাদেব সুরাচার্য্যঃ কথংনুথা কথয়েয়ুঃ । তত্র চ যে  
দোষাদ্যন্তাভিনির্গুভাভ্যাদিতান্তে পুনঃ কিমূত ॥ ৮ ॥

চেৎ যদি পরমাত্মতয়া প্রত্যগাত্মতা, তর্হি কথং জ্ঞাতুং শক্যতাং, তস্মাদ্ প্রত্যগাত্মশব্দস্ত স্বার্থবাহক  
বিশদ্যতাং প্রকাজ্যতাম্ ॥ ৬ ॥

তদ্বিশ্রম্য স বিপ্রঃ সর্বোপাৎ যদবদন্তত্বর্ণয়তি—অহো ইতি গদ্যেন । যো বাহুদেব উদত্ততয়া  
অত্যাচ্ছন্নো নির্গীতো নিশ্চিতঃ ॥ ৭ ॥

ততো রামপ্রস্থানস্তরং দূতযোক্তিং বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন । বাড়ব ! হে বিপ্র ! তে  
পণ্ডিতাঃ বাচঃ সভাং সাক্ষাৎ সুরাচার্য্য্য বৃহস্পতিরূপা দোষাদ্যন্তাভিনির্গুভাভ্যাদিতাঃ, দোষা  
রাত্রি স্তম্ভা আদ্যন্তরোরভিনির্গুভাভ্যাদিতাঃ স ইব অভ্যাদিতাঃ পরিবেস্তারঃ সর্বথা জ্ঞাতারঃ ॥ ৮ ॥

স্বভাব বলিয়া যদি তাহার অন্তর্ঘামিভাব জানা বাইতে পারে তবে পরমাত্মভাব  
বশতঃ তাহার অন্তর্ঘামিভাব কেননা জানা বাইতে পারিবে ? অতএব এই  
প্রত্যগাত্মশব্দে বিবিধ অর্থ আছে । সুতরাং ইহা প্রকাশ করিয়া বল ॥ ৬ ॥

তখন ব্রাহ্মণ মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, অহো ! যিনি সম্প্রতি পৌণ্ড্রক-  
রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং পণ্ডিতেরা যাহাকে অত্যাচ্ছন্নরূপে নির্ণয় করিয়াছেন,  
আপনারা সেই বহুদেবকে জানেন না ? ॥ ৭ ॥

বলরাম আরক্ত লোচনে এবং সহাস্ত্রে বলিতে লাগিলেন ; তারপর তারপর ।  
দূতবর বলিল, অনন্তর সভাসদ ব্রাহ্মণগণ বলিতে লাগিলেন, হে ব্রাহ্মণ ! সেই

যতঃ সর্বথা পরিবেত্তার (ক)এবোতি । শ্রীকৃষ্ণস্ত তং ধৃষ্ণং  
বিবদমানং বিপ্রং বচসা প্রণমন্নুবাচ—ভবতু সন্দিগ্ধং বিনিবিষ্টং  
ক্রিয়তাম্ ।

বিপ্র উবাচ—সন্দিগ্ধমিতি কিমুচ্যতে শ্রীভগবন্তুস্তৈরিদ-  
মাদিষ্টম্ ॥ ৯ ॥

“বাসুদেবোহবতীর্ণোহহমেক এব ন চাপরঃ ।

ভূতানামনুকম্পার্থং ত্বন্তু মিথ্যাভিধাং ত্যজ ॥

যানি হ্রস্মচ্চিহ্নানি মৌঢ্যাক্ষরসি সাত্ত্বত ! ।

হ্যন্তৈব্ৰুহি মাং ত্বং শরণং নোচেদেহি সমাহবম্” ॥

ভা ১০।৬৬।৫৬ ॥ ইতি ॥ ১০ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণবিপ্রয়ো প্রাকোবাক্যং বর্ণয়তি—শ্রীকৃষ্ণস্ত্যাদিগদ্যোঃ । ধৃষ্ণং নিলজ্জং  
প্রগলভং বাবিপ্রং তং দূতং । বিপ্র উবাচ । শ্রীভগবন্তুঃ ঐশ্বর্যাদিবৈভবব্যবত্তিঃ ॥ ৯ ॥

ভদাদিষ্টবাক্যং শ্লোকদ্বয়েন বর্ণয়তি—বাসুদেব ইতি । অপরো বহুদেবপুত্রঃ অতঃ পুঃ  
মিথ্যাভিধাং বাসুদেবাহ্বয়ং ত্যজ । হে সাত্ত্বত ! কৃষ্ণ ! অস্মচ্চিহ্নানি শ্রীবৎসলস্বচ্ছক্রানি  
মৌঢ্যাদজ্ঞানাৎ এতানি ত্যক্ত্বা মাং ত্বং শরণমেহি আগচ্ছ, নো চেদ্যদিশরণং ন লভসে তদা  
মম সম্বন্ধে আহবং যুদ্ধং ঘেহি ॥ ১০ ॥

সকল পাণ্ডুতেরা সভাই সাক্ষাৎ সুরগুরু বৃহস্পতির তুল্য ; কিরূপে তাঁহারা  
অগ্ররূপ বলিতে পারিবেন ? তন্মধ্যে আবার যাহারা সূর্য্যের মত অভ্যাদিত  
তাঁহাদের কথা আর কি বলিব । কারণ, তাঁহারা সর্বপ্রকারেই জ্ঞানবান্ ॥ ৮ ॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ সেই নিলজ্জ বা প্রগলভ, এবং বিবাদোদ্যত ব্রাহ্মণকে  
বাক্যদ্বারা প্রণাম করিয়া বলিলেন । আচ্ছা তাহাই হোক, এক্ষণে আদিষ্ট বিষয়  
নিবেদন করুন । ব্রাহ্মণ বলিলেন, সন্দিগ্ধ বাক্য কি বলিতেছেন, ষড়্ভুবিধ ঐশ্বর্য্যা-  
শালী সেই সকল মণ্ডাস্রাগণ ইহা আদেশ করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

একমাত্র আমিই কেবল বাসুদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি । অপর আর  
কেহই বাসুদেব নহে ! জীবগণের উপরে অনুকম্পা করিবার মিমিত্ত আমার  
আবির্ভাব হইয়াছে, অতএব তুমি মিথ্যা বাসুদেব সংজ্ঞা পরিত্যাগ কর, হে

(ক) পরিবেত্তা তু যোহনৃদে জ্যেষ্ঠে দারপরিগ্রহাৎ । বৃ, টী ।



রামঃ সহস্রপেষং শ্রুতমুবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবুচতুঃ—ততশ্চ সৰ্ব্বএবাথৰ্বমুগ্রসেনাগ্রগণ্যন্তে তমুগ্র-  
শ্চ তয়া পশ্যন্তঃ সাত্ৰিহাসভঙ্গমঙ্গং যট্টয়ামাস্তুঃ ॥

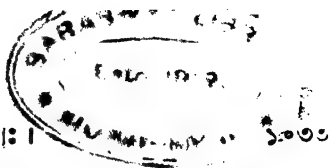
শ্রীকৃষ্ণঃ পুনরাদমুবাচ—প্রাগৌৎপত্তিকো বাসুদেব-  
তামাপন্নঃ কথমহমপি তামভিধাং দূরে বিধাতুং শক্ৰোমি ॥

অত্র তু কেচিদিদং সৌৎপ্রাসমুচুঃ—ক ইদং বিদস্তু ।  
ভবেদপি সাম্প্রাতং তস্যাপি তথা হুমিতি ॥

তদেবঃ নিশম্য রামঃ ক্রোধেন হস্তয়োঃ পেষং যথা স্যাত্তথা স. শ্রুতমসম্পূর্ণবাক্যমুবাচ,  
তত স্তত ইতি । ততো দূতৌ উচতুঃ । উগ্রসেনাগ্রগণ্যঃ উগ্রসেনোহগ্রগণ্যঃ মুখ্যং যেষাং তে সৰ্ব্ব-  
এব উগ্রশ্চ তয়া উগ্রদৃষ্টিয়া তং বিশং অথবঃ দীৰ্ঘং যথা স্যাত্তথা পশ্যন্তঃ সাত্ৰিহাসভঙ্গং  
অট্রহাসেন সহ ভঙ্গো যন্ত তদঙ্গং যট্টয়ামাস্তুশালিতবন্তঃ । ততঃ শ্রীকৃষ্ণবাক্যঃ বর্ণয়তি—  
প্রাগৌৎপত্তিকোমিতি । উৎপত্তিকোঃ স্বভাবসিদ্ধাঃ বাসুদেবতাং প্রাক আপন্নৈঃ লঙ্কবানহং

শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি মৃত্যু বা অজ্ঞানবশতঃ আমাদের শ্রীবৎস, শঙ্খ চক্রাদি যে  
সকল চিহ্ন ধারণ করিয়া থাক, সেই সকল চিহ্ন তাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন  
হও । যদি আমার শরণাপন্ন না হও, তাহা হইলে আমার সহিত যুদ্ধ কর ॥ ১০ ॥

তখন বলরাম হস্তপেষণ পূর্বক অসম্পূর্ণবাক্যে অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি  
বলিতে লাগিলেন । তারপর তারপর । দূতদ্বয় বলিল, তারপর, উগ্রসেনপ্রভৃতি  
সকলেই উগ্রদৃষ্টির সহিত সেই ব্রাহ্মণকে বিস্তারিত রূপে দর্শন করিয়া, কুটিল  
অট্রহাসের সহিত তাঁহার অঙ্গচালনা করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ পুনর্বার ইহা বলিতে  
লাগিলেন, আমি পূর্বে স্বভাবসিদ্ধ বাসুদেব সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছি । এক্ষণে কি  
প্রকারে আমি সেই সংজ্ঞা দূর করিতে পারি । এই বিষয়ে কেহকেহ ইঙ্গিত  
করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিল । এক্ষণে কুরুদেশের অধিপতি তত্তৎশঙ্খ-  
চক্রাদি চিহ্ন সকল ধারণ করিতেও পারেন । কিন্তু কোন্ ব্যক্তি ইহা জানিতে



শ্রীকৃষ্ণস্ত তান্ সপ্রণয়রোষং স্তম্ভয়ন্ সলজ্জস্মিতমাসজ্জতীং  
 স্ববাচং পূরয়ামাস। অয়ে! হাসরসিকাঃ! পরিহাসস্ত্যজ্যতাম্।  
 বিপ্রবর! শ্রয়তাং। তস্ম্য চিহ্নানি তু তত্রানপহুবতয়া  
 বর্তন্ত এব। যদি চ তদীয়ানি সহজানি কথাক্ষম্ময়াপহতানি  
 তানি তু তস্ম্য কৃত্রিমানি তদা পূর্বেষামপি কৃত্রিমতা প্রসজ্যেত।  
 ভবত্বন্থথা বা তথাপি তস্মিন্ সত্যং প্রস্থাপয়ানি তানি, কিন্তু  
 সর্বহস্তাদেবার্পণেন। স তু সাক্ষাদভূয় স্বয়মেব তানীমানি

কণমপি অভিধাং নাম দূরে বিধাতুং কর্ত্বুং শক্যমি। মোৎপ্রাসং যোজিতং। কে জনা ইদং  
 বিদন্ত জানন্ত, সাম্প্রতং তত্রাপি কল্পমাধিপত্যেরূপা তথা হং তন্ত্ৰচিহ্নাদিমন্তং ভবেদঙ্গীতি।  
 শ্রীকৃষ্ণঃ সপ্রণয়রোষং প্রণয়েণ সহ রোধো যত্র তদ্বৎ। প্রাপ্তবা স্তম্ভয়ন্ বাগ্রহিতং তং কুবন্  
 লজ্জয়া সহ বর্তমানং সলজ্জং তচ্চ তং স্মিতং মন্দহাস্তং চেতি তদাসজ্জতীং সলজ্জমানাং স্ববাচং  
 পূরিতবান্। অয়ে ইত্যাদি। তস্য পৌণ্ড্রকস্য তত্র দেহে অনপহুবতয়া স্পষ্টষ্টয়ঃ বর্তন্ত এব।  
 সহজানি স্বভাবসিদ্ধানি অপহতানি চোরিতানি তদা তস্য তানি কৃত্রিমানি বর্তন্তে তদাচ

পারিবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়-কোপের সহিত তাঁহাদের বাক্য রোধ করিয়া,  
 লজ্জার সহিত মুহূর্ত্ত প্রাপ্ত নিজবাক্য পরিপূর্ণ করিলেন।

হে হাস্তরসিকব্যক্তিগণ! পরিহাস পরিত্যাগ কর। হে বিপ্রবর! আপনি  
 শ্রবণ করুন! পৌণ্ড্রকের সেই সমস্ত চিহ্ন তথায় স্পষ্টরূপেই বিদ্যমান আছে।  
 যদি তাহার স্বভাবসিদ্ধ সেই সকল চিহ্ন আমি চুরী করিয়া থাকি, তাহাইলে  
 কিন্তু আমি যে সকল চিহ্ন অপহরণ করিয়াছি, তাহাদের কৃত্রিমতা সম্ভাবিত  
 হইতে পারে। অথবা নাহয় মানিলাম, ঐ সকল চিহ্ন অকৃত্রিমই হোক, তথাপি  
 কিন্তু সত্যই পৌণ্ড্রকের নিকট সেই সকল চিহ্ন আমি প্রেরণ করিতেছি।  
 কিন্তু নিকটে গিয়া স্বহস্তদ্বারা অর্পণ করিলেই ভাল হয়। কিন্তু তিনি  
 সাক্ষাতে আগমন করিয়া স্বয়ংই এই সকল চিহ্ন সাবধানে গ্রহণ করিতে পারেন,

সাবধানতয়াগৃহীয়াদভিমুখগমনায় চাগৃহীয়াৎ । যত্র ভূমি-  
লাভেন ক্ষিতিবর্দ্ধনভাবেন চাশ্বাসবহমহানিদ্রামপ্যবাপ্যতীতি ॥

রামঃ সশ্লিতমুবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবুচতুঃ—ততশ্চ দূতস্তদ্বচনতেজসাবগুষ্ঠিততয়া কুষ্ঠিতঃ  
সন্নিজোদ্যমমন্ডাথা মত্বা গত্বা চ তত্তৎকথয়া পুণ্ড্রকাধিপতিমপি  
গ্লানভুণ্ডং চকার ॥ ১১ ॥

পূর্বোক্তাঃ সন্নিপাতানামপি । অত্থথা বা অকৃত্রিমাণি ভবন্ত তস্মিন্ পৌণ্ড্রকে স্বহস্তাদেব  
সকশাৎ অর্পণেন ইমাণি চিহ্নানি আগৃহীয়াদাগ্রহং বিদধ্যাৎ । যত্রচ সাক্ষাৎকারে ক্ষিতি-  
বর্দ্ধনভাবেন ক্ষিতে বর্দ্ধনভাবো যত্র তেন ভূমিলাভেন শ্বাসং বহতি যা মহানিদ্রা তাং  
অবাপ্যতীতি । ততঃ সশ্লিতঃ রামপ্রস্থানন্তরং দূতৌ উচতুঃ—ততশ্চেতি । তদ্বচনতেজসা তন্ত কৃৎস্না  
বাক্যতেজসা অবগুষ্ঠিততয়া শিরঃপ্রাবরণবলজ্জিততয়া কুষ্ঠিতঃ ক্ষমতারহিতঃ পৌণ্ড্রকমপি  
গ্লানভুণ্ডং গ্লানমুখং কৃতবান ॥ ১১ ॥

এবং সম্মুখে গমন করিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশও করিতে পারেন । এইরূপ  
সাক্ষাৎকার ঘটিলে তাঁহার ভূমিলাভ হইবে, অর্থাৎ আমাকে মারিয়া আমার  
রাজ্য লইবেন, পক্ষান্তরে ভূমিলাভ অর্থাৎ তাঁহার নিপাত হইবে ; এবং এই  
ভূমিলাভে ক্ষিতিবর্দ্ধন, অর্থাৎ ভূ-সম্পত্তির বৃদ্ধি হইবে ; পক্ষান্তরে এই নিপাতে  
ক্ষিতিবর্দ্ধন অর্থাৎ শব্দভাব ঘটিবে । দ্বিতীয়তঃ তখন তিনি আশ্বাসবহ অর্থাৎ  
আশ্বাসযুক্ত মহানিদ্রা অর্থাৎ পরমস্থখে গাঢ় নিদ্রা প্রাপ্ত হইবেন । পক্ষান্তরে  
আশ্বাসবহ অর্থাৎ দ্বৈবৎশ্বাসযুক্ত মহানিদ্রা অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত হইবেন ।

বলরাম মুহূর্ত্তান্ত্রে বলিতে লাগিলেন, তারপর তারপর । দূতদ্বয় বলিতে  
লাগিল, দৌত্যকর্মে নিযুক্ত সেই ব্রাহ্মণ, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যতেজে লজ্জিতভাবে  
কুষ্ঠিত হইয়া, নিজের চেষ্টা বুঝা হইয়াছে ভাবিয়া গমন করেন, এবং তথায়  
গিয়া তত্তৎকথাধারা পুণ্ড্রকাধিপতিরও মুখ মলিন করিয়া তুলিলেন ॥ ১১ ॥

শ্রীমান্ কৃষ্ণশ্চ কোতুকসতৃষ্ণঃ কাশীকরুষান্তরালং জগাম ।  
গতে চ তস্মিন্ পুণ্ড্রক-কাশীমণ্ডলপতী পঞ্চভারক্ষোহিণীভিঃ  
কৃতগতী বভূবতুঃ ॥ ১২ ॥

রাম উবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতবৃচতুঃ । ততশ্চ—

নটগিব নিজতুল্যবেশলেশং

পরিকলয়ন্নজিতঃ স পুণ্ড্রকং তম্ ।

হসিতবশতয়াবধানশূন্যঃ

সমগরিভিঃ সমবারি শস্ত্রবর্ষৈঃ ॥ ১৩ ॥

অথ শ্রীব্রজেশ্বরে ততস্তত ইতি বক্তুং প্রবৃত্তেহ্যসমর্থে  
স্বয়মেব দূতাবৃচতুঃ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণো বৎ কৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি—শ্রীমানিগদোন । কোতুকে সতৃষ্ণঃ সান্তিলাষঃ,  
কাশীকরুষান্তরালং কাশীকরুষদেশয়ো মধ্যস্থানং কৃতগতী কৃত্য গতি যান্ত্র্যাং তো ॥ ১২ ॥

ততো রামপ্রস্থানস্তরং দূতো উচুতঃ—নটমিবেতি । নিজতুল্যো নিজসদৃশো বেশলেশো বস্ত্র তং  
পুণ্ড্রকং সোহজিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরিকলয়ন্ নিরীক্ষ্য হসিতবশতয়া হাস্যপরতন্ত্রতয়া অবধানশূন্যো  
ধৈর্যরহিতো যুদ্ধোদ্যমরহিতো বা সমং সহ অরিভিঃ শত্রুভিঃ শস্ত্রবর্ষৈঃ সমবারি  
আবৃতঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণ কোতূহলপরতন্ত্র হইয়া কাশী এবং করুষদেশের মধ্যস্থানে  
গমন করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ গমন করিলে পুণ্ড্রক এবং কাশীপ্রদেশের অধীশ্বর,  
পঞ্চ অক্ষোহিণীর সহিত আগমন করিলেন ॥ ১২ ॥

বলরাম কহিলেন, তারপর তারপর । দূতদ্বয় বলিল, তারপর সেই শ্রীকৃষ্ণ,  
নটের মত পুণ্ড্রক দেশাধিপতির নিজবেশের তুল্য অবিকল বেশভূষা হইয়াছে,  
ইহা নিরীক্ষণ করিয়া একরূপ হাস্তের অধীনতা বহন করিলেন যে, তৎকালে  
শত্রুগণ এককালে বিবিধ অস্ত্রবর্ষণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আবরণ করিল ॥ ১৩ ॥

এই কথা শুনিবার পর শ্রীব্রজরাজ “তারপর তারপর”, এই কথা বলিতে

অথার্কদেশমাগতাং সশস্ত্রবৃষ্টিসংহতিম্ ।

নিজায়ুধৈঃ কিরমরীনশেষকান্ বিতর্গিবান্ ॥

খগা ইব গতাবাসম্মাগতো ভু খগা ইব ।

খগাধিপতিপত্রস্ত খগাশ্চিক্রীড়ুরত্র তে ॥ ১৪—১৫ ॥

ততশ্চ—

সৈন্যস্থলং শাত্রবমশ্চকুঞ্জর-

দ্বিপাদ্বরাণাং প্রথমং গণৈর্বৃতম্ ।

অনন্তরং ফেরব-গৃধ্র-বায়স-

প্রোতাদিকানাং নিকরৈঃ পরাচিতম্ ॥ ১৬ ॥

তদন্তস্তদ্বর্ণনস্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য বৈকল্যে জ্ঞাতে স্বয়ং দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—অথা-  
র্ক্বেতি । অর্ক্বেদেপং পঞ্চমধ্যং শস্ত্রবৃষ্টিসমূহং স কৃষ্ণো নিজায়ুধৈঃ বাণাদিভিঃ কিরন্ বিক্ৰিপন্  
অরীন্ শক্রন্ অশেষকান্ ন বিদ্যাতে শেষো বেষাং তান্ বিতর্গিবান্ চকার ॥

নিজায়ুধৈরিত্যুক্তং তেষাং গতাদিকং বর্ণয়তি—খগা ইতি । খগাধিপতিপত্রস্ত খগাধিপতি  
গরুড়ঃ সএব পত্রং বাহনং যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তে খগা বাণা অত্র যুদ্ধে চিক্রীড়ুঃ ক্রীড়িতবন্তঃ, গতৌ  
নিক্রমে খগাঃ পক্ষিণ ইবাসন্ আগতো খগাদেবা ইব, বদ্য বায়ব ইব ॥ ১৪—১৫ ॥

তদেবং শ্রীকৃষ্ণবাণপ্রভাবেণ যদন্তস্তদ্বর্ণয়তি—সৈন্যস্থলমিতি । শাত্রবং শক্রসম্বন্ধি সৈন্যস্থলং  
প্রথমং ইয়ং পদাতিকগণানাং গণৈর্বৃতং অনন্তরং শৃগালগৃধ্রপক্ষকাকপ্রোতাদিকানাং  
সমূহৈঃ পরাচিতং ব্যাপ্তমভূৎ ॥ ১৬ ॥

প্রবৃত্ত হইয়াও অসমর্থ হইলেন । তখন স্বয়ং দূতদ্বয়ই বলিতে লাগিল ॥

অনন্তর যখন অস্ত্রবৃষ্টির আশি অর্কপথে আগমন করিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ আপনার  
অস্ত্রসমূহদ্বারা ঐ সকল অস্ত্র নিঃক্ষেপ করিয়া সমস্ত শত্রু নিঃশেষ করিলেন ।  
ঐ যুদ্ধে গরুড় শ্রীকৃষ্ণের ঐ সকল নরকীড়া করিয়াছিল । গমন বা নিঃক্ষেপ  
ঐ সকল শর পক্ষিসমূহের মত, এবং আগমনে দেবতা বা বায়ুর মত  
হইয়াছিল ॥ ১৪—১৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বাণপ্রভাবে পূর্বে যে শত্রুসম্বন্ধীয় সৈন্যস্থল অশ্ব, গজ, এবং  
শ্রেষ্ঠ পদাতিকগণদ্বারা পরিবৃত্ত ছিল, পরে সেই সৈন্যস্থল শৃগাল, শকুনি, কাক,  
এবং ভূত-প্রোতাদি সমূহদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

তদেবং তামিহত্য ব্রজপতিবংশপুণ্ড্রং পুণ্ড্রকরাজায়  
সোল্লুষ্ঠতয়া শশংস । অহং খলু ত্রিলোক্যা রাজ্যন্তবাস্তয়া  
শস্ত্রাণি সমর্পয়িতুমাগতবান্ । তত্র মূধা (ক) ব্যবধানকারিণ-  
স্তানিমাংস্তিরোধাপিতবাংস্তদধুনা তানি সাবধানতয়া গৃহাণেতি ।  
তদেবমুক্তবতা পুনর্বাণান্ প্রযুক্তবতা তেন তৈস্তস্ম শতাস্রং  
সহস্রাঙ্গং চক্রে । যান্ প্রযুক্ত্য চ চক্রং বিচকিরে । যেন  
তস্ম মস্তকমপি নিরস্তমিতি সমস্তানাং কৌতুকং স্তম্ভমাসীৎ ॥১৭

ততো যদ্ব্যক্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিত্যগদ্যেন । তান্ শত্রুন্ ব্রজপতিবংশপুণ্ড্রং  
বংশতিলকং সোল্লুষ্ঠতয়া সোপ্ততবাচা প্রশংসিতবান্ অহমিতি তিরোধানিত্যেনৈর্নাগ  
অব্যয়ঃ । তত্র সমর্পণে মুধাব্যবধানকারিণঃ মিথ্যাভাবাতকারিণ স্তানিমান্ শত্রুন্ তিরো-  
ধানিতবান্ নাশয়ামাস । তানি শস্ত্রাণি তেন শ্রীকৃষ্ণেন তৈর্বাণৈ স্তস্ত পৌণ্ড্রকস্ত  
শতাস্রং রথং সহস্রাঙ্গং ছিন্নভিন্নং চক্রে, যান্ বাণান্ প্রযুক্ত্য চক্রং সূদর্শনং বিচকিরে  
বিক্শিপ্তবান্, যেন চক্রেণ তস্ত পৌণ্ড্রকস্য নিরস্তং নিঃক্ষিপ্তং ইতি হেতোঃ সৰ্বজনানাং স্তম্ভঃ  
দীপ্তমাসীৎ অসংগতিদীপ্তাদানেধিতি ধাতোঃ রূপম্ ॥ ১৭ ॥

ব্রজপতির বংশধর শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে সেই সমস্ত শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া  
পুণ্ড্রকরাজকে ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্যদ্বারা প্রশংসা করিতে লাগিলেন । আপনি  
ত্রিভুবনের অধীশ্বর । আমি নিশ্চয়ই আপনার আজ্ঞানুসারে অস্ত্রসকল সমর্পণ  
করিতে আগমন করিয়াছি । সেই যুদ্ধে যে সকল যোদ্ধা মিথ্যা আঘাত করি-  
তেছিল, আমি তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি । অতএব এক্ষণে সাবধান  
হইয়া সেই সকল অস্ত্র গ্রহণ কর । এইরূপ কথা বলিয়া পুনর্বার শরজাল  
মোচনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল শরদ্বারা পৌণ্ড্রকের রথ ছিন্নভিন্ন করিয়া  
ফেলিলেন । ঐ সকল বাণপ্রয়োগ করিবার পর তিনি সূদর্শনচক্র নিঃক্ষেপ  
করেন । সেই সূদর্শনচক্রদ্বারা তাহার মস্তকও নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছিল । এত  
কারণে সমস্ত লোকের কৌতুকও দীপ্তি পাইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

তর্হি লক্খবিনাশীভবন্ কাশীপতিশ্চ কদাত্মনঃ শির উৎ-  
করিতুং তেন পত্রিণো বিকীর্ণা ইতি ন দৃষ্টিমপি বিতীর্ণাং  
বিধাতুং সাবসরতাং সমার ॥ ১৮ ॥

তৎসদনজনগণস্ত বিকীর্ণতয়া সমাগচ্ছদবতীর্ণতাং গচ্ছ-  
ত্চ্ছিরঃ প্রতি নেত্রং বিস্তীর্ণবান্ ॥ ১৯ ॥

তদুযথা—

পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ প্রপৌত্রৈর্হৃহিত্ভিরনুজৈঃ স্ত্রীভিরনৈশ্চ যস্য  
স্বর্গাদেতাদমকং গম গম গম মেতুক্তমায়াতি যস্মিন্ ।

কাশীরাজস্য তস্য প্রকটমস্মরজিৎপত্রিবিক্ষিপ্তমস্তুঃ

অস্তং নির্বণ্য ততে পুনরখিলজনা গেনিরে বজ্রমেব ॥ ২০ ॥

নহু, তদা তৎসহায়স্যা কাশীপতেঃ কিং বৃত্তমভূদিতাপেক্ষয়াং তদ্বর্ণয়তি—তর্হীতিগদোন ।  
তর্হি তদা লক্খবিনাশীভবন্ ন লক্খো বিনাশোহবিনাশো ভবতি এবমুতঃ স কাশীপতিঃ শিরঃ  
উৎকরিতুং যুক্তং বিক্ষেপ্তঃ কদা তেন কৃৎসেন পত্রিণো বাপা বিকীর্ণা বিক্ষিপ্তা ইতি  
দৃষ্টিমপি বিতীর্ণাঃ বিস্তৃতাঃ বিধাতুং কর্ত্তুং সাবসরতাং সাবকাশং ন সমার ন অগম ॥ ১৮ ॥

এতঃ বহু বৃত্তমভূতবর্ণয়তি—তদ্বিতিগদোন । কাশীপতিগৃহজনসমুহস্ত বিকীর্ণতয়া বিস্তৃততয়া  
ঃ সমাগচ্ছৎ, অবতীর্ণতাং স্থানান্তরাদাগতাঃ গচ্ছৎ তস্ত কাশীপতেঃ শিরঃ প্রতি নেত্রং  
নয়নং বিস্তীর্ণবান্ প্রসারয়ামাস ॥ ১৯ ॥

অস্তং নির্বণ্য—পুত্রৈরিতি । যস্মিন্ শিরসি আঘাতি আগচ্ছতি সতি যস্য কাশীপতেঃ

তৎকালে কাশীপতি বিনাশভাব প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া “কখন শ্রীকৃষ্ণ তাহার  
মস্তক ছেদন করিবার জন্য বাণ সকল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন”, তাহার স্তম্ভ  
দৃষ্টি বিস্তারিত করিবার অবকাশও প্রাপ্ত হন নাই ॥ ১৮ ॥

কাশীপতির গৃহস্থিত লোকগণ বিস্তারিতভাবে তথায় আগমন করিল ।  
পরে একস্থান হইতে অন্যস্থানে অবতীর্ণ হইয়া কাশীপতির মস্তকের প্রতি দৃষ্টি  
প্রসারণ করিল ॥ ১৯ ॥

যে মস্তক আসিলে পরে, কাশীপতির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, কন্যা, ভ্রাতা,  
স্ত্রী এবং অন্যান্য সমুদয় ব্যক্তিগণ, “ইহা কি স্বর্ণ হইতে পদ্ম আসিতেছে, ইহা আমার  
ঠাণ আমার ইহা আমার” এইরূপ কথা বলিয়াছিল । অনন্তর কাশীপতির মস্তক,

রামঃ সহাসমুবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবুচতুঃ—ততশ্চ শ্রীমান্ দ্বারকাভর্তা দ্বারকামেবাস-  
সসার ॥ ২১ ॥

অথ দূতান্তরাগমনে দিনান্তরেহপি তদেব প্রস্তুতবান্ ॥

রাম উবাচ—সাধিষ্ঠমেব সাধিতং যদ্যাবপি তাববধিযাতাং  
কিন্তু—

“অগ্নেঃ শেষং ব্যাধিশেষং শত্রুশেষং ন শেষয়েৎ”

ইতি নীত্যা কথং তত্তদপত্যা দয়োহপি প্রাণৈর্ন ত্যাজিতাঃ ॥

পুত্রাদিভিরতুক্তং স্বর্গাদিমমজং পশ্যামিতি আগচ্ছতি এতন্মম মমোদ্যাদিরূপং। তত স্তম্ভ  
কাশীপতেঃ মন্ত্ৰঃ মুণ্ডঃ অহরাজংপত্রিবিষ্ণুপ্তং কৃষ্ণস্য বাণেন বিষ্ণুপ্তং সং শ্রুতং বিগলিতং  
নির্দর্শ্য নিরীক্ষ্য তে পুত্রাদয়ঃ সর্কে তং বজ্রমেব বজ্রবৎ প্রাণপীড়াকরমেব মেনিরে ॥ ২০ ॥

ততো রামস্য প্রদ্বানস্তরঃ দূতোক্তঃ, ততশ্চেতি গদ্যঃ স্মরণম্ ॥ ২১ ॥

ততো দিনান্তরে কিং বৃন্তমভূদিত্যাকাঙ্ক্ষায়াঃ তৎকৃত্যঃ বর্ণয়তি—অশেষতিগদ্যোন। তদেব

শ্রীকৃষ্ণের বাণদ্বারা বিষ্ণুপ্ত হইয়া বিগলিত হইয়াছে নিরীক্ষণ করিয়া, ঐ সকল  
পুত্র পৌত্রাদি ব্যক্তিগণ তাহাকে ব্রজতুল্য প্রাণপীড়াকর বলিয়াই মানিয়া-  
ছিল ॥ ২০ ॥

বলরাম সহাস্তে বলিতে লাগিল, তারপর তারপর। দূতদ্বয় বলিল, তারপর  
শ্রীমান্ দ্বারকাপতি দ্বারকাতেই আগমন করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

অনন্তর অন্তদূতের আগমন হইলে, অন্তদিনেও সেই পৌণ্ড্রক এবং কাশী-  
বাজের বিনাশই প্রস্তাব করিয়াছিল। বলরাম বলিলেন, ইহাতে অতিশয়  
উত্তম কার্য্যই সম্পন্ন করা হইয়াছে। যেহেতু তিনি পৌণ্ড্রক এবং কাশীরাজ  
এই দুইজনকেই বধ করিয়াছেন। কিন্তু “অগ্নির শেষ, ব্যাধির শেষ, এবং  
শত্রুর শেষ রাধিতে নাই।” এই নীতিশাস্ত্র বিদ্যমান থাকিতে কেন তাহাদের  
অপত্য ও আত্মীয়দিগকেও বধ করা হয় নাই ? ॥



অথ দূতাবৃচতুঃ—দেব ! তদেব ক্ষয়তাং । যুগয়া  
তত্ত্বধার্মগতৃষেহপি শ্রীকৃষ্ণে কাশীক্ষিতীশ্বরস্তা বিশ্বেশ্বরস্তা চ  
নশ্বরধামতা জাতা ॥

তথা হি অথ সূদক্ষিণাখ্যঃ কাশীরাটপুত্রশ্চ পিতৃবধমধঃ-  
কৃতমুখতয়া বীক্ষ্য পুনস্তয়া শিবমপ্যারাধয়ামাস । প্রত্যক্ষে  
তু তস্মিন্শ্র্যক্ষে কঙ্গাক্ষং বিপক্ষং ন জ্ঞাপয়ামাস । কিন্তু  
কশ্চিদ্বিপক্ষমাত্রং শিবস্ত তৎপ্রস্তুতমবস্ত বিজ্ঞায় তদবজ্ঞায়  
তস্মা ইদং সৰ্ব্বং তব ভস্মায়িতমিতি সন্মিতং ব্যঞ্জয়ন্মাহ  
স্ম ॥

পৌণ্ড্রককাশীরাজনাশনঃ । তত্র রামস্ত প্রথং বর্ণয়তি—সাধিষ্ঠমেবেতিগদ্যোন । সাধিষ্ঠমতি-  
শয়মেব যদ্যস্মাৎ স্বাবপি পৌণ্ড্রককাশীপতী অবধিধাতাঃ হতো কিস্তিত্যাদি স্মগম্ ॥

ততো দূতৌ যদবোচতাঃ তত্বর্ণয়তি—দেবেতিগদ্যোন । যুগয়া তুচ্ছতয়া তত্ত্বধার্মং  
তয়োরপত্যাদিনাশনার্থঃ অত্বে ইচ্ছারহিতেহপি কৃষ্ণে সতি নশ্বরধামতা নশ্বরং নাশ্তং ধাম  
আলয়ং যস্য তত্ত্বাবতা জাতা । তৎ পরিচায়তি—তথাহীতি অধঃকৃতং মুখং যন্ত তত্ত্বাবতয়া  
পিতৃবধঃ বীক্ষ্য তয়া অধঃকৃতমুখতয়া শিবমপি শুভকারকমপি । ত্র্যক্ষে শিবে প্রত্যক্ষে  
সতি কঙ্গাক্ষং কৃষ্ণং বিপক্ষং দ্বেষিণং । অবস্ত অযোগ্যং তদবজ্ঞায় তদারাধনং তুচ্ছীকৃত্য  
তবেদং সৰ্ব্বং ভস্মায়িতং ভস্মেব রচিতমিতি সন্মিতং তস্মৈ ব্যঞ্জয়ন্মাহ—ব্রাহ্মণ্যপাশৈ ব্রাহ্মণ-  
বৃন্দৈরপি, যদ্বা নিন্দার্থে পাশঃ । নিন্দিতব্রাহ্মণৈঃ সহ পরিচরিতঃ সমারাধিতঃ কাক্ষিতমভিলষিতং ।  
অব্রাহ্মণ্যঃ ব্রাহ্মণদ্বেষী হস্তমানতয়া নাশ্ততয়া গণ্যো গনীয়ঃ স্ম ২ । ঐদৃক্ ব্যঞ্জনাৎ তদসঞ্জয়ামাস

অনন্তর দূতদ্বয় বলিতে লাগিল, দেব ! তাহাই শ্রবণ করুন । যুগা অত্যন্ত  
তুচ্ছ করিয়া পৌণ্ড্রক এবং কাশীরাজের অপত্যদিগকে বিনাশ করিতে শ্রীকৃষ্ণ  
অনিচ্ছুক হইলেও কাশীপতি এবং বিশ্বেশ্বরের আশ্রয় নশ্বর হইয়াছিল ॥

দেখুন, তৎপরে সূদক্ষিণ নামে কাশীরাজের একপুত্র অধোমুখে পিতৃবধ  
নিরীক্ষণ করিয়া, পুনর্বার অধোমুখেই মহাদেবেরও আরাধনা করেন । কিন্তু  
সেই ত্রিলোচন প্রত্যক্ষ হইলে, কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ যে বিপক্ষ, তাহা তাহাকে  
নিবেদন করিল ; কিন্তু কোন এক বিপক্ষের কথানিবেদন করিয়াছিল ।

ব্রহ্মাণপাশৈরপি সহ পরিচরিতঃ স দক্ষিণাগ্নিস্তব কাঙ্ক্ষিত-  
মাচরিষ্যতি । যদ্যব্রহ্মণ্যএব হন্যমানতয়া গণ্যঃ স্যাদিতি ।  
অথ ব্যঞ্জনং চ তদাদৃগাসঞ্জয়াগাম । ব্রহ্মণ্যদেবশ্চেদমৌ  
তদাগ্নিরেব ব্রহ্মাণপাশানপি তন্নাশায় সম্পাদয়িষ্যতীতি ।

রাম উবাচ ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ—ততঃ স তু মূঢ়ঃ ক্ষুটমৃঢ়হর্ষস্তং ব্রহ্মণ্যদেব-  
মপ্যভিচরিতুং দক্ষিণাগ্নিং পরিচরতি স্ম । পরিচরিতশ্চায়াং  
শূন্যা, শূন্যাতিশয়বত্শূন্যা প্রকটজটাদিমুদ্রকুদ্রমূর্তিতয়া শাস্ত্রদ-

কৌড়ীচকার । অসৌ উদ্বেষ্টো ব্রহ্মণ্যদেবশ্চেৎ তদা সোহগ্নিরেব তানুং দক্ষিণমুদ্রানপি নাশায়  
ভগ্নীভবনায় সম্পাদয়িষ্যতি ॥

ততো রামস্ত প্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদাহতুঃ পুরণরীতি—তত ইত্যং গদ্যেন । মূঢ়ঃ ক্ষুদ্রদক্ষিণঃ  
উঢ়ঃ প্রাপ্তো হন্যমানঃ সঃ, তৎ কৃষ্ণং । শূন্যা অগ্নিঃ শূন্যাতিশয়বত্শূন্যা শূন্যো জ্বলো তেনাতিশয়বৎ  
উগ্ৰ উদ্ভূতা যন্ত সঃ, প্রকটজটাদিমুদ্রা যস্য স চাসৌ বহুশ্চেত তন্ত মূর্তিরেব মূর্তি ইত  
কিস্ত মহাদেব তাহার প্রস্তাবিত বিষয় অযোগ্য বিবেচনা করিয়া এবং তাহার  
আরাধনা তুচ্ছ করিয়া, “এই সমস্তই তোমার ভয়ানকত্বের মত বুঝা হইয়াছে”  
মুছহাস্তে ইহা সূচনা করত তাহাকে বলিতে লাগিলেন ॥

যদি নিশ্চই ব্রহ্মাণ্যদেবী বিনাশরূপে গণনায় হয়, তাহাহইলে ব্রহ্মাণ্যসমূহ  
অথবা নিন্দিত ব্রহ্মাণ্যসমূহের সহিত আরাধিত হইলে, সেই দক্ষিণাগ্নি তোমার  
অভীষ্ট সম্পাদন করিবে । অনন্তর এইরূপ সূচনাও প্রকাশ করিয়াছিল,  
যদি তিনিই ব্রহ্মাণ্যদেব হন, তাহাহইলে অগ্নি ব্রহ্মাণ্যসমূহকেও ভগ্নীভূত  
করিবে ।

বলরাম বলিলেন, তারপর তারপর । দূতদ্বয় বলিল, তারপর সেই মূঢ়  
ক্ষুদ্রদক্ষিণ, স্পষ্টরূপে আনন্দিত হইয়া সেই ব্রহ্মাণ্যদেবেরও অভিচারের জন্ত  
দক্ষিণাগ্নির আরাধনা করিয়াছিল । এইরূপে ঐ দক্ষিণাগ্নি আরাধিত হইলে,  
অতিশয় শূন্যদ্বারা তাহার উদ্ভূতাবদ্ধিত হইল ; এবং প্রকটিত জটাদি-  
মুদ্রাদারী কুদ্রমূর্তির মত বারংবার বুদ্ধিগাহিতে লাগিল । তৎপরে সেই অগ্নি দ্বারকা-  
প্রভৃতি দেশের অহুসরণ করে, এবং তথায় উপদ্রব করিতে থাকে । তখন

শ্রীঃ । তদনু চ দ্বারকাদিশমনুদ্রবমুপদ্রবংশচ তত্তদ্রূপগণৈ-  
রগ্রপশ্চাত্ত্বাভেন সব্যগ্রমনুদ্রয়তে স্ম ॥ ২২—২৪ ॥

যথা—

বিদ্যাদ্বং কেশকূর্চ্ছলননিচয়মুচ্চক্ষুরদগুদংষ্ট্রা-

ক্রকুট্যদ্যং কঠোরাননকটুরসনালীচক্ষুদ্বয়ান্তঃ । (ক)

নয়ঃ শূলাংশুভগ্নপ্রতিদিশবিষয়স্তালতুল্যাজ্জিনালঃ

সর্ববামুর্ব্বাং ধুনানঃ প্রমথপথপথঃ সোহয়গগ্নিঃ সমার ॥ ২৫ ॥

অদ্রাক্ষাদক্ষিভির্ষস্মিন্নক্ষীগদ্যতিলক্ষিভিঃ ।

(খ) অদ্রাক্ষাত্ত্র বৃক্ষাংশচ স কৃত্যা শুশ্রূপুরুষঃ ॥ ইতি ॥ ২৬ ॥

তদ্রূপতয়া শব্দং সদা অশ্রীৎ ববর্ক, টুওঋগতিবুদ্ধোদিত ধাতুঃ । অনুদ্রবন্ অনুগচ্ছন্  
উপদ্রবন্ কূর্দ্ভাংশ তত্তদ্রূপগণৈঃ সব্যগ্রঃ সব্যাকুলং অনুদ্রয়তে অনুগম্যতে স্ম ॥ ২২—২৪ ॥

তদগ্নিক্রপং বর্ণয়তি—বিদ্যাদিতি । কূর্চ্ছো ক্রমধ্যং বিদ্যাদ্বং কেশকূর্চ্ছো যস্য স, অলননিচয়ং  
অলনসমূহ স্তং মুক্তিং এবজুতং চক্ষুঃস্ত সচ সচ উদ্ভা অত্যাচ্চা দংষ্ট্রা ক্রকুটী ক্রবোঃ কোটিল্যং  
তয়োঃ উদ্যান কঠোরঃ কাঠিষ্ঠং যন্ত তচ্চ তদাননঃ মুখং চেতি তত্র বা কটুরসনা তীক্ষ্ণ-  
জিহ্বা তয়া লীচং আশ্বাদিতং যক্ষদ্বয়য়োঃ প্রাপ্তয়োঃ যস্য সঃ । নয়ো বস্ত্রহীনঃ শূলাংশু-  
ভগ্নপ্রতিদিশবিষয়ঃ শূলস্ত অংশুনা কিরণেন ভগ্নঃ প্রতিদিশবিষয়ে যেন সঃ, তালতুল্যাজ্জিনালঃ  
তালবৃক্ষতুল্যঃ গাদিয়োনালঃ শিরা যস্য সঃ । সর্ব্বাং ভূমিং ধুনানঃ কম্পয়ন্ প্রমথপথপথঃ  
প্রমথানঃ রক্তপথিকরাণাং পথে মার্গে পথো গতি র্থস্য সঃ সমার গতবান্ ॥ ২৫ ॥

তত্ৰাণেঃ প্রাগলভ্যঃ বর্ণয়তি—অদ্রাক্ষাদিতি । স কৃত্যা শুশ্রূপুরুষঃ অভিচারানলপুরুষঃ,  
তত্তদ্রূপগণ কেহ অগ্রে, এবং কেহ বা পশ্চাতে, এইরূপে ব্যাকুলভাবে তাঁহার  
অনুগমন করেন ॥ ২২—২৪ ॥

ঐ অগ্নির ক্রম্যস্থিত কেশে যেন, বিদ্যৎ শোভা পাটতেছে । চক্ষু যেন,  
অনলরাশি বর্ণন করিতেছে । অত্যাচ্চ দর্শন এবং ক্রকুটীদ্বারা মুখের কঠোরতা  
প্রকাশ পাইতেছে । এই ভীষণমুখে যে, তীক্ষ্ণ জিহ্বা আছে, তাহা দ্বারা সমস্ত  
দিগ্‌মণ্ডল যেন গ্রস্ত হইতেছে । এই অগ্নির চরণ-নাল যেন, তালবৃক্ষের তুল্য ।  
এইরূপে এই অগ্নি সমস্ত পৃথিবী কম্পিত করিয়া এবং রক্ত্রগণের পথে গমন  
করিয়া চলিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

সেই অভিচারাত্মক অনল-পুরুষ, যে স্থানে নেত্রসমূহ দ্বারা সকলকে দর্শন

(ক) স্কীতি ব্লাবানাম্পাঠঃ ।

(খ) অধাক্ষাদিতি টীকাতপাঠঃ ।

ব্রজরাজঃ সভয়মুবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবুচতুঃ—

তস্মাৎ কৃত্যগ্নিদাহাদ্ভয়ানচয়ধরং দ্বারকালোকমারা-

বীক্ষ্যাক্ষেপ্যত্মপক্ষগ্রহণপরতয়া তত্র হেলাং বিধাত্রা।

(ক) কৃষ্ণেণাদেশমাত্রো দহনমুমুরি দ্রাবয়ল্লকনাশী-

ভাবাং কাশীং বিধায় ত্রিদিগরিভূদমুখ্যাজ্জিদ্দেশং বিবেশ ॥২৭॥

রাম উবাচ—কিঞ্চিৎত্রিভুংতাম্ ॥

অক্ষীণা যা দ্রুতিঃ কাস্তি স্তুতা লক্ষং সংখ্যাবিশেষ স্তাবিষ্টৈরক্ষিভি নৈত্রৈঃ সর্বান অত্রাক্ষী-  
দদর্শ বৃক্ষাংশ্চ অধাক্ষীৎ দদাহ ॥ ২৬ ॥

ততো ব্রজরাজস্ত সভয়প্রদানস্তরং দূতোল্লিঃ বর্ণয়তি তস্মাদিতি। কৃত্যগ্নিদাহাৎ অভিচারো-  
দ্ভববহিদাহাৎ ভয়সমূহধরং আরাং সমীপে অক্ষেপ্যত্মপক্ষগ্রহণপরতয়া পাণককীড়াসু যৎ  
মিত্রপক্ষস্য গ্রহণঃ তৎপরতয়া তদাগ্রহতয়া তত্র কৃত্যগ্নিদাহে হেলামবজ্ঞাঃ বিধাত্রা কুর্ক্বতা  
কৃষ্ণেণ আদেশমাত্র আজ্ঞপ্তমাত্রোহরিঃ সুদর্শনচক্রমমুং কৃত্যাদহনং দ্রাবয়ন্ পলায়নং কারয়ন্  
কাশীং লক্শনানীভাবাঃ লক্শো নানীভাবো যস্য স্তাঃ বিধায় ত্রিদিগ ত্রিদিগানং বিশেষেণভূৎ ধারয়ন্  
অমুখ্য কৃক্স্যাজ্জিদ্দেশং চরণনিকটং বিবেশ ॥ ২৭ ॥

করিয়াছিল, এবং তথায় বৃক্ষসমূহ দগ্ধ করিয়াছিল, তৎকালে তাঁহার নেত্র দিয়া:  
অক্ষীণ স্মৃতি প্রকাশ পাইতেছিল ॥ ২৬ ॥

ব্রজরাজ সভয়ে বলিতে লাগিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় বলিতে  
লাগিল, সেই অভিচার-বহিদাহ হইতে দ্বারকাবাসীলোক সাতিশয় ভীত হয়।  
নিকটে তাহা দেখিয়া পাশা-কীড়ায় মিত্রপক্ষ গ্রহণে তৎপর হওয়াতে সেই:  
অভিচার-বহিদাহে অবজ্ঞা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেমন আদেশ করেন, অমনি সুদর্শন-  
চক্র এই অভিচার-বহিকে তাড়াইয়া দিয়া এবং কাশীকে বিনাশ ভাবাপন্ন  
করিয়া; অবশেষে সবিশেষ কোমলতা ধারণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের চরণ নিকটে প্রবেশ:  
করিল ॥ ২৭ ॥

বলরাম বলিলেন, কিঞ্চিৎ বিবৃত করিয়া বল। দূতদ্বয় বলিতে লাগিল,

(ক) কৃষ্ণেণাদেশমাত্রাদহনমিতি বৃন্দাবনপাঠঃ।

দূতাবূচকঃ—

চক্রস্মাগ্রে তদা কৃত্যাবাহুরেবং ব্যদৃশ্যত ।

প্রলয়ার্কগণাদ্ভীতঃ পঠৈরিত জ্যোতিরিস্রগঃ ॥ ২৮ ॥

যে তু রুদ্রগণাস্তস্মিনাসন্ কৃত্যগ্নিসৈনিকঃ ।

কোচভেনৈব বিপ্লুষ্ঠাঃ কতিচিচ্চক্রবহ্নিনা ॥ ২৯ ॥

স কাশ্যাং দহনোহপ্যাশু বিশন্ সত্বিক্সদক্ষিণম্ ।

দহন্নদাহি চক্রেণ যত্র পুরপি সা স্বয়ম্ ॥ ৩০ ॥

কাশী চক্রাগ্নিনাপ্লৌষীত্যন্থা মন্যতাং ন হি ।

তত্রাগ্নিকুকুটৈর্দেগোহপ্যসৌ প্লুষ্ঠঃ সান্ধ্বকুটঃ ॥ ৩১ ॥

ততো রামস্য প্রহ্মানন্তরঃ দূতান্তঃ বর্ণয়তি—চক্রস্মাগ্রে । ব্যদৃশ্যত বিশেষণ দৃষ্টঃ, প্রলয়-  
কালীনস্থাপগণভয়াৎ ভীতো জ্যোতিরিস্রগঃ পদ্যোতঃ পঠৈরিত পলায়তে ॥ ২৮ ॥

কিঞ্চ কৃত্যগ্নিসৈনিকঃ যেহু রুদ্রগণা স্তস্মিন্ দ্বারকাদাহে আসন্, তে কেচিভেনৈব কৃত্য-  
দহনেনৈব বিপ্লুষ্ঠা বিদগ্ধাঃ কতিচিচ্চক্রবহ্নিনা চক্রোজগা বিপ্লুষ্ঠাঃ ॥ ২৯ ॥

কিঞ্চ স দহনোহপি কাশ্যাং আশু শীঘ্রা বিশন্ সত্বিক্সদক্ষিণং দহন্ ভগ্নী-  
কুর্ষন্ চক্রেণ স্বরমদাহি অদহ্যত, যত্র চক্রাগ্নৌ সা পুঃ কাশী অপি স্বয়মদাহি ॥ ৩০ ॥

কিঞ্চ চক্রাগ্নিনা কাশী আপ্লৌষি অদাহি, ইত্যন্থা নাহি মন্যতাং, তত্র চক্রাগ্নিকুকুটৈর্দেগ-  
কুলিঙ্গৈঃ সান্ধ্বকুটঃ পুরসহিতদেগোহপ্যসৌ প্লুষ্ঠা বন্ধোহভূৎ ॥ ৩১ ॥

তৎকালে চক্রের সম্মুখে সেই অভ্যচারবাহু বিশেষরূপে দৃষ্ট হইল। বোধ  
হইল যেহ, প্রণয়কাণীন সূর্যাসমুহ হইতে ভীত হইয়া খদ্যোত পলায়ন  
করিতেছে ॥ ২৮ ॥

অভ্যচারবাহুর সৈনিক রুদ্রগণ, যাহারা দ্বারকা দগ্ধ করিবার জন্য বিদ্যমান  
ছিল; তাহাদের মধ্যে কতিপয় সৈনিক সেই অভ্যচারবাহুদ্বারাই দগ্ধ হয়,  
এবং কতিপয় সুদর্শন নামক চক্রের ভেজে দগ্ধ হইয়া যায় ॥ ২৯ ॥

অপিচ, সেই অনলও শীঘ্রই কাশীতে প্রবেশ করিয়া পুরোহিতগণের সহিত  
সুদর্শনকে ভস্ম করিয়া ফেলে । সুদর্শনচক্রদ্বারা স্বয়ং দগ্ধ হইয়া যায়। অবশেষে  
সেই সুদর্শনচক্রের অনলে স্বয়ং কাশীনগরও দগ্ধ হইয়া যায় ॥ ৩০ ॥

সেই সুদর্শনচক্রের অনলদ্বারা যে, কাশীনগর দহইয়া যায়, ইহা আপনার

অথ সর্ব্বেষাং সহাসং শ্রোতুঃ—কণ্যাং জাতং যদকুরশ্চ তত্র  
তাবৎ স্থিতিং জাতেতি ॥ ৩২ ॥

রামশ্চ সহাসমাহ স্ম—ততস্ততঃ ?

দূতাবৃত্তঃ—

গতো চক্রশ্চ যশ্যাসীং কল্লার্কং তদপ্যদঃ ।

আগতো হরিপার্শ্বায় শীতাংশুসমতাং গতম্ ॥ ৩৩ ॥

রাম উবাচ—যন্তু দুর্ভাক্যঃ ব্রবীতি স্ম ব্রাহ্মণক্ৰবঃ স ক  
নু গতঃ ॥

তদেবঃ শ্রুত্বা সর্ব্বেষাং সহাসং যদবোচন্ তদ্বর্ণয়তি—অখতিগম্যেন। কণ্যাং জাতং তত্র  
কাণ্ডাং তাবৎকালমবস্থিতিঃ ॥ ৩২ ॥

রামস্য সহাসপ্রশ্নানস্তরঃ দূতোক্তিঃ বর্ণয়তি—গতাবিতি। যস্য চক্রশ্চ গতো কল্লার্কং  
প্রলয়কালীনসূর্য্যাস্তমাসীং, তদপ্যদঃ হরিপার্শ্বায় আগতো শূবাংশুসমতাং চন্দ্রতুলাতাং  
গতম্ ॥ ৩৩ ॥

ততো রামো যদবস্তদ্বর্ণয়তি—যস্থিতিগম্যেন। যন্তু ব্রাহ্মণক্ৰব উপজীবী অব্রাহ্মণঃ স কুল  
ধানে গতঃ। দূতো উচ্যতঃ। কৃত্যগ্নে বো নৃহালয়ঃ গম্মিন্নেব ॥

কখনও অতথা ভাবিবেননা। সেই অগ্নিফুলঙ্গদ্বারা নগরের সহিত সেই দেশও  
দগ্ধ হইয়াছিল ॥ ৩১ ॥

অনন্তর সকলে সহাস্ত্রে বলিতে লাগিল, ইহা অত্যন্ত মঙ্গলের বিষয়ই  
বলিতে হইবে যে, যেহেতু তৎকালে কালীতে অকুরের অবস্থান হয় নাই ॥ ৩২ ॥

বলরাম সহাস্ত্রে বলিতে লাগিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় বলিতে  
লাগিল, যে সূর্য্যদর্শনচক্রের গমনে যাঁহা প্রলয়কালীন সূর্য্যের সূক্তি ধারণ  
করিয়াছিল, তাঁহাও আবার শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে আগমন করিয়া চক্রের সাদৃশ্য  
প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩৩ ॥

বলরাম বলিলেন, যিনি দুর্ভাক্য বলিয়াছিলেন, এবং যিনি আপনাকে  
ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন, তিনি কোথায় গেলেন? দূতদ্বয় সহাস্ত্রে বলিতে লাগিল,  
সেই অভিচারবহ্নির যে নিত্যভূমি, তাহাতেই গমন করেন। সকলে সহাস্ত্রে

দুতৌ মহাসমুচভুঃ—কৃত্যগ্নিনৃত্যলয়এব ॥

সর্বৈ মহাসমুচভুঃ—স পাপাগ্নিনা স্বয়মেব প্লুটশ্চেৎ কস্ম  
বা দুষ্টিতা ভবেৎ । যত্র কৃত্যগ্নেরপি তস্ম স্বস্ম দুরাসদস্থান-  
প্রস্থাপনয়া প্রস্থাপকেষু ক্রোধ এব বোধবিষয়াভবতীতি ॥ ৩৪ ॥

তদেবমাকর্ণ্য শ্রীকৃষ্ণপাক্ষিগ্রহণার্থঃ রামমুখমুখং নির্বর্ণ্য  
ব্রজেশ্বরঃ স্বয়মেব বর্ণয়ামাস ॥ ৩৫ ॥

প্রাগ্রহং হ্রা মুহুঃ পশ্যন্মেনে কৃষ্ণস্য চেক্ষণম্ ।

অধুनाव্যগ্রমনসং মনুবে তস্ম পালকম্ ॥ ৩৬ ॥

তদেবং নিশম্য সর্বৈ মহাসং যদবোচন্ তদ্বর্ণয়তি—পাপাগ্নিনেতিগদ্যোন । প্লুটৌ দক্ষঃ ।  
দুরাসদস্থানপ্রস্থাপনয়া দুর্গস্য স্থানং দ্বারকা তস্মিন্ তস্য প্রস্থাপনয়া নিযোজনে প্রস্থাপকেষু  
বোধবিষয়াভবতি জ্ঞেয়ো ভবতীতি ॥ ৩৪ ॥

ততো যদুন্তং জাতং তৎ কথকঃ স্বয়ং কথয়তি—তদেবমিতিগদ্যোন । আকর্ণ্য শ্রুত্বা  
শ্রীকৃষ্ণস্য পাক্ষিগ্রহণার্থং পশ্চাৎপ্রদর্শনং সাহায্যার্থেত্যর্থঃ । রামস্য মুখমুখং উদ্যতং নির্বর্ণ্য  
দৃষ্টৌ ॥ ৩৫ ॥

তদ্ব্রজেশ্বরবাক্যং বর্ণয়তি—প্রাগতি । হ্রা হ্রাঃ কৃষ্ণস্য দর্শনং মেনে, অব্যগ্রমনসং হ্রাং তস্য  
কৃষ্ণস্য পালকং মনুবে বুদ্ধ্যামি ॥ ৩৬ ॥

বলিতে লাগিল, যদি সেই ব্রাহ্মণ পাপানলদ্বারা স্বয়ংই দগ্ধ হইয়া থাকে, তাহা  
হইলে আর কাহারই বা দোষ হইতে পারে ? সেই অভিচারবহির নিজেরই  
দুর্গমস্থান দ্বারকাপুরী । ঐ স্থানে প্রেরণ করাতে প্রেরকদিগের উপরে ক্রোধ  
জানাই হইতে পারিবে ॥ ৩৪ ॥

এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য করিবার নিমিত্ত বলরামের  
মুখ উন্নত হইয়াছে দেখিয়া, ব্রজরাজ স্বয়ংই বর্ণনা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

পূর্বে আমি তোমাকে বারংবার দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের দর্শন মানিরাছিলাম ।  
একণে তোমাকে ব্যাকুলচিহ্ন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণেরই পালক বলিয়া জানি-  
তেছি ॥ ৩৬ ॥

রামঃ সাত্ত্বমুবাচ—

যদি ত্বাং পিতরং তঞ্চ ভ্রাতরং সমগীক্ষতে ।

সোহয়ং কায়স্তদৈকধ্যং জায়তামৃদা দ্বিধা ॥ ৩৭ ॥

ইতি প্রতিজ্ঞায় চিচলয়িমতি(ক) বলদেবে সৰ্ব্বএবেহ ব্রজ-  
স্বাস্ত্যংপ্রস্থাপনায় সঙ্গম্য রম্যং তৎপ্রেমানরীক্ষণমধিগম্য মুহূর্ত্ত-  
দ্বয়মসমেবাজস্মৃহঃ । ব্রজেশ্বরী তু মুহূর্ত্তমাল্লিষ্য তস্মৈ মাতরং  
ভ্রাতরমপি বিশিষ্য সান্দিদিক্ষমাণাপি কিঞ্চিদপি যদ্বক্তুং ন  
শশাক তদেব পরমসন্দেশবেশতাংবিবেশ ॥ ৩৮ ॥

তচ্ছ্রুত্বা রামঃ সাত্ত্বং যদবনন্তধর্মগতি—যদীতি । তঞ্চ ভ্রাতরং শ্রীকৃষ্ণং সমং তুল্যং যঃ কায় ইক্ষতে  
পশুতি, সোহয়ং কায় স্তদৈকধ্যং এক্যতা জায়তাং, অমৃদা তুল্যদর্শনাভাষে দ্বিধা জায়তাম্ ॥ ৩৭ ॥

ততো যদ্বৃন্তমভূতধর্মগতি—ইতীতি । চিচলয়িমতি চলিতুমিচ্ছতি বলদেবে মতি, তস্য রামস্য  
প্রস্থাপনায় মুহূর্ত্তদ্বয়ং চতুর্দণ্ডানু রোদনং ধৃতবন্তঃ । তং রামঃ তস্য রামস্য মাতরং রোহিণীং  
ভ্রাতরং কৃষ্ণমপি সান্দিদিক্ষমাণাপি সন্দেহমিচ্ছতাপি পরমসন্দেশস্য বেশতাং রূপতাং  
আবিবেশ ॥ ৩৮ ॥

বলরাম সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন, আপনি পিতা, যদি আপনাকে এবং  
সেই ভ্রাতাকে যদি, এই আমার দেহ, তুল্যরূপে দর্শন করে, তাহা হইলে এই  
শরীরে এক্য হোক । এবং যদি তুল্য দর্শনের অভাব হয়, তাহা হইলে এই দেহ  
দ্বিধা বিদীর্ণ হোক ॥ ৩৭ ॥

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলদেব গমন করিতে ইচ্ছা করিলে, তথায়  
সমস্ত ব্রজবাসী লোকই তাঁহাকে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত একত্র মিলিত হইয়া,  
এবং তদীয় মনোহর প্রেম দর্শন জানিতে পারিয়া, সজল নয়নে চারিদিককাল  
কেবল রোদন করিতে লাগিল । কিন্তু ব্রজেশ্বরী, বলরামকে বারংবার আলিঙ্গন  
করিয়া এবং বলরামের মাতা রোহিণী ও বলান্নজ শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষ করিয়া  
আদেশবাক্য বলিতে ইচ্ছা করিয়াও কিছু যে বলিতে সমর্থ হন নাই, তাহাই  
একরূপ তাৎকালিক আদেশ বাক্যস্বরূপ হইয়াছিল, অর্থাৎ কিছু না বলাতেই  
চিহ্নদ্বারা বলা হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥

(ক) চিচলয়িতি । ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ ।



কিং বহুনা ?

পিতৃর্ন্যাতুর্নদগদথ স্নহদাং যদব্রজসদাং

চরিত্রং বিশ্লেষজ্বরবলিতমুচ্চৈস্তদাখিলম্ ।

হরৌ সন্দেশায় স্বয়মজনি যাস্মিন্ স তু পরঃ

ক্ষুটং ব্যর্থীভূয় ত্রিয়মনু তদালীয়ততরাম্ ॥ ৩৯ ॥

রামস্য চলনে দুঃখং স্নখং চাজনি গোদুহাম্ ।

স্বয়ং বিশ্লিষ্যতঃ কৃষ্ণাগতিঞ্চ প্রতিজানতঃ ॥ ৪০ ॥

তত্তৎসমিষ্টয়া অসাধারণত্বং বর্ণয়তি—পিতৃরিতি । পিত্রাদীনাং যৎ উচ্চৈঃ বিশ্লেষজ্বর-  
বলিতং চরিত্রং অখিলং সমগ্রং তৎ হরৌ সন্দেশায় স্বয়মজনি জাতং, যস্মিন্ সতি সতু পরো  
রামঃ ক্ষুটং ব্যর্থীভূয় নিপ্রয়োজনদাং ত্রিয়ং লজ্জামন্তু সহ লক্ষীকৃত্য বালীয়ততরাম্ অতিশয়েন  
লীনেহভূৎ ॥ ৩৯ ॥

তদাভ্যং যদুঃখং জাতং তদ্বর্ণয়তি—রামস্যেতি । গোদুহা গোপানাং রামস্য চলনে  
গমনে দুঃখং স্নখক অজনি জাতং, তত্র হেতুত্বেন রামঃ বিশেষয়তি স্বয়ং বিশ্লিষ্যতঃ বিশ্লেষণ-  
প্রাপ্তবতঃ প্রতিজানতঃ প্রতিজ্ঞাং কুর্ক্বতঃ ॥ ৪০ ॥

যাহা পিতার, যাহা মাতার, যাহা বন্ধুগণের, এবং যাহা সমস্ত ব্রজবাসী ব্যক্তি-  
গণের, সেই অত্যাচ্ছ ও পূর্ণ চরিত্র শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে আদেশ বাক্য বলিবার  
জন্তু নিজেই উপস্থিত হইয়াছিল, এবং যাহা ঘটিলে সেই বলরাম নিষ্ফল হইয়া  
লজ্জার অমুরোধে অতিশয় লীন হইয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥

স্বয়ং বিশ্লেষণ ঘটাইয়া গমন করিতে এবং শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতিজ্ঞা  
করিতে বলরামের গমনে গোপদিগের দুঃখ এবং স্নখ উভয়ই ঘটিয়াছিল  
( ক ) ॥ ৪০ ॥

(ক) বলরাম চলিয়া যাইতেছেন ইহা দুঃখ । আর তিনি গেলে শত্রু বিনাশ শেষ করিয়া  
শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসিবেন, তাহার হেতু বলরাম ইহাই স্নখ ।

পশ্চাত্যক্তং গোকুলং গম্যমগ্রে

কৃষ্ণস্থানং দূরমিত্যেষ রামঃ ।

মধ্যং শূন্যং সম্বিদানঃ সমস্তা-

দেকেনাহা দ্বারকায়াং বিবেশ ॥ ৪১ ॥

ইহ হরিবংশকৃতশংসনসিখম্নুগোদামহে ॥ ৪২ ॥

অথাগতং (ক) বলমুপাদিশ্য মাধবঃ

শ্রিতোদ্ধবঃ শ্রমজলসম্মৃতং মিলনং ।

রহো নয়ন্নয়নজলাকুলং পুরা-

খিলে ব্রজে ভবিকমপৃচ্ছদেকদা ॥ ৪৩ ॥

অধুনা রামস্য দ্বারকায়াং অবেশঃ বর্ণয়তি—পশ্চাদিতি । গোকুলং পশ্চাৎ ত্যক্তং অগ্রে  
গম্যং কৃষ্ণস্থানং দ্বারকাপুরং দূরে ইতি হেতো প্রধ্যং মধ্যগস্থানং শূন্যং সংবিদানো জানন্ একেন  
অহা দিবসেন বিবেশ অবিষ্টবান্ ॥ ৪১ ॥

অনু প্রামাণ্যায় হরিবংশোক্তঃ স্নাঘতে—ইহেতিগদোন । হরিবংশে কৃতং যৎ শংসনং কথনং  
ইখমেবংপ্রকারেণ অনুমোদামহে অনুমোদনং কুর্ষ্যে ॥ ৪২ ॥

তদুক্তং সংগৃহ্য বর্ণয়তি—অথাগতমিতি । উপদিষ্ট সমীপাগতং ব্রজা শ্রিত আশ্রিত উদ্ধবো  
যেন স মাধবঃ শ্রমজলসম্মৃতং আগতং বলং মিলনং রহোনয়নং রহস্যস্থানং প্রাপয়ন্ নয়নজলৈ-

গোকুল পশ্চাতে ত্যাগ করা হইয়াছে, এবং যে স্থানে কৃষ্ণ আছেন, সেই  
গন্তব্য দ্বারকাপুরী এখনও সম্মুখে অনেক দূরে ; অথচ মধ্যবর্তী পথ চারিদিকে  
শূন্যময়, ইহা অবগত হইয়া বলরাম একদিবসেই দ্বারকায় গমন করি-  
লেন ॥ ৪১ ॥

এইস্থানে হরিবংশে যেরূপ কথিত হইয়াছে, তাহাও এই প্রকারে আমরা  
অনুমোদন করিয়া থাকি ॥ ৪২ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলরাম আগমন করিয়াছেন শুনিয়া উদ্ধবকে অবলম্বন করিয়া  
সেই শ্রমজলব্যাগ্ত বলদেবের নিকটে উপস্থিত হইলেন, পরে তাঁহাকে নির্জনে

(ক) বলমুপদৃশ্য ইত্যানন্দগৌরবান্বিতবনপাঠঃ

কিং বাচ্যং জনকাবপৃচ্ছদয়মিত্যেবং জনানাং জনং  
 গা বন্যস্থিরজঙ্গমাংশ্চ নিখিলান্ পপ্রচ্ছ বদ্ভ্রাতরম্ ।  
 তেনাশ্বস্তমতিব্রজং প্রতি গতিং(ক) তত্রাপ্যসৌ নির্ণয়ন্  
 যচ্চ প্রত্যবদৎ প্রতিশ্বগধিকং তত্তন্মুহঃ পাতু নঃ ॥৪৪॥  
 যথা চ তৎপদ্যানি—

(খ) “তথৈবাক্ষগবেষণে সোপশ্লিষ্টৌ জনাঙ্কনম্ ।

প্রত্যগ্রবনগালেন বক্ষসাবিরাজতা ॥ ৪৫ ॥

রাকুলং যথা স্যাত্তথা পুরা অগ্রে একদা এককালে অখিলে সমগ্রব্রজে ভবিকঃ মঙ্গলম-  
 পৃচ্ছৎ ॥ ৪৩ ॥

কিঞ্চ কিং বাচ্যং বাধিষয়ঃ যতঃ অয়ং কৃক্ষৌ জনকৌ বজ্ররাজৌ অপৃচ্ছৎ, এবং জনানাং  
 জনং গণমপৃচ্ছৎ, এবং গা ধেবাদীন্ বন্যস্থিরজঙ্গমান্ বনভবান্ স্থাবরান্ জঙ্গমাংশ্চ ভ্রাতরঃ  
 রামঃ যৎ পপ্রচ্ছ, তেনাশ্বস্তমতিঃ সন্ অসৌ কৃক্ষৌ ব্রজং প্রতি গতিং নির্ণয়ন্ প্রতিশ্বং প্রতিজনং  
 অধিকং যচ্চ প্রত্যবদৎ তত্তৎ নোহস্মান্ মুহঃ পাতু ॥ ৪৪ ॥

তদর্থঃ হরিবংশোক্তপদ্যানি লিখতি—তথৈবেত্যাদীনি । স বলোহধঃস্তবেশেন পথিকবেশেন

স্থানে লইয়া গিয়া, সজল নয়নে, বাকুলভাবে, সম্মুখে এককালে সমস্ত ব্রজের  
 মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪৩ ॥

এ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব, শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে জনক জননীর বিষয়  
 জিজ্ঞাসা করেন, এই প্রকারে লোকদিগের কথা জিজ্ঞাসা করেন ; ধেমুদের বিষয়  
 বনজাত স্থাবর এবং জঙ্গম পদার্থসমূহের বিষয় ভ্রাতা বলরামকে জিজ্ঞাসা  
 করিলেন । তাহা দ্বারা আশ্বস্তচিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গমন করিতে স্থির  
 নিশ্চয় হইয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে অধিক বলিয়াছিলেন, তত্তৎবিষয় আমা-  
 দিগকে বারংবার রক্ষা করুক ॥ ৪৪ ॥

হরিবংশে ও এইরূপ কতিপয় শ্লোক আছে । যথা :—“সেই বলদেব পথিক-  
 বেশে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন । নূতন বনমালা তাহার শোভা পাইতে

(ক) ভস্মাপ্যসৌ । ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ ।

(খ) অধঃস্তবেশেন । ইতি সর্বত্র পাঠঃ । কিন্তু ২০ পুরণে ২৫ গদ্যে অধঃগণদর্শনাৎ  
 অত্রাপি অধঃগতি কৃতং, বিবেচনীয়ঃ সুদীভিঃ ।

স দৃষ্ট্বা তুর্ণমায়ান্তং রামঃ লাক্ষ্মলধারিণম্ ।  
 সহসোথায় গোবিন্দো দদাবাসনমুক্তগম্ ॥ ৪৬ ॥  
 উপবিষ্টং তদা রামং পপ্রচ্ছ কুশলং ব্রজে ।  
 বান্ধবেষু চ সৰ্কেষু গোষু চৈব জনাৰ্দ্দনঃ ॥ ৪৭ ॥  
 প্রত্যাচ ততো রামো ভ্রাতরং সাধুভাষিণম্ ।  
 সৰ্কেষাং কুশলং কৃষ্ণ ! যেষাং কুশলমিচ্ছসি” ॥ ইতি ॥ ৪৮ ॥  
 তদেবং শ্রীমদব্রজস্থাঃ সদাপি সস্বাএব স্থাস্থন্তীতি চ  
 সূচিতং । অথ তত্র শ্রীকৃষ্ণাবেশান্তরং ব্যজ্যতে ॥ ৪৯ ॥

জনাৰ্দ্দনঃ কৃষ্ণঃ উপবিষ্ট আনন্দিতবান্ । স কিস্কৃতঃ প্রত্যগ্রবনমালেন নবাবনমালায় উপলক্ষিতঃ,  
 তেন কিস্কুতেন বক্ষসা বিরাজতা অতিরমণীয়বক্ষসা শোভমানেন ॥ ৪৬ ॥

কিঞ্চ স ইতি । স গোবিন্দ স্তূর্ণং শীঘ্রং স্বয়মুক্তমাসনং দত্তবান্ ॥ ৪৬ ॥

কিঞ্চ উপবিষ্টমিতি তদ্বিরাসনে উপবিষ্টং অস্তং শৃগমম্ ॥ ৪৭ ॥

কিঞ্চ ভ্রাতরঃ শ্রীকৃষ্ণং হে কৃষ্ণ ! যেষাং কুশলমিচ্ছসি তেষাং সৰ্কেষাং কুশলমস্তি ॥ ৪৮ ॥

তদন্তরঙ্গিময়তি—তদেবমিতিগদ্যেন । তত্র বজে আবেশান্তরং অভিনিবেশবিশেষং ব্যাজ্যতে  
 প্রকাশ্যতে ॥ ৪৯ ॥

লাগিল, এবং বলদেবেরও অতিশয় মনোহর বক্ষঃস্থল শোভা পাইতে  
 লাগিল ” ॥ ৪৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ, হলধর বলরামকে শীঘ্র আসিতে দেখিয়া সহসা উঠিয়া তাঁহাকে  
 উৎকৃষ্ট আসন প্রদান করিলেন ॥ ৪৬ ॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম উপবেশন করিলে, ব্রজের সমস্ত বান্ধবগণের এবং  
 সমস্ত ধেমুদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর বলরাম মিষ্টভাষী শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যুত্তর দিলেন যে, হে কৃষ্ণ ! তুমি  
 বাহাদের কুশল কামনা করিতেছ, তাহাদের সকলেরই কুশল জানিবে ॥ ৪৮ ॥

অতএব এইরূপে শ্রীমান্ ব্রজবাসী ব্যক্তিগণ যে, সর্বদাই সুস্থ থাকিবে, ইহাই  
 সূচিত হইয়াছে । অনন্তর সেই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের কোন এক প্রকার অভিনিবেশ  
 প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৪৯ ॥

যথা—

অধাসীদ্রামনীতানি দুহ্মানি মধুমর্দনঃ ।

ফলান্যজ্ঞকদাখ্যচ্চ তত্ত্বক্কে গণা ভিধাম্ (ক) ॥ ৫০ ॥

অগ মধুকণ্ঠঃ সমাপনমাহ স্ম—

ব্রজেশ ! তদদঃ কথং ব্যভিচরিস্থ কাষ্যং বচ-

স্তথাবলমুখোদিতং বত ! ভবেদহো ! দৃশ্যতাম্ ।

স এম বরবেষবান্ বলযুতঃ স্ততস্তে পুরঃ

পুরস্কৃর্তনজব্রজঃ স্ফুরতি শীতয়ন্ দ্রাগুরঃ ॥ ৫১ ॥

তদ্বর্ণয়তি—অধাসীদতি । মধুমর্দনঃ কৃষ্ণো রামেণ নীতানি প্রাপিতানি দুহ্মানি অধাসীৎ পপৌ । স্ত্রীতানি ফলানি অজ্ঞকং ভক্ষয়ামাস । তত্ত্বক্কেতুগণাভিধাং গঙ্গাবমুনেতাদিরূপাং আখ্যৎ স্ময়াহেন কথয়ামাস ॥ ৫০ ॥

ততো মধুকণ্ঠস্য সমাপনবাক্যং বর্ণয়তি—ব্রজেশ ইতি । হে ব্রজেশ ! তদদঃ “বাত হুয়”মিত্যাদি কাষ্যং কৃষ্ণেন প্রোক্তং বচঃ কণ্ঠ ব্যভিচরিস্থ অনিত্যং ভবেৎ, তথা বলস্য মুখেনোদিতঃ কণ্ঠিতঃ বচোহনিত্যং ভবেৎ, অহো হৃদে । দৃশ্যতাং সএষ শ্রেষ্ঠবেশধারী বলেন মিলিত স্তব পুত্র স্তবাগ্রে পুরস্কৃতঃ সম্মানিতো নিজগ্য ব্রজো যেন সঃ, তে উরৌ বক্ষঃস্থলং শীতয়ন্ শীতলীকুর্বন্ স্ফুরতি বিরাজতে ॥ ৫১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলরামের আনীত দুগ্ধ সকল পান করিলেন, (খ) এবং তাহার আনীত ফল সকল ভক্ষণ করিলেন । তৎপরে গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদি ক্রমে ধেমু-গণের নাম স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

অনন্তর মধুকণ্ঠ সমাপন করিয়া বলিতে লাগিল, হে ব্রজরাজ ! শ্রীকৃষ্ণের সেই এই বাক্যের কিরূপে ব্যভিচার হইবে, এবং ঐরূপ বলরামের মুখোচ্চারিত বাক্যেরই বা কিরূপে ব্যভিচার হইবে । অহা ! কি আত্মলাদের বিষয় !

(ক) তত্ত্বক্কেতুগণাভিধাম্ । ইতি আনন্দবৃন্দাবনগৌরপাঠঃ ।

(খ) ব্রজ হইতে দ্বারকায় দুগ্ধ লইয়া যাওয়া কেহ অসম্ভব মনে করিবেন না । কারণ বলরাম একদিনে দ্বারকা গেলেন, পূর্বেই উক্ত আছে যে শত বোঝন বাপী অষণ গুড়দাগকে লইয়া দ্বারকা ও ব্রজে গমনাগমন করিত ।

অথ ব্রজবন্দিনশ্চ তত্র তং ববন্দিরে ॥ ৫২ ॥

ত্বং পুণ্ড্রক(ক্লি)শ্লিষ্টসন্দিক্তবিস্মের ! ।

বাচাটতাক্ষংসিবাকুপাটবস্মের ! ॥

নাট্যাভতদ্বেষমুদক্টমুৎকণ্ঠ ! !

শঙ্খধ্বনিগ্রামবিস্ফোরিসৎকণ্ঠ ! ॥

সানন্দমাগত্য সন্দক্টতদেশ ! ।

তং দ্রক্টমত্যর্থমুদ্যম্য সাবেশ ! ॥

ধ্বং কবি: প্রসঙ্গং সংজ্ঞাপ্য বর্ণয়তি—অথেতিগদোন । তত্র গোলোকে তং কৃষ্ণং ববন্দিরে ত্রষ্টুঃ ॥ ৫২ ॥

তদ্বন্দনং বর্ণয়তি—হামিত্যাদিভিবীকৃত্য: । তত্র ত্রিমিত, পুণ্ড্রকেন শ্লিষ্টং শ্লেষযুক্তং বং সন্দিক্তং সন্দেশ শব্দন বিশিষ্টং স্মেরো মন্দহাসো যস্য হে স । দূতস্য বাচাটতারা বাচালতারা ক্লি:সি ধ্বংসনশীলং যং বাকুপাটব: বাক্যনিপুণতা তস্য স্মের: প্রকাশো যেন হে স । নাট্যাভতদ্বেষং নাট্যা নটেন কল্পিতো যো বেষ শুদিব আভা নীপ্তি ধ্বংসা সচাসো তস্ত বেষ-শ্চেতি তং উদ্রষ্টুং উৎ অধিকং ত্রষ্টু:মুৎকণ্ঠ সমুৎসুক । শঙ্খধ্বনে গ্রামিণাঃ সমুহানাং বিস্ফোরিত্ব: শীলমস্য এবমুৎকণ্ঠ: সংকণ্ঠো যস্য হে স । সন্দক্টতদেশ সম্যক্ৰূপেণ দৃষ্টে তস্য কক্ৰূষাপিতে দেশো যেন হে স । তং গোপুংকং সাবেশ আবেশেন অভিনিবেশেন সহ বর্তমান হে স । অন্তর্জি:

দেখুন ? এই সেই শ্লেষ্ঠবেশে সুসজ্জিত হইয়াও, বলরামের সহিত মিলিত হইয়া এবং আত্মীয় লোকদিগকে সম্মানিত করিয়া আপনার বক্ষ:স্থলকে নীতল করত বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫১ ॥

অনন্তর ব্রজের স্তব পাঠকগণ সেই গোলোকে ( ক ) শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিল ॥ ৫২ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি পুণ্ড্রকের শ্লেষযুক্ত আদেশ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলে । সর্বদাই তোমার মুখে মুহু হাত লাগিয়া আছে । যাহাতে দূতগণের বাচালতা নিবারণিত হয়, তুমি এইরূপে বাক্‌চাতুরী প্রকাশ করিয়াছিলে । নটের যেরূপ বেশ, তাহার মত গোপুংকের বেশ উজ্জ্বল ছিল । তাহাকে অধিক দেখিবার

(ক) মধুকট সিদ্ধকণ্ঠের মুখ দিয়া সে সভাতে চন্দ্রপুং কণা কীর্ণিত হইতেছে, তাহা নন্দ মহাজের গোলোক স্থিত প্রাসাদ । ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ।

অন্তর্দ্ধিমত্ৰাথ তৎসৈন্যমুক্ৰয় ।  
 তন্মুখ্যসাম্মুখ্যকাৰ্য্যায় সমুদ্রয় ॥  
 সংবেষমুৎপ্ৰেক্ষ্য তত্রালমুৎপ্রাস ! ।  
 প্রত্যর্পণায়েব তদ্ধান্নি চক্রাস ! ॥  
 তত্ৰাশুবিন্ধন্তমস্তস্মৈ তত্রাথ ।  
 মিত্রচ্ছিদাকারিনারাচসন্নাথ ! ॥  
 কাশীরাদিশমুদ্বীনমুৎকৃত্য ।  
 কাশ্যাং নিরস্ত্যপি সম্পূর্ণতৎকৃত্য ! ॥

মত্ৰাথতৎসৈন্যমুক্ৰয় অন্তর্দ্ধিমস্তায় নাশায় স্বন্ধি বুদ্ধি বস্যা তৎ তৎ সৈন্যং পৌণ্ড্রকস্য ।  
 সেনাধিরক্ষকং উক্ৰয় খণ্ডয়িত্বা তন্মুখ্যসাম্মুখ্য কাৰ্য্যায় সৈন্যমুখ্যস্য যৎ সমুখতা তৎকাৰ্য্যায় সমুদ্রয়  
 মিলিষা । তত্র পৌণ্ড্রকে স্বং বেষং চতুর্ভুজাদি উৎপ্ৰেক্ষ্য দৃষ্ট্বা অলমতিশয়েন উৎপ্রাস  
 আক্ষেপো যেন হে স । তদ্ধান্নি পৌণ্ড্রকস্য দেহে চক্রস্য আসো নিক্ষেপো যেন হে স ।  
 বিন্ধন্তমস্তস্য বিন্ধন্তঃ মন্তঃ মুণ্ডং যস্য তস্য অথ তত্র যুদ্ধে তস্য মিত্রস্য কাশীরাজস্য ছিদ্ৰা  
 ছেদনঃ কর্ত্তব্যঃ শীলমস্য এবমুত্তো যো নারাচোহস্ত্রবিশেষ স্তেন সন্নাথো নানো যেন হে স ॥  
 কাশীরাজস্য মন্তকং ছিদ্ৰা কাশ্যাং বাটৈ নিক্ষিপ্যাপি সম্পূর্ণঃ তৎকৃত্য শত্রুকরকৃত্যঃ যেন  
 হে স । দ্বারকাং প্রাপ্য গেলার্যঃ পাশকক্ৰীড়ার্যঃ আপ্তানঃ মিত্রাণাং সম্যক্ সঙ্গো মিলমনঃ

জন্ত তুমি সমুৎস্রক হইয়াছিলে । এক সঙ্গে অসংখ্য শত্রুধ্বনি হইলে যেক্রপ  
 ভীষণ শব্দ হয়, তাহার মত তোমার অমধুর কর্ণধ্বনি বিরাজ করিতে থাকে ।  
 হে ত্রীকৃষ্ণ ! তুমি আনন্দে আগমন করিয়া উত্তমরূপে করুণবতি গুণ্ডকের দেশ  
 দেখিয়াছিলে । সেই পৌণ্ড্রককে দেখিবার জন্ত অত্যন্ত উদামের সহিত তুমি  
 অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলে । অনন্তর ঐ স্থানে বিপক্ষ দলনে বুদ্ধি প্রাপ্ত পৌণ্ড্রকের  
 সেনাপতিকে ছেদন করিয়া সৈনিকাগ্রগণা পৌণ্ড্রকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া,  
 এবং সেই পৌণ্ড্রকের উপরে নিজের চতুর্ভুজাদি বেশ নিরীক্ষণ করিয়া, তুমি  
 অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছিলে । তুমি প্রত্যর্পণ করিবার অভিপ্রায়েই যেন,  
 পৌণ্ড্রকের দেহে চক্র নিক্ষেপ করিয়াছিলে । অনন্তর সেই বৃদ্ধে পৌণ্ড্রকের  
 মস্তক ছেদন হইলে, পৌণ্ড্রক মিত্র কাশীরাজের নিধনোত্তম ধৈ নারদনামক  
 অস্ত্র বিশেষ বিস্তমান ছিল, তুমি তাহাধারা শত্রুনিপাত করিয়াছিলে । তুমি

স্বাবাসমাসদ্য খেলাগুসংসঙ্গ ! ।  
 তৎপুত্রকৃত্যাগ্নিমাৰ্গ্য সঙ্গ ! ॥  
 পার্শ্বস্থাদিশ্য চক্রং চ সক্রীড় ! ।  
 মিত্রাং পরাজিত্য খেলাসু সক্রীড় ! ॥  
 কাশীশপুত্রাভিচারং পরাবর্ত্য ।  
 চক্রেণ কাশ্যাদি দগ্নং চ নিব্বর্ত্য ॥  
 যাং দ্বারকামাশু যাসি স্ম(ক) তামেব ।  
 হিত্বা ব্রজে ভাসি বৃন্দাটবীদেব ! ॥ ইতি ॥ ৫৩ ॥

যস্য হে স । তৎপুত্রকৃত্যাগ্নিঃ তস্য কাশীরাজস্য পুত্রঃ সুদক্ষিণঃ তস্য কৃত্যাগ্নিমভিচার-  
 দহনং আকর্ষ্য শ্রদ্ধা সঙ্গঃ সন্ পরিহাসরূপো রঙ্গঃ ক্রীড়া যস্য হে স । পার্শ্বস্থং সুদর্শনং  
 চক্রং তদহননাশায় আদিষ্ট পাশকক্রীড়য়া সহ বর্তমান । তাসু খেলাসু মিত্রাং পরাজিত্য  
 পরাজয়ং প্রাপ্য সক্রীড় লজ্জয়া সহ বর্তমান হে স । তৎকৃত্যদহনং পরাবৃত্ত্য বিমুখতাং  
 প্রাপ্য কাশ্যাদীত্যাদিপদেন তদেষমাপি দাহং সাধয়িত্বা যাং দ্বারকাং যাসি স্ম সমাগচ্ছত  
 তামেব দ্বারকাং হিত্বা ত্যক্ত্বা হে বৃন্দাটবীদেব ব্রজে ভাসি রাজসে ॥ ৫৩ ॥

কাশীরাজের হস্তক ছেদন করিয়া কাশীতেও শরজাল মোচন করিয়া শত্রুকর  
 কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলে । পরে দ্বারকায় আগমন করিয়া পাশক্রীড়ায় মিত্রগণের  
 সহিত সমাক্রুপে মিলিত হইয়াছিলে । কাশীরাজের পুত্র সুদক্ষিণের অভিচার-  
 বহিঃশ্রবণ করিয়া তোমার পরিহাসরূপ ক্রীড়া উপস্থিত হইয়াছিল । সেই  
 অভিচার বহিঃবিনাশ করিবার জন্য পার্শ্ববর্তী সুদর্শন চক্রকে আদেশ করিয়া  
 তুমি পুনরায় পাশক্রীড়ায় রত হইয়াছিলে । সেই ক্রীড়ায় বহুর নিকটে পরাজিত  
 হইয়া তুমি লজ্জিত হইয়াছিলে । কাশীরাজ পুত্রের অভিচার-কার্য নিষ্ফল  
 করিয়া, এবং সুদর্শন চক্রদ্বারা কাশীপ্রভৃতি স্থানে দাহ-কার্য সম্পাদন করিয়া



অথ বহিঃসভায়াং কথনং কথকঃ সম্প্রথয্যাস্তঃসভায়ামপি  
শ্রীরাধামাধবাদানাং চিত্তং কিঞ্চিদক্ষিতং চকার ॥৫৪॥

ব্রজতশ্চলমপি বলদেবঃ স্বানুজদয়িতা ন সাক্ষাদাশ্বাসন-  
ময়িতাঃ কৃতা ইতি মনস্ববগম্য তাং রজনীং সব্যাজং বিরম্য  
প্রাতঃ সর্দমপ্যনুব্রজন্তং ব্রজং যত্নাদতিক্রম্য তাম্শ্চ বন্যবত্ন-  
শানুশোচন্তীরনুগম্য সম্যগাশ্বাসনায় স্বপ্রেয়সীরপি তদাজ্ঞাব-  
শা ব্রহ্মনুগততয়া ব্রজ এব বাসায় নিয়ম্য জাতুজাতু পিতৃনিশান্ত-

তদেবং কথকো দিবা কথং সমাপ্য রাজৌ যাঃ কথামকথয়ন্তুর্দ্বয়তি—অথেনিগদ্যেণ ।  
বহিঃসভায়াং কথকো মধুকণ্ঠঃ কথনং সম্প্রথ্য বিন্দারয়িত্ব অন্তঃ সভায়াং শ্রীকৃষ্ণান্তঃপুর-  
সভায়াং কিঞ্চিদক্ষিতং সম্মানিতং হুংগতং চকার ॥ ৫৪ ॥

তমকণ্ঠপ্রকারঃ বর্ণনতি—ব্রজত ইতি গদ্যেণ । ব্রজতঃ সকাশাৎ গচ্ছন্নপি স্বানুজস্য  
কৃষ্ণা দয়িতাঃ প্রেয়সাঃ সাক্ষাদাশ্বাসনং ন অয়িতাঃ কৃতাঃ ইতি চিত্তে অবগত্য সব্যাজং  
সম্ভ্রম্য বিরম্য যাপয়িত্ব ব্রজং তৎস্থজনং যত্নাদতিক্রম্য তং পশ্যাৎ কৃতা তাঃ স্বানুজদয়িতা  
বন্যবত্নানি বনমধ্যবর্ত্তমার্গে অনুশোচন্তীঃ শ্রীকৃষ্ণবিরহাদিকং চিন্তয়ন্তীরনুগম্য সম্যগাশ্বাসনায়  
স্বপ্রেয়সীরপি তানাং স্বানুজদয়িতানাং আজ্ঞাবশাৎ তাসামনুগততয়া ব্রজ এব বাসায় নিয়ম্য

তুমি যে দ্বারকায় শাস্ত্র গমন করিয়াছিলে, আবার সেই দ্বারকাই পরিত্যাগ  
করিয়া, হে বৃন্দাবন-দেব ! ব্রজ মধ্যেই বিরাজ করিতেছ (ক) ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর কথক মধুকণ্ঠ, বাহিরের সভায় কথা বিস্তার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃ-  
পুরের সভাতেও শীরাধিকা এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রভৃতির হৃদয় কিঞ্চিং সম্মানিত বা  
সুখী করিয়াছিল ॥ ৫৪ ॥

বলরাম যখন ব্রজ হইতে চলিয়া যান, তখন স্বকীয় কনিষ্ঠের প্রেয়সীদিগকে  
সাক্ষাৎ অশ্বাসিত করা হয় নাই ইহা মনে মনে জানিতে পারিয়া, কোন এক  
প্রকার ছদ্ম দেহ রাশি যাপন করিয়া, প্রাতঃকালে যে সমস্ত ব্রজবাসী লোক  
তাহার অনুসরণ করিয়াছিল, তিনি যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া

(ক) বর্ননাকার্য্য সমস্ত ২১ পুরাণের কথাকে সংক্ষিপ্ত করা হইল । ইহাও গ্রন্থকারের  
মহা এক কাব্যকৌশল জানিতে হইবে । এইরূপ বন্ধুহুলেই দৃষ্ট হয় । যে সকল কথা অত্যন্ত  
অটলদৃঢ়তার পরিপূর্ণ বা অতীবহুং সেই সেই স্থলেই এই রীতি দৃষ্ট হয় ।

গমনপর্য্যবসানং সমাধানং (ক) সম্ভবন্ত্য সাস্বনাঙ্গীকৃতয়া  
সুজ্ঞানাং তদনুজ্ঞামধিগম্য চলিতবান্ । চলনসময়ে তু  
শুকশারিকয়োদ্বয়ং তাভিঃ শিক্ষয়িত্বা কৃষ্ণায়োপায়নতয়া  
প্রাহাপিতং নিনায় ॥ ৫৫ ॥

ক্রমেণ তয়োঃ শিক্ষা যথা —

আয়াশ্চাশ্রম্যথ যাবত্তাবৎ প্রাণান্ প্রিয়া ! বহত ।

জীবন্তি হি সারঙ্গ্যো যাবন্মেঘাগমো ভবতি ॥ ৫৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণে সহ স্বসাত্র গমনমবশ্যং ভবিষ্যতীতি যৎ সমাগাখাসনং তদর্থমিতি ভাবঃ । পিতৃ-  
নিশান্তগমনপর্য্যবসানং পিতৃনিশান্তে পিতৃগৃহে গমনমেব পর্য্যবসানং বহু তৎ সমাধানং  
সম্ভবন্ত্য বিবৃতবত্যাঙ্গীকৃতয়া অনয়া সাস্বনাঙ্গীকৃতয়া সুজ্ঞানাং সুখীনাং তদনুজ্ঞাং গমনায়  
অধিগম্য চলাৎ । তাভিঃ সানুজ্ঞদয়তাভিঃ শিক্ষয়িত্বা শিক্ষণং কারয়িত্বা উপায়নতয়া  
উপহারতয়া কৃষ্ণা প্রাহাপিতং অর্পিতং নিনায় প্রাপয়াস ॥ ৫৫ ॥

শুকস্য শিক্ষা বর্ণয়তি—আয়াশ্চামীতি । যাবদহমায়ামি, হে প্রিয়া তাবৎ প্রাণান্ বহত  
ধারণত । তত্র নিদর্শনং যাবৎ ঘনসময়ে মেঘানাং সময়ে আগমো ভবতি, তাবৎ সারঙ্গ্যো  
শ্যাতক্যো জীবন্তি, নতু প্রাণান্ ত্যজন্তি ॥ ৫৬ ॥

বহু পথে বিলাপকারিণী কনিষ্ঠের প্রিয়তমাদিগের অনুগমন করেন । তৎপরে  
স্বকীয় প্রিয়সীদিগকেও কনিষ্ঠের প্রিয়তমাদিগের আজ্ঞানুসারে তাহাদেরই অনুগত  
করিয়া নিশ্চর্যই ব্রজে বাস করা হইবে, এইরূপ নিয়ম করিয়া তাহাদিগকে সম্যক-  
রূপে আশ্বাস দিতে লাগিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমার এই স্থানে অবশ্যই  
আগমন হইবে । কখন কখন পিতৃগৃহে অবশ্যই গমন হইবে, এইরূপ সমাধানের  
পরিণাম বিস্তারকারিণী অঙ্গীকৃত-সাস্বনাঙ্গীকৃত-সুজ্ঞানাঙ্গীকৃত-সুখীনাঙ্গীকৃত-  
তদনুজ্ঞাং গমন করিলেন । গমনকালে কৃষ্ণপ্রিয়সীগণ, শুক এবং শারি-  
কাকে পিছাইয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে উপহার স্বরূপ অর্পণ করিয়া-  
ছিল ॥ ৫৫ ॥

যথাক্রমে শুক এবং শারিকার শিক্ষা বর্ণিত হইতেছে । তদন্থো প্রথম

(ক) সম্ভবন্ত্য সাস্বনাঙ্গীকৃতয়া ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ ।

সত্যং সারঙ্গীণাং ঘনসময়াপেক্ষি সন্ত্যপি প্রাণাঃ !

ঘনসময়েহপি সমস্তাদঘনে কথংহহ ! সন্ত তে দীনাঃ ॥

॥ ইতি ॥ ৫৭ ॥

তদেবম্—

নীতং রামেন গোষ্ঠাভূপল্লাভিবলয়ং স্তম্ভু কৃষ্ণায় রুচ্যং

তদ্রাগাদ্বাঢ়মহাং নিকরমনু পরিচ্ছেদমেব ক্রমেণ ।

কিন্তুতঃ কৌশারীযুগলমুপদিশং পাঠিতং তৎপ্রিয়াভি-

স্তম্বং কর্ষং চ তস্মিন্ বিদধদপি পরিচ্ছেদমাপ্তং ন জাতু ॥৫৮

শারিকারঃ শিক্ষণং বর্ণয়তি—সত্যমিতি । ঘনসময়াপেক্ষি যথা শ্রান্তথা সারঙ্গীণাং চাতকীনাং প্রাণাঃ সন্ত্যপি সত্যং অহহেতি খেদে । ঘনসময়ে মেঘাগমকালেহপি অঘনে মেঘরচিত্তে তে দীনাঃ স্তীণাঃ প্রাণাঃ কথং সন্ত ॥ ৫৭ ॥

এদঙ্গং সমাধাতুং প্রকৃত্যতে—তদেবং নীতমিতি । কৃষ্ণায় স্তম্ভু রুচ্যং কৃষ্ণায় রোচনীয়ং উপলভিবলয়ং উপহারবৃন্দং রামেন বলভয়েণ গোষ্ঠান্নীতং, তত্র কৃষ্ণে তদ্রূপং নিকরং দিবসান্যং বৃন্দাঃ অমূলকীকৃত্য ক্রমেণ বাঢ়ং পরিচ্ছেদমগাং, অদ্বৈতভোগ্যঃ পরেছ্যরেতৎ তৃতীয়েহি এতদেবংক্রমেণ । কিন্তু অন্তশিষ্টে তৎপ্রিয়াভিঃ পাঠিতং কৌশারীযুগলঃ শুভকারীকরণং তসং তুলামুপদিশং তস্মিন্ বজে কয়মাকষণং বিদধৎ কৃষ্ণদপি জাতু কদাচিৎ পরিচ্ছেদং বিরামং নাপ্তং ন আপ ॥ ৫৮ ॥

জ্ঞকের শিক্ষা যথা :—হে প্রেমসীগণ! যাবৎ আমি আগমন করিব, তাবৎকাল তোমরা প্রাণ ধারণ কর । তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন, যাবৎকাল বর্ষার আগমন হয়, তাবৎকাল চাতকী সকল বাঁচিয়া থাকে, কিন্তু প্রাণত্যাগ করে না ॥ ৫৭ ॥

শারিকার শিক্ষা যথা :—মেঘসময় বা বর্ষাকাল অপেক্ষা করিয়া সত্যি চাতকীদিগের প্রাণ বিদ্যমান থাকে । হায় ! কিন্তু মেঘাগম অর্থাৎ বর্ষাকালেও চারিদিক মেঘশূন্য হইলে কি প্রকারে কাণপ্রাণ চাতকীসকল থাকিতে পারে ? ॥ ৫৭ ॥

অতএব এই প্রকারে বলরাম শ্রীকৃষ্ণের অভ্যস্ত রুচিজনক যে সকল উপহাররাশি গোষ্ঠ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন, ক্রমে শ্রীকৃষ্ণের বহুদিবস

অথ মধুকণ্ঠঃ সমাপনমাহ স্ম ॥ ৫৯ ॥

সেয়ং ভবতী রাধে !, সোহয়ং কৃষ্ণঃ সগং লসতি ।

যত্রাপ্লেষং পশ্যন্, জিতবিল্লেষণং মদং যামি ॥ ৬০ ॥

তদেবমানন্দ্য তত্তত্বন্দমনু মন্দিরং বিন্দমান্যোরনয়োঃ

শ্রীরাধামাধবানন্দসম্বাদালয়মধিশয়াতে স্ম ॥ ৬১ ॥

অথ বরং কবিঃ সমাপনপ্রকারং বর্ণয়তি—অপেতিগদ্যেণ । অগম ॥ ৫৯ ॥

তৎপরিণতি—সেয়মিতি । হে রাধে ! সেয়ং ভবতী পদং সহ একদা বা লসতি রাজতে । বজ্র  
গোলোকে আলোষমুত্তরোরালিঙ্গনং পশ্যন্ অহং জিতবিল্লেষণং জিতো বিরেষো বিচ্ছেদো বজ্র  
তদবস্থা ত্রাতথা মদং হর্ষং যামি গচ্ছামি ॥ ৬০ ॥

অধুনা বরং কবিঃ সমাপ্তে—তদেবমিতিগদ্যেণ । তদেবং তুত্ববৃন্দং প্রজরাজানীন্  
শ্রীকৃষ্ণপ্রেরণীপ্রভৃতীশ্চানন্দ্য হর্ষয়িত্বা অহং পশ্যত্যং মন্দিরং বিন্দমানয়ো লভমানয়োরনয়োঃ  
সতোঃ শ্রীরাধামাধবো আনন্দসম্বাদালয়ং আনন্দসা সম্বাদঃ সম্বটঃ যঃ সচাসো আলয়ো  
প্ৰকৃতি তং অধিশয়াতে স্ম তত্র শরিতবন্তৌ ॥ ৬১ ॥

লক্ষ্য করিয়া সেই উপহার সকল, “অদ্য এই বস্ত্র ভোগ্য, পরদিবসে ইহা ভোগ্য,  
এবং তৃতীয় দিবসে ঐ বস্ত্র উপভোগ্য” ইত্যাদি ক্রমে ব্রজের উপহারের শেষ  
করা হইয়াছিল । শিশু অন্তরে প্রেরণীগণের শিক্ষিত সেই শতক এবং পারিকা  
লালসার উপদেশ দিয়া এবং ব্রজে যাইবার আকর্ষণ করিয়াও কখন নিঃশেষিত  
হয় নাই ( ক ) ॥ ৫৮ ॥

অনন্তর মধুকণ্ঠ সমাপন করিয়া বলিতে লাগিল । হে রাধিকে ! এই সেই  
ভূমি, এবং এই সেটী শ্রীকৃষ্ণ আপনারা দুইজনে এক সঙ্গে বিরাজ করিতেছেন ।  
যে গোলোকে আমিও উভয়ের আলিঙ্গন দেখিয়া বিচ্ছেদ ভয় করিয়া আনন্দ  
লাভ করিতেছি ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥

অতএব এইরূপে ব্রজরাজপ্রভৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমাপ্রভৃতিকে  
আনন্দিত করিয়া পশ্চাৎ এই দুইজন কথক নিজভবনে গমন করিলে পরে,  
শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকা প্রচুর আনন্দ পরিপূর্ণ গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৬১ ॥

( ক ) উপহার শেষ হইল, কিন্তু মনের উৎকর্ষা শেষ না হইয়া বাড়িতেই লাগিল ।

ইতি শ্রীমদ্বক্তরগোপালচন্দ্রমণ্ড পৌণ্ড্রকাভ্যুদগ-

સંગ્રામશ્રવણજધામરામદ્વારકાધામપ્રતિ-

গমনমেকবিংশং পূরণম্ ॥ ২১ ॥

পূর্ণচায়ঃ রামপূর্ণভ্রজনায়া

দ্বিতীয়ে বিলাসঃ ॥ ২১ ॥

ইতি । শৌচকালিতিঃ সহ উদগ্ধো মহান্ যঃ সংগ্রামো যুদ্ধং তন্ত্ৰং যৎ অবশং তন্মাত্ৰং  
জ্যোজাতং যৎ ধাম শ্ৰুতবো যন্ত্ৰ সচাসৌ রামশ্চেতি তন্ত্ৰ হারকায়াম্ হারকাহ্মানং তৎ প্রক্তি-  
গমনং বজ্ৰ তৎ ।

পূর্ণোৎসবিত্তি ত্রজস্বিনী গোষ্ঠবাচী, স্বামেণ পূর্ণ ত্রজস্বী নাম একাশো যত্র সঃ ।

ইতি শ্রীমহাস্থব্রজগোপালচন্দ্রাম্বেকবিংশৎ পুৰাণং সমাপ্তম্ ॥ • ॥ সমাপ্তোহয়ং দ্বিতীয়ে বিলাসঃ ॥ • ॥

ভক্তলিপেণাবতীর্ণো যোগমায়া পুরাতন যঃ । তং শ্রীমদ্ভীবনামানং বন্দে গোপামিশষিতম্ ॥ • ॥

ইতি শ্রীমত্তগবিরত্ন্যানন্দবংশাবতঃস-শ্রীলকশেরীমোহনগোখামিতমুজ-শ্রীবীরচন্দ্রগোখামি-  
রচিত্তায়াং শ্রীমদ্বজ্রগোপালচন্দ্রস্টীকায়ং শব্দার্থবোধিকায়ং নবমপুত্রপদ্মকোষিত্রয়ো বিলাসঃ  
সমাপ্তঃ ॥ • ॥

অনেন শ্রীলক্ষ্মীমাধবদেবঃ শ্রীগাভুতমায় ॥ • ॥

ॐ नमः ॥ ॐ नमः ॥ ॐ नमः ॥ ॐ नमः ॥ ॐ नमः ॥ ॐ नमः ॥ ॐ नमः ॥ ॐ नमः ॥ ॐ नमः ॥ ॐ नमः ॥

ইতি শ্রীউত্তর গোপালচম্পু-কাব্যে শৌণ্ডিকাদির সহিত ভীষণ যুদ্ধ প্রবণে  
সাতিশর প্রভাব সম্পন্ন বলদেবের দ্বারকাধামে গমন নামক একবিংশ পুরণ,  
ইতি শ্রীবৈষ্ণবজন দাস্যাভিলাষী শ্রীরাসবিহারি-সাম্ব্যতীর্থ বিলিখিত একবিংশ-  
পুরণের বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ ॥ • • • • • ২১ ॥

ত্রিভলরামছার। পরিপূর্ণ গোষ্ঠ প্রকাশ নামক দ্বিতীয়-বিলাস পরি-  
 পূর্ণ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ২ ॥

অথ পূর্ণব্রজবিলাসঃ ।

দ্বাবিংশং পূরণম্ ।

—\*—

দ্বিবিদদানব-কথা ।

শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ ! কৃষ্ণচৈতন্য ! সনাতনরূপক ! ।

গোপাল ! রঘুনাথাপ্ত ! ব্রজবল্লভ ! পাহি মাম্ ॥১॥

শ্রীমদ্ব্রজগোচরপুং শেববিলাসকে ।

বটচন্দ্রপূরণাকারেহতীলীলাভিধায়তে । • ।

দ্বাবিংশে পুরণে তত্র দ্বিবিদধ্বংস উচ্যতে ।

হস্তিনাপুরবিবক্ষতি তথা রামেন কথ্যতে । • ।

অথাধুনা গ্রন্থকং সিন্ধুমত্ৰবং পদ্যং মঙ্গলার নিবন্ধাতি—শ্রীকৃষ্ণেতি । পূৰ্ণপূৰ্ণভেদং ব্যাখ্যাত-  
মেব তত্র তত্রৈব দৃশ্যম্ ॥ ১ ॥

এই দ্বাবিংশ-পুরণে বলরামকর্তৃক দ্বিবিদের ধ্বংস সাধিত হয় । ইহা বর্ণিত  
হইবে ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ ! হে কৃষ্ণ চৈতন্য ! হে সনাতন সহিতরূপ ! হে গোপাল !  
হে রঘুনাথ ! হে আশ্রয়জননগণের বল্লভ ! তুমি আমাকে রক্ষা কর  
( ইহার সবিশেষ বিস্তারিত অমুবাদ এই পূৰ্ণচন্দ্রপুর প্রথমপুরণে প্রথম  
শ্লোকে উক্ত হইরাছে ) ১ ॥

তদেবমুদ্ধবঃ শ্রীরেতীধবশ্চ ব্রজপরমানন্দং পপরতুঃ । অথ  
শ্রীরমণস্ত দন্তবক্রশমনানন্তরব্রজাগমনরমণায় যন্তৈঃ পূর্বোত্তর-  
চম্পূদ্বয়নির্মাণমারকং । তদেব সপ্রমাণং নিরুপায়িতুমুত্তর-  
চম্পূমনু “কৃষ্ণপূর্ণব্রজনামা বিলাসঃ” পরিবেষ্যতে । যত্র তস্মৈ  
ব্রজাগমনানন্তরং পূর্বপূর্ববদেব সূতস্মতো তাং কথাং প্রথয়া-  
মাসতুঃ । তত্র শ্রীব্রজসুবরাজবিরাজমানব্রজরাজ-সদসি স্নিগ্ধ-  
কণ্ঠ উবাচ— ॥

অথ যৎ কবিঃ শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্রজাগমনবর্ণনায় সলালস পদঃ ব্যবহরেন তৎ পূর্ববৃত্তান্ত-  
বর্ণয়িতুং প্রকম্যে— তদেবমিতিগদ্যেন । শ্রীরেতীধবো বলভদ্রঃ পপরতুঃ পূর্ণ চক্রতুঃ, শ্রীরমণস্ত  
শ্রীকৃষ্ণস্ত যন্তৈঃ দন্তবক্রস্ত বৎ শমনং বিনাশনং তত্যানন্তরং গচ্চাৎ যৎ ব্রজে আগমনং তেন যৎ  
রমণং ক্রীড়নং তস্মৈ তদেব দন্তবক্রশমনানন্তরব্রজাগমনরমণমেব প্রমাণেন সহ বর্তমানং বধা হ্যন্তধা  
অনু নক্ষীকৃত্য কৃষ্ণে পূর্ণং ব্রজনা নাম অথবা প্রকাশো বা যত্র সঃ পরিবেষ্যতে ব্যাপকতয়া নির্দি-  
শতে । তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সূতস্মতো মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠৌ তাং কথাং দন্তবক্রশমনানন্তরব্রজাগমনরমণ-  
কথাং । শ্রীব্রজসুবরাজঃ শ্রীকৃষ্ণস্তেন বিরাজমানং যৎ বজ্ররাজসো সদঃ সভা তস্মিন্ স্নিগ্ধকণ্ঠৌ

অতএব এইরূপে উদ্ধব এবং রেবতীপতি বলরাম ব্রজের পরম আনন্দ  
করিয়াছিলেন । অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের দন্তবক্র বিনাশের পর ব্রজে আগমনরূপ  
বে ক্রীড়া, তাহার জন্ত পূর্বচম্পু এবং উত্তরচম্পুর রচনা আরম্ভ হইয়াছিল ।  
এক্ষণে তাহাই ( অর্থাৎ দন্তবক্র বিনাশের অনন্তর ব্রজে আগমনরূপ ক্রীড়াই )  
প্রমাণের সহিত নিরূপণ করিতে উত্তরচম্পু লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণদ্বারা “পূর্ণব্রজ”  
নামক বিলাস বিস্তারিতরূপে নির্দিষ্ট হইতেছে । ঐ “পূর্ণব্রজ” নামক  
বিলাসে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে গমনের পর পূর্ব পূর্ব নিয়মামুসারেই সূতপুত্র মধুকণ্ঠ  
এবং স্নিগ্ধকণ্ঠ সেই কথা ( দন্তবক্র বিনাশের পর ব্রজে আগমনরূপ ক্রীড়ার  
কথা ) বিস্তার করিয়াছিল । তদ্ব্যতীত ব্রজসুবরাজ শ্রীকৃষ্ণদ্বারা বিরাজিত, ব্রজ-  
রাজ সভার স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিতে লাগিল ॥

তদেবং বিলাসদ্বয়ং কথিতং । যত্র তৃদ্ধবরামৌ ব্রজস্ত  
তৃষ্ণ-বিরহব্যাধিঃ প্রত্যৌষধনিভসাস্ত্রবিধৌ নাসত্যৌ জাতৌ  
কিন্তু নাসত্যৌ ॥ ২—৩ ॥

তথাপি—

যদা রামঃ কৃষ্ণানয়নমনু সন্ধিদ্বেচনয়া  
ব্রজং সাস্ত্রং সাস্ত্রং ব্রজতি স পুরা যাদবপুরম্ ।  
তদা তৃষ্ণা তস্ত্যাত্যধিকমভবৎ প্রারুষি যথা  
সমীপায়াং ধৈর্য্যং বহতি ন হি বাপীহনিবহঃ ॥

যদবদন্তত্বর্ণনতি—তদেবমিতিগদ্যোঃ । একমুদ্রবং পূর্ণব্রজনামকঃ দ্বিতীয়ঃ রামপূর্ণব্রজনামকঃ  
এবং বিলাসদ্বয়ং ঔষধনিভসাস্ত্রবিধৌ ঔষধতুল্যসাস্ত্রবিধানেনাসত্যৌ অশ্বিনীকুমারৌ কিন্তু  
নাসত্যৌ ন বিদ্যাতে সত্যং তথাং যসৌ স্তথাভূতৌ ন সত্যবাদিস্তথাবানিত্যর্থঃ ॥ ২—৩ ॥

সাস্ত্রনিধানস্ত সত্যত্বংপি ব্রজস্য তৃষ্ণাধিক্যং বর্ণয়তি—যদেতি । যদা স রামঃ পুরা অগ্রে  
কৃষ্ণানয়নং ব্রজে প্রাপণং অনু লক্ষীকৃত্য সন্ধিদ্বেচনয়া সন্ধিং অলীকারঃ প্রতিজ্ঞা তস্য  
রচনয়া প্রকাশেন সাস্ত্রং সাস্ত্রং পুনঃপুনঃসাস্ত্রনং কৃহা যাদবপুরং দ্বারকাং ব্রজতি গমিষ্যতি,  
তদা তস্য ব্রজস্য তৃষ্ণা আকাক্ষা অত্যধিকং অতিশয়মভবৎ যথা প্রারুষি বসাকাতৌ  
সমীপায়াং আগন্তায়াং বাপীহনিবহঃ চাতকগমুহঃ ধৈর্য্যং নহি বহতি ধারয়তি ॥

অতএব এই প্রকারে প্রথম “উদ্ধব পূর্ণব্রজ” নামক, এবং দ্বিতীয় “বলরাম  
পূর্ণব্রজ” নামক এই বিলাসদ্বয় কথিত হইয়াছে । ঐ দুই বিলাসের মধ্যে উদ্ধব  
এবং বলরাম ব্রজের শ্রীকৃষ্ণবিরহরূপ ব্যাধির প্রতি ঔষধ তুল্য সাস্ত্রনা বিশদানে  
‘নাসত্য’ অর্থাৎ স্বর্ণবৈদ্য অশ্বিনীকুমারের তুল্য হইয়াছিলেন ; কিন্তু ‘নাসত্য’  
অর্থাৎ তাহাতে অসত্য হন নাট, পরন্তু সত্যই হইয়াছিলেন ॥ ২—৩ ॥

যৎকাণে সেই বলরাম “অগ্রে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে আনয়ন করিব”, এইরূপে  
অলীকার প্রকাশ পূর্বক বারংবার ব্রজবাসীদিগকে সাস্ত্রনা করিয়া দ্বারকায়  
গমন করেন, তৎকালে ব্রজবাসীলোকদিগের সমধিক আকাক্ষা হইয়াছিল ।  
দেখুন, যেরূপ বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে চাতকগণ ধৈর্য্য ধারণ ক্রমিতে পারে না,  
সেইরূপ ইহাদেরও দশা হইয়াছে । যেরূপ সান্নিপাতিক বিকার রোগযুক্ত  
মানব বারংবার জলপান করিয়াও তৃষ্ণা ধারণ করে, সেইরূপ ব্রজবাসী লোকগণ



কিঞ্চ—

তে কৃষ্ণাঙ্কয়মালিহন ঘনরসং সাক্ষাৎকৃতং সীরিণা।

ক্ষুর্তিব্যাজি তথাপি তত্র বিদধুস্তৃষ্ণাং ত্রিদোষার্তিবৎ ।

তস্মাদত্র সূখং দধূর্ঘদনিশং তন্নানুতং যন্মুহু-

স্তংপ্রাপ্তিং প্রতি লালসামপি যযুর্ব্যাহন্ততে তচ্চ ন ॥৪-৫॥

তদেবং রামদত্তপ্রত্যাশায়াং ব্যাপ্তপ্রত্যাশায়াং দিনান্তরে  
পূর্বপূর্ববৎ দ্বারকাপুরাৎ দূতাবাগম্য সমাগিদং জগদতুঃ ।

পুনশ্চবাঃ ভাবান্তরং বর্ণয়তি—তে ইতি । তে ব্রজহা সীরিণা রামেণ সাক্ষাৎকৃতং সম্পাদিতমিব ক্ষুর্তিব্যাজি ক্ষুর্তিরূপো যো ব্যাজন্থলং তদ্যত্র তৎ কৃষ্ণা আঙ্কুরো নাম যস্য তৎ, ঘনরসং জলং আলিহন আশ্বাদনং কৃতবন্তঃ, তথাপি তত্র কৃষ্ণে তৃষ্ণাং বিদধুঃ ষ্ণা ত্রিদোষা-  
র্তিবৎ সাম্প্রতিকরোগগ্রস্তজনবৎ স যথা জলং মুহুঃ পিবন্নপি তৃষ্ণাং বিধন্তে । ক্ষুর্তিরূপ-  
কৃষ্ণদর্শনে তেবাঃ সূখং জাতমেব তত্বর্ণয়তি—তস্মাৎ তাবুশকৃষ্ণাঙ্কুরবনরসাধাৎ অত্র ব্যজ-  
বিরহেহপি বৎ সর্বদা সূখং দধুঃ কৃতবন্তঃ তন্নানুতং তৎ সূখং ন অনুতং ন মিথ্যা যদ্যত্রাৎ  
তে মুহুস্তংপ্রাপ্তিং কৃকলাভং প্রতি লালসাং মহতীং তৃষ্ণাং যযুঃ প্রাপ্তবন্তঃ, অত স্তত্র সূখং  
ন ব্যাহন্ততে । ব্যাহতং ন ভবতি ॥৪-৫॥

তদনন্তরং যযুঃতদন্তং তত্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগণেশম । এবম্প্রকারেণ ব্যাপ্তাঃ প্রত্যাশাঃ  
প্রতিদিশো যদ্য তস্যাঃ ব্যাপ্তসর্বদিশায়ামিত্যর্থঃ । রামেণ দত্তপ্রত্যাশা ঐক্যং ব্রজমানসিবা-

বলরামকর্তৃক যেন সম্পাদিত, ঐক্যের ক্ষুর্তিচ্ছলে সেই ঐক্যের নামরূপ  
জল আশ্বাদন করিয়াছিল । তথাপি তাহাদের ঐক্যের উপরে তৃষ্ণা বা বাসনা  
নিবৃত্ত হয় নাই । বরং ক্ষুর্তিরূপ কৃষ্ণ দর্শনে তাহাদের সূখই ঘটিয়াছিল ।  
সেই কৃষ্ণনামরূপ জলের আশ্বাদহেতু তাহারা যে এইরূপ কৃষ্ণবিরহে  
সর্বদা বাহ্য সূখ ধারণ করিয়াছিল, সেই সূখ মিথ্যা নহে । কারণ, তাহারা  
কৃকলাভের জন্য বারংবার সাতিশর তৃষ্ণাপ্রাপ্ত হইয়াছিল । এই হেতু তাহাদের  
সূখের ব্যাঘাত ঘটে নাই ॥ ৪—৫ ॥

অনন্তর “আমি ঐক্যকে ব্রজে আনয়ন করিব” বলরাম দত্ত এইরূপ  
প্রত্যাশাই তৎসময়ে দিগ্‌মণ্ডল ব্যাপ্ত করিলে, অন্তদিবসে পূর্ব পূর্ব দিনেরমত  
দ্বারকাপুরী হইতে দুই জন দূত আসিয়া সম্যকরূপে ইহা বলিয়াছিল । সম্প্রতি

সম্প্রতি ঋটিতি ব্রজাগমনং ঘটয়িতুকামঃ শ্রীরামস্তদ্বিঘ্ননিবারণায়  
স্বয়মেব দুর্দুরূঢ়বিজয়ারম্ভং সম্ভবমাস্তে । তদিদং শ্রয়তাম্—  
যদ্বিবিদঘাতনমিতি ॥ ৬ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—কো বায়ং বিদ্বিদ্দ্বিবিদতয়া মতঃ ॥

দূতাবুচতুঃ—যঃ খলু রাঘবেন্দ্রকটকেহপি বানরেন্দ্রং  
প্রকটতয়া ঘটনাং গতঃ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—হন্ত ! স কথমকুটঃ স্ফুটং দুর্দুরূঢ়-  
বদ্বাতিতঃ ॥

নীতি এতচ্ছপা তয়াং সত্যাং জগদুঃ কথয়ামাসতুঃ, ঘটয়িতুকামঃ সমর্থয়িতুং কামঃ, তদ্বিঘ্ন-  
নিবারণায় তস্মিন্ ব্রজাগমনে যো বিঘ্নোহহরকল্পভূতীনাং অবস্থিতরূপে স্তস্য নিবারণায়  
দুর্দুরূঢ়বিজয়ারম্ভং দুর্দুরূঢ়ঃ অতিপ্রগল্ভঃ যো বিজয় স্তস্যারম্ভং সম্ভবান্ মিলন তত্রোদ্যোগং  
কুর্ন্বিত্তার্থঃ । সম্ভবরীতি রেকযুক্তপাঠে সম্ভবন পুষ্টান্ আস্তে । তদিদং তাদৃশবিজয়ারম্ভমেলনঃ  
দ্বিবিদবানরস্য বিনাশনমিতি ॥ ৬ ॥

অথ ব্রজরাজস্য দূতরোশ্চ বাক্যোবাচ্যং বর্ণয়তি—কো বায়মিতিপদ্যেনা বিদ্বিট শব্দঃ । দূতাবুচতুঃ—  
যো দ্বিবিদো রাঘবেন্দ্রকটকে সেনামণ্ডলে প্রকটতয়া সেনাধ্যক্ষতয়া ঘটনাং গতঃ তথাবিধচেষ্টাং  
প্রাপ্তঃ । ব্রজরাজ উবাচ—হন্তেতি খেদে । স শ্রীরামপরিবারঃ অকুটঃ দম্ভরহিতঃ হ্রদ্রূঢ়বৎ ছঃ  
কষ্টদং বৎ হ্রদ্রূঢ়ং প্রাগ্লভ্যং তেন যুক্ত ইব ঘাতিতঃ যুদ্ধার্থং যেন প্রযুক্তেন রামেণ ঘাতিতঃ

শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমন ঘটাইতে অভিলাষ করিয়া বলরাম, ব্রজগমন-  
বিষয়ে অহরতুলা ভূপতিগণের অবস্থিতরূপে বিঘ্নজাল নিবারণ করিবারজন্ত  
স্বয়ংই অতিশয় প্রগল্ভ বিজয়ব্যাপারের উদ্যোগ করিয়া বিদ্যমান আছেন ।  
অতএব এই বিজয়ারম্ভের উদ্যোগ এবং দ্বিবিদবানরের বিনাশ শ্রবণ করুন ॥ ৬ ॥

ব্রজরাজ বলিলেন, দ্বিবিদ বানররূপে বিখ্যাত এই শব্দই বা কে ? দূতবর  
কহিল, যে বানরপতি রামচন্দ্রের সৈন্তমণ্ডলেও সৈন্তাধ্যক্ষরূপে সেইরূপে চেষ্ঠা  
করিয়াছিল । ব্রজরাজ কহিলেন, হায় ? তাহার কোন দম্ভ ছিলনা, অথচ  
সে সম্প্রতিই কষ্টদায়ক প্রগল্ভতায় যেন যুক্ত হইরাছিল । তবে কেন যুদ্ধের  
জন্ত রামচন্দ্র তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন । দূতবর কহিল, সম্প্রতি দ্বিবিদের

দূতাবুচত্বঃ—তস্য সম্প্রতি নরকাসুরসঙ্গত্যা বৈমত্যাতিশয়ঃ  
প্রত্যাসন্ন ইতি ॥

ব্রজরাজ উবাচ—তাদৃশস্য তাদৃশসঙ্গতিমপি ন ভৃশং  
পরায়ুশামঃ ॥

দূতাবুচত্বঃ—তস্মাৎ কারণমপি তদ্রাবধারণমবাপ । যৎ পুরা  
লক্ষণং প্রাপ্তি তস্য বিনয়লক্ষ্য লক্ষ্যতে স্ম ॥

ব্রজরাজ উবাচ—দুর্গমঃ খলু সতামনুগমঃ । ভবতু সাম্প্রতং  
হতব্রতস্য তস্য দুর্গয়ং বর্ণয়তম্ ॥ ৭ ॥

নাশিতঃ । দূতৌ তত্রচাসংসজ্ঞএব হেতুরিতি বর্ণয়তি—তস্ত দ্বিবিদস্ত বৈমত্যাতিশয়ে বিরুদ্ধভাবভরঃ  
প্রত্যাসন্নঃ । ব্রজরাজ উবাচ—তাদৃশস্য শ্রীরামপরিভ্রমস্ত তাদৃশানাং কৃষ্ণদেবীনাং নরকাদ্যাহরণাণাং  
সঙ্গতিঃ মিলনং ন পরায়ুশামঃ নাশুসঙ্কামহে । দূতৌ উচত্বঃ—তস্য অসজ্জনমিলনস্ত কারণমপি  
তত্র বলভদ্রদেবে অবধারণং নিশ্চয়ং । ততঃ কারণং পরিচায়য়তি—যৎ পুরেতি । শ্রীরামচন্দ্রাবত্বাভায়ে  
তস্য দ্বিবিদস্ত অবিনয়লক্ষ্য মহৌদ্ধত্যচিহ্নং লক্ষ্যতে স্ম শ্রীলক্ষ্মণেনাদৃশ্যত । ব্রজরাজ উবাচ—  
সতাম শ্রীরামচন্দ্রপারকরণামনুগমঃ স্বরূপবোধো দুর্গমঃ হতব্রতস্ত হতং শ্রীরামলক্ষ্মণ-সেবন-  
ম্বেব ব্রতং নিরমো বস্ত তস্ত দ্বিবিদস্ত দুর্গয়ং মহৌদ্ধত্যম্ ॥ ৭ ॥

নরকাসুরের সংসর্গে নিরতিশয় বিরুদ্ধভাবে উপস্থিত হইয়াছিল । ব্রজরাজ  
কহিলেন, যে ব্যক্তি শ্রীরামের পরিজন, তাহার কৃষ্ণদেবী নরকাসুরপ্রভৃতি  
ব্যক্তিগণের সহিত মিলনই যে বিনাশের কারণ তাহা আমরা বিবেচনা করি না ।  
দূতদ্বয় কহিল, অসজ্জনের সহিত মিলন হইবার কারণও বলরামের উপর ঘৃণা-  
করিবার বিষয়ে নিশ্চিত হইয়াছে । কারণ পুরাকালে অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র অবত্বাভে  
লক্ষণের পতি দ্বিবিদ বানরের অতিশয় উদ্ধত স্বভাবের চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছিল,  
অর্থাৎ লক্ষণ তাহা দেখিয়াছিলেন । ব্রজরাজ বলিলেন, যাহারা শ্রীরামচন্দ্রের  
পরিজনবর্গ, সেই সমস্ত সজ্জনদিগের স্বরূপবোধ নিশ্চই কঠিন । আচ্ছা,  
তাহাই হোক, সম্প্রতি শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষণের সেবারূপ ব্রতকে যে ধ্বংস  
করিয়াছিল, সেই দ্বিবিদ বানরের সাতিশয় উদ্ধত স্বভাবের বিষয় তোমরা দুই-  
জনে বর্ণন কর ॥ ৭ ॥

দূতাবৃত্তঃ—

পরলোকগতস্তাপি সার্চিব্যং নরকস্তা সঃ ।

কুর্ক্বন্ নরকসংহর্তুর্দেশাদিকমুপাদ্রবৎ ॥ ৮ ॥

যথা —

ক্ষিপ্তৈ বিহ্যক্তিশৈলৈদিশি বিদিশি পুরগ্রামঘোষান্ বিনিব্রন্

স্ত্রাপুংগা- দ্রিগর্তীস্তরগনুবলয়ন্ প্রস্তরৈরাস্তরঃশ্চ ।

স-ধ্বীধর্ম্যং বিধূম্বুনি নিলয়গপি ধ্বংসয়ন্ কুৎসয়ংশ্চ

শ্বৈরং কৃষ্ণস্তা দেশান্ দ্বিবিদকপিরসাবর্দয়ন্মুমর্দ ॥ ৯ ॥

পুনস্তত্র মহোকৃত্যং বর্ণয়িতুং দূতৌ বদাহতু স্তম্বগরিতি—দূতাবিতি । পরলোকগতস্তাপি স্ত্রাপুংগা সার্চিব্যং সাহাব্যং কুর্ক্বন্ স দ্বিবিদঃ । নরকসংহর্তুঃ কৃষ্ণস্য দেশাদিকং উপাদ্রবৎ উপাগতবান্ ॥ ৮ ॥

তমুপদ্রবং বর্ণয়তি—ক্ষিপ্তৈরিতি । বহ্ন্যক্তিশৈলেবহ্নিবা অগ্নিঃ সমুদ্র স্তম্ব জলেন শৈলেন পর্কতে নচ পুরগ্রামঘোষান্ পুরঃ হট্টাদিসহিতঃ স্থানং গ্রামো হট্টাদিরহিতঃ বোবো গোপানাং বাসস্থানং অদ্রিগর্তীস্তরং পর্বতানাং গর্তমধ্যং অনুবলয়ন্ প্রবেশয়ন্ প্রস্তরৈঃ শিলাভিরাস্তরন্ আচ্ছাদয়ন্ সন্ সাধ্বীধর্ম্যং পাত্তব্রত্যং বিধূম্বন্ খণ্ডয়ন্ মুনি নিলয়ঃ মুনিবাং বাসস্থানং ধ্বংসয়ন্ নাশয়ন্ কুৎসয়ন্ মলমুদ্রাদিনা নিল্লিতঃ কুর্ক্বন্ স দ্বিবিদকপিঃ কৃষ্ণস্তা দেশান্ শ্বৈরং স্বাতন্ত্র্যেণ অবর্দয়ন্ পীড়য়ন্ উন্মর্দন নাশতাং প্রাপয়ামাস ॥ ৯ ॥

দূতদ্বয় বাংলাতে লাগিল, নরকাসুর পরলোক গত হইলে তাহার সাহায্য করিবার জন্য দ্বিবিদ বানর, নরকাসুরহস্তা শ্রীকৃষ্ণের দেশ ও নগরপ্রভৃতির নিকটে আগমন করিয়াছিল ॥ ৮ ॥

যথা—দ্বিবিদবানর অগ্নি, সমুদ্রের জল এবং পর্বত নিঃক্ষেপ করিয়া দিক-বিদিকে হট্টাদি সহিত স্থান (পুর), হট্টাদি রহিত স্থান (গ্রাম), এবং গোপী-দিগের বাসস্থান বিনাশ করিতে লাগিল । শ্রীপুরুষদিগকে গর্তমধ্যে প্রবেশ করাইয়া শেষে প্রস্তরদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল । পাত্তব্রত্য ধর্ম্য খণ্ডন করিয়া মুনিদিগের বাসস্থান ধ্বংস করিতে লাগিল । শুদ্ধ তাহাই নহে, মলমুদ্রাদি-দ্বারা মুনিভবন অপবিত্র করিতে লাগিল । এইরূপে ঐ কপিবর স্বতন্ত্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের অধিকৃত দেশ সকল উৎপীড়ন করিয়া বিনাশিত করিয়াছিল ॥ ৯ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবুচতুঃ—ততশ্চ যত্রৈব রৈবতমমু রৈবতীরমণশ্চ  
রমমাণস্য সঙ্গীতং (ক) কর্ণসঙ্গীচকার তত্রৈবাগত্য তরু-  
ততাবধূননয়া পত্র-পুষ্প-ফল-শাখাঃ শীয়মানস্তদগীয়মান-  
বিড়ম্বকঃ স কিলকিল কিলশব্দমাততান । তেন হসন্তীশ্চ  
তস্য বসতীর্কিলোকয়ন্ নিজজাতিজবিলোলতয়া বহুপ-  
জহাস ॥ ১০ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রদ্বানন্তরং দূতো যদবোচতঃ তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন । যত্রৈব কৃষ্ণ-  
পালিতদেশে এব রৈবতং তন্নাম পর্বতং লক্ষীকৃত্য বলভদ্রজ সঙ্গীতং সুখরাদিসংযুক্তগীতং ।  
কর্ণসঙ্গীচকার কর্ণয়োঃ প্রবেশয়ামাস, তত্রৈবাগত্য যত্র রৈবতীরমণো জগৌ তত্রৈব আগম্য তরু-  
ততাবধূনন্ বা তরুততীনাং বৃক্ষসমূহানাং বা অবধূননা মহাকল্পনা তয়া পত্রপুষ্পফলশাখাঃ  
শীয়মানঃ শাতয়ন্ তদগীয়মানবিড়ম্বকঃ তেন রামেণ গীয়মানে বিড়ম্বো বিড়ম্বনং যেন সঃ, কিল কিল  
কিলশব্দং অব্যক্ত ধ্বনিং আততান বিস্তারিতবান । তেন দ্বিবিদশ্চ তত্তদাচারমর্শনপ্রবণাদিনা  
হসন্তীর্হাতঃ কুর্ক্বতীঃ তস্ত রৈবতীরমণশ্চ বসতীঃ “গৃহীণী গৃহমুচ্যতে” ইতি বৎ তস্ত রমণীঃ কর্ণভূত।  
বিলোকয়ন্ পশুন্ নিজজাতিজবিলোলতয়া নিজজাতো বানরজাতো জাতঃ নিজজাতি-  
জ তেন বা বিলোলতা চকলতা তয়া বহু প্রচুরং যথা স্যাৎ তথা উপহাসং কৃতবান্ ॥ ১০ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর । দূতদ্বয় কহিল, তারপর ঐকৃষ্ণের  
অধিকৃত দেশের মধ্যে ( ঝারকাপ্রদেশে ) রৈবতক নামে এক পর্বতছিল ।  
সেই পর্বত লক্ষ্য করিয়া দ্বিবিদ, রৈবতীপতি বলরামের স্তম্ভধর সরসংযুক্ত সঙ্গীত  
কর্ণকূহরে প্রবেশ করাইয়াছিল । যে স্থানে বলরাম সঙ্গীত করিয়াছিলেন,  
সেই স্থানেই আগমন করিয়া বৃক্ষসমূহ কম্পিত করিতে লাগিল । তখন সে  
বৃক্ষসমূহের মহাকল্পনদ্বারা পত্র, পুষ্প, ফল, এবং শাখাসকল বিনাশ করিয়া  
বলরামের সঙ্গীতে বাধাদিয়া “কিল কিল” ইত্যাকার অব্যক্তশব্দ ( ধ ) বিস্তার  
করিতে লাগিল । দ্বিবিদ বানরের তত্তৎআচরণ দেখিয়া শুনিয়া বলরামের

( ক ) রমমাণস্য ইতি মাণ্ডুপুস্তকে নাস্তি ।

( খ ) বানরাদির অব্যক্ত শব্দে প্রায় “কিল কিল” এই রূপেতেই ব্যবহার হুই হয় ।

কিং বহ্না ?

স মত্না রামসম্বন্ধং রামঃ সহনতাং গতঃ ।

তথাপি কোটিধা ধ্বংসং কৃষ্টপ্রাণং চকার তম্ ॥ ১১ ॥

যদ্যপি কৃষ্টপ্রাণং চকার রামস্তদা দ্বিবিদম্ ।

সদয়ং তদপি তমুহে স বিবিধদোষাদম্মুচদ্যদম্ম ॥ ১২ ॥

তত্র যুদ্ধং যথা—

গ্রাবভিরাহতিরিহ বঞ্চনগতিরপছতমধুতা ক্ষণমিব মুহুতা ।

বস্ত্রাশ্ফালনমথ সম্ভালনমবিনয়বলনা সমুসলহলনা ॥ ১৩ ॥

তদা বহুতমভূং তবর্ণরতি—সুমভেতি । স রামো রেবতীরমণ স্তস্য রামসম্বন্ধং মত্না অবগম্য তৎকৃতদৌরাত্ম্যস্য সহনতাং গতং, তথাপি তস্য সহনেহপি কোটিধা অগ্নিরিমিতপ্রকারং ধ্বংসং প্রাপ্ততয়া যস্য তং কৃষ্টপ্রাণং আচ্ছিন্নপ্রাণং চকার নাশয়ামাস ॥ ১১ ॥

ঐরামপরমোপকারিণ স্তস্য প্রাণ হরণং ন যুদ্ধং কথং তং কৃতবান তত্রাহ—যদ্যপীতি । যদ্যপি রামো দ্বিবিদঃ তদা কৃষ্টপ্রাণং চকার তদপি তং রামঃ সদয়ং কৃণায়ুদ্ধং উহে বিতর্কয়ামি, বদ্যম্মাদম্মঃ দ্বিবিদঃ বিবিধদোষাৎ অম্মুচৎ মোক্ষয়ামাস ॥ ১২ ॥

নমু মহাবলিনঃ স্তস্য প্রাণাকর্ষণং যুদ্ধং বিনা ন ঘটতে ইত্যপেক্ষায়ামাহ—তত্র যুদ্ধং যথেন্তি ।

তরো শুদ্যুদ্ধং বর্ণরতি—গ্রাবভিরিতি । ইহ যুদ্ধে রামেণ শ্বিষ্টৈঃ শিলাভিঃ দ্বিবিদস্য আহতি-

যে সকল রমণী হস্ত করিতেছিল, সেই সমস্ত রমণীদিগকে দেখিয়া সেই বানর তখন বানরজাতিস্থলত চাঞ্চল্যদ্বারা সমধিক উপহাস করিয়াছিল ॥ ১০ ॥

অধিক কি, সেই বলরাম শ্রীরামচন্দ্রের সম্বন্ধ অবগত হইয়া সমস্তই সহ করিয়াছিলেন । এইরূপ সহ করিলেও তখন বানর কোটি কোটি প্রকারে প্রগল্ভতা প্রকাশ করিতে লাগিল । তাহাতেই তিনি আর সহ করিতে না পারিয়া তাহার প্রাণনাশ করিলেন ॥ ১১ ॥

বদিত বলরাম তাহার প্রাণনাশ করিয়াছিলেন, তথাপি আমি সেই বলরামকে সদয় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি । কারণ, এইরূপ বিবিধ দোষসত্ত্বেও তিনি ঐ দ্বিবিদ বানরের নাশপূর্বক মোক্ষই ঘটাইয়াছিলেন, অর্থাৎ অশেষ দোষাম্পদ হইয়াও সে ভগবানের হস্তে মুক্তিলাভ করিয়াছে ॥ ১২ ॥

তথার যুদ্ধ বর্ণিত হইতেছে, যথা :—ঐ যুদ্ধে বলরাম প্রস্তরসকল নিক্ষেপ

সলহতিলসদঙ্গমগিদ্রমমুসলক্ষিপ্তিঃ স্বাস্থ্যগ্নিপ্তিঃ ।

কুতুকালোকঃ শালবিমোকস্তস্য ছেদঃ স স চ সভেদঃ ॥ ১৮ ॥

জননঃ ততো দ্বিবিদেন গ্রাবনাং বঞ্চনপ্তিবঞ্চন রূপ উপায়ঃ, তত স্তেন অগস্তমধুতা 'অগস্ত' মধু মদিরাকলসো যেন তত্তাবতা কণমিব মুহুতা উদ্ধারাহিত্য তত স্তেন বস্ত্রাফালনঃ রাম্য রমণীনাং বস্ত্রাকর্ষণং সন্তালনং কদরীকরণং এবমবিনয়বলনা অবিনয়যোজনী তম্যাঃ হেতোঃ মুসলেন সহ হলনা হলবিশিষ্টতা পামাদেন ইতি নষ্টত্যাগে হলনাশকঃ ॥ ১৭ ॥

ততো দ্বিবিদেন শালহতিঃ শালবৃক্ষেণ তাড়নং লসন্ অঙ্গে সমিধাং কাষ্ঠানাং রসেঃ যস্য তচ্চ তন্মুসলং চেতি তস্য ক্ষিপ্তিঃ রামেণ নিঃক্ষেপঃ তস্য স্বয়া বোহস্তক্ রক্তং তেন লিপ্তিঃ দ্বিবিদস্য লেপঃ ততো রামেণ তদঙ্গে রক্তধারাবলোকনাং কুতুকালোকঃ ততো দ্বিবিদেন শাল বিমোকঃ শালবৃক্ষাণাং নিঃক্ষেপঃ রামেণ তস্য শালসা ছেদঃ পুন স্তেন শালবিমোকঃ সচ রামে সভেদঃ বিদারণসহিতঃ ॥ ১৮ ॥

করিয়া কপি দ্বিবিদকে আঘাত করেন, তৎপরে কপি প্রস্তরখণ্ডের বঞ্চনরূপ উপায় অবলম্বন করে। কেবল ইহাই নহে, সে মদিরার কলসও অগস্তরূপ করিয়া লয়। কণকাল যেন তাহার উদ্ধত স্বভাব রহিত হইয়া যায়। তাহার পর সে বলরামের রমণীদিগের বস্ত্রাকর্ষণ করে। (ক) কুৎসিত ব্যবহার এবং উৎপাত করায় অবিনয়ের যোজনা প্রকটিত করে, অনন্তর বলরাম মুসলেন সহিত লাজল ধারণ করে ॥ ১৭ ॥

তাহারপর দ্বিবিদ শালবৃক্ষদ্বারা তাড়না করে। পরে বলরাম যুদ্ধজনিব উৎসাহরসে উন্মত্ত হইয়া মুঘল নিঃক্ষেপ করেন, এবং তাগদ্বারা যে দ্বিবিদের শরীর রক্তলিপ্ত হইয়াছিল। তাহার দেহে রক্তধারা দর্শনে বলরামের কৌতুক করিয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন। তৎপরে দ্বিবিদ শালবৃক্ষ নিঃক্ষেপ করিল। বলরাম সেই শালবৃক্ষ ছেদন করিলেন। পুনর্বার সে শালবৃক্ষ নিঃক্ষেপ করিল, এবং পুনরায় বলরাম তাহা ছেদন করিলেন ॥ ১৮ ॥

(ক) এখানে চম্পুর মূলে মদিরা কলসের অগস্তরূপ ও স্ত্রীগণের বস্ত্রাকর্ষণ হৃষ্ট বর্ণিত না থাকিলেও শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য লইয়া ঐরূপ লিখিত হইল। ১০৬৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

প্রস্তরবৃষ্টিমুসলবিসৃষ্টিফুটচূর্ণীকৃতিরধিদূরারতি ।

মুষ্টিভ্যাং হতিরথ তবদ্রাঃ রত্নগতমূর্তিতা সম্ভৃতকৃতিতা ॥১৫॥

তদদমনু ক্রমলক্কনিজক্রমকপিলযুদ্ধং পৃথগুদ্বুদ্ধম্ ।

অকরোদচলামনকুং প্রচলান্মিত সঙ্কলিতা তৎকৃতকলিতা ॥১৬॥

তদেবং কাথিতবতোরনয়োরপরাবপি দ্বারকাপাথিকৌ

১৫। দ্বিবিদেন প্রস্তরবৃষ্টিঃ শিলাবষণঃ ততো রামেন বা মুসলবিসৃষ্টিঃ মুসলসা নিঃক্ষেপঃ তয়া ফুটো প্রস্তরাণাং চূর্ণীকৃতিচূর্ণীকরণং অধিদূরারতি অধিকদূরে আরতি যস্য তদুপাঃ । ততো হি বদেন মুষ্টিভ্যাং রামস্য হাতঃ একদুদ্গতিঃ রামেন একস্য মুষ্টিভ্যাং হতেকদুদ্গতিঃ দ্বিবিদং প্রতি-  
মুষ্টিভ্যাং হননং অত্নগতমূর্তিতা তস্য অত্নগতং মূর্তি মূর্ত্যাবস্থা তদ্যাবতঃ ততঃ সম্ভৃতকৃতিতা সম্ভৃত্য পূর্ণীকৃতিঃ শক্রমারণং যস্য তদ্যাবতঃ ॥ ১৫ ॥

নিগময়তি—তদিত্যাত । অন্তর্যমেন যুদ্ধে লক্কো নিক্রমো বমঃ পরিপাটী যথো স্তৌচ তৌ কপি-  
বলৌ চৌতি তয়োবুদ্ধং পৃথগুদ্বুদ্ধং প্রকাশিতং । বদগুদ্ধং অচলাঃ ধরিতীঃ অমকুং অচলাঃ  
চক্রমামকরোঃ উতি এষাপ্রকারেণ তৎকৃতকলিতা তাস্মাৎ কপিবলভ্যাং কুতেন কলিতা  
বিদিতা সঙ্কলিতা গ্রথিতা ॥ ১৬ ॥

১৬। বদ্ধস্তা জাতঃ তদ্বয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন । অনয়োদুতয়োদ্বারকাপাথিকৌ

অনস্তর দ্বিবিদ শিলাবষণ করে । বলরাম মুসল নিঃক্ষেপ করেন, এবং  
তাহাদ্বারা স্পষ্টরূপে প্রস্তর সকল চূর্ণ করিয়া ফেলেন এবং তাহাতে অনেক  
দূর আরত হইয়া যায় । তৎপরে দ্বিবিদ দুই মুষ্টিদ্বারা বলরামকে আঘাত করে ।  
অনস্তর বলরাম দ্বিবিদের মুষ্টিদ্বয়দ্বারা আঘাত করেন । তাহাতে তাহার মৃত্যু  
উপাস্থত হয়, এবং তাহাতে বলরামের শক্রমারণ কার্য্য পরিপূর্ণ হয় ॥ ১৫ ॥

অতএব এইরূপ ক্রমাঘরে যুদ্ধে স্ব স্ব পরিপাটীলাভ করিয়া দ্বিবিদবানর  
এবং বলদেবে যুদ্ধ পৃথকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল । ঐ যুদ্ধে অচলা পৃথিবী ও  
চকলা হইয়াছিল, এবং এই প্রকারে উভয়ে যে যুদ্ধ করেন, তাহা গ্রথিত  
হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

অতএব এইপ্রকারে দুত্বয় কথা বলিলে পর, অন্য দুইজন দ্বারকানিবাসী  
দুঃ প্রজ্ঞে আগমন করিয়া বলিতে লাগিল—



তত্রাগতিং প্রথিতবন্তাবাহতুশ্চ । দ্বিবিদহস্তুরিতোহপ্যন্যদা-  
শ্চর্য্যমবধার্য্যতাং । যদ্বস্তিনাপুরং প্রস্থিতবতা তেন তদুদন্তীকৃত-  
কল্পমস্তি ॥

সর্কৈশ্চ শাশ্চর্য্যমুচুঃ—কিমিদং বৃত্তং কথ্যতাম্ ? ॥ ১৭ ॥

দূতাববতুঃ জাম্ববতী-সুতঃ সাম্বঃ খলু স্বয়ম্বরং সম্বলমানঃ  
সুযোধনসুতামেককএবাচকর্ষ । যত্র শল-ভূরি-ভূরিশ্রবঃ-  
সুযোধন-কর্ণঃ শোণবর্ণাঃ সন্তুঃ কিমপরং ভীষ্মশ্চ ভীষ্ম ইব  
সন্ তমব্যগ্রীভবন্তুং প্রত্যেকং বীরপ্রবেকমেকমনেকতালক্কা ৬-  
রেকতয়া ঘনীভূতা যদুপদম্বন্ধুং ববন্ধুঃ ॥ ১৮ ॥

যারকারী আগতো দূতো তত্র বজে প্রথিতবন্তো প্রকাশিতবন্তো সন্তো আহতুঃ, কথিতবন্তো,  
দ্বিবিদহস্তঃ রামস্যা ইতোহপি দ্বিবিদবধাদপি তেন রামেণ উদন্তীকৃতকল্পং গঙ্গারায় নিঃক্ষিপ্ত-  
তুলামস্তি ॥ ১৭ ॥

তচ্ছরণানন্তরং সর্কৈশ্চামাশ্চর্য্যগ্রন্থে দূতো উচতুঃ—স্বরং বরং সম্বলমানং স্বয়ং পতিবরণমিচ্ছতীং  
দুর্ঘ্যোধনকন্তাং লক্ষণাং এককঃ নিঃসহায় এব আচকর্ষ জম্বাব, যত্র বলেন শোণবর্ণাং ক্রোধেন  
রক্তবর্ণাং ভীষ্মা ভীষ্ম ইব ভয়ঙ্কর ইব সন্ তং সাম্বং অব্যগ্রীভবন্তুং অক্ষুঙ্কং সর্কবীরগরাজয়ং  
কুরুন্মতং বীরপ্রবেকং বীরগণিং শ্রেষ্ঠং একমসহায়ং অনেকতমো লক্কোহহতিরেকোহতিশয়ো বেষাং  
তদ্ব্যবতয়া ঘনীভূতা একত্র মিলিতা যদুপদম্বন্ধুং যদুকুলস্থ্যং সাম্বং ববন্ধুঃ ॥ ১৮ ॥

দ্বিবিদহস্তা বলরামের এই দ্বিবিদবধ অপেক্ষাও অল্প আশ্চর্য্য অবধারণ করুন ।  
বলরাম হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিয়া উহাকে যেন গঙ্গায় নিঃক্ষিপ্তবস্তুর তুল্য করিয়া  
ছিলেন । সকলে আশ্চর্য্যভাবে বলিতে লাগিল, এই বৃত্তান্ত কিরূপ, তাহা  
বর্ণনা কর ॥ ১৭ ॥

দূতদ্বয় কহিল, জাম্ববতীর পুত্র সাম্ব স্বয়ম্বরভিলাষিণী (স্বরং পতি বরণ  
প্রার্থিনী) দুর্ঘ্যোধনের কন্তা লক্ষণাকে একাকীই হরণ করিয়াছিলেন । (ক)  
ঐ বলপূরুষক কন্তাহরণে শব্দ, ভূরিশ্রবা, দুর্ঘ্যোধন এবং কর্ণ, ক্রোধে রক্তবর্ণ  
হইয়া অধিক কি, ভীষ্মও যেন ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, এবং অনেকের  
সংযোগে আতিশয়া লাভপূরুষক একত্র মিলিত হইয়া, বীরশ্রেষ্ঠ সকল বীরের

বন্ধঃ চ তং নারদ-মুখাৎ কর্ণয়োঃ সম্বন্ধং কৃৎস্না ধীরতাম-  
ধ্বজা যদুসমূহেষু ঘটিকটকব্যূহেষু বলভদ্রঃ কুরুণাং ভদ্রমিচ্ছন্  
শিক্ষণাকৃতে তেষাং ধাম জগাম ॥ ১৯ ॥

তদনুজন্মভাবী তু ভাবি কৌতুকং ভাবিতং কুর্ব্বম্ম কিঞ্চিৎ  
পূর্ব্বং জগাদ ॥ ২০ ॥

অথ স তু বিপ্রপ্রায়েণ সম্প্রদায়েন সাক্ষিং কুরুপুরীতঃ  
ক্রোশাক্ষিতক্রীড়াবনমনুস্থিতবান্ প্রস্থাপিতবাঃ\*চ তেভ্যঃ

ততো যশ্চ তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—বন্ধক্ষেতিগদ্যোন। নারদমুখাৎ তং সম্বন্ধং কর্ণয়োঃ সম্বন্ধং  
কৃৎস্না কর্ণযোগোচ্চরীকৃত্য ধীরতামধ্বজা ধৈর্য্যং হিহা ঘটিকঃ সম্বলিতঃ কটকানাং সেনানাং বাহো যৈ  
শ্বেষু যদুসমূহেষু সংহৃতঃ কল্যাণং শিক্ষণাকৃতে শিক্ষণেন আনুকূল্যকরণায় তেষাং কুরুণাং  
ধাম নগরং জগাম ॥ ১৯ ॥

ননু, পুত্রসম্বন্ধায়েন বন্ধমপি কৃৎস্না কুরুণাং কৃতবান্ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—তদ্বর্ণয়তিগদ্যোন।  
তদনুজন্মভাবী তস্য বলভদ্রস্য অনুপশ্চাদ্যো জন্মভাবো জন্মসত্তা তদ্বর্ণয়তিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ভাবিতঃ  
চিন্তিতঃ কুর্ব্বান্ ন জগাদন কথিতবান্ ॥ ২০ ॥

তত্র গয়া বলভদ্রো যৎ কৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি—অপেক্ষয়তিগদ্যোন। বিপ্রপ্রায়েণ বিপ্রাণাং প্রায়ে  
বাহুলাং যত্র তেন, সম্প্রদায়েন স্বপক্ষসভ্যজনসমূহেন সাক্ষিং সহ ক্রোশাক্ষি স্থিতং যৎ ক্রীড়াবনং

পরভবকারী, অক্ষুন্নচিত্ত, ( অথবা ব্যাকুলতাহেতু ক্ষুন্নচিত্ত ) যদুকুল-সুখা সেই  
সাধকে বন্ধন করিয়াছিল ॥ ১৮ ॥

সাধ বন্ধ হইয়াছে, হই। নারদের মুখে কর্ণগোচর করিয়া, ধৈর্য্য পরিত্যাগ-  
পূর্ব্বক যদুংশীয়গণ গৈশ্রবাহ রচনা করিলে, বলরাম কোরবদিগের মঙ্গলকামনা  
করিয়া আনুকূল্য করিতে কোরবদিগের নগরে নগরে গমন করেন ॥ ১৯ ॥

বলরামের অমুজ শ্রীকৃষ্ণ ভাবী কৌতুকচিন্তা করিয়া পূর্ব্বের কিছুই বলেন  
নাই ॥ ২০ ॥

অনন্তর বলরাম বিপ্রবহল ( ব্রাহ্মণপূর্ণ ) স্বপক্ষীয় সভ্যজনগণের সহিত  
কোরবদিগের পুরী হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত ক্রীড়াবন গমন করিয়া

শুদ্ধঃ সন্দেশমুকুবদ্বারেতিস্থিতে তে চ সাম্বমোচনার্থমেব  
সোহয়মাগত ইতি মত্বা তৎপ্রার্থনয়া স্বীয়মহত্বায় সসম্ভ্রমমেব  
তমনুচক্রুঃ । অনুক্রম্য চ পরমাদরতৎপরতাং জ্ঞাপয়িতু-  
মাজ্জাবিতরঃ ক্রিয়তামিতি বিজ্ঞাপয়ামাস্তুঃ ॥ ২১ ॥

স তু মনসীদং বিদাঞ্চকার । মৎসম্বন্ধেন সম্বন্ধবন্ধেন(ক)  
কদাচিদেতেহপি ক্রমাদক্কা কৃষ্ণসম্বন্ধা ভবেয়ুরিতি সম্ভাবনাসমুপ-  
লম্ব্যাদহমেযু বিষমেযু চ পক্ষপাতং রক্ষয়ামি । এতে তু পক্ষপা-

তৎ অমু লক্ষীকৃত্য আশ্রিত্য হিতবান্ । তেষাঃ কৃষ্ণভাঃ শুদ্ধং নির্দোষং সন্দেশং বৃদ্ধান্তঃ উদ্ধব-  
দ্বারা প্রস্থাপিতবান্ । ইতিস্থিতে বলভদ্রাংগমনপ্রবণে সতি, তে কুরবঃ সোহয়ং বলভদ্রঃ তৎ-  
প্রার্থনয়া স্বীয়মহত্বায় স্বীয়ানাং সাধুভায় তৎ বলভদ্রং জগ্মুঃ । পরমাদরতৎপরতাং পরমাদরেণ  
বলভদ্রস্য অধীনতাং আজ্জাবিতরঃ আজ্জাদানং বিজ্ঞাপিতবন্তঃ ॥ ২১ ॥

তেষাং প্রার্থনানন্তরং বলভদ্রো বদাচরন্তদ্বর্ণয়তি—সহেতিগদ্যেন । বিদাঞ্চকার বিচারিতবান্ ।  
সম্বন্ধবন্ধেন পুত্রবিবাহজ্ঞেন দ্রব্যোদনদায়ঃ অক্কা সাক্ষাৎ যথার্থতো বা কৃষ্ণসম্বন্ধাঃ কৃষ্ণে  
সম্বন্ধঃ শ্রীতিজনকব্যাপারো যেষাং তে ইতি সম্ভাবনাসমুপলম্ব্য ইত্যাদিঃসাম্যবোধোঃ বিষমেব

অবস্থান করিলেন । এবং উদ্ধবদ্বারা কৌরবদিগের উদ্দেশে নির্দোষসম্বাদ প্রেরণ  
করিলেন । এইরূপ ঘটিলে, সেই কৌরবগণ “শাশ্বকে উদ্ধার করিবার  
জন্তুই নিশ্চয় ইনি আসিয়াছেন” ইহা বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রার্থনায় স্বপক্ষীয়  
ব্যক্তিগণের ভদ্রতার জন্ত সবেগে বলদেবের উদ্দেশেই গমন করেন । তথায়  
গমন করিয়া আমরা যে পরম সমাদর করিতে তৎপর আছি, এই ভাব জানাইবার  
জন্ত, “আপনি আজ্জা দান করুন” ইহা নিবেদন করিল ॥ ২১ ॥

কিন্তু বলরাম মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন । পুত্রের বিবাহ-  
জন্ত সে সম্বন্ধবন্ধ হইবে, তাহাতে আমারও সম্বন্ধ আছে । এই কারণে কখনও  
দ্রব্যোদনপ্রভৃতি সকলেই ক্রমাধিকারে সাক্ষাৎ ( অথবা যথার্থই ) কৃষ্ণের উপর  
সম্বন্ধ হইতে পারে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের উপরে ইহাদের শ্রীতিজনক ব্যাপার থাকিতে  
পারে । সম্যকরূপে এইরূপে সম্ভাবনা বা আশংসার বোধ হওয়াতে আমি এইসকল  
বিপক্ষগণের উপরে পক্ষপাত রক্ষা করিয়া আছি । ইহারা কিন্তু কেবলমাত্র মিত্রতা

( ক ) সংসম্বন্ধেন বন্ধেন ইত্যেব আনন্দগৌরব্ধাবনপাঠঃ ।

মা হ্রং লক্ষয়ন্তু ত্বং নাং পরমানন্দতানুসরতি । অমরস্বরূপাণিঃ তং  
পুনররিসরাণিমনুর্গাণতং কুর্বন্তি । তত্র চালাং বহ্না ? জহ্মপি  
তমস্রদায়াং ন জহঃ, কিন্তুবক্ষুবদ্ববক্ষুঃ । তস্মাৎ ক্লেশেণ কথ্যমানং  
তথ্যমেব তদেষাং বৈতথ্যমিতি নামী সামগয়াং মুদ্রামহন্তি,  
কিন্তু ভেদময়ীমেব । তত্র চ ক্ষুদ্রেধগীষু শূদ্রেষু বেদমিব  
কৃষ্ণশ্চ নাম নাম্নাতুং যুক্তং পরং ভূতেনেনশ্চ বরমিতি ।

বিপক্ষে পক্ষপাতঃ গণতাং পক্ষতামাত্রং মিত্রতামাত্রং লক্ষয়ন্তোহববুদ্ধান্তঃ অনুসরতি অনুগচ্ছতি,  
অদীর্ঘকন্দরমণিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অরিসরাণিমনু শক্রপস্থানং প্রতি গণিতং কুর্বন্তি । যদ্বা, অরিসরাণিঃ  
শক্রশ্রেণীঃ অনু সহ গণিতং কুর্বন্তি । তত্র চ পক্ষপাতে বহ্না অলং ; অস্মদীয়ং জহঃ বালকঃ  
সাম্বমপি ন জহঃ ন ততাজুঃ, অবক্ষুবৎ শত্রব ইব ববক্ষুঃ । বিচারঃ নিগময়তি—তস্মাদিতি ।  
এবাঃ হ্র্যোধনাদীনাং বৈতথ্যং ব্যর্থমসত্যং বা ইতি হেতোঃ অসী হ্র্যোধনাদয়ঃ সামমরীং মুদ্রাঃ  
অক্ষরবিভ্রাঙ্গং নার্ষন্তি ন যুক্তন্তে, কিন্তু ভেদমরীং পরস্মাৎ বিশেষণরূপামেব । তত্র চ ভেদেচ কৃষ্ণশ্চ

অবগত হইয়া পরম সমাদরের সহিত আমার অনুসরণ করিতেছে। অথচ  
ইহারা পুনরায় আমার হৃদয়রত্ন সেই শ্রীকৃষ্ণকেও শক্রপক্ষের মধ্যে গণ্য করি-  
তেছে। ঐরূপ পক্ষপাতে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের বালক  
শাবকেও কিন্তু ইহারা শত্রুর মত বাধিয়াছে। এই কারণে শ্রীকৃষ্ণ যে, সত্যবাক্য  
বলিয়াছিলেন, তাহাও হ্র্যোধনপ্রভৃতির ব্যর্থ বা অসত্য হইয়াছে। এই হেতু  
এই সকল হ্র্যোধনপ্রভৃতি কৌরবগণ সামবৃত্ত (সাস্তনা বাক্যপূর্ণ) মুদ্রা পাইবার  
উপবৃত্ত নহে, অর্থাৎ ইহাদিগের নিকটে সাস্তনাবাক্য প্রয়োগ করিবার কোনও  
আবশ্যকতা নাই, কিন্তু ইহারা ভেদবৃত্ত (পর হইতে বিচ্ছেদরূপ) মুদ্রা পাইবারই  
উপবৃত্ত; অর্থাৎ ইহাদের সহিত বিরোধ ঘটানই আবশ্যক। যদি ভেদই ঘটাইতে  
হয়, তাহা হইলে শূদ্রগণের নিকটে বৈষ্ণব বৈদোচ্চারণ করিতে নাই; সেইরূপ  
লঘুচেতা এই সকল কৌরববর্গের শ্রীকৃষ্ণের নাম ব্যক্ত করা উপবৃত্ত নহে।  
প্রত্যুত উগ্রসেনের নাম বলাই উচিত।

অথ স্পষ্টমাচষ্ট—দূতব্রতাগতানামস্মাকং ন কাচিদাজ্ঞা,  
কিন্তু রাজ্যমুগ্রসেনচরণানামেবেতি ॥ ২২ ॥

ব্রজরাজ-উবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ পরস্পরমীক্ষমাণতয়া কৃতান্তস্ত পুরত  
ইব তস্তাগ্রতঃ কৃতান্তঃ ক্রোধসর্গেষু কুরবর্গেষু স পুনরনর্গল-  
মূবাচ—সা চ শ্রবসোরাচর্য্যতাং । অস্মাকমজিঞ্জন  
ডিন্তেন তেন ক্ষত্রিয়াণামুচিত এব ধর্ম্মঃ প্রাচিতঃ, ভবাদ্ভ্যঃ পুনঃ  
ক্রুদ্ধতাং সম্ভরদ্বিরশাস্ত্রবুদ্ধং যুদ্ধমুদ্বুদ্ধং চক্রে যদেককৃতেহনেক-

নাম আয়াতুং কথয়িতুং স যুক্তং শূদ্রেষু বেদমিবেতি । আচষ্ট কথয়ামাস । দূতব্রতাগতানাম  
দূতব্রতেন দৌত্যেন আগতানাম ॥ ২২ ॥

তৎ শ্রীহরিব্রজরাজপ্রদানস্তরং—দূতাবূচতুঃ—ততশ্চৈতিগদ্যোন । ইক্ষমাণতয়া দর্শনভাবেন কৃতান-  
্তস্য যমস্য তস্য বলভদ্রস্য কৃতান্তঃ, ক্রোধসর্গেষু কৃতঃ অন্তর্শিষ্টে ক্রোধস্য সর্গ উৎপত্তি  
ধেবাঃ তেষু সংহ স বলভদ্রঃ পুনরনর্গলঃ নিঃসঙ্কেতাঃ কথিতবান । সা চেতি, ভেলময়ী  
মুদ্রা শ্রবসোঃ কর্ণয়ে! রাচর্য্যতাং অশুশীলনং ক্রিয়তাং । তাং বর্ণয়তি—অস্মাকমিত্যাদিনা ।  
অস্মাকং ডিন্তেন বালকেন অজিঞ্জন সরলেন তেন সাধেন উচিতো ধর্ম্মো রাক্ষসোদ্বাহঃ

অনন্তর এইরূপ চিন্তা করির পর প্রকাশে বলিতে লাগিলেন । আমরা  
দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, বা দূতব্রত অবলম্বন করিয়া আগমন করিয়াছি ।  
অতএব আমাদের কখন আজ্ঞা হইতে পারে না । কিন্তু পূজাপাদ মহারাজ  
উগ্রসেনেরই আজ্ঞা ॥ ২২ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর । দূত বলিল, তারপর পরস্পরের দর্শন  
হইলে, কৃতান্তের তুল্য বলদেবের সম্মুখে কৌরবগণ অন্তরে ক্রোধ উৎপাদন  
করিলে, বলরাম পুনর্বার অসঙ্কুচিত ভাবে বলিতে লাগিলেন । এক্ষণে সেই  
ভেলময়ী মুদ্রাই ( অথবা আজ্ঞা ) আপনারা কর্ণগোচর করুন । আমাদের বালক  
শাষ সবলে অথবা ষষ্ঠাশু হইয়া ক্ষত্রিয়দিগের সমুচিত ধর্ম্ম ( রাক্ষস বিবাহ )  
অবলম্বন করিয়াছে । আর আপনারা কিন্তু সম্যকরূপে ক্রুদ্ধভাবে অবলম্বন করিয়া  
অশাস্ত্রীয় যুদ্ধ প্রকাশ করিয়াছেন । কেন না একাকী সাধের নিমিত্ত আপনারা

তা শিশ্রিয়ে । স তু তাবৎ (ক) ভবংকন্যাহারী বীরপারোদ্ভঃ  
ক্ষুটগন্যেনাপি ন বারীগতঃ কর্ত্বং শক্যেত । যদ্যস্মাকং  
শিক্ষাং ন বীক্ষেত । ভবতু ; ভবন্তিরদ্যাপ্যনবদ্যা রীতিরাপদ্য-  
তাগিতি ॥ ২৩ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবুচতুঃ—তে তু তদাকর্য্য বৈবর্ণ্যপূর্ব্বদনতয়া তূর্ণমেব  
বিবিধমবর্ণং বর্ণয়ন্তি স্ম । যৎ খলু ভীষ্মমুখাঃ কেচন কৃষ্ণাতি-  
ক্রমগ্রীষ্মবশাদ্বিবর্ণমুখা অপি স্বধর্ম্মকর্ম্মঠতাম্পৃক্টপ্রায়মর্ম্মতয়া

প্রতিভঃ প্রকণৈন কৃতঃ । কুরুতঃ সম্ভরন্তিঃ কুরুতঃ সম্যাকারয়ন্তিঃ অশাস্ত্রবুদ্ধং ন শাস্ত্রাবগতং  
উবুদ্ধং প্রকাশিতঃ চক্রে । অশাস্ত্রবুদ্ধঃ বর্ণয়ন্তি—যদ্যস্মাৎ এককৃতে একস্য সাধস্য নিমিত্তার  
অনেকতা স্বীয়ানাং বহুলতা শিশ্রিয়ে আশ্রিতবন্তঃ । সত্বেকঃ সাধঃ ভবতঃ কন্যাহারী  
বতো বীরপারোদ্ভঃ বীরগাং শ্রেষ্ঠঃ ক্ষুটগন্যেন বারীগতঃ বন্ধনগতঃ কর্ত্বং ন শক্যেত  
নবীক্ষেত নানুসন্দধীম্ । তদ্বতু অদ্যাপি এতৎকালেহপি অনবদ্যা অগর্হিতা রীতি নীতিঃ আপদ্যতাং  
স্বীকৃত্যাম্ ॥ ২৩ ॥

ততো ব্রজরাজশ্রম্ভানন্তরং দূতাবুচতুঃ—তেতু দুৰ্য্যোধনাদয়ঃ তন্নিশম্য বৈবর্ণ্যেণ পূর্ব্বং বদনং ঘেষাং  
তদ্ভাবতয়া তূর্ণং শীঘ্রং বিবিধমবর্ণ্যমকথাং বর্ণয়ন্তিস্য বর্ণয়ামাহুঃ । ভীষ্মদয়ঃ কেচন কৃষ্ণাতিক্রম-  
গ্রীষ্মবশাৎ কৃষ্ণস্ত যোহতিক্রমো হেলনং তেন যো গ্রীষ্ম উফং তস্ত বশাৎ বিবর্ণং মলিনং মুখং ঘেষাং

অনেকেই একত্র হইয়াছিলেন । কিন্তু আপনাদের কথা-হরণকর্ত্তা একাকী  
শাশ্ব বীরগণের অগ্রগণ্য । তাহাকে স্পষ্ট অভিযন্ত্ররূপে বন্ধন করা উচিত হয় নাই ।  
যদি সে আমাদের শিক্ষা অমুসন্ধান না করিত, তাহা হইলে বরং তাহাকে বন্ধন  
করা বাইতে পারিত । কিন্তু সে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবগত আছে, তবে কেন অভিযন্ত্র  
বৃদ্ধে আপনারা তাহাকে বন্ধন করিলেন । এই কার্য্য সত্যই আপনাদের অশাস্ত্রীয়  
এবং অযৌক্তিক হইয়াছে । আচ্ছা, তাহাই হোক, এই সময়েই আপনারা  
অনিন্দিত ( সুন্দর ) নীতি অবধান করুন ॥ ২৩ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর । দূতদ্বয় কুহিল, সেই বাক্য শ্রবণ  
করিয়া দুৰ্য্যোধনপ্রভৃতি কৌরবগণের মুখ মালিছে পরিপূর্ণ হইল, এবং শীঘ্র

( ক ) তাবদিত্তি আনন্দবৃন্দাবনগৌরপুস্তকেষু নাস্তি ।

ন নিবারয়ন্তি স্ম । তত্রাস্তাং তাবদূরে যদুনু তেবামুনতা-  
 তিধানং । তস্মাদপ্যপ্রত্যাসম্মে বর্ততাং, তমুগ্রসেনং প্রত্যপ্য-  
 গ্রতাবিধানং তস্মাদপি বিপ্রকৃষ্টে তিষ্ঠতু, স্বমপ্যনাদৃত্য পরা-  
 রত্য(ক)গৃহাস্তর্গমনানুসন্ধানং । অহো ! কৃষ্ণং প্রত্যপি  
 ধ্বংসচঃ কথং মোহয়মনন্তঃ সহতাং । তত্র স্বয়ং তন্মুখ্যমুদ্दिष्ट  
 দূরতো দিশতি স্ম । রে ছর্বোধান ! ছর্বোধান ! হরিমভজসি  
 চেদনেধি চিররাত্রায় স্বমিতি ॥ ২৪ ॥

ভেদপি স্বর্গকর্ণঠাপ্পট্টপ্রায়মর্ষতয়া স্বর্গে শৌর্য্যার্থাদিক্রিয়ধর্ম্যে বা কর্ণঠতা নৈপুণ্যং  
 তয়া স্পষ্টপ্রায়ঃ মর্ষ অভিপ্রায়ো যন্ত তদ্ভাবতয়া ন নিবারিতবন্তঃ, এতত্তু ছর্বোধানাধীনঃ  
 দর্শপরিহারার্থমেবেতিজ্ঞেয়ং । যদুনু অশু লক্ষীকৃত্য তেবামুনতা-বিধানং কনিষ্ঠতাকখনং তাবৎ  
 দূরে আতাং, তমুগ্রসেনং প্রতি উগ্রতা-বিধানং তস্মাদপি অপ্রত্যাসম্মে দূরে বর্ততাং, স্বমপ্যনাদৃত্য  
 অনাদৃত্য পরাবৃত্য গৃহাস্তর্গম্যে গমনে অশুসন্ধানং তস্মাদপি বিপ্রকৃষ্টে দূরে তিষ্ঠতু ।  
 অহো! শকঃ বিবাদবোধকঃ । ধ্বংসচঃ প্রাগ্লভ্যাবাক্যঃ যত্রাসহনে তন্মুখ্যঃ কুরূগাং প্রধানং দিশতিস্ম  
 আদিদেশ, রেণকঃ সক্রোধসম্বোধনে । ছর্বোধান, হুঃ বোধনং জ্ঞানং যন্ত হে স । চেৎ যদি হরিং  
 ন ভজসি তদা স্বং চিররাত্রায় চিরকালং ব্যাপ্য নেধি অনেধি ন বর্তসে ॥ ২৪ ॥

জ্ঞানমুখে বিবিধ অকথ্য বাক্য বলিতে লাগিল । কারণ, ভীষ্মপ্রভৃতি কতিপয়  
 লোকের মুখ শ্রীকৃষ্ণকে অবহেলা করা রূপ উচ্চতা বশতঃ মলিন হইয়া যায় ।  
 তথাপি শৌর্য্য, ঐশ্বর্য্যাদি ক্ষত্রিয় ধর্ম্যে যে নৈপুণ্য আছে, তাহা দ্বারা তাহাদের  
 অভিপ্রায় বিদিত হওয়াতে তাহারা নিবারণ করেন নাই । ইহা কিন্তু ছর্বো-  
 ধনাদির দর্শ চূর্ণ করিবার জন্তই জানিতে হইবে । এক্ষণে তাহারা যে যত্নবংশীর  
 দিগকে লক্ষ্য করিয়া আপনাদের কনিষ্ঠ ভাব বলিয়াছিল, তাহা দূরে থাক ;  
 সেই উগ্রসেনের প্রতি যে উগ্রতাব প্রদর্শন করা হইয়াছিল ; তাহা আবার ভাহা  
 অপেক্ষাও দূরে থাক ; এবং আপনাকেও অনাদর করিয়া এবং ফিরিয়া আসিয়া  
 গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা আবার তাহা অপেক্ষাও দূরে থাক ; হায় ! ইহা  
 অত্যন্ত খেদের বিষয় যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহারা যে প্রগল্ভ বাক্য প্রয়োগ  
 করিয়াছিল, তাহা কিরূপে বলরাম লক্ষ্য করিতে পারিবেন ? ঐরূপ বাক্য লক্ষ্য  
 করিতে না পারিয়াই তিনি স্বয়ং কৌরবশ্রেষ্ঠ ছর্বোধানের উদ্দেশে দূর হইতে

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবুচতুঃ—ততশ্চ—

সর্বোত্তমানাং তৈরুক্তা যদুনাং বিপরীততা ।

ইতীব বিপরীতত্বং তৎ পুর্যাঃ স ব্যধিৎসত ॥২৫॥

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবুচতুঃ—ততশ্চ শাক্যদুর্জাদমিব তত্তদুর্জাক্যং সোৎ-  
প্রাসমনূদ্য তদনূদ্যগলবং বলয়ন্ বিবিধসদঙ্গাং পুরং চ তাং  
গঙ্গাং কর্ষৎস্তুদিদমকার্ষীৎ ॥ ২৬ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতোক্তিং বর্ণয়তি—সর্বোত্তমানামিতি । সর্বোত্তমানাং যদুনাং  
তৈঃ কুরূভির্ধা বিপরীততাঅতিনিকৃষ্টতাউক্তা, ইতীব হেতো স্তৎপুর্যা হস্তিনানগরস্ত বিপরীতত্বং  
বৈরূপ্যং ব্যধিৎসত কর্ত্তুমিচ্ছত ॥ ২৫ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতাবুচতুঃ—শাক্যদুর্জাদং শাক্যো জৈনবিশেষ স্তত্ত্ব দুর্জাদং দুর্জ-  
চমমিব ভগবন্নিম্ননং তেবাং কুরূগাং তদুর্জাক্যং সোৎপ্রাসং সাক্ষেপমনূদ্য অমুবাদং কৃত্বা  
তদনূদ্যমলবং বলয়ন্ উদ্যমহীনতাং অবলোকয়ন্ বিবিধঃ সৎ প্রশস্তং অঙ্গমট্টালিকাদিরূপং  
যত্না ত্বাং পুরং গঙ্গাং কর্ষন্ গঙ্গাহেতোঃ কর্ষয়িত্বা তদিদং পরত্র বস্তব্যমকার্ষীৎ  
কৃতবান্ ॥ ২৬ ॥

আদেশ করিতে লাগিলেন । যথা—ওরে দুর্মতে ! দুর্ঘোষণ ! যদি তুই কৃষ্ণ  
ভজন না করিস্, তাহা হইলে আর তোর অধিকদিন বাঁচিতে হইবে না ॥ ২৪ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর । দূতবর কহিল, তারপর সেই সকল  
কৌরবগণ সর্বশ্রেষ্ঠ ষাটবগণের সে অতিশয় নিকৃষ্ট ভাব বলিয়াছিল, সেই  
কারণেই যেন, বলদেব সেই হস্তিনা পুরের বিকৃত ভাব করিতে ইচ্ছা করিয়া-  
ছিলেন ॥ ২৫ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর । দূতবর বলিল, তারপর শাক্যসিংহ  
বুদ্ধের দুর্জাকোষ (ক) মত তাহাদের কৃষ্ণনিন্দারূপ তত্ত্ববাক্য তিরস্কারপূর্বক  
অমুবাদ করিয়া, এবং তাহাদের উদ্যম শূন্য ভাব অবলোকন করিয়া গঙ্গার

(ক) বুদ্ধদেব বেদের অংশবিশেষকে (যাহা জীবহিংসাকর বস্ত্তবিধি পূর্ণ) নিন্দা করেন ।  
“নিন্দাসি বজ্রবিধিরহশ্রুতিজাতং” ইতি গীতগোবিন্দাদি ঋষ্টব্য ।



যথা—

উৎকর্ষনট্রহাসং কটুকটকঘটাকুটকোটপ্রকৃষ্টং  
কৃষ্টং কৰ্ত্তুং পুরং তৎ প্রকটহলহলারাবগম্যন্ হলাগ্রম্ ।  
আকর্ষন্তত্র ঘর্ষং বিদধদাপ জগদ্ধর্ষমুচ্চৈর্বিবিশ্বন  
শ্রীমান্ সঙ্ঘর্ষণঃ স ক্ষুটমরিগণগুদ্বাপ্পবর্ষং চকার ॥২৭॥

তদাকর্ষণং বর্ণয়তি—উৎকর্ষনমিতি । স শ্রীমান্ সঙ্ঘর্ষণঃ অরিগণং দুৰ্য্যোধনাদিকং উদ্বাপ্পবর্ষং উল্লান্তো বাপ্পস্ত বর্ষো যেষু তথা চকার । কিং কুর্ষন অট্রহাসং উচ্চৈঃ কুর্ষন তৎ পুরং কৃষ্টং কৰ্ত্তুং প্রকটহলহলারাবং যথা স্রাত্তথা, পুরং কিস্তৃতং কটুকটকঘটাকুটকোটপ্রকৃষ্টং বা কটুতীক্ষ্ণাকটঘটাসেনাশ্রেণী তয়া আকৃষ্টা বা কোটিরগ্রভাগন্তং প্রকৃষ্টমন্তমং হলাগ্রং অস্তন্ কিপন্ পুরমাকর্ষন তত্র গঙ্গায়ান্ ঘর্ষং \*হিংসাং বিদধৎ কুর্ষনপি উচ্চৈর্জগতোঃ ধ্বমমহনং বিতদ্বন বিস্তারয়ন সন ॥ ২৭ ॥

ফেলিবার নিমিত্ত (ক) বিবিধ উৎকৃষ্ট অট্টালিকাদি বিশিষ্ট সেই পুরীকে কর্ষণপূর্বক এইরূপ বস্তব্য বিষয়েরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

যথা—শ্রীমান্ বলরাম অত্যাচ্চ অট্রহাস্ত—করিয়া, “হলহলা” শব্দ প্রকাশ পূর্বক তীক্ষ্ণ সেনাশ্রেণীদ্বারা অগ্রভাগ ক্ষুদ্র হওয়ায় মনোহর হস্তিনা (অর্থাৎ দিল্লী) পুরীকে আকর্ষণ করিলেন । সহিংসা প্রকাশ করিলেও লাজলাগ্র আকর্ষণপূর্বক উচ্চভাবে জগতের হর্ষ (অথবা অসহ্যভাব) বিস্তার করিয়া প্রকাশে তিনি দুৰ্য্যোধনাদি বিপর্যয়গণের অশ্রুজল উৎপন্ন করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

(ক) ভাগবত ১০।৬৮।৪১ শ্লোকে আছে “বিচকর্ষ স গঙ্গায়ান্ প্রহরিয়াম্নমর্ষিতঃ । জলযমিবাবর্ণং গঙ্গায়ান্ নগরং পতৎ । আকৃষ্যমানমালোক্য কোরবা জাতসম্ভ্রমঃ । তৌষণী বলেন—“গঙ্গায়ান্ পাতরিয়ান্ প্রকর্ষণে পাতরিয়ান্ ।” অর্থাৎ সম্যাক্রূপে ইহাকে গঙ্গায়ান্ নিঃক্ষেপ করিব এই ভাবে । বিবদনাথ চক্রবর্তী বলেন—সাধ ব্যতীত সমস্ত নগর জলের দ্বারা প্রহার পূর্বক বন্ধন কর । ইহাই গঙ্গার প্রতি আদেশ ছিল, স্ততরাং তাহাই বলদেব করিতে আবৃত্ত হইলেন । যমুনাতীরস্থ ইন্দ্র প্রস্থকে গঙ্গায় লইয়া ফেলিব এই বাসনা করিয়া আকর্ষণ করেন । বস্তুতঃ ইন্দ্রপ্রস্থের নীচে যমুনাই বর্তমান । বহুদূরে গঙ্গায় লইয়া যাওয়াই বলদেবের ইচ্ছা ছিল । সেই ভাবেই আকর্ষণ করেন । “গঙ্গায়ান্ নগরং পতৎ” এই মূলের অর্থ—গঙ্গায় বায়ুবেগে নিক্ষিপ্ত উড়ুপ (ডোঙা=তেলা) যেমন ঘূর্ণিত হয়, বলদেবাকুটনগর সেই মত ঘূর্ণিত হইল । তৌষণী ও সারার্থ দর্শনী দ্রষ্টব্য ।

যহি ঞ্গভাবমগ্রং গতমপরমভূতমতং তহি তস্তাঃ  
 পুৰ্য্যাস্তৈস্তৈঃ সমস্তৈঃ কুরুন্থপতনয়াদীন্ পুরস্তাচ্ছপন্তিঃ ।  
 আক্ষিপ্তাস্তে সলজ্জাঃ শরণমুপগতাঃ কন্যা সাশ্বমগ্রে  
 কৃত্বা নম্রা বলেন ক্ষুরছুরকরণং বীক্ষিতাঃ শিক্ষিতাশ্চ ॥ ২৮ ॥  
 ভোঃ ! কুরুবরা ! ভূয়স্ত্ব ভূয়মেবং কুপুয়ং মাশ্ম কুরুতেতি ।  
 ততশ্চ, লক্ষসাপ্তসরোধনঃ স দ্রুযোদনঃ সান্নিতপূৰ্জনঃ কৃততৎ-  
 পূজনঃ স্তবহু যৌতকমানীয় পুরতঃ প্রণীয় তং জামাতৃহৃহিতভ্যাং

যথা ধৰ্ম্মং চকার তবর্ণয়তি—যহীতি । যহি যদা তস্তাঃ পুৰ্য্য অগ্রংঞ্গভাবং নীচতাং গতং, অপৰং পশ্চাত্তাং উন্নতমুচ্চমভূতদা তদা তৈস্তৈঃ কুরুন্থপতনয়াদীন্ শপন্তিঃ সমস্তৈঃ জনৈস্তে আক্ষিপ্তাঃ সলজ্জাঃ লজ্জাযুক্তা নম্রাঃ সন্তঃ কন্যা সহ সাশ্বমগ্রে কৃত্বা শরণমুপগতাঃ তদাচ ক্ষুরস্তা উরুরধিকা করণা যত্র তদ্বদা স্তাওপা বলেন বলভয়েণ বীক্ষিতাঃ শিক্ষিতাশ্চ ॥ ২৮ ॥

তচ্ছিক্ষণপ্রকারং বর্ণয়তি—ভোরিত্যাদিগদ্যোন । হে কুরুবরা ! যুয়ং ভূয় এবং কুপুয় কুংসিতং কশ্ম মাশ্ম কুরুত, লক্ষসাপ্তসরোধনঃ লক্ষং সাপ্তসৌ ভয়ং রোধনঃ জ্ঞানং চ যেন সঃ, সান্নিতপূৰ্জনঃ আশ্রিতৈঃ পূৰ্জ্জৈঃ সহ বস্তুমানঃ তৎকৃতপূজনঃ তস্মৈ বলভয়ায় কৃতং পূজনং যেন সঃ, যৌতুকমুপ-

যৎকালে সেই পুরীর অগ্রভাগ নিয় হইয়া গেল, এবং অপর পশ্চাত্তাং উন্নত হইয়া গেল, তৎকালে তত্তৎসমস্ত লোক কুরুবংশীয় ভূপতি এবং তদীয় পুত্র-প্রভৃতি সকলকেই অভিষাপ দিয়া তাহাদিগকে (দ্রুযোদনাদি কৌরবদিগকে) তিরস্কার করিতে লাগিল। তখন তাহারা লজ্জায় অধোবদন হইয়া কস্তুর সহিত সাশ্বকে অগ্রে করিয়া বলরামের শরণাপন্ন হইল। তখন বলরাম সান্নিত্য করণার সহিত তাহাদের উপর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, এবং তাহাতেই তাহাদিগকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

শিক্ষা বর্ণিত হইতেছে। হে কৌরবশ্রেষ্ঠ-মহোদয়গণ ! আপনারা এইরূপ কদর্য্য কার্য্য কখনও করিবেন না। অনন্তর দ্রুযোদন ভয় এবং চৈতন্ত্য প্রাপ্ত হইয়া এবং অল্পগত পুরবাসী লোকদিগের সহিত মিলিত হইয়া বলদেবের উদ্দেশে তাহার

সহপ্রস্থানায় প্রার্থয়ামাস । সান্ন্যস্ত প্রস্তুতলজ্জতাং সজ্জংস্তৈঃ  
সমস্তৈঃ সহ প্রত্যেকন্যায়যুদ্ধমেব স্ববৃহত্তাতপূরস্তাদান্নানুরুদ্ধং  
চকার, ন তু যত্নবশাদপি কন্যারত্নমিতি স্থিতে পুনরপি তে  
ব্যগ্রান্তিরীট(ক)কিরীটস্পৃষ্ঠতৎপদপদব্যগ্রাস্তং সান্ন্যগ্রহতাং  
গ্রাহয়ামাস্তুঃ ॥ ২৯ ॥

টোকনঃ প্রণীয় প্রাপ্য তং বলভদ্রং যাচিতবান্ । প্রস্তুতলজ্জতাং প্রস্তুতা যালজ্জা তদ্ভাবতাং সজ্জন্  
আশ্লিষন্ প্রত্যেকেন সহ যৎ ন্যায়যুদ্ধং তৎ স্ববৃহত্তাতপূ পিতৃর্জ্যেষ্ঠস্ত পূরস্তাদগ্রে আন্যনানুরুদ্ধং চকার  
অমুবর্জয়ামাস, কন্যারত্নং লক্ষণাং ইতি স্থিতে এবংবৃত্তে সতি, তে দুর্ধ্যোধনাদয়ঃ ব্যগ্রাঃ সন্তুঃ  
তিরীটকিরীটস্পৃষ্ঠতৎপদপদব্যগ্রাঃ তিরীটেন মর্দণা সহ কিরীটেন স্পৃষ্টং তৎপদং তন্ত চরণং  
যৈ স্তেচ তে পদে ত্রাণে ব্যগ্রাস্তেতি তং সান্ন্যগ্রহতাং সান্ন্যগ্রহেণ সহ বর্জমানতাং গ্রাহয়ামাস্তুঃ  
অজিগ্রহন্ ॥ ২৯ ॥

পূজা করিতে লাগিলেন । তৎপরে অত্যধিক যৌতুক আনিয়া এবং সেই সকল  
তীহার সম্মুখে রাখিয়া জামাতা এবং দুহিতার সহিত প্রস্থানের জন্ত প্রার্থনা  
করিতে লাগিল । কিন্তু সাধ প্রকৃত লজ্জিতভাব প্রাপ্ত হইয়া সেই সমস্তের  
সহিত, প্রত্যেকের সঙ্গে যে ন্যায়যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাই জ্যেষ্ঠতাতের সম্মুখে  
আপনি নিবেদন করিল ; কিন্তু রত্নের জন্ত কন্যারত্ন লক্ষণার বিষয় বলিল না ।  
এইরূপ ঘটনা ঘটিলে পর, পুনর্বীরও সেই সকল দুর্ধ্যোধনাদি কৌরবগণ ব্যগ্রচিত্তে  
বলরামের চরণপ্রাস্তে উষ্ণীষ এবং সন্তকের কীরিট স্পর্শ করিতে লাগিল, তিনি  
যাহাতে অমুগ্রহ করেন তাহার জন্ত প্রার্থনা করিল । অথবা : তাহার বলরামের  
চরণস্পর্শ করিয়া সাধ যাহাতে অমুগ্রহ করিয়া কন্যাকে গ্রহণ করেন, তন্নিমিত্ত  
তীহাকে অমুরোধ করিয়াছিল ॥ ২৯ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—কৃষ্ণানুগতিস্পৃহী ভীষ্মঃ কথমসংপক্ষং  
গৃহীতবান্ । কথং বা সান্বপিতৃব্যঃ সান্বসম্বলিতং তৎপুটভেদনং  
ভেদনং নেতুং তৎক্ষণং তৎক্ষণমক্রাক্ষীৎ(ক) ॥ ৩০ ॥

দূতাবুচতুঃ—ভীষ্মস্তাবদ্ভাবিমর্শজ্ঞাত্তরতয়া কেবলং ক্ষাত্রং  
ধর্ম্যগনুষ্যতবান্ । রামশ্চ কুরুদায়াদান্ দায়ংস্তৎপতনস্তোৎ-  
পাতমেবারকুবান্তু পাতমিতি ॥ ৩১ ॥

ভদেবং নিশম্য ব্রজরাজো যদপুচ্ছত্ত্বর্ণয়তি—কৃষ্ণেত্যাদিগদ্যোন । কৃষ্ণানুগতিস্পৃহী কৃষ্ণস্ত  
যা অনুগতিরাত্রয় স্তত্যাঃ যা স্পৃহা ইচ্ছা তদ্বিশিষ্টঃ, অসংপক্ষং কৃষ্ণেবৈ-পক্ষং সান্বপিতৃব্যো  
বলভজঃ সান্বসম্বলিতং সান্বসম্বলিতং তৎপুটভেদনং হস্তিনানগরং ভেদনং নেতুং বিদারণং  
প্রাপয়িতুং তৎক্ষণং সদ্যঃ তৎক্ষণং তস্মিন্ ভেদনে ক্ষণোবসরো যত্র তদ্বথা স্তাত্বথা অক্রাক্ষীৎ  
বিলেখয়ামাস ॥ ৩০ ॥

ততো দূতো যদাহতুত্ত্বর্ণয়তি—ভীষ্ম ইতিগদ্যোন । ভাবিমর্শজ্ঞাত্তরতয়া ভাবিনো  
মর্ম্মণো জ্ঞাঃ জ্ঞানশীলঃ অন্তরং চিত্তং যন্ত তদ্বাবতয়া, ক্ষাত্রধর্ম্মং যুদ্ধং অনুজগাম । কুরুদায়াদান্  
দুর্যোধনাদান্ দায়ন্ তয়প্রদর্শনেন শুদ্ধং কারয়ন্ তন্নগরস্য উৎপাতং গজায়ান্ নিঃক্ষেপ-  
রূপম্ ॥ ৩১ ॥

ব্রজরাজ বলিলেন, ক্রীকৃষ্ণের আশ্রয়প্রার্থী ভীষ্ম, কি নিমিত্ত শত্রুপক্ষ অবলম্বন  
করিয়াছিলেন ? এবং কিরূপেই বা সাশ্বের পিতৃব্য ( পিতার ভ্রাতা ) বলদেব সাশ্ব-  
সম্বলিত সেই হস্তিনাপুর বিদারণ করিতে অবিলম্বে বিদারণের অবসর দর্শন করিয়া  
আকর্ষণ করিয়াছিলেন ? ॥ ৩০ ॥

দূতদ্বয় বলিল, ভীষ্মের অন্তঃকরণ ভাবী মর্ম্ম জানিতে পারিয়াছিল । তাহাতেই  
তিনি কেবল ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়াছিলেন । এবং বলরাম দুর্যোধনপ্রভৃতি  
কৌরবদিগকে তন্নগরপ্রদর্শন পূর্ব্বক শুদ্ধ করাইয়া সেই নগরকে গজায়ান্ নিঃক্ষেপ  
করণরূপ উপদ্রবই আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার নিপাত করিতে প্রবৃত্ত  
হন নাই ॥ ৩১ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবৃচতুঃ—ততশ্চ সহর্ষং সঙ্কর্ষণঃ স্মৃষাপুত্রাবাদায় দ্বার-  
কায়ামাধায় য়াং সর্ব্বাং বার্তাং বর্ত্তয়ামাস । তয়া কৃষ্ণঃ পুনঃ  
শ্রিতমেবানুবর্ত্তয়ামাস । ময়া তেষামন্তরমনুভূয়ত এব ভবতা  
পুনঃ সরলেন ভূয়ত ইতি ব্যঞ্জয়িতুমিতি ॥ ৩২ ॥

অথ শ্লিঙ্ককণ্ঠঃ সমাপনমাহ স্ম—

কথনমিদমনুক্তমাজ্জয়া তে

ন চ চরিতং ভবতীথমেব সদ্যঃ ।

ব্রজনৃপকলয়াত্র পার্শ্বতস্থং

স্বনয়নয়োঃ স্থখমাত্রকৃষ্ণধাম ॥ ইতি ॥ ৩৩ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানস্তরং দূতাবৃচতুঃ—ততশ্চেতিগদ্যেন । সহর্ষং সপ্রমোদং যথা স্যাৎ স্মৃষা পুত্র-  
বধুঃ, পুত্রঃ সাধুঃ ভ্রাতৃপুত্রদ্বাং পুত্রঃ ভ্রাতৃপুত্রেণ পুত্রতা ইতিজ্ঞায়াৎ । য়াং বার্তাং বৃত্তান্তং  
বর্ত্তয়ামাস শ্রিতং মন্দহাস্যং অনুবর্ত্তয়ামাস প্রকাশিতবান্ । অন্তরং চিত্তং সরলেন ভবতেত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

অথ স্বয়ং কবিঃ প্রকরণং সমাধাতুং প্রকুমতে—অথৈতি স্বজগদ্যেন ॥

সমাপনপ্রকারং বর্ণয়তি—কথনমিতি । ইদং কথনং তে তব আজ্জয়া অনু হেতোর্ময়োক্তং  
ইথং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ সদ্যঃ ন চ চরিতং কৃতং ভবতি, হে ব্রজনৃপ ! অত্র পার্শ্বতস্থং কলয় পশু  
স্বনয়নয়োঃ স্থখমাত্রকৃষ্ণধাম স্থখঃ মীযতেহেনেনেতি স্থখমাত্রং, যদ্বা স্থখস্য মাত্রা বদ্য তচ্চ তৎ  
কৃষ্ণধাম কৃষ্ণমূর্ত্তিচেতি ॥ ৩৩ ॥

ব্রজরাজ কতিলেন, তারপর তারপর । দূতদ্বয় কহিল, তারপর বলরাম  
সহর্ষে সেই পুত্রবধু এবং পুত্রস্থানীয় ভ্রাতৃপুত্র সাধকে গ্রহণপূর্ব্বক দ্বারকার  
রাখিয়া যে সকল বৃত্তান্ত জানাইয়াছিলেন, তাহাদ্বারা ত্রীকৃষ্ণ কেবল মন্দ হাস্তই  
বারংবার প্রকাশ করিয়াছিলেন । আমি নিশ্চয়ই তাহাদের অন্তঃকরণ অনুভব  
করিতে পারিতেছি । ইহা স্মৃচনা করিবার জন্ত আপনি সরল হইতেছেন ॥ ৩২ ॥

আপনার আজ্ঞাবশতঃ আমি এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলাম । কিন্তু উক্ত  
প্রকারে তাহা তৎক্ষণাৎ করা হয় নাই । হে ব্রজরাজ ! নয়নযুগলের সুখপ্রদ  
কৃষ্ণমূর্ত্তিকে আপনার পার্শ্বেই দর্শন করুন ॥ ৩৩ ॥

তদেবং সন্তোষ্য ক্ষণকতিপয়ং তুষীকামবলম্বমানে তস্মিন্  
ব্রজবন্দিনঃ শ্রীরামং ববন্দিরে ॥ ৩৪ ॥

দ্বিবিদদুরন্তচরিত্র ! কোপিন্ ! সজ্জনমিত্র ! ।

রৈবতলীলালক্ষ্য ! প্রাকৃতধীভিরলক্ষ্য ! ॥

নিজরামাগণজুষ্ঠ ! তৎকপিধার্ট্যাদ্রুষ্ঠ ! ।

তেন সমং কৃতযুদ্ধ ! তদযুধি কৌতুকরুদ্ধ ! ॥

চিরহতকপিকুলদ্রুষ্ঠ ! সুরমুনিগণনুতিতুষ্ঠ ! ।

ততোঃ বহুতঃ জাতং তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। তুক্ষীকতাং, মৌনতাং, তস্মিন্ স্নিগ্ধকণ্ঠে  
সতি ববন্দিরে তুষ্টুঃ ॥ ৩৪ ॥

তদ্বন্দনং বর্ণয়তি—দ্বিবিদেত্যাদিভির্বীৰুচ্ছল্লোগদ্যৈঃ। কেবলং অহুজঃ শ্রীকৃষ্ণ আরাগমো যস্য  
হে বলরাম ত্বং অতিশয়েন জয়েত্যশয়ঃ। ত্বং কিঙ্কর হে দ্বিবিদস্য দুরন্তচরিত্রেণ কোপিন্ কোপ-  
বিশিষ্ট, হে সজ্জনানাং মিত্র, রৈবতপর্বতে লীলাভিলক্ষ্যদর্শনীয়, প্রাকৃতবুদ্ধিভিজ্ঞনৈরলক্ষ্য ন দৃষ্ট,  
নিজস্য রামাগণেন রমণীবৃন্দেন জুষ্টে সেবিত। তস্য দ্বিবিদস্য কপেধাষ্ট্যাং দ্রুশ্চরিত্রাং রুষ্ট ক্রোধ-  
যুক্ত। তেন দ্বিবিদেন সমং সহ কৃতং যুদ্ধং বদ্য হে স। তদযুধি তেন সহ যুদ্ধে কৌতুকেন রুদ্ধ  
আবৃত। চিরেণ হতঃ কপিকুলদ্রুষ্টো যেন হে স। সুরমণিগণানাং বাহুতিঃ স্তুতি স্তুত্যা তুষ্ট।

অতএব এই প্রকারে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কিয়ৎক্ষণ  
মৌনাবলম্বন করিলে, ব্রজের স্তুতিপাঠকগণ বলরাককে স্তব করিতে  
লাগিল ॥ ৩৪ ॥

হে বলরাম ! আপনার কেবল অহুজেই একমাত্র আরাগম আছে, অতএব  
আপনার নিরতিশয় জয় হোক জয় হোক ( ক )। আপনি দ্বিবিদ বানরের দ্রুষ্ট  
স্বভাবে রূপিত হইয়াছিলেন। আপনি সাধুদিগের বন্ধু। রৈবতক-পর্বতে বিবিধ  
লীলা করিতে আপনি লক্ষ্য হইয়াছেন। অথচ সাধারণ লোকের বুদ্ধিহারা  
আপনি সর্বদাই অলক্ষ্য। আপনার নিজরমণীগণ আপনাকে সেবা করিয়া  
থাকে। আপনি সেই দ্বিবিদ বানরের দ্রুশ্চরিত্র কোপযুক্ত হইয়াছিলেন। আপনি  
সেই বানরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং তাহার সহিত সেই যুদ্ধে আপনি

( ক ) ৩৫নং বৃহৎ পদ্যের শেষ কথার অনুবাদটুকু অর্থবোধের সুবিধার জন্য প্রথমেই  
প্রদত্ত হইল। অনুজ্ঞা পঠক দেখিয়া লইবেন।

কুরুভিঃ সাঙ্গে বন্ধে যত্ননিবহে সন্নদ্ধে  
 স্বয়ংগত সন্ধিং কলয়ন্ ! শাস্তান্ সঙ্গৈ বলয়ন্ ! ।  
 কুরু নগরং লঘু গতবন্ ! তদুর্ধ্বচনং শ্রুতবন্ ! (ক) ॥  
 তেবাং পুরমুৎকলয়ন্ ! বলিতক্রোধং হলয়ন্ ! ।  
 গজসাহস্রয়মাকর্ষণ ! পরিতশ্চিত্তং বর্ধন্ ! ॥  
 ভীতকুরুশ্রিতপাদ ! কুপয়া ত্যক্তবিবাদ ! ।  
 বধুস্তুতগৌতকসঙ্গি ! গৃহমাগা বহুরঙ্গি ! ॥

কুরুভির্দুর্যোধনাদিভিরমায়যুদ্ধেন সাঙ্গে বন্ধে সতি তচ্ছব্দা বহুসমূহে সন্নদ্ধে যুদ্ধায় কৃতসঙ্কে  
 সতি সন্ধিং মিত্রতাং কলয়ন্ কুরুন্ শাস্তান্ ব্রাহ্মণাদীন্ সঙ্গৈ বলয়ন্ যোজয়ন্ । কুরুনগরং  
 হস্তিনাং লঘু শীঘ্রং হে গতবন্ । তেবাং উর্ধ্বচনং হে শ্রুতবন্ । তেবাং কুরুণাং পুরং উৎকলয়ন্  
 উর্দ্ধং বৃষ্টু । পশুন্ বলিতক্রোধং কৃতরোষং যথা স্যান্তথা হলয়ন্ হলেন যোজয়ন্ গজসাহস্রয়ং হস্তিনা-  
 পুরমাকর্ষণ পরিতঃ সর্বত্র চিত্তমাস্তধ্যং বর্ধন্ । ভীতান্ যে কুরুব শৈ শ্রিতৌ আশ্রিতৌ পাদৌ যস্য  
 হে স । কুপয়া ত্যক্তঃ পরিত্যক্তো বিবাদো যেন হে স । বধূলকপাহুতঃ সাধ্বঃ বৌতকানি  
 উপটৌকনানি তেবাং সঙ্গ বিশিষ্ট, যথা এতেবাং সঙ্গোহস্যাত্তি হে স । বহুরঙ্গেন বিশিষ্টঃ

কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন । পরে আপনি কপিকুলের মধ্যে ছুটি বিবিদকে  
 অনেক বিলম্বে বধ করেন । তৎকালে দেবগণ এবং মুনীগণ প্রণাম করিয়া  
 আপনাকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন ।

তৎপরে দুর্যোধনাদি কৌরবগণ, অস্ত্রায় যুদ্ধে সাধকে বদ্ধ করিলে, এবং  
 তাহা শুনিয়া বাদবগণ যুদ্ধের জন্ত সজ্জিত হইলে, অনন্তর ভূমি স্বয়ং সন্ধি করিবার  
 জন্ত, শান্তশীল ব্রাহ্মণদিগকে সঙ্গ লইয়া শীঘ্র কুরুপুরী হস্তিনার গমনপূর্ব্বক  
 তাহাদের অনেক দূরীক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন । পরে কৌরবদিগের পুরী উর্দ্ধ  
 দৃষ্টিতে দর্শনপূর্ব্বক কোপাধীন হইয়া হল-বোজনা-পূর্ব্বক হস্তিনাপুর আকর্ষণ  
 করেন । তাহাতে চারিদিকেই আশ্চর্য্য প্রদর্শন করেন । তখন কুরুগণ ভীত  
 হইয়া আপনার ছই চরণ অবলম্বন করে । আপনিও ক্রুপা করিয়া বিবাদ পরি-

(ক) গতবান্ শ্রুতবান্ । ইত্যামলপাঠঃ । সতু ন সঙ্গতঃ । সৰ্বোদনাস্তক্রম ভঙ্গ-  
 দোষাৎ ।

সম্প্রতি সহসহজন্ম ! গোকুলমৈর্নিজজন্ম ।

জয় জয় জয় বলরাম ! কেবল মনুজারাম ! ॥

॥ ইতি ॥ ৩৫ ॥

অথ শ্রীরাধ-মাধবয়োঃ সদস্যপি কথকঃ স তয়োঃ স্তথায়  
পর্য্যবস্ফুতি স্ম ॥ ৩৬ ॥

যথা চাহ স্ম—

যদবধি গোকুলদেশাদগতবান্ সঙ্কর্ষণঃ কৃষ্ণম্ ।

তদবধি সঙ্কর্ষণতাং তং প্রতি স গতঃ স্বঘোষায় ॥৩৭॥

বখা স্যাত্তথা গৃহমাগা হে গতবন্ । সহ জন্মনা শ্রীকৃষ্ণেণ সহ নিজস্য জন্ম যত্র তদোজ্জ্বলকুলঃ  
অগমঃ ॥ ৩৫ ॥

ততঃ কথকঃ কিং কৃতবান্ ইত্যপেক্ষারাং স্বয়ং কবির্বর্ণয়তি—অখতিগদ্যেন । সদস্যপি  
সভারামপি তয়োঃ শ্রীরাধামাধবয়োঃ পর্য্যবস্ফুতিস্ম সমর্থোহভবৎ ॥ ৩৬ ॥

বখান্বয়ঃ তদ্বর্ণয়তি যদবধিতি । যদবধি সঙ্কর্ষণো গোকুলদেশাৎ কৃষ্ণং গতবান্ সঙ্গতঃ তদবধি  
স কৃষ্ণঃ স্বঘোষায় স্বগোষ্ঠং প্রাপ্তং তং সঙ্কর্ষণং প্রতি সঙ্কর্ষণতাং নিয়োগকতাং গতঃ ॥৩৭॥

ত্যাগ করেন । পরে বধূলক্ষণা, ভ্রাতৃপুত্র সাধ, এবং বিবিধ উপহার সঙ্গে লইয়া,  
নানারঙ্গে আপনি গৃহে আসিয়াছিলেন । সম্প্রতি আপনি অমুজের সহিত নিজ  
জন্মভূমি গোকুলে আগমন করিয়াছেন ? হে মানবের একমাত্র আরামপ্রদ  
বলরাম ! আপনার পুনঃ পুনঃ জয় হোক ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর সেই কথক সেই শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকার সভাতে তাঁহাদের স্তব্ধে  
পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, এবং বলিয়াছিল, ॥ ৩৬ ॥

যে অবধি বলরাম গোকুল প্রবেশ হইতে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিয়া-  
ছিলেন, তদবধি শ্রীকৃষ্ণ নিজ গোষ্ঠ পাইবার জন্য বলরামের প্রতি নিয়োগকর্তা  
হইয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥



ব্রজমন্তু কৃষ্ণাকৃষ্টিঃ, যাত্বেনাসাবসূক্ষ্মদৃগ্দৃষ্টিঃ ।

সূক্ষ্মদৃশাং মতিরেবং, রাধে ! স্বয়ি মূলমত্র সদ্গুণতা ॥ ৩৮ ॥

সমাপনকাহ স্ম—

এতাবতালমাতবিস্তরবর্ণনেন

প্রত্যক্ষমেব তদিদং বৃষভানুপুত্রি ! ।

সোহয়ং প্রিয়স্তব মুখং সুখবাস্পকীর্ণং

নির্বর্ণ্য শশ্বদিহ পশ্য ভূশং বিভাতি ॥ ৩৯ ॥

তত্র সম্বন্ধে মুখাহেতুং বর্ণয়তি—এজমিতি । এজমন্তুলকীকৃত্য য়া কৃষ্ণস্য আকৃষ্টিরাকর্ষণং অজ্ঞেন হেতুনা অসৌ অসূক্ষ্মদৃশাং দৃষ্টিজ্ঞানং, হে রাধে ! সূক্ষ্মদৃশামেবং মতিজ্ঞানং অত্র কৃষ্ণা-কৃষ্টৌ দ্বয়ি সদ্গুণ তায়ুতম্ ॥ ৩৮ ॥

অধুনা সমাপনং বর্ণয়তি—এতাবতেতি । হে বৃষভানুপুত্রি ! রাধে ! অতিবিস্তরবর্ণনেন এতাবতা অলং নিম্প্রয়োজনং তদিদং প্রত্যক্ষমেব সোহয়ং প্রিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তব সুখবাস্পকীর্ণং সুখাশ্রকলিনং মুখং নির্বর্ণ্য দৃষ্ট্ৱ। শশ্বত্তরাপি বিভাতি বিরাজতে, পশ্য ॥ ৩৯ ॥

হে রাধিকে ! ব্রজের উদ্দেশে যে শ্রীকৃষ্ণকে ( দ্বারকা হইতে ) আকর্ষণ করা হয়, এ বিষয়ে স্থূল দৃষ্টি ব্যক্তিগণের ইহাই জ্ঞান যে, তাহা অল্প কোনও কারণে হইয়াছে । কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টি ব্যক্তিগণের এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে যে, হে রাধিকে ! আপনাতে যে সদ্গুণরাশি বিद्यমান আছে, তাহাই কৃষ্ণ আকর্ষণের একমাত্র মূল কারণ ॥ ৩৮ ॥

সমাপন করিয়া বলিতে লাগিল । হে বৃষভানুপুত্রি ! এত অধিক বিস্তারিত বর্ণনে কোন প্রয়োজন নাই । যাহা বলিলাম, তাহার প্রত্যক্ষই রহিয়াছে । এই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ তোমার আনন্দাশ্রুপূর্ণ বদনশশী নিরীক্ষণ করিয়া, অবিরত এইস্থানেই বিরাজ করিতেছেন, দর্শন কর ॥ ৩৯ ॥

তদেবং কথাং সমাপ্য সর্বেণ সহ গতয়োঃ কথকয়োঃ  
শ্রীরাধা-কৃষ্ণাব্যতীতানুরূপমেব মদনমাসাদতাম্ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূঃনু দ্বিবিদ-

হস্তিনাপুরধ্বাস্তিনাম দ্বাবিংশং

পুরণম্ ॥ ২২ ॥

নিগম্যতি—তদেবমিতিগদ্যেন । আত্মতৃষ্ণাকৃষ্ণং আত্মস্পৃহানুরূপং আসাদতাং সঙ্গতো  
বভূবুভুঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি দ্বাবিংশং পুরণম্ । • ।

অতএব এই প্রকারে কথা সমাপন করিয়া কথকদ্বয়, সকলের সহিত গমন  
করিলে, শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকা আপনার ইচ্ছানুরূপ ভবনেই গমন করিয়া-  
ছিলেন ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীউত্তর গোপালচম্পূকাব্যে দ্বিবিদবানর-বিনাশ এবং হস্তিনাপুরের-  
ধ্বংস নামক দ্বাবিংশ পুরণ ॥ • • • • • ২২ ॥



## ত্রয়োবিংশ পূরণম্



শ্রীনন্দাদিসম্মিলনী কুরুক্ষেত্রযাত্রা ।

অথ দিনান্তরে লক্ষ্মননন্দনশ্রীমন্নন্দরাজবিরাজমানসভান্তরে  
মধুকর্ণশ্চেতসি চিন্তয়ামাস ॥

অথ কুরুক্ষেত্রযাত্রাকথনপাত্রায় সম্পাদ্যতে স্ম ॥

শ্রীশুকদেবস্ত, যুগপত্তল্লীলাক্ষুরণপূরকৃতপ্রেমময়-

শ্রীমদ্রত্নগোপালচম্পূঃ বহুস্থায়কৈ । কুরুক্ষেত্রে গতিঃ প্রোক্তা ত্রয়োবিংশাখ্য-  
পূরণে ॥ • ॥

অথ তদনন্তরীরলীলাং বর্ণয়িতুং স্বয়ং কবিঃ প্রক্রমতে—অপেতিগদ্যোন । লক্ষঃ স্বস্য নন্দনঃ  
শ্রীকুরুক্ষেত্রো যেন স চাসৌ শ্রীমন্নন্দরাজশ্চেতি তেন বিরাজমানঃ সভাস্থরং সভামধ্যং তস্মিন্ কুরুক্ষেত্র-  
যাত্রাকথনপাত্রায় কুরুক্ষেত্রযাত্রাকথনং প্রোক্তা যোগ্যং তস্মৈ সম্পাদ্যতে, নতু, কুরুক্ষেত্রযাত্রা শ্রীদশমে  
শ্রীবলদেবস্ত তীর্থযাত্রানন্তরং শ্রীদামমিত্রগো দারিদ্ৰ্যখণ্ডনানন্তরঞ্চ বর্ণিতা, কথমত্র বর্ণনার যুক্ত্যে, তত্রাত  
শ্রীশুকদেবস্তিতি । যুগপদেকদা তত্তল্লীলানাং বৎ ক্ষুরণং ক্ষুরীশ্চেন পূরকৃতঃ সংকৃতঃ স্বীকৃতো

এই মনোহর উত্তর গোপালচম্পূর ত্রয়োবিংশ পূরণে বহু স্থায়ক কুরুক্ষেত্র-  
যাত্রা বর্ণিত হইবে ।

অনন্তর অত্র দিবসে শ্রীমান্ ব্রজরাজ, আপনার পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া যে সভায়  
বিরাজ করিতে ছিলেন, সেই সভামধ্যে মুকুট মনে মনে চিন্তা করিতে  
লাগিলেন ॥ ১ ॥

অনন্তর কুরুক্ষেত্রে যাত্রা কথন উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে ( ক ) ।

শ্রীশুকদেব এককালে তত্ত্ববিবিধ লীলার ক্ষুরণদ্বারা যে প্রচুরপ্রেমপূর্ণ  
অনবধানতা আদৃত বা স্বীকৃত হইয়াছে, তাঙ্গা হইতেই সেই কুরুক্ষেত্রে যাত্রা দূরে

( ক ) এইখানে এইরূপে আগন্তি উক্তি হইয়া থাকে যে, শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে  
শ্রীবলদেবের তীর্থ যাত্রার পর, এবং শ্রীদামের দারিদ্ৰ্য্য ছুংখ ভঞ্জনর পর কুরুক্ষেত্রে যাত্রা  
বর্ণিত হইয়াছিল, তবে যে কেন এইখানে বর্ণিত হইতেছে ; তাহা বলা বাইতেছে ।

প্রমাদাদেব তাং দূরে প্রতিপদ্যতে স্ব । যেন হি সা ভাষ্য-  
দ্রোণতুর্ঘ্যোধনাগমনময়া ঘটতা । তুর্ঘ্যোধনবধকালপব্যস্তা  
শ্রীরামশ্চ তীর্থপর্যটনা তু, তৎপূর্বং পঠিতা । তথা কংসবধা-  
নাতিবিলম্বসম্বলনয়া কুরুক্ষেত্রযাত্রায়ামেবাজ্জুনমাত্রা । সহ  
বহুদেবসম্বদনমিদং সম্বদতে ॥

“কংসপ্রতাপিতাঃ সর্বেঽবয়ং যাতা দিশং দিশাং ।

এতর্হেব পুনঃ স্থানং দৈবেনামাদিতাঃ স্বয়ং !” ॥ ইতি ॥ ১-২

অথ ব্যক্তমুক্তবান্—তদেবং স্থিতে পুনর্দৃতাবাজ্ঞমু-

বা যঃ প্রেমময়ঃ প্রেমপটুরঃ প্রমাদোদনবধানতা তস্মাদেব তাঃ কুরুক্ষেত্রযাত্রাং দূরে প্রতিপাদয়-  
মাং, যেন হি প্রেমময়প্রমাদেন হি সা কুরুক্ষেত্রযাত্রা, ভাষ্যদ্রোণতুর্ঘ্যোধনাগমনময়া ঘটতা,  
তুর্ঘ্যোধনবধকালপব্যস্তাঃ শেষো যস্তাঃ সা তত্ত্বং পূর্বং পঠিতা । নাতিবিলম্বসম্বলনয়া নাতি-  
বিলম্বশ্চ যা সম্বলনা যোজনা তয়া অর্জুনমাত্রা কুত্ৰা বহুদেবশ্চ সম্বদনং সংলাপঃ সম্বদতে  
সাদৃশ্যঃ বদতি । তদ্বহুদেবচনং লিখাৎ—কংসেতি । কংসেন প্রতাপিতা নানাদৌরাজ্ঞেন  
সম্ভাপিতাঃ, হে স্বয়ং ! হে ভগিনি ! ॥ ১—২ ॥

স মধুকণ্ঠোৎপ ব্যক্তং স্পষ্টমুক্তবান্ বপাঃ তদ্ব্যর্থমিতি—তদেবমিতিগদোন । তস্মিন্ বহুপুণে

প্রতিপাদন করিয়াছেন । কারণ, ঐ প্রেমপূর্ণ প্রমাদ বশতই সেট কুরুক্ষেত্র-  
যাত্রা ভীষ্ম, দ্রোণ এবং তুর্ঘ্যোধনের আগমনদ্বারা সংঘটিত হইয়া, শেষে তুর্ঘ্যোধনের  
বধকালে সমাপ্ত হইয়াছে । কিন্তু বলরামের তীর্থপর্যটন কুরুক্ষেত্র-যাত্রার  
পূর্বেই পঠিত হইয়াছে । এবং কংসবধের পর অতিশয় বিলম্ব যোজনা না  
করিয়া কুরুক্ষেত্র যাত্রায় অর্জুন-জননী কুন্তীর সহিত বহুদেবের যে নির্জনে  
আলাপ হইয়াছিল, তাহাই ইহার সাদৃশ্য বলিতেছে । সেই আলাপ এইরূপ,  
যথা :—হে ভগিনি ! আমরা কংস কতৃক উপতাগিত হইয়া নানাদিকে গমন  
করিয়াছিলাম । এই সময়ে দৈবক্রমে আমরা এস্থান প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ২ ॥

অনন্তর মধুকণ্ঠ স্পষ্ট বলিতে লাগিল । এইরূপ ঘটবার পর পুনর্বার দুইজন

রূচতুশ্চ—তস্মিন্নিরিষ্টঘাতী সৰ্বেষাং রিষ্টাহতিবিরাজতে,  
সম্প্রতি ত্রিলোকাজনানামপি যুগপৎকৃতেনেত্রস্থভাতির্ভবি-  
তেতি লক্ষ্যতে। যস্মাঞ্জ্যোতির্বিন্দিত্তদ্যোতিতমহদহর্পতি-  
গ্রহণং নিশম্য সম্যক্ কৃততন্মহিমবন্দনং শ্রীগান্ ভবন্নন্দনঃ  
প্রাচতবিশ্বানন্দনঃ সুপর্বনির্মিতসেবঃ স্বয়মেব সর্বযত্নদেবঃ  
প্রথিতস্থখপোষণাং সমন্তাদেবাষণাং প্রদায় সমস্প্রদায়ঃ কুরু-  
ক্ষেত্রেমাগস্তং শাস্ত্বরস্তীতি ॥ ৩ ॥

তদেতদ্দূত-বচনান্তে নিশান্তে স্বপত্ন্যা সম্মান্য সভায়াং  
সভাজনতয়া চ ব্রজেশিতা মন্তুয়ামাস । অস্মাকং তদেকতৃষ্ণ-

আরষ্ট্যগাতী কৃষ্ণঃ সর্পেণাং রিষ্টতা অভাবতা তস্তা হতি যেন স বিরাজতে, যুগপৎকৃতনেত্রসুগভাতিঃ  
একদা কৃতা নেত্রাণাং সুগম্ভাতি দীপ্তি যেন স ভবিতোতি লক্ষ্যতেঃশুভ্রুয়তে । দ্যোতিতং  
প্রকাশিতং মহৎ সুদীর্ঘং অহর্পতেঃ সৃধ্যস্ত গ্রহণং নিশম্য ব্রহ্মা সমাকৃৎ ৩৩ সৃধ্যগ্রহণস্ত  
মহিম্নো মহিমায়্য বন্দনং স্তবনং যেন সং, প্রচিৎ ব্যাপ্তং বিশ্বস্থানন্দনং মোদনং যেন সং,  
সুপর্কভি দৈবৈ নিশ্চিহ্নতা সেবা যস্ত সং, প্রণিতং সুগম্ভ পোষণং যস্তাং তাং ঘোষণাং সমস্তাং  
প্রদায় সসম্প্রদায়ঃ সম্প্রদায়েন সমাজেন সহ বর্তমানঃ শাস্ত্রলোচকঃ প্রাধিকর্ভা, শমধাতো-  
স্তপ্রত্যয়ো বহুবচনং লিঙলোপশ্চ ॥ ৩ ॥

ততো যদ্বাস্তুমহাস্তদধৰ্ম্যতি—তদেতদিতি গদ্যেন । দূতবচনশ্চ অস্তে বিরামে নিশান্তে গৃহে  
দূত আগমন করিয়াছিল, এবং বলিয়াছিল । সেই যজ্ঞপুরে শত্রুবিনাশী শ্রীকৃষ্ণ,  
সকলের অভাব দূর করিয়া বিরাজ করিতেছেন । এক্ষণে তিনি ত্রিভুবন নিবাসী  
বাস্তবগণেরও এককালে যে নেত্র সমূহের সুখ প্রদীপ্ত করিবেন, ইহা অমুভূত  
ইহিতেছে । যেহেতু জ্যোতির্বিদগণ প্রকাশ করিয়াছেন, সুদীর্ঘ সূর্য্যগ্রহণের  
কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমান্ ভবদীয় পুত্র, সম্যকরূপে সূর্য্যগ্রহণের মাহাত্ম্যকে  
বন্দনা করেন ; এবং তিনি তাহাতে বিশ্বসংসারকে আনন্দবাপ্ত করেন ;  
এবং দেবগণও তাঁহার সেবা করেন । এইরূপে স্বয়ংই সকল যজ্ঞবংশের অধীশ্বর  
শ্রীকৃষ্ণ, যাহাতে সুখ পুষ্টি বিস্তারিত হয়, এইরূপভাবে চারিদিকে ঘোষণা দিয়া,  
সমস্ত সমাজের সহিত কুরুক্ষেত্রে আগমন করিতে আলোচনা করিতেছেন ॥ ৩ ॥

এইরূপ দূতবাক্যের অবসান হইলে, অগ্রে নিজপত্নী যশোদার সহিত গৃহে

জামপি তৎসম্মিধিনিধিঃ গন্তুমুদ্যতানাং বিধির্বিরোধো বর্ততে ।  
 তস্য পুনরাগমনং মনসাপি দুর্গমগতি (ক) ভবদ্বিরনুভবদ্বিরেব  
 স্থায়তে । (খ) সম্প্রতি শ্রয়তে, সূর্যাগ্রহণমনু পূর্য্যমাণকুতুকতয়া  
 কুরুক্ষেত্রাগমনায় কৃতাগ্রহচয়ঃ স সম্ভূতভবং প্রণয়স্তত্র বিরাজত  
 ইতি । তত্র চ তীর্থযাত্রায়াং জগন্মাত্রাগমনপাত্রতাং গতয়াং  
 নাস্মাকং গমনং বিস্মায়কং ভবতীতি তদুক্তঃ (গ) স খল্বস্মাস্থ  
 তদীয়স্বহৃদ্ব্যাহুদ্ব্যেদেনদোষস্ত ন পোষং লভত ইতি ॥ ৪ ॥

অপেক্ষা বিশেষদয়া সহ সংমন্তা সভাপজনতয়া সমানো ভাবো যত্র এবংভূতা যা জনতা জনসমূহ  
 স্তয়াচ সহ ব্রজেশিতা রক্তরাজো মস্তিবান । মন্তণাং বর্ণয়তি—অস্মাকমিত্যাদিনা । তদেকতুকজাং  
 তস্মিন্ কৃষ্ণে যা একা তুয়া তস্মাক্ষাতিং বাহুলাং জ্ঞাৎ । তস্ত কৃষ্ণস্ত সন্নিধি নিকট এব নিধিরক্ত  
 বিধির্দৌর্ভাগ্যঃ বিরোধী বিঘাতকঃ তস্ত কৃষ্ণস্ত পূর্য্যমাণকুতুকতয়া পূর্য্যমাণং কুতুকং যত্র  
 তস্তাবতয়া কৃত্য আগ্রহচয় আগ্রহসমূহো যত্র সং, সম্ভূতভবংপ্রণয়ঃ সম্পূতঃ পূর্ণো ভবং-  
 প্রণয়ো যত্র সং, ৩৬ দ্বারকায়াং জগন্মাত্রাগমনপাত্রতাং জগন্মাত্রস্ত আগমনে পাত্রতামাধারতাং  
 গতয়াং তীর্থযাত্রায়াং অস্মাকং গমনং বিস্মায়কং অপূর্ণং ভবতি, ইতি হেতোঃ কণকিৎ তেন  
 কৃষ্ণেশোভাদোষঃ সমাধুনা ব্রজাগমনে ভবতামগ্রপ্রাণেনেচ শক্রকৃতপীড়া স্থাদিত, সন্নিধিভবান্  
 উক্তঃ তদীয়স্বহৃদ্ব্যাহুদ্ব্যেদেনদোষস্ত ন পোষং লভত ইতি ॥ ৪ ॥

মন্ত্রণা পূনরক, সভামধ্যে সমানভাবসম্পন্ন জনসমূহের সহিতও মন্ত্রণা করিয়া-  
 ছিলেন । ব্রজরাজ মন্ত্রণা করিলেন, দেখ, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের উপরে আমাদের  
 লালসা রহিয়াছে । এবং আমরা সকলেই কৃষ্ণের নৈকট্যরূপ রত্ন পাইতে, অর্থাৎ  
 তাঁহার নিকটে যাইতে উত্তম হইয়াছি । তথাপি বিধাতা আমাদের প্রতি প্রতি-  
 কূল হইতেছেন । শ্রীকৃষ্ণের পুনরাকার আগমন যে মনেও জানিতে পারা যায়  
 না, ইহা আপনারা সকলেই অনুভব করিয়া রহিয়াছেন । সম্প্রতি শোনা  
 যাইতেছে যে, সূর্যাগ্রহণ উপলক্ষ্যে কোতূহল সম্পূর্ণ করিবার জন্য কুরুক্ষেত্রে  
 আসিতে নানাবিধ আগ্রহ করিয়া, তিনি তোমাদের উপর প্রণয়-পরিপূর্ণ করিয়া  
 তথায় বিরাজ করিতেছেন । সেই কুরুক্ষেত্রতীর্থ যাত্রা উপলক্ষ্যে জগৎ মাত্রেরই

(ক) মনসাত্তি দুর্গমম্ । ইতি গৌরপাঠঃ ।

(খ) অনুভবদ্বিঃ । ইত্যানন্দপুস্তকে নাস্তি ।

(গ) তদুক্তঃ ইত্যত্র কণকিছুক্তঃ । ইতি মাণ্ডপাঠঃ ।

অথ সর্বের সহর্বাশ্রয়মুচ্যঃ—সম্যগিদং রম্যমুক্তং, কিন্তু  
ব্রজরক্ষণায় কে রক্ষণীয়ান্তে লক্ষণীয়াঃ ॥ ৫ ॥

যতঃ ;—

যেথাং ধাম ধনাত্মজাত্বাবলিতং সর্বং পরং যৎকৃতে  
তেথাং তদ্বিরহে চিরেহপি ঝটিতি প্রাপ্তাবসন্তাবিনাম্ ।

গোপানা কুরুভূমিযাত্রিকগতিব্যাজেন তল্লন্তন-

প্রত্যাসত্তিযুজাং ভবেৎ কতময়া যুক্ত্যা ততো বারণম্ ॥ ৬ ॥

তদ্বারণাং নিশমা সর্বের সহর্বাশ্রয়ং যদুচ্যন্তে তদ্বিরহিত—অর্থোত্তমদেয়ং । রক্ষণীয়াঃ স্থাপিতা  
স্তেন লক্ষণীয়া আলোচনীয়ান্ত ॥ ৫ ॥

যতঃ সর্বেরূপি তং দ্রষ্টুমুৎসুক্য অতঃ কেতুপি ব্রজে নগন, তৎ হেতুং যদবদন্ত তদ্বিরহিত—  
সেবামিতি । যৎকৃতে যত্র কৃষ্ণস্ত নিমিত্তায় যেথাং ব্রজবাসিনাং ধাম গৃহং ধনঞ্চ আত্মজাঃ  
পুত্রাদয়ঃ আত্মা দেহ স্তৈববর্ণিতং সম্বন্ধং সর্বং পরং কেবলং তেথাং চিরেহপি তদ্বিরহে ঝটিতি  
শীঘ্রং প্রাপ্তৌ অবসন্তাবিনাং সম্ভাবনারহিতানাং গোপানাং কুরুভূমিযাত্রিকগতিব্যাজেন কুরুক্ষেত্রে  
লোক আগমন করিবে, এবং সেই সকল লোকে তীর্থস্থান পারগুণ হইবে ।  
তাহা হইলে, সেই তীর্থ যাত্রায় আমাদের গমনও বিপন্নকর নহে ( ক ) । এই  
কারণে শ্রীকৃষ্ণ যে দোষের কথা বলিয়াছেন, ( অর্থাৎ আমার এক্ষণে ব্রজে  
আগমন হইলে, এবং আপনাদিগেকেও তথায় লইয়া গেলে আপনারা  
আমার আত্মায় এই ভাবিয়া শত্রুগণ কষ্ট দিবে ; এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন )  
কিন্তু ছুইলোকদিগের দোষ থাকিলেও সে দোষ, আমাদের উপরে পুষ্টিলাভ করিতে  
পারিবে না ॥ ৪ ॥

অনন্তর সকলে অনন্দাশ্রপাত করিয়া বলিতে লাগিল । এইরূপ মনোহর  
বাক্য আপনি যথার্থই বলিয়াছেন । কিন্তু ব্রজ রক্ষা করিবার জন্য কাণাদিগকে  
রাখা যাইবে ; আপনি তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিবেন ॥ ৫ ॥

কারণ যে সকল ব্রজবাসী ব্যক্তিগণের গৃহ, ধন, পুত্রপৌত্রাদি, এবং দেহসংক্রান্ত সমস্ত

( ক ) শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে ঝারকা হ্রদর পশ্চিমে অবস্থিত । ইন্দ্র প্রস্থ বা বর্তমান দিল্লীর  
পশ্চিমেও অপেক্ষাকৃত নিকটে কুরুক্ষেত্র ( থানেশ্বর ) বর্তমান । এজন্য তাহা ঝারকাপেক্ষায়  
অতি নিকটে হওয়ায় তথায় বাইতে নন্দাদির আগ্রহ ।

তদিদং চিরায় বিচারয়ৎস্ব ব্রজসভাসংস্ব দ্বারকাধিপতেঃ  
পত্রিকায়াতা ॥ ৭ ॥

যথা ;—

যাবচ্ছত্রক্ষয়ং ন ব্যতিমিলনকৃতেহস্মাভিরদ্যুক্তারিষ্ঠা  
তস্মাৎ ক্লিষ্টা বয়ং তৎপ্রতিবিধিমধুনা তাত ! লঙ্কাশ্চিরেণ ।  
অস্মিন্ সূর্য্যগ্রহে যন্নিখিলজনতয়া পৃথ্যাগাং কুরুণাং  
ক্ষেত্রং ব্যাজায় কুৰ্য্যামহমথ ভবতামঞ্জসা সঞ্জনায় ॥ ৮ ॥

বাত্তিকঃ পথিক স্তস্যেব যা গতি স্তস্য্য ব্যাজেন ছলেন তন্নস্তনপ্রত্যাসত্তিযুক্তাং তস্য কুরুস্য লন্তনং  
প্রাপ্তি স্তস্য্য প্রত্যাসত্তি নৈকট্যং তয়া যুক্তাং যুক্তানাং কতময়া কৃতা ততঃ কুরুক্ষেত্রগতে-  
কবারণং ভবেৎ । অতঃ সর্বেহপি গচ্ছেয়ুরিতি ॥ ৬ ॥

অতঃ কো নিশ্চয়ে বভূব ইত্যপেক্ষায়ামাহ—তদিদমিতিগদ্যেন । চিরায় চিরং দ্বারকাধিপতেঃ  
কুরুস্য আয়াতা আগতা ॥ ৭ ॥

তাং পত্রিকাং বর্ণয়তি—যাবদ্বিতি । হে তাত ! হে পিতঃ ! যাবন্ন শত্রুক্ষয়ং জাতং তাবৎ ব্যতি-  
মিলনকৃতে পরস্পরমিলনায় অস্মাভিঃ উদধিকা যুক্তিরিষ্টা কামিতা তস্মাক্ষেতোবদয়ং  
ক্লিষ্টাঃ সন্তঃ অধুনা তৎপ্রতিবিধিং তদ্রূপায়ং চিরেণ চিরকালান্তরং লঙ্কাঃ মংগতাঃ, তৎপ্রতিবিধিং  
বর্ণয়তি—অস্মিন্ সূর্য্যগ্রহে কুরুক্ষেত্রং নিখিলজনতয়া যৎ পৃথ্যাগাং ভবেৎ, অথ অতোহঞ্জসা  
অনায়াসেন ভবতাঃ সঞ্জনায় মিলনায় ব্যাজায় অহং কুৰ্য্যাম্ ॥ ৮ ॥

কেবল শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত, সেই সমস্ত ব্রজবাসীদিগের কৃষ্ণবিরহ বহুদিনের হই-  
লেও তাহারা শীঘ্র কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্ভাবনা করে না । এইহেতু গোপগণ, পথিক-  
বেশে কুরুক্ষেত্রে যাইবার ছল করিতেছে, এবং তাহা করিলে যে, শ্রীকৃষ্ণলাভ  
নিকটবর্তী, এইরূপ প্রত্যাশা করিতেছে । অতএব কোন যুক্তি অনুসারে তাহা-  
দিগকে কুরুক্ষেত্রযাত্রা হইতে নিবারণ করা যাইতে পারে ? তাহাতেই বোধ  
হইতেছে যে, সকলেই গমন করিবে ॥ ৬ ॥

অতএব এইরূপে ব্রজবাসীসভাগণ অনেককণ বিচার করিলে পর, দ্বারকা-  
পতি শ্রীকৃষ্ণের এক পত্রিকা আসিয়াছিল ॥ ৭ ॥

যথা :—হে পিতঃ ! যে পর্য্যন্ত না শত্রুনাশ হইয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত আমরা  
পরস্পরের মিলনের জন্য সমধিক যুক্তি কামনা করিয়াছিলাম । এই কারণে



কিন্তু ;—

যদ্যপ্যহং গোকুললোকনাশু

প্রতিস্বমভ্যাস্তু রহো ভজামি ।

তথাপি যে ন প্রতিযান্তি তেহমী

মিলন্তু মাং তত্র পরে বসন্তু ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ ;—

গাবো মম চিৎকল্লাঃ সখি-নিচরাস্তত্র চ প্রাণাঃ ।

তস্মাদ্বলয়িতনিষ্ঠাঃ তাস্মৈ সদানী তু তিষ্ঠন্তু ॥ ইতি ॥ ১০ ॥

ভবহং সঞ্চারেত্যেনে ন সৰ্বেষামপ্যাপন্নঃ প্রাপ্তঃ, কিন্তু তত্র সখীনামবস্থানং যুক্তং চিত্তাভি-  
প্রেতা যদলিখন্তুঃ সখি-নিচরাস্তত্র চ প্রাণাঃ । অহং যদপি গোকুললোকং প্রতিস্বং প্রত্যেকমভ্যাস্য  
অভিগমা রহোহস্তাগোচরং ভজামি, তথাপি যে জনা ন প্রতিযান্তি প্রত্যয়ং ন কৃদান্তি, তে অমী  
জনাঃ কুরুক্ষেত্রে মাং মিলন্তু, পরে যে মৎক্ষুৰ্ভিং সাক্ষাৎ কাস্তি তে তত্র গোকুলে  
বসন্তু ॥ ৯ ॥

তত্র চ সখীনামবস্থানং সমুজ্জ্বলং লিপ্তি গাব ইতি । গাবো মম চিৎকল্লাশ্চিত্ততুল্যাঃ তত্র  
চিন্তে সখিসমূহাঃ প্রাণাঃ তস্মাদ্বলয়িতনিষ্ঠাঃ বলয়িতা নিশ্চলিতা নিষ্ঠা যত্র  
তদ্বস্থা স্যাৎ তথা সদা অমীতু সপয়ে তিষ্ঠন্তু ॥ ১০ ॥

আমরা ক্রেশ পাছরা এক্ষণে বহুকালের পর তাহার প্রতিকার অবলম্বন করিয়াছি ।  
সেই প্রতিকার এইরূপ, এই সূর্যাগ্রহণ উপলক্ষে সমস্ত লোকসমূহদ্বারা কুরুক্ষেত্র  
পরিপূর্ণ হইবে । এই হেতু আমি অনাগ্রাসে আপনাদের মিলন ইইবার জন্য ছল  
করিতেছি ॥ ৮ ॥

কিন্তু যদপি আমি গোকুলবাসী প্রত্যেক লোকের নিকটে গিয়া অস্ত্রের  
অসাক্ষাতে তাহাদিগকে বারবার ভজনা করি, তথাপি যে সকল লোক প্রত্যয়  
করিবে না, ঐ সমস্ত লোক কুরুক্ষেত্রে আমার সহিত মিলিত হোক । অপর  
যে সকল ব্যক্তি আমার মূর্তি, সাক্ষাৎ অনুভব করিবে, তাহারা ঐ গোকুলেই  
বাস করুক ॥ ৯ ॥

অপিচ, দেহগণ আমার চিত্ত তুল্য এবং বসন্তগণ সেই চিত্তে প্রাণসদৃশ । এই

তদেতদাকর্ণ্য সর্বৈ স্বস্বাভিমতং বর্ণয়ন্তি স্ম । তত্র  
সাক্ষাৎকারনিভতত্বপলস্ত্বিশ্রুতপরাণাং পরায়ণতয়া সথায়স্ত  
তদন্তুষ্কারতাপ্রথনায় যথাপ্রস্তুতমেব বস্ত তত্র স্তুতবন্তঃ ।  
অস্মৎপ্রাণকোটিনির্মজ্জনীয়বাক্তিতলেশস্য নিদেশ এবাস্মাভিরঞ্-  
নীয় ইতি ॥ ১১ ॥

অথ কথাশেষঃ পরিবেশয়নৈব স্বাগতিকতয়া মধুকণ্ঠস্বয়ী-  
কামেব পুষ্যতি স্ম । স্নিগ্ধকণ্ঠ এব সমাপনমাহ স্ম ॥ ১২ ॥

তচ্ছবনানন্তরং যদ্বৃ্তমভূতদ্বর্ণয়তি—তদেতদিতি । তত্র গোকুলবাসিষু মধো সাক্ষাৎকার-  
নিভঃ সাক্ষাৎকারসদৃশো ব স্তুতপলস্ত উপলব্ধি স্তত্র যো বিশ্রুতঃ বিশ্বাস স্তংপরাণাং পরায়ণতয়া  
নিপুণতয়া সথায়স্ত তদন্তুষ্কারতাপ্রথনায় তস্মিন শ্রীকৃষ্ণবচসি অন্তুষ্কারতা অঙ্গীকারতা তস্যাঃ  
প্রথনায় স্বাপনায় যথাপ্রস্তুতং বস্ত পদার্থঃ স্তুতবন্তঃ । তদ্বর্ণয়তি—অস্মদিতি । অস্মৎপ্রাণ-  
কোটিনির্মজ্জনীয়ঃ পরিচর্য্যাবিসয়ঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তস্য বাক্তিতলেশস্য নিদেশ আজ্ঞা এব অস্মাভিরঞ্জনীয়ঃ  
পূজনীয় এব ॥ ১১ ॥

ততো যদ্বৃ্তমভূতদ্বর্ণয়তি—অপেতিগদ্যেন ; স্বাগতিকতয়ঃ কণ্ঠো যস্য তদ্ব্যবতয়া তুষ্কীকতাং  
মৌনতাঃ পূণোষ, ততঃ স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ— ॥ ১২ ॥

কারণে নিশ্চলভাবে অবস্থান পূৰ্ণক সেই সকল ধোয়গণের নিকটে সর্বদাই এই  
সকল কথা অবস্থান করুক ( ক ) ॥ ১০ ॥

এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই স্বস্ব অভিমতভাব বর্ণন করিতে  
লাগিল। গোকুলবাসী লোকদিগের মধো সাক্ষাৎকারের মতন যে শ্রীকৃষ্ণের  
উপলব্ধি হইবে, এবং এই উপলব্ধি বিষয়ে যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসপরতত্ত্ব বাক্তি-  
গণের সথাগণ, নিপুণতার সহিত, শ্রীকৃষ্ণের বাক্য অঙ্গীকারভাব প্রকাশ করিবার  
জ্ঞাত প্রকৃত পদার্থের স্তব করিয়াছিল। সেই স্তব এইরূপ :—আমাদের কোটি  
কোটি প্রাণদ্বারা যাহার পরিচর্যা হইয়া থাকে, সেই শ্রীকৃষ্ণ যদি কণামাত্র অতীষ্ট  
বিষয়ের আদেশ করেন, সেই অরুজ্ঞাও আমাদের অর্চনীয় সন্দেহ নাই ॥ ১১ ॥

অনন্তর কথার শেষভাগ পরিবেশন ( কীৰ্ত্তন ) করিয়াই মধুকণ্ঠ, রুদ্ধকণ্ঠ

( ক ) ব্রজবাসিগণ, কৃষ্ণক্ষেত্র-ষাত্রায় কাহাকে কাহাকে লইয়া যাইবেন, কাহাকে কাহাকেই  
বা ব্রজ রক্ষায় রাখিয়া যাইবেন এই ভাবনা করিতেছিলেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই পত্রদ্বারা তাহার  
সীমান্তা করিয়া দিলেন । অর্থাৎ দ্বারকা হইতে কৃষ্ণ ব্রজে গিয়া নির্জনে সাক্ষাৎ করিলেও  
যাহারা বিশ্বাস করেন না তাহারা কৃষ্ণক্ষেত্রে আছেন । ইত্যাদি ।

অকুষ্ঠামুৎকষ্ঠাং কুরু-ভূবি গতিং বঃ কলয়তাং  
 স্মরন্তী মদ্বুদ্ধিবিকলতরতাং বা বলয়তে ।  
 ইমং সা পশুন্তী ব্রজনৃপ ! তথাত্র ব্রজভূবি  
 স্থিতস্তাং কৃষ্ণং প্রমদমধুনা মাদ্যতি চিরম্ ॥ ১৩ ॥

তদেবং দিনকথা সমাপ্তা ॥

অথাগামিষ্ঠাং যামিষ্ঠাং শ্রীরাধামাধব-মদসি চ স্নিগ্ধকণ্ঠকৃত-  
 নথাবৎকথা, যথা—তত্র পতত্রিপতিপত্রঃ প্রগুপ্তাক্ষরপাত্রং  
 পত্রমেকং প্রেয়সাঃ প্রীতি প্রস্থাপয়ামাস ॥ ১৪ ॥

তৎ স্নিগ্ধকণ্ঠক্যাং বর্ণয়তি—অকুষ্ঠেতি । কুরুভূবি কুরুক্ষেত্রে গতিং কলয়তাং রচয়তাং  
 বোধ্যাকং অকুষ্ঠাং অতিপ্রবলামুৎকষ্ঠাং স্মরন্তী বা মদ্বুদ্ধিবিকলতরতাং মহাবৈকল্যঃ বলয়তে  
 প্রামোতি, হে ব্রজনৃপ ! সা মদ্বুদ্ধিঃ ব্রজভূবি স্থিতয়া তবাক্ষে ঘোড়ে ইমং কৃষ্ণঃ পশুন্তী প্রমদং  
 যথা স্যাত্তথা চিরং মাদ্যতি হমতি ॥ ১৩ ॥

তদেবং দিনকথাং সমাপ্য রাত্রিকথাং বর্ণয়িতুং প্রকমতে—অথাগামিষ্ঠাং যামিষ্ঠামিতি-  
 গদ্যেন । আগামিষ্ঠাং রাজৌ শ্রীরাধামাধবদভায়াং স্নিগ্ধকণ্ঠেন কৃতাচাসৌ যথাবৎ কথাচেতি  
 সা তথা । পতত্রিপতিপত্রঃ পতাত্রপতিগর্গড়ঃ স পত্রং বাহনং যস্য সচ কৃষ্ণঃ প্রগুপ্তাক্ষরণাঃ  
 পাত্রং যোগ্যং পত্রং প্রেয়সীঃ শ্রীরাধাপ্রভৃতিঃ প্রেরিতবান্ ॥ ১৪ ॥

হইয়া মৌনভাবই অবলম্বন করিল। তখন স্নিগ্ধকণ্ঠই কথা সমাপন করিয়া  
 বলিতে লাগিল ॥ ১২ ॥

কুরুক্ষেত্রে গমনোদ্ভূত আপনাদিগের অতিশয় প্রবল উৎকণ্ঠা স্মরণ করিয়া  
 আমার যে বুদ্ধি সাতিশয় ব্যাকুল হইতেছিল; হে ব্রজরাজ ! আমার সেই বুদ্ধি  
 এক্ষণে ব্রজ-প্রদেশস্থিত আপনার কোড়দেশে এই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া  
 আনন্দের সহিত চিরসুখে মগ্ন হইতেছে ॥ ১৩ ॥

অ৩এব এই প্রকারে দিবসের কথা সমাপ্ত হইয়াছিল। অনন্তর আগামিনী  
 যামিনীতে শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকার সভায়, স্নিগ্ধকণ্ঠ যেরূপ কথা বলিয়াছিল, তাহা  
 বর্ণিত হইতেছে। তথায় গুরুডবাহন শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত গোপনীয় অক্ষররাশির আধার  
 স্বরূপ একপত্র, রাধিকাপ্রভৃতি প্রেয়সীদিগের উদ্দেশে প্রেরণ করিয়া-  
 ছিলেন ॥ ১৪ ॥

যথা ;—

যদ্যপ্যাত্মিকবেদ্যা মম লসতি মূহুঃ সঙ্গতিযুগ্মকাভিঃ  
ক্ষুতিভ্রান্ত্যা প্রতীতিস্তদপি কিল ন বস্তত্র হা ধিগ্নমপি ।  
যদ্বিক্বেবেক্ তর্কগ্রহণমিতয়া স্মাকমন্তোহন্যসঙ্গঃ  
সম্ভাব্যস্তংপ্রিয়াল্যঃ ! কুরুভূবি সফুদপ্যস্ত স প্রাণনায় ॥ ১৫ ॥

অথ যদা ব্রজেশ্বরীপ্রভৃতয়শ্চ সর্বশ্চলিতুমুদ্যতাস্তদা  
বৃন্দাবনেশ্বরীপ্রধানাশ্চ তথাবধারয়ন্তি স্ম । তত্রাথ যে ৩৬-

তং পত্রং বর্ণয়তি—যদ্যপ্যাত্মিকঃ সহ মম আত্মিকবেদ্যা সঙ্গতি মূহুর্লসতি  
দীপাতে, তদপি তথাপি বা যুগ্মকঃ ক্ষুতিভ্রান্ত্যা তত্র সঙ্গতো প্রতীতির্মমমপি সঙ্গতিঃ হাধিক্  
যদ্ব্যগাদ্বিষ্টাঃ স্বপদাদিপ্রত্যক্ষুরাগেণ ধেমবিষয়া বয়ং ঘেষ্টারঃ সঙ্গবিষাতকা এতয়োঃ স্তবকঃ  
কারণঃ বিচারো বা তস্য অগ্রগ্রহণচ্ছলতয়া স্মাকমন্তোহন্যসঙ্গঃ সম্ভাব্যঃ সম্ভাবনবিষয় স্তবস্মাৎ  
হে প্রিয়াল্যঃ হে প্রিয়সখ্যঃ কুরুভূবি কুরুক্ষেত্রে সফুদপি মোহন্তোহন্যসঙ্গঃ প্রাণনায় জীবনায়  
বস্ত ॥ ১৫ ॥

নতু শ্রীব্রজেশ্বরাদীনাম কুরুক্ষেত্রগমনে নিশ্চয়ো বর্ণিতঃ, শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রভৃতয়ঃ কিং বিদধুরিত্য-  
শেষায়ং বর্ণয়তি—অথোতিগদ্যেন বৃন্দাবনেশ্বরীপ্রধানাঃ শ্রীরাধায়াঃ তথাবধারয়ন্তি স্ম চলিতু-  
মুদ্যোগবতো লভুবুঃ । কুরুক্ষেত্রগমনে অথ যে তাসাং তাসাং ভত্রীভাদায়ঃ পতিসম্ভাবয়ঃ

যথা :—যদ্যপি তোমাদিগের সঙ্গিত আমার সঙ্গম বারংবার দীপ্তি পাইয়া  
থাকে এবং এই সঙ্গম কেবলমাত্র এক আশ্রয়ই বেদ্য তথাপি তোমাদিগের ক্ষুতি-  
ভ্রমে এই সঙ্গতি বিষয়ে প্রতীতি হয় না, হায় ধিক্ ! সেই সঙ্গতি বিষয়ে আমার  
ও প্রতীতি হয় না । অতএব তাহাতে দোষ কি । কারণ, আমরা স্ব স্ব বধু-  
গণের উপরে অনুরাগ করাতে দেবাম্পদীভূত হইয়াছি, এবং তাহারা সঙ্গব্যাঘাত-  
কারী বলিয়া ঘেষ্ঠা হইয়াছে । এই দ্বিষ্ট এবং ঘেষ্ঠা উভয়ের কারণ অথবা বিচারের  
কোন সম্পর্ক থাকিবে না, এইরূপ ছল করিয়া আমাদের পরস্পর মিলন হইবার  
সম্ভাবনা আছে । অতএব হে প্রিয়সখীগণ ! কুরুক্ষেত্রে একবারও যেন  
জীবনের জন্ত পরস্পরের মিলন হয় ॥ ১৫ ॥

অনন্তর যখন ব্রজেশ্বরীপ্রভৃতি সকলেই যাইতে উপক্রম করিলেন, তখন  
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধিকাপ্রভৃতি অন্তান্ত রমণীগণও এইরূপ অবধারণ করিয়াছিলেন,

দ্বত্রীভাসাদয়ঃ প্রতিবন্ধং প্রাগমুদববন্ধুস্তে চ কৃষ্ণায় তৃণভাজাং  
তাসামস্তনিসনব্যসনমালোচ্য সর্বেষামপি তদেকভাবতাং  
বিলোচ্য স্বেষামপি তদবেক্ষণায়াক্ষমতাংবিলোচ্য তস্মিন্মুদা-  
সতে স্ম । স্বয়ং তু পৃথক্ প্রস্থানমিচ্ছবোহপি শ্রীকৃষ্ণরহঃ-  
সন্দেশসদেশরূপতয়াস্তরঙ্গতন্মিত্রেজ্ঞনৈব জনির্জনতাদোষবর্জ-  
নিষাদ্বজরাজাজ্ঞামুপার্জয়তিস্তে কতিচিচ্চাত্রে স্বসঙ্গতিং প্রতি  
সৌহৃদ্যহৃদ্যতাব্যঞ্জনয়া সঞ্জয়ামাসিরে ॥ ১৬ ॥

প্রাক্ প্রতিবন্ধং অন্তববন্ধু স্তে চ তদা তাসাং অস্থানিসনব্যসনং প্রাগত্যজনিবপ্তিমালোচ্য তদেক-  
ভাবতাং কৃষ্ণদর্শনোৎসুকতাং বিলোচ্য তদবেক্ষণতাং তাসামবেক্ষণং দর্শনং নিরোধ স্তম্ভাব-  
তয়াং অক্ষমতাংবিলোচ্য তস্মিন্ প্রতিবন্ধে উদাসীন্য বভূবুঃ । পৃথক্ প্রস্থানং তাসাং সঙ্গং  
পরিভাজ্য তত্র যানং শ্রীকৃষ্ণ যো রহঃসন্দেশো বৃত্তান্তঃ তস্ত যা সদেশরূপতা যোগ্যতা তয়া  
অস্তরঙ্গতন্মিত্রেজ্ঞনৈব স্তস্য কৃষ্ণস্ত মিত্রজনাঃ স্তমিত্রজনাঃ অস্তরঙ্গাশ্চ তে তন্মিত্রজনাঃ চৈত তৈঃ ব্রজস্ত  
যো নির্জনতাদোষশৌরাদিত্যজনকতা তস্ত বর্জনচ্ছলাং ব্রজরাজস্ত আজ্ঞাং উপার্জয়তিঃ সঞ্চরতিঃ  
সহ তে তত্তত্তত্রীভাসাদয়ঃ কতিচিচ্চ তত্ত্বিত্তাঃ স্বসঙ্গতিং প্রতি স্বেষাং সংযোগং প্রতি সৌহৃদ্যহৃদ্যতা  
সৌগদ্যং শ্রীতি স্তম্ভা না অনুকূলতা তস্তা ব্যঞ্জনয়া প্রকাশনয়া সঞ্জয়ামাসিরে সজ্জিতবস্ত্রঃ ॥ ১৬ ॥

অর্থাৎ যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন । তৎপরে তথায় তত্ত্বৎরমণীগণের পতির  
আভাস স্বরূপ ছিল, ( অর্থাৎ যাহারা ভাবিত, আমরা ইহাদের পতি ) এবং যাহারা  
পূর্বে প্রতিবন্ধ ঘটাইয়াছিল, তাহারাও কৃষ্ণের উদ্দেশে সমধিক বাসনাবতী ঐ  
সকল রমণীদিগের প্রাগত্যাগ হইবার সম্ভাবনারূপ বিপদ্ আলোচনা পূর্বক,  
সকল লোকেরই কৃষ্ণদর্শন বিষয়ে ঔৎসুক্য স্থির করিয়া, এবং আপনাদিগেরও  
ঐ সকল রমণীদর্শন বিষয়ে অযোগ্যতা অবলোকন করিয়া, সেই প্রতিবন্ধ  
বিষয়ে উদাসীন হইয়াছিল অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র যাত্রায় প্রতিবন্ধ করে নাই ।

কিন্তু তাহারা ঐ সকল রমণীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং গমন করিতে  
ইচ্ছুক হইয়াছিল । তথাপি শ্রীকৃষ্ণের নির্জনে যে বৃত্তান্ত, এবং নির্জন-বৃত্তান্তের  
যোগ্যতা হেতু শ্রীকৃষ্ণের বহুজন এবং অস্তরঙ্গসকল, ব্রজের নির্জনতা-দোষ  
অর্থাৎ চৌরাদি ভয় জন্মিবে, ইত্যাদি দোষের বর্জনচ্ছলে ব্রজরাজের অনুমতি

অথ স্বভাবত এব তাম্ নিগূঢ়স্নেহাতিশয়াবরণা, বিশেষতস্ত  
স্ব স্তম্ভপ্রতি সস্তম্ভপ্রতি নিরুপাধিমহাপ্রীতিকৃতাবরহব্যাদিঃ বিতর্ক্য  
বিধূততদাবরণাঃ শ্রীব্রজেশ্বরীচরণাস্ত্ব স্বসঙ্গত্যাগমনায় শ্রীরাধা-  
প্রধানাঃ প্রত্যাসন্নাস্তকৃঃ ॥ ১৭ ॥

তদেবং স্থিতে কুরুক্ষেত্রযাত্রানুক্রমস্ত প্রাতঃ প্রস্তো-  
ম্যতে ॥ ১৮ ॥

অথ কথকঃ সমাপনমাহ স্ম ॥ ১৯ ॥

নমু, বৃন্দাবনেশ্বরীপ্রভৃতীনাং তথোদযোগঃ দৃষ্ট্বা শ্রীরজরাজী কিং কৃতবতীত্যপেক্ষায়াঃ কথকো  
বর্ণয়তি—অথৈতি গদ্যেন । তাম্ বৃন্দাবনেশ্বরীপ্রধানাম্ নিগূঢ়ো গোপ্যো যঃ স্নেহাতিশয় স্তেন  
আবরণং যাসাং, যাঃ স্বহৃৎ শ্রীকৃৎ প্রীতি নিরুপাধিঃ স্বাভাবিকঃ স্বামীপ্রীতি স্তয়া কৃতো যো  
বিরহব্যাপ্তিঃ বিতর্ক্য অনুসঙ্গায় বিধূততদাবরণা বিধূতং খণ্ডিতং কুরুক্ষেত্রযাত্রাগোপনং যৈস্ত  
স্বসঙ্গত্যাগমনায় নিজসা বা সঙ্গতিঃ সংমিলনং তয়া আগমনায় শ্রীরাধাপ্রধানাঃ কৰ্মভূতাঃ  
প্রত্যাসন্নাস্তকৃঃ ॥ ১৭ ॥

নমু, কুরুক্ষেত্রযাত্রানুক্রমং বর্ণয় ক্রিমতি স্বগদ্যে, ইত্যাদিশঙ্ক্যমাহ—তদেবমিতি গদ্যেন ।  
প্রস্তোম্যতে প্রস্তুতং করিষ্যতে ॥ ১৮ ॥

অথ স্বয়ং কবি স্তম্ভপ্রসঙ্গং সমাধাতুং প্রক্ৰমতে—অথৈতি স্বল্পগদ্যেন ॥ ১৯ ॥

লইয়াছিল, তাহাদের সহিত পূৰ্ব্বোক্ত পতিত্বাভমানী ব্যাক্তগণ, এবং অন্তত্ব  
কতিপয় ব্যাক্তগণ, স্ব স্ব সংযোগের প্রীতি সৌহৃদ্যজন্ম প্রীতির আনুকূল্য প্রকাশ  
করিবার জন্ম সাক্ষিত হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

অনন্তর স্বভাবতই রাধিকাদি রমণীগণের উপর যাহার গোপনীয় সাতিশয় স্নেহ  
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং বিশেষতঃ নিজপুত্রের প্রীতি এক্ষণে স্বাভাবিক নিরতিশয়  
প্রীতিজন্ম বিরহ পীড়া আশঙ্কা করিয়া যিনি “ইহার শ্রীকৃষ্ণের পত্নী” এইরূপ  
গোপনভাব খণ্ডন করিয়াছিলেন ; সেই পূজাচরণা যশোদা নিজের মিলনে তাহা-  
দের আগমন হইবে বলিয়া শ্রীরাধিকা-প্রভৃতি রমণীগণকে নিকটস্থ করিয়া-  
ছিলেন ॥ ১৭ ॥

এইরূপ ঘটনা ঘটিলে পর, প্রাতঃকালে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিবার প্রণালী  
প্রস্তাব করা যাইবে ॥ ১৮ ॥

অনন্তর কথক সমাপন করিয়া বলিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥

বদর্থং প্রাণানাং সততনভিতঃ শোষণমধু-  
 বদর্থং ক্ষীণাস্ত্যোহপ্যহহ ! কুরু-ভূগীমভিযযুঃ !  
 ভবত্যন্তং কান্তং বৃষরবিস্মৃতে ! স্বালয়মনু  
 প্রসজ্য স্বং শশ্বৎ প্রমদমধুমত্তং বিদধতি ॥ ২০ ॥

তদেবং কথিতকথয়োঃ কথকয়োঃ সর্বেণ সহ প্রাপ্তনিজ-  
 পথয়োঃ শ্রীরাধা-মাদবৌ তু (ক) নির্বোধস্তথক্ষুরণক্ষুরচক্রবৌ  
 (খ) মগুপং মগুয়ামাসতুঃ ॥ ২১ ॥

তাঃ সমাপনরীতিঃ বর্ণয়তি—বদর্থমিতি । হে বৃষরবিস্মৃতে ! রাধে ! ভবত্যো বদর্থং যস্য শ্রীকৃষ্ণ-  
 সঙ্গস্যার্থং আভিতঃ সর্বতঃ প্রাণানামিঙ্গিয়ানাং হ্রুপলঙ্কিতদেহানাং শোষণং শুদ্ধতাং মধুপুত-  
 বত্যঃ ক্ষীণাঃ নত্যো বদর্থং কুরুক্ষেত্রমভিযযুঃ সঙ্গতবত্যঃ তং স্বং কান্তং স্বালয়ং অনুলক্ষ্যকৃত্য  
 প্রসজ্য সঙ্গত্য শশ্বৎ প্রমদমধুমত্তং প্রমদঃ শ্রীতিরেব মধু মধুপদাশ্রাদাং মাদকঞ্চ তেন মত্তং  
 সর্ববিস্মরণপ্রায়ং বিদধতি কুরুন্তি ॥ ২০ ॥

স্বয়ং কবিঃ প্রকরণং সমাপয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন । কথিতকথকয়োঃ কথিতা কথ্য বাস্তব্যা-  
 তয়োঃ । প্রাপ্তো নিজপথো নিজমার্গো যাত্যাতং তয়োঃ নির্বোধস্তথক্ষুরণক্ষুরচক্রবৌ নির্গতো  
 বোধো জ্ঞানঃ যস্য তৎ জ্ঞানাতীতং যৎ স্বপং তস্য ক্ষুরণেন অশ্রুতবেন ক্ষুরন্ উচক্রবৌ হয়ো  
 যয়ো স্তৌ মগুয়ামাসতুভূমিতবস্তৌ ॥ ২১ ॥

হে বৃষভানন্দিনি ! যে শ্রীকৃষ্ণের মিলন-প্রত্যাশায় তোমরা সর্বতোভাবে  
 সমস্ত ইন্দ্রিয়, এবং ইন্দ্রিয়োপলব্ধিত দেহসকল শুদ্ধ করিয়াছ ; এবং যাচার জন্ত  
 তোমরা ক্ষীণাক্ষী হইয়া কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলে ; এক্ষণে নিজভনে সেই  
 স্বকীয় কান্তকে প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর (সকল বস্তু বিস্মরণ করিয়া) 'দেয়' এইরূপ  
 শ্রীতিরূপ মধু ; অর্থাৎ মধুর মত আশ্বাদনীয় পদার্থ (অগচ্চ মাদক পদার্থ) অব-  
 লম্বন করিতেছ ॥ ২০ ॥

এই প্রকারে কথকদ্বয়, নিজকথা বলিয়া সকলের সহিত নিজপথে প্রাপ্ত  
 হইলে, অর্থাৎ গমন করিলে পর, শ্রীরাধা এবং মাদব জ্ঞানাতীতস্থবের অশ্রুতবে  
 মহাহর্ষে নিমগ্ন হইয়া মাদবীসভার মগুপং মগুয়ামাসতুভূমিতবস্তৌ ॥ ২১ ॥

(ক) নির্বোধস্তথৈতিবুদ্ধাবনপাঠঃ :

(খ) মাদবীমগুপমিতিমাগুপাঠঃ :

অথ বিগতসৰ্ব্বশাল্যে কল্যে, পুনঃ শ্রীব্রজরাজসদসি, শ্রীকৃষ্ণ-  
কৃতমহসি গদগদকণ্ঠতয়া মধুকণ্ঠ উবাচ— ॥ ২২ ॥

অথ হরিগবনোকিতুং চিরায়

ক্ষুরদুরসাং ব্রজবাসিনাং জনানাম্ ।

নয়নসলিলসিক্তরোমসস্তা-

ক্ষুরমহসা (ক) নিখিলাক্ষিতোষদানাম্ ॥ ২৩ ॥

মুহূৰ্ণাপি রদশব্দকারিকম্প-

স্থপুটিতবর্ণবিভাগ-সংস্কৃতীনাম্ ।

বিবিধবিধবিচিত্তনাভিযা-

ক্ষুরদুরধাক্রান্তবর্ণভাবিতানাম্ ॥ ২৪ ॥

পরঃ কবিঃ কুরুক্ষেত্রযাশাস্ত্রকর্ম' বর্ণয়তু' প্রক্রমতে— অথৈতিগদ্যোন । বিগতঃ সর্বশা-  
ল্যঃ পাপঃ যত্র তস্মিন্ কল্যে শ্রীকৃষ্ণকৃতমহসি শ্রীকৃষ্ণে কৃতং মহো দীপ্তিযসা তস্মিন্ ॥ ২২ ॥

মধুকণ্ঠ-শব্দাঃ বর্ণয়তি— অথৈতিগদ্যোন । কথমপি কুরুভূমিমাগতানাং সপদি সদেশভাঃ  
নিশমা মূরারিচলিতুং ন শশ্যকোক্ত পঞ্চমলোকেনাশ্রয়ঃ । অবলোকিতুং ঐষ্টুং চিরায় ক্ষুরদুরসাং  
প্রফুল্লপক্ষসাং নয়নসলিলেন দিক্ষু যৎ রোমরূপম্যাক্ষুরং রোমাকুরলং তদা মহসা কৌতুকেন  
নিখিলানামহাং তোষঃ তুষ্টিং দদতীতি ত্রয়াম্ ॥ ২৩ ॥

পুনঃ কিজুতানাং রদানাং দদতীনাং শব্দং কর্তুং শীলমসা এবভূতো যঃ কম্পে স্থেন নুপুটিতা  
বিষমোন্নতা বর্ণবিভাগসংস্কৃতিঃ সংস্কারো যেমাং তেষাং বিবিধবিধঃ বিবিধবিধঃ প্রকারো

অনন্তর সৰ্ব্ব পাপ বিনাশী প্রভাতকালে পুনরবার শ্রীব্রজরাজের সভামণ্ডপ  
শ্রীকৃষ্ণের আলোকে প্রদীপ্ত হইলে, মধুকণ্ঠ গদগদস্বরে বলিতে লাগিল ॥ ২২ ॥

তৎপরে চিরদিনের পর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার নিমিত্ত সমস্ত ব্রজবাসী লোকের  
বন্ধঃস্থল ( ভাবী আনন্দে ) কম্পিত হইতে লাগিল । এবং নয়নজলসিক্ত  
রোমাক্ষ রাশির কৌতুকদ্বারা তাহারা অখিল চক্ষুর তুষ্টি প্রদান করিতে লাগিল,  
অর্থাৎ তাহাদের আনন্দ দেখির সকলে আনন্দিত হইল । তাহাদের অনবরত  
কম্প হইতে লাগিল, এবং সেই কম্পে দস্তের শব্দ হইতেছিল । ব্রজবাসীগণের

(ক) সত্যজুরেতি মাওপাঠঃ । সম্পাদুরেতি গৌরপাঠঃ



প্রতিপদরচিতায় তদ্ব্যসাক্ষাৎ-

কৃতিজনবদ্বাহরাভ্যেষ্টিতানাম্ ।

মনসি তু সততক্ষুরভদেক-

প্রমদমুখামতসর্ববৈভবানাম্ ॥ ২৫ ॥

অশনশয়ননিশ্চ্যুতপ্রপত্ত্যা-

কুশবপুমানকুশলভাবভাজাম্ ! (ক)

অলমপরিচিৎসিতৈর্জনৈরপি স্বং

পারিত্যক্তবদ্বিরূপীকৃতান্নিতানাম্ ॥ ২৬ ॥ (খ)

বহিঃচিন্তনং তস্য অভিধাতো বিবনাশ স্তেন ক্ষুরস্তো প্রকাশমানো যো উরুধা বহুপ্রকারো আকৃতি-  
বর্ণো ভাভ্যাং ভাবিতানাং শিষ্টানাং সদাকুলানামিতার্থঃ ॥ ২৫ ॥

পুনঃ কিছু তানা প্রতিপদে প্রতিক্ষেপে রচিত যা প্রায়তত্ত্ব্য সাক্ষাৎকৃতিঃ সাক্ষাৎকারো  
বস্য। স চাসৌ জনশ্চেতি তদ্বজ্জীবনমুক্তবৎ বহিরান্তং গৃহীতং চেষ্টিতং যেথাঃ মনসি চিন্তে তু সততং  
ক্ষুরন্থং তস্য কুক্ষসা একঃ প্রমদো হৃদ্যস্তেন মুখামতং নিখ্যাজ্ঞাতং সর্বং বৈভবং যেথাঃ  
তেষাম্ ॥ ২৫ ॥

কিঞ্চ অশনং ভোজনং শয়নং নিদ্রা তয়োযা বিশ্রুতিঃ প্রপত্তির্বিশ্রমণপ্রাপ্তিঃ তয়া কুশবপুনা  
তথাপি অকুশো বহন্থং বঃ বভাবঃ সদা কুখানুশীলনং তং ভজন্তে তেষাং । স্বং পারিত্যক্তবদ্বিঃ  
অনাশরঃ কুর্কৃষ্ণিরপি উরীকৃতাং যতীনাঃ উরীকৃতা অঙ্গীকৃতা অস্মিত্তিরনুগমনং বৈ তেষাম্ ॥ ২৬ ॥

বর্ণবিভাগের সংস্কার বিষয় উন্নত হইয়াছিল, অর্থাৎ দৃষ্টশব্দে মুখের কথা অস্পষ্ট  
হইয়াছিল। তৎকালে তাহাদের নানাবিধ চিন্তার উদয় এবং চিন্তার তিরোভাবে  
তাহাদের আকৃতি এবং রূপ নানাপ্রকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, অর্থাৎ তাহারা  
সর্বদাই ব্যাকুল হইয়াছিলেন। প্রতিক্ষেপে যে ব্যক্তির আদ্যতত্ত্ব সাক্ষাৎকার  
হইয়া থাকে, সেই লোকের মত (জীবনযুক্ত ব্যক্তির মত) তাহাদের বাহ্য-আদ্য-  
চেষ্টা হইতেছিল সত্য; কিন্তু মনোমধ্যে সর্বদা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ উদ্ভিত  
হওয়াতে তাহারা সমস্ত বৈভব নিখ্যাজ্ঞান করিয়াছিল। যদিচ তাহারা ভোজন  
এবং নিদ্রা ভুলিয়া গিয়া অত্যন্ত ক্ষীণাঙ্গি হইয়াছিল, তথাপি তাহারা সর্বদা অকুশ  
অর্থাৎ বৃহৎ কুখানুশীলন করিত। যে সকল লোক অত্যন্ত অপরিত্রিত ছিল,

(ক) বভাবজাতা। ইতি গৌরপাঠঃ।

(খ) পারিত্যক্তবদ্বিরূপীকৃতান্নিতানাম্ । ইতি গৌরপাঠঃ।

কথমপি কুরুভূমিগতানাং  
সপদি নিশম্য সদেশতাং মুরারিঃ ।  
সুখশতভরভারপারবশ্যা-  
ন্ন চলিতুমাশু শশাক সাকমঙ্গৈঃ ॥ ২৭ ॥

( পক্ষাভঃ কুলকম্ ॥ )

কৃষ্ণস্য সৌরভ্য-ভরেণ পুষ্টিং  
তথা বিকৃষ্টিং গমিতা ব্রজেশাঃ ।  
নেদিষ্টদেশে বিবিশুযদন্ত-  
বিরাজতে রাজগণৈঃ স কৃষ্ণঃ ॥ ২৮ ॥

কিঞ্চ, কথমপি কষ্টেনাপি কুরুক্ষেত্রমাগতানাং তেষাং সদেশতাং নৈকট্যং সপদি তৎক্ষণাৎ  
মুরারিনিশম্য শ্রদ্ধা সুখশতস্য যো ভরোহতিশয়ঃ তস্য ভরেণ যৎ পারবশ্যং তদ্বাদ্ধেতো স্তত্র অঙ্গৈঃ  
সাকং সহ আশু চালতুং ন শশাক ন শাক্তো বভূব ॥ ২৭ ॥

ততো যদ্বৎমভুত্বর্জয়তি--কৃষ্ণস্মৃতি । ব্রজেশাঃ ব্রজরাজপ্রভৃতয়ঃ কৃষ্ণস্য সৌরভ্য-  
ভরেণ আমোদাতিশয়েন পুষ্টিং গমিতা স্তথা বিকৃষ্টিং বিচ্ছেদং গমিতাঃ সন্তুঃ নেদিষ্টদেশে নিকট-  
দেশে বিবিশুঃ প্রবিশুযন্তুঃ যদন্তুযদ্বাদ্ধদেশে রাজগণৈঃ সহ কৃষ্ণো বিরাজতে ॥ ২৮ ॥

এবং যে সকল লোক তাহাদিগকে অনাদর করিত, তাহারাও ঐ সকল ব্রজবাসী-  
দিগের অনুগমন স্বীকার করিয়াছিল । যাহা হোক, এইরূপে কষ্টে যে সকল  
ব্রজবাসীব্যক্তিগণ কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিল, “ব্রজবাসিগণ নিকটস্থ হইয়া-  
ছেন”, শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ এই বার্তা শ্রবণ করিয়া সুখশতের আতিশয়াভরে  
নিতান্ত অধীনত্ব বহন করিয়া ( আনন্দে অবশাগ্র হইয়া ) সমস্ত অঙ্গের সজ্জিত  
সত্ত্বর তাহাদের নিকটে গমন করিতে সমর্থ হন নাই ( ক ) ॥ ২৩—২৭ ॥

ব্রজরাজপ্রভৃতি ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের শারীরিক নিরতিশয় সৌরভে গরিপুট  
হইয়া এবং অথচ সেই সৌরভের সম্পর্ক না পাইয়া অর্থাৎ কৃষ্ণকে না পাইয়া

( ক ) পাঁচটা শ্লোকের একত্র অর্থ হওয়ার কুলক হইয়াছে । দুই শ্লোকে যুগ্মক, তিন  
শ্লোকে বিশেষক, চারি শ্লোকে কলাপক । ইহার পর ষষ্ঠ শ্লোকেই অর্থ হউক তাহার কুলক নামে  
বিখ্যাত ।

তদা চ হরি-হলিনৌ কর্ণাভ্যর্গতয়া তস্মৈ বর্ণিতস্মৈ কলনা-  
স্ত্রাবাস্তুরবলিনৌ ভক্তিপ্রসজ্যমানমনস্তয়া সদ্রবমুপবিত্রজিযস্তা-  
বাপি সহসা ন চেলতুঃ । কিন্তু রাজ-ব্রজং নিজ-নিজ-শিবিরায়  
বিহিতব্যাজং বিসম্ভজতুঃ । শত্রুবা সমাত্র তৈঃ সত্রা মা মৈত্রীং  
জ্ঞাসিষুরিতি (ক) তান্ ব্রজরাজাদীনুদ্ধবদার! সম্ভবম্ভিত-  
সম্ভবনদেশে স্তস্তয়াসাসতুঃ ॥ ২৯ ॥

তদেবঃ নিশম্য কৃষ্ণরামৌ যদকুরুতাং তদ্বর্ণয়তি—তদার্চোত্তমদ্যেন । হরিহলিনৌ কৃষ্ণরামৌ  
কর্ণাভ্যর্গতয়া কর্ণায়োরভ্যাং নৈকটাঃ যস্য তদ্রাবতয়া বর্ণিতয়া তস্য ব্রজরাজাদ্যাগমনস্য কলনাং  
শ্রবণাৎ ভাবাস্তুরবলিনৌ গোপভাবান্ধিতৌ সন্তৌ ভক্তিপ্রসজ্যমানমনস্তয়া ভক্তৌ তেযাং  
সেবনাদৌ প্রসজ্যমানং মনো যযৌ স্তদ্রাবতয়া সদ্রবং বেগসহিতং যথা স্যাত্তথা উপবিত্রজিযস্তৌ  
উপ সমীপে গম্ভীরচ্ছন্তৌ, আপি সহসা তৎকালেন ন চেলতুর্ন চলিতবন্তৌ, রাজব্রজং রাজ-  
সমূহং নিজনিজশিবিরায় বস্ত্রনিশ্চিতগৃহায় বিহিতৌ ব্যাজচ্ছলং যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা বিসম্ভজতুঃ  
প্রেরিতবন্তৌ, তং ব্যাজং নির্দিশতি—শত্রুবা ইতি অন্য স্থিতা মম শত্রবাঃ শত্রুসমূহাঃ তৈ ব্রজ-  
রাজাদিভিঃ সত্রা সহ মৈত্রীং মিত্রতাং মাজ্ঞাসিষুর্ন জ্ঞানীষুরিতিহেতো স্বান্ সম্ভবাম্ভিতসম্ভবন-  
দেশে সম্ভবং মিলং নিভৃত্য নিজমনস্য সম্ভবনঃ জননঃ যত্র স চাসৌ দেশেচৈতি তস্মিন্ স্তস্তয়ামা-  
সতুঃ স্থিরাকৃতবন্তৌ ॥ ২৯ ॥

অতিশয় নিকটবর্তী দেশে প্রবেশ করিলেন ; বাহার মধ্যদেশে শ্রীকৃষ্ণ রাজহুগণের  
সহিত বিরাজ করিতেছিলেন ॥ ২৮ ॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম কর্ণগোচর করিলেন যে, “ব্রজরাজপ্রভৃতি  
সকলেই আগমন করিয়াছেন।” ইহা শুনিয়া কৃষ্ণও বলরাম দুইজনে ভাবাস্তুর  
অর্থাৎ গোপভাব ধারণ করিলেন । তৎপরে ভক্তিসহকারে তাঁহাদিগকে সেবা  
করিবার জন্ত উভয়ের মন গলিয়া যায় । তাহাতেই দুইজনে সবেগে তাঁহাদের  
সমীপে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেও তৎকালেঃসহসা চলিতে পারেন নাই,  
অত্যনন্দে শরীর নিষ্পন্দ বা জড় হইয়া গেল । কিন্তু কোন এক ছল করিয়া  
তৃপতিদিগকে নিজ নিজ শিবিরে প্রেরণ করেন । সেই ছলও এই প্রকার,  
যথা :—এইখানে আমার যে সকল শত্রু আছে, তাহারা ঐ সকল ব্রজরাজপ্রভৃতি

জাতে বহির্জনবর্জনে তু স্বজনেন সহ স্বয়মুপব্রজন্তৌ  
দূরাদেব ব্রজরাজপদরাজাবসমর্যাদমর্যাদমখণ্ডদণ্ডবৎ প্রণি-  
পাতমাততবন্তৌ । যথাযথমুপনন্দাদীনপি প্রণতবন্তৌ ।  
ব্রজরাজশ্চ কম্পসম্পৎসম্পতদশ্রুপুলকাকুলতয়া সান্তবর্যাকুল-  
তয়া চ যুগপদেব যুগলং তদালিঙ্গং চাপলযুগলং সগদগদমন্দং  
চক্রন্দ ॥ ৩০ ॥

অপ্য কৃষ্ণরাময়োঃ প্রিয়ামিষু যথা মিলনং জাতং তদ্বর্ণয়তি—জাতে ইতি গদ্যোন । বহির্জনানাং  
অনাস্মীয়ানাং বর্জনাং—অস্মিন্ জাতে সতি, উপব্রজন্তৌ সমীপং গচ্ছন্তৌ, ব্রজরাজস্য পদরাজীবং  
চরণপদ্মং—সস্য সমর্যাদং অন্তর্য্যকং—অখণ্ডদণ্ডবৎ প্রতিপাতং পূর্ণদণ্ডবৎ প্রতিপাতং ভূমৌ  
সক্সাঙ্গেন পতনং—সাততবন্তৌ—বিস্তারয়ন্তৌ যথাযথং যথাযোগ্যং প্রণতবন্তৌ প্রণতিং  
চক্রতঃ ।

কম্পসম্পদ সম্পতদশ্রুপুলকক হৈরাকুলতয়া সান্তবর্যাকুলতয়া চিত্তে বা ব্যাকুলতা তয়াচ  
যুগপদেব যুগলং কক্ষরামরূপং আলিঙ্গন অলমতিশয়েন চাপলযুক চাকলাবিশিষ্টো  
গদগদেন মন্দং যথা সান্তথা চক্রন্দ ক্ররন্দ ॥ ৩০ ॥

তির সতিত বন্ধুত্ব জ্ঞাননে পারবেনা । এই কারণে ঐ সমস্ত ব্রজরাজপ্রভৃতি  
ব্রজবাসীদিগকে উদ্ধবদ্বারা যেখানে নির্জনভাবের সম্ভাবনা আছে, সেই নিভৃত  
মিলন-প্রদেশে স্থবীকৃত করিলেন ॥ ২৯ ॥

তৎপরে যে সকল লোক আত্মীয় নহে, তাহাদিগকে বর্জন করা হইলে,  
শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম আত্মীয় জনগণের সহিত স্বয়ং নিকটে গমন করিয়া, দূর  
হইতেই ব্রজরাজের পাদপদ্ম সমীপে মর্যাদাপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন;  
এবং যথানিধি উপনন্দদিগকেও প্রণাম করিলেন । তৎকালে ব্রজরাজেরও দেহে  
প্রচুর কম্প আবভূত হইল, তাঁহার আনন্দাশ্রু পতিত হইতে লাগিল; এবং  
রোমাঞ্চদ্বারা তাঁহার সন্মশরীর পরিব্যাপ্ত হইল । তখন তাঁহার চিত্তও অত্যন্ত  
ব্যাকুল হইয়া উঠিল । এইরূপ হওয়াতে ব্রজরাজ এককালে কৃষ্ণ বলরাম এই  
দুই জনকেই আলিঙ্গন কারণেন । এবং অত্যন্ত চাকলা সহকারে গদগদস্বরে  
রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

রাম-কৃষ্ণে চ যদ্যপি তদালিঙ্গনায় সতৃষ্ণে তথাপি সর্বৈঃ  
সঙ্গমনায় তস্মৈ সাক্ষ্যতামঙ্গীকুব্বন্তো পুনশ্চ রণপাতমেবাতত-  
বন্তো ॥ ৩১ ॥

অথ ব্রজরাজস্তয়োর্নগস্কারশ্রমপ্রশমনায় যদ্যপি নিবারণ-  
কামস্তথাপি ভাব-বৈবশ্যবশস্তত্র স্বকরয়োর্বশ্যতামধ্যবস্থান্নিত-  
স্ততঃ (ক) পশ্যতি স্ম । পশ্যংশ্চ তদিদং বদতঃ শ্রীবাসুদেবা-  
দীনপশ্যৎ আয়ুস্মন্তো । ত এতে সঙ্কোচং রোচয়ন্তে ।

তদা রামকৃষ্ণে যচ্চকৃতু শ্রুত্বয়তি—রামকৃষ্ণে চ যদ্যপি তিগদ্যোন । তদালিঙ্গনায় ব্রজরাজস্ত  
আলিঙ্গনায় সতৃষ্ণে সাক্ষ্যে সর্বৈরতি সহার্থে তৃণীয়া । তস্য সাক্ষ্যতাং চরণপাতস্য সাক্ষ্যতাং  
কৃতার্থতাং স্বীকৃতবন্তো ॥ ৩১ ॥

ততো ব্রজরাজঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়াং বর্ণয়তি—অধেতিগদ্যোন । তয়ো রামকৃষ্ণয়োঃ  
ভাববৈবশ্যবশঃ ভাবেন যৎ বৈবশ্যং তস্মৈ বশঃ অশ্রুতঃ তত্র নিবারণে অধ্যবস্থান্ নিশ্চিন্ত-  
ইতস্ততঃ সন্ধান্ দর্শন, তদিদং পরত্র ব্যক্তব্যং আয়ুস্মন্তো রামকৃষ্ণে ত এতে ব্রজরাজাদয়ঃ সঙ্কোচ-  
রোচয়ন্তে, যৎ আলিঙ্গনাদিকং ন কৃতবন্তঃ । ততঃ সঙ্কোচাঙ্কোতো ময়া কুশলপ্রশ্নঃ প্রস্তু যতামিতি ।  
সাক্ষ্যলিঙ্গনাদিক্যোঃ অঞ্জলিবন্ধেন সহ স্থিতৌ সন্ধা সন্ধানং যয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ ব্রজেন্দ্রঃ

যত্বেপি শ্রীকৃষ্ণঃ এবং বলরাম তাঁহাকে তৎকালে আলিঙ্গন করিবার জন্য  
অভিলাষী হইয়াছিলেন, তথাপি সকলের সহিত মিলন ঘটাইবার জন্য সেই প্রাণ-  
পাতের সার্থকতা স্বীকার করিয়া, পুনর্বার চরণে প্রাণপাতই করিয়া-  
ছিলেন ॥ ৩১ ॥

অনন্তর ব্রজরাজ, যত্বেপি কৃষ্ণ বলরামের নমস্কার জনিত পরিশ্রম দূর করিবার  
নিমিত্ত নিবারণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, তথাপি মনোবৃত্তির বিকার  
বশত, অসুস্থ হইয়া, নিবারণ বিষয়ে নিজহস্তযুগলের অবশতা স্থির করিয়া  
ইতস্ততঃ সকলকেই দর্শন করিলেন । তিনি ইতস্ততঃ দেখিয়া যাহারা পরে এই-  
রূপ কথা বলিতেছিলেন, সেই শ্রীবাসুদেবপ্রভৃতি ব্যক্তিগণকেও দর্শন করিলেন ।  
হে শ্রীকৃষ্ণ ! হে বলরাম ! তোমাদের দুইজনের দীর্ঘায়ু হোক । কিন্তু তদ্-

ততঃ স্বয়মবধায় বিশ্রমস্থমুপধায় কুশলপ্রশ্নঃ প্রস্তুয়তা-  
মিতি । ততশ্চ রাম-কৃষ্ণয়োঃ সাজ্জলিবন্ধস্থিতসন্ধয়োরালি-  
ঙ্গনাদিনা ব্রজেন্দ্রমনুবিন্দমানঃ স্বয়মানকছুন্দুভিস্তেন তং তং  
সন্ততবাঙ্গিততদীয়সঙ্গং মুনিসজ্জবর্ধ্যং প্রহ্মান্নাদিপর্য্যন্তং সর্ব্বং  
জনং সঙ্গময়ামাস । স এব চ তং দেবমিব নিজ-নিবেশবেশ্মা-  
নীয় কৃষ্ণরামাদিকৃতানুসারঃ সপরিবারমারাধয়ামাস ॥ ৩২ ॥

তদেবং স্থিতে পটপটসম্ভূতং সঙ্গাবাতৃকতিপয়যাতৃমুখ-  
মহিলাবলিতব্রজেশ্বরী-শকটগন্তঃপটগৃহং প্রবিষ্টমাকর্ষ্য তদ্দি-

শ্রীমন্নলং অনুবিন্দমানঃ অনুগচ্ছন্ তেন ব্রজেন্দ্রেণ সহ সন্ততং বাঙ্গিতঃ তদীয়ঃ ব্রজেন্দ্রসম্বন্ধা  
সঙ্গে যন্ত তং মুনিসজ্জবর্ধ্যং শ্রীবাসাদিকং সঙ্গময়ামাস মিলনং কারিতবান্ । সএব  
আনকছুন্দুভিঃ তং ব্রজেন্দ্রং নিজনিবেশবেশ্ম নিজবাসগৃহমানীয় কৃষ্ণরামাদিভিঃ কৃতোহমু-  
সারোহমুগতি যন্ত তং সপরিবারং পরিবারেণ সহ যথা স্ত্রান্ত্রা সম্মানিতবান্ ॥ ৩২ ॥

ততো রামকৃষ্ণয়োঃ শ্রীব্রজেশ্বরীমিলনং যথাভূতদর্শয়তি — তদেবমিতিগদোন । যাতা দেবর-  
পত্নী দৈব মুখমাদিধাসাঃ তাঃ কতিপয়াশ্চ তা যাঃ মুখা মহিলাঃ স্থিয়শ্চেতি ভাষিতা

বিষয়ে ব্রজরাজপ্রভৃতি সকলেই মনে সঙ্কোচ করিতেছেন, যেহেতু তাঁহারা  
আলিঙ্গনাদি করেন নাই । সেই সঙ্কোচ বশতঃ স্বয়ং অবধান করিয়া, এবং  
বিশ্রাম স্থখ স্থাপনা করিয়া আমি কুশল প্রশ্ন আরম্ভ করিয়াছি । অনন্তর  
শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম অঞ্জলি বন্ধের সহিত থাকিবার সন্ধান করিলে স্বয়ং বনুদেব  
আলিঙ্গনাদিদ্বারা ব্রজরাজের অনুগমন করিয়া সেই ব্রজরাজের সহিত কৃষ্ণ এবং  
বলরামের, এবং সর্ব্বদা ব্রজরাজের সঙ্গপ্রার্থী বেদবাসাদিপ্রধান মুনিগণের, এবং  
প্রহ্মান্নপর্য্যন্ত অস্ত্রান্ত্র সকল লোকেরই মিলন করিয়া দিলেন । তৎপরে সেই  
বনুদেবও দেবতার স্ত্রায় ব্রজরাজকে নিজবাসগৃহে লইয়া গিয়া কৃষ্ণবলরাম-  
প্রভৃতি সকলেই তাঁহার অনুসরণ, করিলে সপরিবারে তাঁহার সম্মান করিয়া-  
ছিলেন ॥ ৩২ ॥

অতএব এইরূপ ঘটিলে যাহারা সঙ্গে আগমন করিয়াছে, এরূপ কতিপয় বাতৃ-

কৃত এব তব তত্র তো প্রবিক্তবন্তো । প্রবিশ্য চাত্মানো  
পশ্যন্তীমেনাং পশ্যতঃ স্ম ॥ ৩৩ ॥

তত্র সা যথা ;—

মম প্রাধিরহোষ্ণরশ্মিখরতানীর্ণাঙ্গপর্ণাবলিঃ

পশ্চাত্তুংকালকামরুদ্বলনয়া ক্ষিপ্তা বিদূরে পথি ।

তং পুত্রাকৃতিবারিবাহসময়ং সমু্য গোপেশ্বরী

বল্লাবাস্ত (ক) পুনঃ সমূলবিসৃতেলোভাদগাদার্দ্রতাম্ ॥ ৩৪ ॥

সংবৃত্তা যা ব্রজেস্বরী তস্তাঃ শকটং অন্তঃপটগৃহং প্রবিষ্টমাকর্ণা তৎ কিস্তুতং পটপটেন  
সংবৃত্তং সংজাযাতু মন্তব্যাতুনাম্মা যাঃ গমনে শৈশ্র্যাতাশক্তিহাৎ যাতুনামেতাপঃ । এবমুতং  
শকটং । তাদৃষ্টতঃ ব্রজেস্বরী আদেশতঃ তত্র ব্রজেস্বরীশকটে তো রামকণ্ঠে । এনাঃ  
ব্রজেস্বরীঃ দদৃশুতুঃ ॥ ৩৩ ॥

তাঃ ব্রজেস্বরীঃ পর্ণযাত—যজ্ঞেতি । সা গোপেশ্বরী বল্লী লভেব লোভাৎ সমূলবিসৃতেলোভাৎ  
শীজমাদ্ভামগাদিত্যয়ঃ । সা কিস্তুতা যন্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রাধিরহো বিচ্ছেদএব উষ্ণরশ্মিঃ  
সূর্য্যঃ তন্ত যা পরতা গ্রীকৃতা তয়া শীর্ণা হুমলিনা অঙ্গরূপা পর্ণাবলিঃ পর্ণাণ্যামাবলী জ্ঞেয়ী  
যন্তাঃ সা বল্লী তত্রপাত্তাৎ । পশ্চাৎ বা উৎকলিকা কৃষ্ণদর্শনে উৎকণ্ঠা সৈব মরুৎ বায়ু  
শুভ্র যা বলনা বেগগতিঃ তয়া বিদূরে পথি ক্ষিপ্তা বল্লীতু বায়ুবেগেন দূরে ক্ষিপ্তা ভবতি ।  
পুত্রস্ত কৃষ্ণ আকৃতিঃ মুষ্টিবেব বারিবাহসময়ং বসাক্তু পুং সমু্য মলিনা পুনঃ সমূলস্ত  
প্রণয়ন্ত বিহতি বিস্তার স্তস্তা লোভাৎ আর্দ্রতাং প্রাপ বল্লীতু তথৈব স্ম ॥ ৩৪ ॥

( যা—অর্গাৎ দেবরের পত্নী ) প্রভৃতি রমণীগণদ্বারা পরিবাস্ত, ও পটবস্ত্রাচ্ছাদিত  
ব্রজেস্বরীর শকট, পটগৃহের ( তাসুর ) মধ্যে ( থ ) প্রবেশ করিয়াছে শ্রবণ করিয়া ;  
ব্রজেস্বরীর আদেশক্রমেই সেই সময়ে কৃষ্ণ বলরাম ব্রজেস্বরীর শকটে প্রবেশ  
করিলেন । প্রবেশ করিয়া উভয়েই দর্শন করিলেন যে, ব্রজেস্বরী তাঁহাদের  
দুই জনকে দর্শন করিতেছেন ॥ ৩৩ ॥

লতা যেরূপ সূর্য্যাতাপে মলিন হয়, সেইরূপ ব্রজেস্বরীর অঙ্গরূপ পত্রশ্রেণী

(ক) বল্লীবাহ । দস্তাসান্তঃ পাঠঃ আনন্দপুস্তকে । বিন্দুতে লোভাৎ । ইতাপি তত্রত্যাঃ পাঠঃ ।

(খ) কুরুক্ষেত্র তীর্থস্থান বিশেষতঃ বিদেশ, এজন্য তথায় অবস্থানাদির জন্য পটমণ্ডপ  
অর্থাৎ তাসুপ্রভৃতির বন্দবস্ত ছিল ।

তাং শুদ্ধদেহাগম বীক্ষ্য দেবকী  
 সন্তর্পণায়ামভজদ্বিহস্ততাম্ ।  
 কৃষ্ণেষ্কণাদেব তু পুষ্ঠমূর্ত্তিকাং  
 দৃষ্ট্বান্ববিন্দৎ পুনরুক্তয়ত্বতাম্ ॥ ৩৫ ॥  
 মাতা দ্রাগথ সহ সীরিণা সমীক্ষ্য  
 স্বং পুত্রং কুরুভাব তদ্বিযোগদূনা ।  
 উত্থানং রচয়তি যাবদেষ তাব-  
 বিদ্রুতা ন্যপততুপাঞ্জি তেন তস্মাৎ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীব্রজেশ্বরীঃ দেবক্যাঃ প্রীতিং বর্ণয়তি—তামিতি । তাং ব্রজেশ্বরীঃ শুদ্ধদেহাং বীক্ষ্য  
 দৃষ্ট্বা দেবকী তস্মাৎ সন্তর্পণায়াম্ পুষ্ঠিতায়াম্ বিহস্ততাম্ ব্যাকুলতামভজৎ, তুঃ পুনঃ কৃষ্ণেষ্কণা-  
 দেব পুষ্ঠমূর্ত্তিকাং পুষ্ঠা হুলা মূর্ত্তি যম্যা স্তাং দৃষ্ট্বা পুনরুক্তয়ত্বতাম্ পিষ্টপেষণবৎ অসার্থকতাং  
 মন্যবিন্দৎ লেভে ॥ ৩৫ ॥

ব্রজেশ্বরীঃ সহ রামকৃষ্ণয়ো মিলনং বর্ণয়তি—মাতেতি । মাতা ব্রজেশ্বরী সীরিণা রামেন  
 সহ স্বপুত্রং কৃষ্ণং কুরুভাব কুরুক্ষেত্রে সমীক্ষ্য দৃষ্ট্বা তদ্বিযোগদূনা তন্ত শ্রীকৃষ্ণস্ত বিযোগেন  
 দূনা বিক্লবা সতীযাবৎ উত্থানং রচয়তি, তাবৎ এষ কৃষ্ণঃ বিদ্রুতা আগতা তেন সীরিণা সহ তন্ত  
 মাতুরুপাঞ্জি চরণসমীপে ন্যপতৎ নিপতিতো বভূব ॥ ৩৬ ॥

পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের বিরহরূপ সূর্যের তীব্রতাদ্বারা নিতাস্ত মলিন হইয়াছিল ; পশ্চাৎ  
 কৃষ্ণদর্শনে উৎকর্ষারূপ সবেগ বায়ুগতিদ্বারা দূর পথে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ; এবং  
 পুত্রের মূর্ত্তিরূপ বর্ষা ঋতু প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার প্রণয়ের বিস্তৃতিলোভ লতার  
 মত আর্দ্রভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর দেবকী, ব্রজেশ্বরীর শুদ্ধ দেহ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে সম্ভট করিবার  
 জন্য ব্যাকুলভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । পরে কৃষ্ণের দর্শনমাত্রেই তাঁহার দেহ  
 পুষ্ঠি দর্শন করত পিষ্ট-পেষণের মত অসার্থকতা ( নিষ্ফলতা ) লাভ করিয়া-  
 ছিলেন, কৃষ্ণ দর্শনে স্বয়ং পুষ্ঠা প্রেয়সীকে আর পুষ্ট করিতে হইল না ॥ ৩৫ ॥

তৎপরে মাতা ব্রজেশ্বরী, কুরুক্ষেত্রে বলরামের সহিত নিজপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে  
 নিরীক্ষণ করিয়া, কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুলতা-বশতঃ যেমন দ্রুত গাত্রোত্থান করিতে



সা কৃতা ভূবি জানুনী স্বতনয়াবুম্গ্য নত্রো তয়ো

মূর্দ্ধানাবুরসোপগুহ্য নয়নাসারং তথামুক্তত ।

দেবক্যাদিভিরেব মৌহ্যত যথা সেয়ং কৃশাঙ্গী কুতঃ

প্রাচুর্ভূতবতী নদী জগদিব ব্যাপ্তুং মুহূর্বর্ধ্বক্তে ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণস্তৎপদপদ্ময়োরথ পতন্ রামেণ সার্কিং রুদন্

বাচং রোদয়তি স্ম সর্বজনতাং বর্ষস্নিব স্মাং দশাম্ ।

এবং সত্যপি গোপরাজ-মহিলা তত্রাতিশঙ্কাকুলা

তদুৎখাস্তরতাবিতর্কবশগা সা শুষ্কবাস্পাভবৎ ॥ ৩৮ ॥

তদা ব্রজেশ্বরী যদকরোত্তর্যয়তি—সা কুদ্যতি । সা মাতা ভূবি ভূমৌ জানুনী কৃতা নত্রো স্বতনয়ৌ উন্নম্য উত্থাপ্য তয়োঃ স্বতনয়য়ো মূর্দ্ধানৌ মস্তকৌ উরগা বক্ষসা উপগুহ্য সমালিঙ্গ্য নয়নাসারং নয়নানুধারাং তথা অমুক্তত মুমোচ, যথা দেবক্যাদিভিরেবঃ মৌহ্যত বিতর্কিতঃ, সেয়ং কৃশাঙ্গী কুতঃ প্রাচুর্ভূতবতী প্রাচুর্ভাববিশিষ্টা জগদ্ব্যাপ্তুং নদীম মুহূর্বর্ধ্বক্তে যথাক্রান্তা শুষ্কা নদী জলেন পূর্ণা বর্ধক্তে ॥ ৩৭ ॥

কিঞ্চ রামেণ সার্কিং সহ তস্তাঃ পদপদ্ময়োঃ পতন্ বাচমতিশয়ং রুদন্ রুদন্ স্মাং দশাং স্বকীয়ামবস্থাং বর্ষস্নিব সর্বজনতাং জনসমূহং রোদয়তি স্ম রোদয়াসাম । এবং উক্তপ্রকারে জাতে সতি, গোপরাজমহিলা ব্রজেশ্বরী তত্র তয়ো স্তাদৃশরোদনে অতিশঙ্কাকুলা সতী তদুৎখাস্তরতাবিতর্কবশগা তৎবিরহদুঃসমস্তরে চিন্তে যয়ো স্তস্ত ভাবঃ তদুৎখাস্তরতা তস্ত যৌ বিতর্কঃ বিশেষামুসন্ধানং তস্ত বশগা পরতস্তা সা শুষ্কঃ বাস্পং রোদনং যস্তাঃ সা বভূব ॥ ৩৮ ॥

চেষ্টা করিবেন অমনি শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া সেই বলরামের সহিত জননীর চরণ প্রান্তে নিপতিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥

যখন শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম ভূতলে জাহ্নবীর তীরে নত হইয়াছিলেন, তৎকালে জননী ব্রজেশ্বরী তাঁহাদের দুই জনকে তুলিয়া, এবং নিজের বক্ষঃস্থলদ্বারা উভয়ের মস্তকদ্বয় আলিঙ্গন করিয়া নয়নানুধারা এক্রপ অধিক মোচন করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে দেবকীপ্রভৃতি রমণীগণ এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন, “এই ক্ষীণাঙ্গী কোথা হইতে প্রাচুর্ভূত হইয়া জগৎ ব্যাপ্ত করিবার নিমিত্ত নদীর মত বারংবার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে ?” ॥ ৩৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত জননীর পাদপদ্মে পতিত হইয়া, এবং সাতিশয়

ততশ্চ শুষ্যদ্বদনাং বিলোক্য তাং

বিলোকয়ন্তাবভিতঃ সহোদরৌ ।

মাতৃমিলন্তাবপরাস্তয়া সহা-

গতাশ্চ তাবার্দ্ৰয়তামমুং পুনঃ ॥ ৩৯ ॥

অথ কথমপি ধৈর্য্যং রোহিণীবর্য্যরামা-

স্তনুজনিজননীনাংমর্জ্জয়িত্বা ক্রমেণ ।

অভিনববর্ণাচশুভ্রে রাঙ্কবে সন্নিবেশং

সপাদি বিদধুরাসাগান্ননোপাবিশংশ্চ ॥ ৪০ ॥

ততো রামকৃষ্ণৌ যচ্চকতু স্তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেতি । শুষ্যদ্বদনাং তাং ব্রজেশ্বরীং বিলোক্য সহোদরৌ অভিতঃ সন্মতো বিলোকয়ন্তৌ সন্তৌ তয়া ব্রজেশ্বরী সহ আগতা যা অপরা তাত্চ মাতৃমিলন্তৌ পুন স্তামমুং ব্রজেশ্বরীং আর্দ্ৰয়তাং মেহরসেন প্লাবং চক্ৰতুঃ ॥ ৩৯ ॥

তদনন্তরং যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—অথেনিতি । তনোঃ শরীরস্থ জনির্জন্ম যাত্য স্তাত্চ জনস্ত-  
শ্চেতি হাস্যং মধ্যে রোহিণী বধ্যা শ্রেষ্ঠা যত্র তাত্চ তা রামাশ্চেতি তাঃ কথমপি ধৈর্য্যং  
ক্রমেণ মর্জ্জয়িত্বা পূর্ববৃত্তান্তানুভবেন অবদ্যমানমিবাসীতি গম্যতে, রাঙ্করে মুষচন্দ্রাসনে  
আস্যাং ব্রজেশ্বরীদীনাম সন্নিবেশং বিদধুঃ । আত্মনা দেহেন উপাবিশন্ উপবেশং  
চক্ৰুঃ ॥ ৪০ ॥

রোদন করিয়া, যেন স্বকীয় অবস্থা বর্ণন করিতে করিতে লোকদিগকে কাঁদাইয়া  
ছিলেন । এই প্রকার ঘটনা ঘটিলে পর, ব্রজেশ্বরী, কৃষ্ণবলরামের রোদনে অত্যন্ত  
শঙ্কাকুল হইয়া, উভয়ের বিরহদুঃখ অন্তরে থাকাতো, তদ্বিষয়ে বিশেষ অনু-  
সন্ধান করিতে রত থাকিয়া, নেত্র জল শুষ্ক করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর ব্রজেশ্বরীর মুখ শুষ্ক দেখিয়া ছই সহোদর চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে  
করিতে সেই জননীর সহিত আসিয়া অগ্নাশ্র যে সকল জননী ছিল তাঁহাদের  
সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় সেই ব্রজেশ্বরীকে মেহ-রসে অভিষিক্ত করিয়া-  
ছিলেন ॥ ৩৯ ॥

যাহা হইতে শরীরের উৎপত্তি হয়, এইরূপ জননী দিগের মধ্যে রোহিণী-  
প্রভৃতি শ্রেষ্ঠা রমণীগণ অতিকষ্টে ক্রমে ক্রমে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া অভিনবদীপ্তি-

যা আসন্ মাতৃমানিষ্ঠঃ কংসারেদেবকীমুখাঃ ।

যশোদাগ্রে তু তাঃ সৰ্বাস্তটস্থন্তি স্ম সাংপ্রতম্ ॥ ৪১ ॥

দেবকীপ্রভৃতিমাতৃতাহরৌ গোষ্ঠমাতৃপুরতো বৃথাজনি ।

বামিকী যদি ভবেদঘনাবলী সেকপালিভিরলং কৃষিব্রজে ॥ ৪২ ॥

দেবকাদিত্যো এজেশ্বয়া আধিক্যং বর্ণয়তি—যা আসন্নতি । কংসারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত যাঃ মাতৃমানিষ্ঠা আত্মনং মাতরং মন্তুস্তে দেবকীপ্রধানা তাঃ সৰ্বা যশোদাগ্রে সাংপ্রতং তটস্থন্তি স্ম উদাগীনা ইব আচরন্ত স্ম ॥ ৪১ ॥

চাষদয়তি—দেবকীতি । হরৌ দেবকীপ্রভৃতিষু মাতৃতা যাসীদসৌ গোষ্ঠমাতৃঃ পুরতোহগ্রে বৃথাজনি তন্তু দৃষ্টাস্তেন সাধয়তি যদি বামিকী বসন্তবা ঘনাবলী মেঘশ্রেণী ভবেত্তদা কৃষিব্রজে কৃষিসমূহে সেকপালিভঃ সেচনশ্রেণীভিরলং বাথম্ ॥ ৪২ ॥

দ্বারা গুলবর্ণ যুগচর্যাসনে শীঘ্র ব্রজেশ্বরীদিগকে উপবেশন করাইয়া ছিলেন, এবং তৎপরে তাঁহারা স্বয়ং উপবেশন করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥

যাঁহারা মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের জননী বলিয়া বিবেচনা করিতেন, সেই সকল দেবকী-প্রভৃতি জননীগণ যশোদার সম্মুখে সম্প্রতি যেন তটস্থ উদাদীনের মত ব্যবহার করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

দেখুন, শ্রীকৃষ্ণের উপরে যে, দেবকীপ্রভৃতি রমণীগণের মাতৃভাব বিद्यমান ছিল, তাহা ব্রজেশ্বরীর সম্মুখে বৃথা হইয়াছিল । কারণ, যদি বর্ষাকালীন মেঘ-রাজি বিद्यমান থাকে, তাহা হইলে সমস্ত কৃষিকার্য্যে জলসেক করিবার কোন প্রয়োজন নাই ( ক ) ॥ ৪২ ॥

( ক ) পুত্রভাবের প্রতি স্নেহাধিক্যই মূলকারণ । দেহ হইতে জন্ম হইলেই প্রকৃত পুত্র হয় না । যেমন স্তম্ভ হইতে নৃসিংহমূর্ত্তির আবির্ভাব ও স্বায়ম্ভুবমন্মথের ব্রহ্মার নাসাবিবর হইতে বরাহদেবের উৎপত্তি হয় । এখানে স্তম্ভ ও গোপিকার জনক-জননীভাব সামান্য মাত্র । বহুদেব দেবকী এরূপ স্তম্ভ বা গোপিকাতুলা নহেন, কারণ তথায় প্রকাশমাত্র নহে, স্নেহোদয় ও যথেষ্ট সত্তা আছে, কিন্তু তাহা যশোদানন্দাপেক্ষা অল্প । এজন্ত স্নেহাগর নন্দাদির নিকট স্নেহতড়াগ লুক্কায়িত হইল । একথা পূর্বচন্দ্রের ৩য় পুরণে জন্মপ্রকরণে উক্ত আছে । স্মরণার্থে এখানে পুনরুক্ত হইল । নন্দের পুত্রগত স্নেহে মাধব্যপ্রধান, বহুদেবের স্নেহে ঐশ্বধ্যপ্রধান, ইহা উত্তরচন্দ্রের ২৪ পুরণে ১৩নং গদ্যে স্ফুটব্য ।

জিহ্বন্তী শিরসী তয়োঃ স্মরতিগী বাম্পেণ চাসিক্তী

মার্জন্তী বদনে দৃগম্বুবলিতে যত্নেন পশ্যন্ত্যপি ।

কল্পং চাল্লগিয়ং তু মংস্রত ইতি জাহ্না তদা রোহিণী

দেবক্যা সহ নির্ভরাদরতয়া বষ্টি স্ম তামাক্তুম্ ॥ ৪৩ ॥

ক্লিষ্টায়াদিবধুভিরকিতুমমুং পর্য্যগতাভির্ষদা

সাক্ষিং দেবকদেহজাপ্রভৃতয়স্তদ্বিশ্গারিপ্সত ।

তহেঁতো বহিরাগতো হরি-বলৌ গোপানশেযাংস্তথা-

তিথোনার্চ্চিতুমত্র তত্র বহুধা তৌ বজ্রমাক্তকৃতুঃ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীব্রজেশ্বরী রচিতাং লালনাং দৃষ্টা মাতৃস্মৃতি-কৃতং বর্ণয়তি—জিহ্বন্তীতি । তয়োঃ  
রামকৃষ্ণয়োঃ স্মরতিগী স্মৃগকবিশিষ্টে শিরসী জিহ্বন্তী তথা বাম্পেণ অশ্রুজলেন আসিক্তী তথা  
দৃগম্বুবলিতে নেত্রজলকিনে বদনে পশ্যন্ত্যপি মার্জন্তী ইয়ং ব্রজেশ্বরী কল্পং কল্পকালং অল্পং  
মংস্রতে বর্জমানসামীপো লুট। ইতি জাহ্না তদা দেবক্যা সহ রোহিণী নির্ভরাদরতয়া নির্ভরোত্তি-  
শযো য আদর স্তম্ভাবতয়া তাং ব্রজেশ্বরীমাক্তুং সম্মানয়িতুং বষ্টিম কাময়ামাস ॥ ৪৩ ॥

ততো বস্তাস্তবং যজ্ঞাতং তদ্বর্ণয়তি—ক্লিষ্টায়াদীতি । যদা দেবকদেহজাপ্রভৃতয়ঃ পশ্যা-  
গতাভিঃ ক্লিষ্টায়াদিবধুভিঃ সাক্ষিং সহ অমুং ব্রজেশ্বরীমাক্তুং আরাধয়িতুং বিশ্বক সর্বতো-  
ভাবেন আরিপ্সত আরম্ভং কর্তুমৈচ্ছন্ । তহি তদা এতৌ হরিবলৌ বহিরাগতো সন্তৌ  
অশেষান্ গোপান্ আতিথ্যেন আর্চ্চিতুমত্র তত্র অগ্নিন্ তগ্নিন্ স্থলে তৌ বহুধা বজ্রমাক্তকৃতুঃ  
পুনঃপুনঃ অভ্যাসতাম্ ॥ ৪৪ ॥

কৃষ্ণ এবং বলরামের স্মৃগকবিশিষ্ট মস্তকযুগল আত্মাণ করিয়া, এবং তাহা  
নেত্র জলে সিক্ত করিয়া, তৎপরে নেত্রজলাদ্র মুখদ্বয় দেখিয়া ও তাহা মার্জনা  
করিয়া, এই ব্রজেশ্বরী কল্পকাল ও অল্প বলিয়া বিবেচনা করিলেন ; ইহা  
জানিয়া, তৎকালে রোহিণী, দেবকীর সহিত সাতিশয় আদর সহকারে সেই ব্রজে-  
শ্বরীকে সম্মান করিতে ইচ্ছা করিয়া ছিলেন ॥ ৪৩ ॥

যৎকালে দেবকীপ্রভৃতি রমণীগণ সমাগতা ক্লিষ্টায়াপ্রভৃতি বধুদিগের  
সহিত ঐ ব্রজেশ্বরীকে আরাধনা করিতে সর্বতোভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন,  
তৎকালে ঐ কৃষ্ণ বলরাম বাহিরে আসিয়া সমস্ত গোপদিগকে আতিথ্যসহকারে

স নাসীদগোষ্ঠজো লোকস্তদাতিথ্যং ন বিদ্যতে ।

যং যদপ্যজিতস্তত্র নান্বগচ্ছদ্ব্যধত্ত ন ॥ ৪৫ ॥

আস্তাং তাবদ্ব্রজপরিষদাং সজ্জনানাং প্রসঙ্গ-

স্তত্রত্যানাং জরদনডুহামপ্যসৌ কেন বর্ণ্যঃ ।

লন্তঃ লন্তঃ কুরুভুবি তদা যানশেষান্ সমস্তাং

কৃষ্ণঃ শ্লিষ্যন্নয়নসালিলৈঃ সিক্তমূর্তীং শচকার ॥ ৪৬ ॥

তদেবং স্থিতে স্বাস্থিতে চ সর্বব্রজজনে পুনর্ব্রজেশ্বরীং  
পরিষজ্য রজ্যমানমনস্তয়া শ্রীরোহিণী-দেবক্যাবৃচতুঃ । তত্র  
শ্রীরোহিণী-বচনং যথা ;—

গোপানাং সম্মানং বর্ণয়তি—স নাসীদিত । স গোষ্ঠো গোলোকো ন আসীৎ, যস্য তৎ আতিথ্যং  
ন বিদ্যতে । যং যস্মাদজিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তত্র কুরুক্ষেত্রে যমপি নাগচ্ছাত্ত্বজগাম, আতিথ্যং  
ন ব্যধত্ত বিহিতবান্ স গোষ্ঠো গোলোকো নাসীৎ ॥ ৪৫ ॥

তেষাং সম্মাননং ন চিত্তং তদ্রত্যপশূনামপি অসাধারণসম্মানং বর্ণয়তি—আস্তামিতি ।  
ব্রজপরিষদাং ব্রজবাসিনাং তত্রত্যানাং ব্রজোস্তবানাং জরদনডুহাং বৃদ্ধবৃষাণামপি অসৌ প্রসঙ্গঃ  
কেন বর্ণ্যতাং । যস্মাত্তদা কুরুক্ষেত্রে সমস্তাং যানশেষান্ সমগ্রান্ লক্কা লক্কা শ্লিষ্যান্ গলদেশে  
আলিঙ্গনং অশ্রুজলৈঃ সিক্তা মূর্ত্যৌ দেহা যেষাং তথা চকার ॥ ৪৬ ॥

নহু, ব্রজেশ্বরীয়াঃ সম্মিলনে শ্রীরোহিণীদেবক্যোঃ কিমপি ন বৈশিষ্ট্যং বর্ণিতং, তৎ কথয়েত-

অর্চনা করিতে ইতস্ততঃ অনেকবার পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

গোষ্ঠের মধ্যে এমন কোন লোক ছিলনা, যাহার আতিথ্য হয় নাই । কারণ,  
শ্রীকৃষ্ণ সেই কুরুক্ষেত্রে যাহার অন্তঃগমন করেন নাই, এবং যেরূপ আতিথ্য  
করেন নাই, এরূপ ব্রজবাসীলোক কেহই ছিলনা ॥ ৪৫ ॥

ব্রজবাসী সজ্জনদিগের প্রসঙ্গ এখন দূরে থাক । ব্রজবাসি-বৃদ্ধ বৃষদিগেরও  
প্রসঙ্গকে বর্ণন করিতে পারে ? । কারণ, শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে কুরুক্ষেত্রের চারিদিকে  
ঐ সমস্ত বৃদ্ধবৃষদিগকে পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া এবং তাহাদের গলদেশে  
আলিঙ্গন করিয়া নেত্রজলে উহাদের দেহ সিক্ত করিয়া ছিলেন ॥ ৪৬ ॥

অতএব এইরূপ ঘটিলে, এবং সমগ্র ব্রজবাসীলোকগণ নিক্ষেপ হইলে,

অয়ি (ক) ব্রজেশ্বর্য্যাবয়োরেকাপি কানুজ্জ্বিতপ্রেমসম্পত্তো-  
দম্পত্যোর্ব্বাং মৈত্রীমৈন্দ্রসম্পদনুগমে সম্প্রত্যপি নানুসন্দধীত ।  
যস্মাঃ প্রতাপকারকোটয়োহপি ন সমকোটয়ো ভবন্তীতি ॥৪৭॥

অথ সরলয়া দেবক্যা বচনং যথা—যতঃ স্বজন্মতএব  
চিরমপরিচিতপিতৃকাবিমৌ ধর্ম্মান্মাতরূপিতরতাং প্রপদ্য পক্ষমবল-  
য়াভ্যামক্ষিগোলকাবিব যুবাভ্যাং পালিতৌ নাদ্যাপি তাদৃশা-

পেক্ষায়াং বর্ণয়তি—তদেবমিতিদদ্যে ন । স্বস্থিতে উন্মেষেন রহিতে শ্রীরোহিণীদেবকৌ পুন-  
ব্রজেশ্বরীং পরিব্রজ্য রজ্যমানমনস্তয়া রজ্যমানমনুরক্তং মনো যয়োঃ তত্তাবতয়া উচ্যতঃ । তত্রাদৌ  
রোহিণীবাধ্যং বর্ণয়তি অস্মিতি । অয়ি কোমলসম্ভোষনে । অয়ি ! ব্রজেশ্বরি ! আবয়োর্মধ্যে  
একাপি কা অনুজ্জ্বিতা ন তাত্তা প্রেমসম্পত্তিযাভ্যাং তয়োদম্পত্যোর্ব্বাং যুবয়োর্মৈত্রীং সম্প্রত্যপি  
ঐন্দ্রসম্পদনুগমে ঐন্দ্রসম্পত্ত্যনুভবেহপি নানুসন্দধীত অনুসন্ধানং ন কুধ্যাত । যস্মা স্তব  
সম্বন্ধে প্রতাপকারকোটয়োহপি সমকোটয় স্তল্যসংখ্যা ন ভবন্তীতি ॥ ৪৭ ॥

দেবক্যাঃ সারল্যাবাধ্যং বর্ণয়তি—যত ইতিদদ্যে ন । স্বজন্মত এব ইমৌ রামকৃষ্ণৌ চিরং  
অপরিচিতৌ পিতরৌ যয়ো স্তৌ ধর্ম্মাং ধর্ম্মমাত্রিত্য যুবাং প্রতি মাতরপিতরতাং প্রপদ্য সমাশ্রিত্য  
পক্ষমবলয়াভ্যাং পক্ষ্য নেত্রলোম তদেব বলয়ং মণ্ডলং তদ্রূপাভ্যাং যথা অক্ষিগোলকৌ তেত্ররক্কে

পুনর্ব্বার ব্রজেশ্বরীকে আলিঙ্গন করিয়া, অনুরক্ত চিত্তের সহিত শ্রীরোহিণী এবং  
দেবকী বলিতে লাগিলেন । তন্মধ্যে রোহিণীর বাক্য বর্ণিত হইতেছে, যথা—  
হে ব্রজেশ্বরি ! তুমি এবং তোমার পতি ব্রজরাজ, এই দম্পতি প্রেম সম্পত্তি  
পরিভ্যাগ করেন নাই । অতএব আমাদের দুইজনের মধ্যে এক জনও ইন্দ্রের  
মত ঐশ্বর্য্য অনুভব করিলেও এক্ষণে তোমাদের দুই জনের সহিত কি বন্ধুত্ব  
লাভের অনুসন্ধান করিবেন, অর্থাৎ ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্যও তোমার সর্বজনিত  
সৌভাগ্যের সদৃশ হইতে পারে না । কারণ, তোমার কোটি কোটি প্রতাপকারও  
জগতে কাহারও তুল্য নহে, এবং তাহার তুল্য সংখ্যা অতীব বিরল ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর সরলা দেবকীর বাক্য বর্ণিত হইতেছে ; যথাঃ—কারণ জন্মাবধিই  
চিরকাল পর্য্যন্ত এই বালকদ্বয়ের পিতা মাতার সহিত পরিচয় নাই । এই দুই  
ভ্রাতা ধর্ম্মানুসরণ করিয়া তোমাদের দুই জনের উপর মাতৃভাব এবং পিতৃভাব

অনসন্চালিতো । তত্র চ পরপুত্রতয়া নিশ্চিতোহপি রামে ন  
বামগাচরিতং । ন হি সতাং পরস্বব্যবহারপরতা সম্ভব-  
তীতি ॥ ৪৮ ॥

অথ স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—অথ কিং বিচারিতং ? ব্রজেশ্বর্য্যা  
কিং বা বাচমুত্তরিতং ? ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ—ন কিমপি ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—কস্মাদিবু? ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ—স্যা খলু চিরতৃষ্ণয়া কৃষ্ণমুপলভ্য সুখসুভা-  
মানসর্ষবৃত্তিস্তৎ কথমন্যদনুসন্দধীত,নেন বিচারাদিকং সন্দধীত ॥

পালিতো রক্ষিতো তথা যুবাভ্যাং উমৌ পালিতৌ অদ্যাপি তাদৃশাং মেহপ্রক্ষিতা ন মনসঃ  
সকাশাং ন চালিতৌ তত্র চ রামকৃষ্ণয়োর্মধ্যে পরপুত্রতয়া নিশ্চিতোহপি রামেণ বামঃ  
প্রতিকূলং নাচরিতং তত্র হেতুং নির্দিশতি—হি যতঃ সতাং পরস্বব্যবহারতা ভিন্নাত্মীয়ব্যবহারতা  
ন সম্ভবতঃ ॥ ৪৮ ॥

তত্রোর্বাক্যং ৪৮ঃ ব্রজেশ্বরী কিং কৃতব্যতাপেক্ষায়াং স্নিগ্ধকণ্ঠমধুকণ্ঠয়োর্বাক্যং বর্ণয়তি—  
অথৈতাদিগদ্যেন। বাচং ততঃ স্বীকারেণ উত্তরিতং কিং প্রত্যুত্তরং দত্তং । মধুকণ্ঠ উবাচ—ন কিমপি  
প্রত্যুত্তরং দত্তং । স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—কস্মাদিব নোত্তরিতং । মধুকণ্ঠ উবাচঃ—স্যা ব্রজেশ্বরী  
চিরতৃষ্ণয়া মনেন ন শুভামান্য স্তম্ভিতা! সর্বদৃষ্টব্যস্যাঃ স্যা অন্তঃ তাদৃশবাক্যং অনুসন্দধীত

অবলম্বন করিয়াছে । মণ্ডলাকার নেত্রলোম ঘেরূপ নেত্ররন্ধ্র রক্ষা করিয়া  
থাকে, সেইরূপ তোমরা জ্বীপুরুষে এই ছুই বালককে পালন করিয়াছ ।  
অত্ৰাপি ছুই ভাই ঐরূপ মেহ পূর্ণ মন হইতে বিচালিত হয় নাই । এই কৃষ্ণ  
বলরামের মধ্যে পর-পুত্র রোহিণী-নন্দন বলিয়া বলরাম স্থিরীকৃত হইলেও কোনও  
প্রতিকূল বিষয়ের অগ্ৰষ্ঠান করা হয় নাই । কারণ, সাধুদিগের “ইহা পর, ইহা  
আত্মীয়” এইরূপ ব্যবহারের সম্ভাবনা নাই ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিতে লাগিল, তথায় ব্রজেশ্বরী কিরূপ বিচার করিয়াছিলেন,  
এবং কি রূপই বা স্বীকার পূর্বক উত্তর দিয়াছিলেন ? মধুকণ্ঠ বলিল, কিছুই  
নহে । স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিল, কি হেতু । মধুকণ্ঠ বলিল, কারণ, সেই ব্রজেশ্বরী

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—পুনরপ্যেতা দৃশ্যপ্রসঙ্গঃ সঙ্গতিমবাপ্নোতি  
স্ম বা ? ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ—নহি নহি ; যতো রোহিণী হি তৎপ্রতি-  
রোহিণী বভূব ॥ ৪৯ ॥

তত্তদপ্যন্তাং, যতঃ ;—

যশ্চ স্বানুভবঃ সদা ন বলতে যস্মিন্ স তত্র ক্ষুণ্টিং

শৃণ্বন্ত্যবচঃপ্রচারমপরং সন্দিহ্য বিক্ষুব্ধতি ।

শ্রীগোপাধিপদম্পত্যী কথনমু স্তত্রাপি কৃষেহপি তান্

ভাবানাং বলয়ানধীত্য বলবদ্ভাবান্তরং গচ্ছতাম্ ॥ ৫০ ॥

অনুসন্ধানঃ কুখ্যঃ, যেন বিচারাদিকং সন্দেহীত আলোচয়েৎ, স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—এতা দৃশ্যপ্রসঙ্গঃ  
সঙ্গতিঃ সামঞ্জস্যঃ অবাপ্নোতি স্ম অবাপ ননঃ । মধুকণ্ঠ উবাচ—নহি নহি সঙ্গতিং নাপি । হি  
নিশ্চিতং তৎপ্রতিরোহিণী তাদৃশসঙ্গত্যা নিবারণিকা তত্তদগি তাদৃশ্যকামপি । ৪৯ ॥

যতো ব্রজরাজদম্পত্যোঃ স্যাত্তথিকো ভাষঃ কদাপি ন চ্যবতে ইতি বর্ণয়তি—যস্যেতি ।  
যস্মিন্ বস্তুনি যশ্চ জনস্য স্বানুভবঃ সদা ন বলতে ন জাগতি, স জনস্তত্র বস্তুনি অন্তবচঃপ্রচারং

চিরকাল বাসনা করিয়া কৃষ্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন । এই হেতু তাঁহার সমস্ত  
ইন্দ্রিয়বৃত্তি সুখভরে নিশ্চল হইয়া আছে । অতএব এখন কি উপায় করিয়া  
তিনি অস্ত্র বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে পারিবেন, যাহাতে তাঁহার অস্ত্র বিষয়ের  
অনুসন্ধান থাকিতে পারে, স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিল, পুনর্বার কি এইরূপ প্রশঙ্গ  
সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, না হয় নাই; । মধুকণ্ঠ কহিল, না, না, যেহেতু  
রোহিণীই তাদৃশ সামঞ্জস্যের নিবারণ করিয়াছিলেন; অতএব তত্তৎবাক্য  
এখন থাক ॥ ৪৯ ॥

কারণ, যে জনের যে বস্তুতে স্বকীয় অনুভব সর্বদা জাগরিত হয় না, সেই জন  
সেই বস্তুতে প্রকৃত্তে বিক্ষুব্ধ বাক্যের প্রচার হইয়াছে জানিয়া, যথার্থ বিপরীত



সম্পৃতি তু পশ্য পশ্য ;—

হরিমনু পিতৃতাভিমানঃ শূরজদেবকতনুজয়োঃ প্রাক্ ।

অমুগুৎক্রময়ন্ স পুন, ব্রজনরপত্যোন্মুদং হৃক্ষে ॥ ৫১ ॥

বিরুদ্ধবাক্যপ্রচারং ক্ষুণ্ণং শৃণুন্ অপরং যথার্থবিপরীতং সন্দিহ্য বিস্তুভ্যতি ক্ষোভঃ  
প্রাপ্নোতি । অতঃ শ্রীগোপাধিপদস্পত্তী ব্রজেশ্বরৌ স্বত্রাপি স্বকোয়েহপি কৃষ্ণে ভাবানাং তান্ বল-  
য়ান্ সমুহান্ অধীতা অধিগম্য কণ্ঠমম্ বলবত্তাবাস্তরং শ্রীকৃষ্ণে যপুত্রবুদ্ধিরাহিত্যং গচ্ছতাং ।  
শ্রীকৃষ্ণোচয়ং আবয়োরেন পুত্র ইতি স্বানুভববস্তু সদা জাগরিতত্বাৎ, এতয়োভাবাস্তর-প্রবেশো  
ন বলতে ইতি ভাবঃ ॥ ৫১ ॥

নিগময়তি—হরিমতি । শূরজো বহুদেবঃ, দেবকী তনুজা দেবকী তয়োঃ হরিমনু কৃষ্ণঃ লক্ষীকৃত্য  
প্রাক্ পুৰ্বে যঃ পিতৃতাভিমান আসীৎ ব্রজনরপত্যো ব্রজেশ্বরয়োঃ সপিতৃতাভিমানোহমুঃ  
বহুদেবদেবকয়োঃ তমভিমানঃ উৎক্রময়ন্ সঙ্কোচয়ন্ ব্রজরাজয়োন্মুদং হৃৎ হৃক্ষে পুরয়তি ॥ ৫১ ॥

সন্দেহ করিয়া ক্ষোভান্বিত হইয়া পাকে । অতএব ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরী,  
নিজপুত্র শ্রীকৃষ্ণের উপরেও ভাবসমূহ অবগত হইয়া কিরূপে প্রবল ভাবাস্তর,  
( অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজপুত্র নহে, এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি ) ধারণ করিতে পারি-  
বেন ? ইহার তাৎপর্য্য এই, এই শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমাদের উভয়ের পুত্র,  
এইরূপ স্বীয় অনুভব সর্বদা জাগরুক থাকাতে ইহাদের ভাবাস্তরের উদয় হইতে  
পারে না ॥ ৫০ ॥

এক্ষণে দেখুন দেখুন ; পূর্বে যে বহুদেব এবং দেবকীর শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে  
“আমি পিতা এবং আমি মাতা” বলিয়া অভিমান হইয়া ছিল ; ব্রজরাজ এবং  
ব্রজেশ্বরীর “আমি পিতা এবং আমি মাতা” এইরূপ অভিমান বহুদেব এবং  
দেবকীর ঐরূপ অভিমান সঙ্কুচিত করিয়া শেষে ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরীর  
আনন্দ পূর্ণ করিতে লাগিল ॥ ৫১ ॥

ইতি ব্রজরাজ-সভায়াং কথয়িত্বা রহসি রাধামাধব-সদর্শম  
মধুকণ্ঠ উবাচ—তদেবং পরস্পরপ্রেমসম্মদশতেন (ক) তস্মি-  
ন্দিবসে গতে শ্রীব্রজেশ্বরাদিব্রজজনে কুতনিজনিজবাসমজ্জনে,  
নিদ্রয়া সর্বত্র নিৰ্জনে চ জন্মগানে স খলু জনাৰ্দ্দনঃ স্বপ্নেয়সী-  
জনানাং লকস্মখমহুন্ধবহলভুঙ্কবরচিতমুচিতমেকাভাবাসমাস-  
সাদি ॥ ৫২ ॥

তত্র তাসাং (খ) তত্রাবস্থিতির্যথা ; —

তীত্রং মিমীলুরাভিতঃ পুনরুন্মিগীলু-

রুচ্চেমু'মুচ্ছুরতিচেলুরপাশ্রমহুঃ ।

বাতাঃ কুরোভূবি হরিং দৃশি লকুমুক্তা

হা ! নোনিরে ব্রজরমাঃ স্ফণনত্র কল্পম ॥ ৫৩ ॥

তদেবং দিবাকথাং সমাপ্য রাত্রে কথিতং কথং বর্ণয়িত্বা প্রদ্যতে—ইতি তদগদ্যেন ।  
মধুকণ্ঠস্যাকং বর্ণয়তি—তদেবমিতি গদ্যেন । পরস্পরেষাং প্রেমসম্মদশতেন প্রেমহুখশতেন কুত-  
নিজনিজবাসমজ্জনে কুতঃ নিজনিজবাসে-সজ্জনং প্রবেশনং যত্র তস্মিন্ জন্মগানে জাতিগানে,  
স জনাৰ্দ্দনঃ স্বপ্নেয়সীজনানাং শ্রীরাধাভীমাং একান্তবাসং নিৰ্জনবাসং আসাদি প্রাপ্য, তং বিপ্লবতঃ  
লকঃ স্বপ্নেন সহ সন্ প্রাপ্ত উদ্ধব উৎসবো যাত্নাং হৌত হৌ হলভুঙ্কসৌচেতি তাভ্যাং রচিতং  
অতএবোচিতং যোগ্যম্ ॥ ৫২ ॥

তদা তাসাং তবাবস্থানং বর্ণয়তি—তীত্রমিতি । কুরোভূবি হরিং দৃশি চক্ষুষি লকং যতঃ

মধুকণ্ঠ এইরূপে ব্রজরাজের সভায় কথা বলিয়া, নিৰ্জনে শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধি-  
কার সভায় বলিতে লাগিল । অতএব এইরূপে পরস্পরের অসীম প্রেমানন্দদ্বারা  
সেই দিবস গত হইলে, শ্রীব্রজরাজপ্রভৃতি ব্রজবাসিজনগণ স্ব স্ব আবাসে পবেশ  
করিলে এবং নিদ্রাদ্বারা সকল স্থান জনশূন্য হইলে, সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকা-  
প্রভৃতি স্বকীয় প্রেমসীদিগের নিৰ্জন বাসভবনে গমন করিলেন । ঐ বাসস্থান  
প্রশস্ত সুখপূর্ণ উৎসবে মগ্ন হইয়া বলরাম এবং উদ্ধব নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন,  
তাহাতেই ঐ বাসস্থান সমুচিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ৫২ ॥

তথায় ব্রজবাসিনাদিগের অবস্থান বর্ণিত হইতেছে, যথা :—ব্রজবাসিগণ স্বচক্ষে

(ক) সম্মদশতেন ইত্যাম্ভবদ্বাবনগৌরপাঠঃ ।

(খ) তত্র তাসামবস্থিতির্যথা । ইতি মাণ্ড্যপাঠঃ ।

তস্য তু সমাসভির্থথা ;—

উদ্ধবং বিনিদধম্নিজাগ্রতো মন্দমন্দমুদয়ন্ ঘনাগমঃ ।

গোপিকানিচিতিচাতকাবলীমম্বজীবয়দসৌ মুরাস্তকঃ ॥ ৫৪ ॥

তত্র চ ;—

কৃশা মলিনিমস্তৃতাঃ প্রতনজীর্ণবস্ত্রাবৃতা

বিকার্ককচকাচিতাকৃতমুখাঃ স পশ্চিমমূঃ ।

বিঘূর্ণ্য দধদুদ্ধবং ক্ষণশতং (ক) ধৃতাস্তমুদা

কদাহমিহ কঃ কথং কিমিদমিত্যজানন্ন হি ॥ ৫৫ ॥

এজরমাঃ তীত্রমতিশয়ং যথা স্ত্রীতপা নিমীলঃ নিমীলিতাঃ পুনরুমীলিতাঃ, ততো মুচ্ছঃ, উচ্চৈ-  
মুচ্ছিতাঃ । অথ অতিচেষু বেগেন গতাঃ, অস্তঃ উহঃ কবচঃ এবমুৎস্রুতাঃ স তাঃ ক্ষণঃ কালঃ কম্পঃ  
মেনিরে ॥ ৫৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য তাসাং সমাসান্তং বর্ণয়তি—উদ্ধবমিতি । উদ্ধবং নিজাগ্রতো বিদধং মন্দমন্দং  
ঘনাগমো মুরাস্তকঃ কৃশ উদয়ন্ গোপিকানিচিতিচাতকাবলীং গোপিকাসংহতিরেন চাতকাবলী  
চাতকশ্রেণী তামম্বজীবয়ং প্রীতিবান্, মুরাস্তকস্য ঘনাগমরূপকেণ তৎ সম্ভস্য বারিবর্ণরূপত্বঃ  
ব্যঞ্জিতম্ ॥ ৫৪ ॥

তথাভূতা স্ত্রীদৃষ্টা শ্রীকৃষ্ণস্য যা বিরূপতাভূতাং বর্ণয়তি—কৃশ ইতি । স কৃষ্ণোহমূর্গোপিকাঃ  
পশ্চন্ বিঘূর্ণ্য উদ্ধবঃ দধৎ ধারয়ন্ ক্ষণশতং ব্যাপ্য ধৃতাস্তঃ ধৃতমস্তং নেত্রজলং যেন স তদা কদাহঃ

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন পাইবার জন্য কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়া অতিশয় নিমীলিত  
হইয়াছিল, পুনর্বার উন্মীলিত হইয়াছিল, তৎপরে সমধিক মুচ্ছিত হইয়াছিল,  
অনন্তর আতবেগে গমন করিয়াছিল, রোদন করিয়াছিল ; ভায় ! এইরূপে  
তাহারা উৎকণ্ঠিত হইয়া এক মুহূর্ত্তকালকে কল্পকালের তুল্য বিবেচনা করিয়া-  
ছিল ॥ ৫৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মিলন বর্ণিত হইতেছে । যথা :—উদ্ধবকে আপনার অগ্রে করিয়া;  
শ্রীকৃষ্ণরূপ-মেঘ মন্দ মন্দ উদিত হইয়া গোপীশ্রেণীরূপ চাতকীদিগকে জীবিত  
বা তৃপ্ত করিয়াছিলেন ॥ ৫৪ ॥

তৎকালে গোপীগণ কৃশাঙ্গী হইয়াছিল । মালিন্যদ্বারা সমগ্রদেহ ব্যাপ্ত হইয়া-

অথ দীর্ঘরাত্রেণ তস্য গাত্রে তাসাং নেত্রপাত্রে সতি কিমিব  
বিবরণীয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

যতঃ—

চাতুরক্ষ্যগতবদ্যদা হরের্গোপিকাভিতস্তদা দ্রুতম্ ।

চিত্তমক্ষিযুগমপ্যমৃদশাং হন্ত ! হন্ত ! জড়বদ্ব্যজায়ত ॥ ৫৭ ॥

আগতঃ ইহ কোহং কথং কিং প্রকারকঃ কিমিদং জাতং ইতি নহি অজ্ঞানং জ্ঞাতবান্ । অমুঃ  
কিস্তুতাঃ কুশাঃ মলিনিনা স্তুতা ব্যাপ্তাঃ প্রয়জীর্ণবস্ত্রাবৃত্তাঃ প্রতনং পুরাতনং জীর্ণঞ্চ যদবস্ত্রং তেনা-  
বৃত্তাঃ বিকীর্ণচকাচিভাক্রুতমুখীঃ বিকীর্ণা অবদ্ধা যে কচকাঃ স্বার্থে কঃ । কেশা স্তৈরাচিতা ব্যাপ্তা  
অকৃতি নমো নেত্রাদি যত এবস্তৃতং মুখং যাসাং জাঃ ॥ ৫৫ ॥

তদা তাসাং ভাবোদ্রেকঃ বর্ণয়তি—অপেতিগদ্যেন। তস্য কৃষ্ণস্য স্তাসাং গোপীনাং নেত্রাণাং  
পানে আধারে গাত্রে সতি ॥ ৫৬ ॥

তমনির্বচনীয়াভাবঃ বর্ণয়তি—চাতুরক্ষ্যমিতি । চতুর্ণামক্ষাঃ সমাহার স্তস্য ভাবচাতুরক্ষ্যং,  
বদা হরের্গোপিকাভিঃ সহ অতিতচ্চাতুরক্ষ্যং অভবৎ, তদা দ্রুতং শীঘ্রং অমুখাঃ চিত্তমক্ষিযুগমপি  
জড়বৎ বৃত্তিরহিতং ব্যজায়ত ॥ ৫৭ ॥

ছিল। তাহারা পুরাতন এবং জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিয়াছিল। তাহাদের মুখে  
সর্বস্থানে, অর্থাৎ নাসিকায় এবং চক্ষুঃপ্রভৃতি স্থানে আলুলায়িত কেশকলাপ  
পতিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণরূপ অবস্থাপন্ন গোপীদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া, ঘৃণিত  
হইয়া উদ্ধবকে ধারণ করিলেন। তৎপরে অনেকক্লণ পর্যাস্ত নেত্রজল ধারণ  
করিয়া তিনি “কখন আমি আসিয়াছি, এই স্থানে আমি কেন? কি কার্য্য  
করিতেছি, এবং ইহা কি ঘটিয়াছে” ইত্যাদি বিষয়ের কিছুই অবগত হইতে  
পারেন নাই ॥ ৫৫ ॥

অনন্তর অনেক রাত্রে শ্রীকৃষ্ণের দেহে ব্রজবধুদিগের দৃষ্টিপাত হইলে, ( যে  
ভাব হইল ) তাহার আর কি বর্ণনা করা যাইবে ॥ ৫৬-॥

কারণ, যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের গোপীদিগের সহিত চারিদিকেই চারিচক্ষু এক  
হইল, সেই সময়ে গোপীদিগের হৃদয় এবং নেত্রযুগল তৎক্ষণাৎ জড়ের মত হইয়া  
উঠিল ॥ ৫৭ ॥

যন্তালোকে নিম্ননির্মপি নিমেষাধিকারীতি শেপু.

স্তাবন্মাত্রং বিরহমনু যা বাধ্যো গোপিকানাম্ ।

তা স্তং বাঙ্ক্য প্রচুরবিরহ-জ্বালায় লক্কতৃষ্ণা

যামাসেদুঃ প্রমদবিকৃতিং বক্তৃগীশীত কস্তাম্ ॥ ৫৮ ॥

উৎকণ্ঠাভিঃ সপাদি শকটারোহণে প্রাপ মোহং

রাধা যদ্বৎ কুরুভূবি তথাবহুমেযা বিবেশ ।

কিন্তু শ্রীমান্ জয়াতি সুরভিঃ শ্রীহরেবঃ পরাভি-

গোপপত্নীভিঃ সমগরচয়ভ্রামুং বাঙ্ক্যমাণাম্ ॥ ৫৯ ॥

কিঞ্চ, যা গোপিকানাং বীধ্যঃ শ্রেণাঃ তাবন্মাত্রং বিরহমনু বিরহস্য পশ্চাৎ যস্য কৃষ্ণস্য আলোকে দর্শনে নিম্নঃ রাজানমপি নিমেষাধিকারী ইতি হেতোঃ শেপুঃ শাপং দদুঃ, তা গোপাঃ প্রচুরবিরহজ্বালায় লক্কতৃষ্ণাঃ সত্যঃ তং বাঙ্ক্য দৃষ্ট্বা যাঃ প্রমদবিকৃতিং আনন্দবিকারং আশ্বেদুঃ প্রাপু স্তাং বক্তৃং কো জন গীশীত সমর্থো ভবেৎ, অনিচ্চনীয়স্বার কোহপি ॥ ৫৮ ॥

তদা শ্রীকৃষ্ণস্য পরামাং গোপীনাং প্রেমবিকৃতিং বর্ণয়তি—উৎকণ্ঠাভিঃ ইতি । সপাদি তৎক্ষেণে রাধা উৎকণ্ঠাভিঃ শকটারোহণে যদবহুমেহং প্রাপ, এষ শ্রীকৃষ্ণ স্তদ্বৎ তথাবহুং মোহং আবাবেশ । সাক্ষিঃ পাদপুরণে, “সৈষ দাশরথী রামঃ সৈষ রাজা যুধিষ্ঠির” ইতিবৎ । কিন্তু শ্রীহরেঃ শ্রীমান্ সুরভির্গাদমোগক্যঃ জয়াতি, যঃ সুরভিঃ অমুং কৃষ্ণং বাঙ্ক্যমানাঃ তাং রাধাং পরাভির্গোপপত্নীভিঃ সমং তামরচয়ৎ, তাঃ সৰ্বা মোহং প্রাপুর্নিত্যং ॥ ৫৯ ॥

অপিচ যে সকল গোপীশ্রেণী তাবৎকালমাত্র বিরহের অনন্তর যাহার ( শ্রীকৃষ্ণের ) দর্শনে নিম্নরাজাকেও নিমেষের অধিকারী বলিয়া অভিশাপ দিয়া-  
ছিলেন, সেই সমস্ত গোপীগণ, সমধিক বিরহ যাতনায় সাতিশয় লালসা করিয়া,  
যাহাকে ( শ্রীকৃষ্ণকে ) দেখিয়া, যেরূপ আনন্দ বিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, অনিচ্চ-  
নীয় বলিয়া সেই আনন্দ বিকার বলিতে কোন জন সমর্থ হইতে পারে ? ॥ ৫৮ ॥

সেই সময়ে রাধিকা যেরূপ উৎকণ্ঠার সহিত শকটে আরোহণ করিতে মোহ  
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । শ্রীকৃষ্ণের  
মনোহর গাত্র সৌরভ উৎকণ্ঠ লাভ করিতেছে । এই গাত্রের সৌরভ, রাধিকা  
যখন কৃষ্ণ দর্শন করেন, তখন সমস্ত গোপাঙ্গনাদিগকেও মোহিত করিয়া-  
ছিল ॥ ৫৯ ॥

সুস্তঃ শ্বেদঃ পুলকবলনা গদগদং কম্পমম্প-

দৈবর্গ্যশ্রীর্নয়ন-মলিলং সর্ববুদ্ধিপ্রমোহঃ ।

এতে ভাবা ব্যতিমলনজা রাধিকা-কৃষ্ণয়োঁষে

তে সর্বাসামপি সবয়সাং ব্যাপকাঃ সম্ভবুঃ ॥ ৬০ ॥

অথ লক্কছুঃখমম্পদুদ্রবঃ কথমপ্যুদ্ববশ্চিরাছুভয়ত্র চ তত্র  
সাস্ত্বনয়া প্রণয়াদিনয়াদপি পরস্পরমভিমুখতয়া সমুপবেশ-  
মানিনায় ।

ততশ্চ তাস্মৈ কৃষ্ণস্য চরণমাত্রং তৃষ্ণয়া ক্ষোভাবিলগাত্রম্  
পশ্যন্তীষু বহিনির্গচ্ছদন্তর্বাপ্যতয়া কান্তিবলনাদুশ্যন্তাষু চ স তু

শ্রীরাধায়া ভাববৃন্দানি অত্যাশ্রয়নিদিশতি—সুস্ত ইতি । সুস্তো জড়তা, শ্বেদো ঘর্ম্মঃ, পুলকবলনা  
পুলকশ্রেণী, গদগদং স্বরভঙ্গঃ, কম্পমম্পং কম্পোৎকমঃ, নয়নমলিলমশ্রু, দৈবর্গ্যশ্রীর্দৈবর্গ্যাশোভা  
কাচিমলিণ্যামিতার্থঃ । সর্ববুদ্ধিপ্রমোহো মোহ ইত্যন্তো স্বাধিকাভাবা যো রাধাকৃষ্ণয়োঁষ্যতি-  
মিলনজা পরস্পরম্ভ মিলনেন গম্ভাতা স্তে অস্তৌ ভাবাঃ সর্বাসামপি সবয়সাং সমীনাং ব্যাপকাঃ  
সম্ভবুঃ স্তেবাপ্তা বভূবুঃ ॥ ৬০ ॥

কদেবঃ সন্ততমভূতবর্গ্যতি—অথ লক্কোত্তিগদ্যেন । লক্কোঃ দুঃখমম্পদামুদ্রবো যন্ত সঃ, উভয়ত্র  
গোপীষু কক্ষেচ অভিমুখতয়া সমুপবেশং সহাবস্থানং আনিনায় প্রাপয়ামাস । ক্ষোভা-  
বিলগাত্রঃ ক্ষোভেণ প্রাবিলমনির্ম্মলং গাত্রং যত্র তদ্যথা স্ত্রাং তথা কৃষ্ণস্য চরণমাত্রং  
পশ্যন্তীষু বহিনির্গচ্ছৎ অন্তর্বাপ্যং যাসাং তদ্ভাবতয়া কান্তিবলনাং কান্তিপ্রকাশনাং ভ্রম্যন্তীষু

জড়তা, ঘর্ম্ম, রোমাঞ্চ-শ্রেণী, স্বরভঙ্গ, কম্পের উৎকর্ষ, অশ্রুপাত, কান্তিমালিগ্র  
এবং সমস্ত বৃন্দিনাণ্য অর্থাৎ মোহ, পরস্পরের মিলনে কৃষ্ণ রাধিকার এই যে আট  
প্রকার সাত্ত্বিকভাব উৎপন্ন হইয়াছিল, এই আট প্রকার সাত্ত্বিকভাবে সমস্ত সহ-  
চরীগণও ব্যাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৬০ ॥

অনন্তর উদ্ধব দুঃখের সম্পত্তিলাভ করিয়া অতিকষ্টে বহুকালের পর শ্রীকৃষ্ণ  
এবং গোপীদিগকে সাস্ত্বনা করিতে লাগিলেন । পরে তিনি প্রণয় এবং বিনয়-  
পূর্বক পরস্পরের সম্মুখে উপবেশন করাইলেন ॥

তৎপরে সেই সকল গোপীগণ, ক্ষোভদ্বারা মলিন দেহে একান্ত লালমার সহিত

করণাময়ঃ, কথঞ্চিন্নার্জিতবাস্পতার্জিতসময়ঃ (ক) শনৈঃ  
সনৈপুণ্যময়ঃ প্রসাদয়ামাস ॥ ৬১ ॥

যথা—

হরিরালিঙ্গশ্চ স্মরণশ্চ বিলুপ্তশ্চ শিবং পৃচ্ছন্ ।

ব্রজসরসীরূহনেত্রাঃ কুরুভূবি বিজনে সমাস্ত্রমস্তৌষীং ॥ ৬২ ॥

তচ্চ যথা—

কান্তাঃ কান্তপ্রথমবিরহাদেব তান্তা (খ) নিতান্তং

দেহস্তান্তং বত ! বিতনুতে তত্ত্ব নাত্যন্তচিত্রম্ ।

নৈরন্তর্য্যান্দদতিবিয়ুতেঃ ক্লান্তবস্তং পতন্তম্

তং রক্ষন্তীন্দনুগতয়ে সন্ততং হন্ত ! নৌমি ॥ ইতি ॥ ৬৩ ॥

বিচ্যুতাহ সতীষ, সত্ব করণাময়ঃ কৃষ্ণঃ কথঞ্চিৎ মার্জিতবাস্পতার্জিতসময়ঃ মার্জিতং বাস্পং যেন  
তস্ত ভাবঃ মার্জিতবাস্পতা তস্তাং অজিতো যত্নবিষয়ঃ সময়ঃ কালো যন্ত সঃ, সনৈপুণ্যং যথা স্তাং  
তথা অয়ং গোপীঃ প্রসাদিতবান্ ॥ ৬১ ॥

তৎপ্রসাদনং বর্ণয়তি—হরিরিতি । কুরুক্ষেত্রে নিজনে ব্রজসরসীরূহনেত্রাঃ গোপীঃ কৃষ্ণ  
আলিঙ্গন্ চুষন্ অশ্রুবিলুপ্তন্ মোচয়ন্ শিবং মঙ্গলং পৃচ্ছন্ সমাস্ত্রং সাস্ত্রনাসহিতঃ অস্তৌষীং  
তুষ্টাব ॥ ৬২ ॥

তৎসত্ত্ববনপ্রকারং বর্ণয়তি—কান্তা ইতি । হে কান্তাঃ ! কান্তস্ত মম প্রথম বিরহাদেব তান্তং

শ্রীকৃষ্ণের চরণমাত্র দর্শন করিলে, এবং অন্তরের নেত্রজল বাহিরে নির্গত হওয়াতে  
কান্তপ্রকাশ হেতু পরিচ্যুত হইলে, সেই দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ অতিকষ্টে নেত্রজল মার্জন  
করিবার সময় প্রাপ্ত হইয়া, নিপুণতার সহিত ঐ সকল গোপীদিগকে প্রসন্ন  
করিলেন ॥ ৬১ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ, নির্জনে কুরুক্ষেত্রে ব্রজের কমললোচনা গোপাঙ্গনাদিগকে  
আলিঙ্গন ও চুষন করিয়া, অশ্রুজল মুছাইয়া এবং কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া  
সাস্ত্রনাপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥

যথা :—হে প্রেমসীগণ ! আমার প্রথম বিরহ হইতেই অত্যন্ত কষ্টের সহিত

(ক) কথঞ্চিন্নার্জিতসময়ঃ । ইতি গৌরপাঠঃ ।

(খ) তান্তমিতি টীকাকারদৃতপাঠঃ ।

অথ কথং কেবলমাত্মদৃষ্ঠ্যা কষ্টং লভ্তমানাঃ স্থ মাং কথং  
ন পশ্যথেনি বদন্ পুনর্বদতি স্ম ॥ ৬৪ ॥

সর্বের বদন্তু মম রূপমিদং পুরাব-

ততদুগ্ঠৈকিলসতীতি তু মন্দদৃষ্ঠ্যা ।

দিক্ষ্যা বিলোকয়থ মাং ব্রজচারুনেত্রা

রাসাদিকৌলকলিতা রুচিরত্র কুত্র ॥ ৬৫ ॥

কান্তং যথা স্যাৎ তথা নিতাস্তং, বতেতি খেদে । দেহস্যাস্তং বিতরুতে, তত্ত্ব ন অত্যন্তচিত্রং  
আতশয়বিস্ময়কং ন কিস্তেতদত্যন্তচিত্রং যৎ মদতিবিযুতে স্ম আতশয়বিচ্ছেদনৈরমৃত্যুয্যাৎ  
কাস্তবস্তং বিক্লিপনং পতন্তং তং দেহং মদনুগতয়ে মম প্রাপ্তয়ে রক্ষন্তী যুগ্মান্ মন্ততং সদা  
নোমি স্তোমি ॥ ৬৩ ॥

অত্র প্রকারান্তরেণ তাঃ সাস্বয়িভুং যথাবদন্তদ্বর্গয়তি—অথেনিগদ্যোন । আত্মদৃষ্ট্যা আত্মান  
মম বিরহবৈরাগ্যেন দুঃখতয়া দৃষ্টিতয়া কথং কষ্টং লভ্তমানাঃ সত্যঃ স্ত বর্তমানং, মাং কথং তদান  
পশ্যত ॥ ৬৪ ॥

তদ্বদনপ্রকারং বর্ণয়তি—সকল ইতি । সর্বের জনা মন্দদৃষ্ট্যা সমলদৃষ্ট্যা মমেনং রূপং পুরা-  
বতদুগ্ঠৈকিলসতীতি বদন্তি চেদদন্ত । যুগ্ম দৃষ্ট্যা ভাগ্যক্রমেণ মাং বিলোকয়থ চেৎ বিলোক-  
য়ত, কিন্তু অথ কুত্র রাসাদিকৌলকলিতা রাসাদিকৌলো কলিতা অভিনিবিষ্টা রুচিঃ কুত্র  
ন রূপীতি ॥ ৬৫ ॥

হায় ! নিতাস্ত যে দেহপাত হইবার সম্ভাবনা ঘটয়াছে, ইহা নিতাস্ত বিস্ময় কর  
ব্যাপার নহে । কিন্তু ইহাই অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আগার নিরন্তর বিচ্ছে-  
দেও আমাকে পাইবার জন্ত তোমরা দেহ রক্ষা করিয়াছিলে, এবং তাহাতেই আমি  
তোমাদিগকে এক্ষণে সর্বদাই স্তব করিতে পারিতেছি ॥ ৬৩ ॥

আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করি, কেন তোমরা আত্মাতে কেবল আমাকে দর্শন  
করিয়া কষ্ট পাইয়া রতিয়াছ । এবং কেনই বা আমাকে দর্শন করিতেছ না ।  
এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনর্বার বলিতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥

হে ব্রহ্মসুন্দরীগণ ! সকল লোকে মলিন দৃষ্টিতে “আমার এইরূপ তন্তুগুণের  
পূর্বেরই মত বিলাস পাইতেছে, যদি এই কথা বলে ত বলুক ।” কিন্তু তোমরা  
সৌভাগ্যক্রমে আমাকে যদি দেখিতে চাও ত দর্শন কর । রাসপ্রভৃতি কেলি



অথ যুগপন্নৈত্রয়ুগল-শতং কিঞ্চিদুন্নতং বিধায় যথাবদেব  
তথা তগবলোকমনা বিস্মৃ(ত্ব)তান্নুঃখিতাভিমানাঃ পরমদুঃখমানাঃ  
বভূবুঃ । ততঃ স চ ভূশমেবাচ্চাদৃশ্যতাং সচমানস্তল্লবুকরণায়  
লবু হসিত্বা কিঞ্চিদুবাচ ।—যথা, তদেবানুভূতং শ্রীশুকেন ॥ ৬৬ ॥

তা ১০৮২।৪১-৬ ।

“অপি স্মরণ নঃ সখ্যঃ ! স্নানামর্থচিকীর্ষয়া ।

গতাংশ্চিরায়িতান্ শত্রুপক্ষক্ষপণচেতসঃ ॥ ৬৭ ॥

দেবঃ প্রশ্লামস্তরং তাসাং যদ্বৃত্তমভূতদর্শয়তি— অথ যুগপদিতিগদোন । যুগপৎ একদা তাং  
কৃষ্ণাঃ বিস্মৃতান্নুঃখিতাভিমানাঃ বিস্মৃত আত্মনাং দুঃখিতাভিমানো যাসাং তাঃ পরমদুঃখানাঃ  
পরমতপাঃ । সচ শ্রীকৃষ্ণঃ অচ্চাদৃশ্যতাং ঈশ্বররূপতাং সচমানঃ সজ্জন্ তল্লবুকরণায় বিরহতাপানাং  
অন্নতাবিধয়ে তদেববাক্যং শ্রীশুকেন অনুভূতং অনুদিতম্ ॥ ৬৬ ॥

৬৭ শ্রীশুকবাক্যং লিপ্যতি—অপীতাদিনা । হে সখ্যঃ ! অপি প্রভে । নোহস্মান স্মরণ কিঞ্চিদান

বিষয়ে অত্যন্ত অভিনিবিষ্ট রুচি আর এখানে কোথায় থাকিবে ? অর্থাৎ কোনও  
স্থানে সেইরূপ রুচি নাই ॥ ৬৫ ॥

অনন্তর ব্রজবধূগণ, শত শত নৈত্রয়ুগল অগ্ন্যাত্র উন্নত করিয়া বেক্ষপ নিয়মে  
হওয়া উচিত, সেইরূপেই শ্রীকৃষ্ণকে অনলোকন করিতে করিতে, তাহারা যে  
দুঃখিত বলিয়া পূর্বে এক অভিমান করিয়াছিল, তাহা তখন ভুলিয়া গেল, এবং  
অত্যন্ত উপতপ্ত হইয়াছিল । তখন সেই শ্রীকৃষ্ণ নিতান্তই অল্প প্রকার ভাব,  
অর্থাৎ ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত ( ক ) হইয়া, সেই বিরহ সন্তাপ অন্ন করিবার জন্ত, ঈষৎ  
হাস্য করত যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীশুকদেব অনুবাদ করিয়া-  
ছেন ॥ ৬৬ ॥

যথা ( ভাগবতে ১০।৮২।৪১—৪৬ ) “হে সখীগণ ! আমরা শ্রীবল্লভদেব প্রভৃতি

( ক ) জীব মায়াবদ্ধ, ঈশ্বর মায়াধীশ এবং জীবতত্ত্ব ঈশ্বর-তত্ত্বের অন্তর্গত ইত্যাদি ভাব  
আমিলে কষ্টের লাঘব হইবে । এই ভাবিয়াই শ্রীকৃষ্ণ মানবভাব মধ্যে ঈশ্বরভাব আনিয়া  
প্রবেশ দিতে লাগিলেন । কারণ ভীষণ দুঃখকালে ঈশ্বরভাব ও অদৃষ্ট নির্ভরতা ভিন্ন প্রবেশের  
অন্য উপায় নাই । গোপীদিগের একরূপ ভীষণ-দশা উপস্থিত বৃত্তিতে হইবে ।

অপ্যবধ্যায়থাস্মান্ স্বিদকৃতজ্ঞাবিশঙ্কয়া ।

নূনং ভূতানি ভগবান্ যুনক্তি বিযুনক্তি চ ॥ ৬৮ ॥

বায়ুর্যথা ঘনানাক-তৃণ তুল-রজ্জ্বংসি চ ।

সংযোজ্যাক্ষিপতে ভূয়স্তথা ভূতানি ভূতকৃৎ ॥ ৬৯ ॥

যান্নং সুপদাং শ্রীবত্নদেবদান্নং অর্ঘ্যকৌশল্যং তেষাং কারাগারনিরোধাদিভূঃপমেচনরূপস্ত অর্থস্ত  
চিকীযয়্যগতান্ ত বাপি তেষাং শত্রুপক্ষস্ত ক্ষণংচেতসঃ অশ্চিচরায়িতান্ কৃতবলম্বিতান্ ॥ ৬৭ ॥

অপ্যবধ্যায়থাস্মান্ স্বিদকৃতজ্ঞাবিশঙ্কয়া । নূনং ভূতানি ভগবান্ যুনক্তি বিযুনক্তি চ । স্বিং  
প্রশ্নে পিতর্কেবা । অকৃতজ্ঞাবিশঙ্কয়া অকৃতজ্ঞ্য অবিশঙ্কয়া অনিশ্চয়েন অস্মান্ অবধ্যায়থ অবজানীথ ।  
অপি সম্ভাবনায়াং, নাস্তহম সম্ভাবনামাং কিংব বতার্থঃ তহা—নূনমিত্যাদি । মম স্মাতস্যো ময়ি  
তদোষ অপচ্ছং, বস্তুংস্তু ভগবানহমেব গাঢ়ানুরাগবুদ্ধার্থং সংযোগবিচ্ছেদং করোম্যিতি  
ভাবঃ ॥ ৬৮ ॥

এতৎ সন্দ্বীপ্তমাহ—দায়ুরিতি । আক্ষিপতে পৃথক্করোতি, স্বভাবগত্যা বায়ু যথা তানি  
তথা তথা করোতি, ভূতকৃতীধরে, ভূতানি তথা করোতি লালাস্বভাব্যেনেতি বাস্তবোহর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

সুহৃদ্বর্গের কারাগার হইতে মোচনরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া গমন করিয়া  
ছিলাম এবং সেই স্থানেও তাঁহাদের শত্রুপক্ষ নিধন করিতে মনন করিয়াছিলাম ;  
অতএব আমাদের বিলম্ব হইয়াছে । তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমরা কি  
আমাদিগকে স্মরণ করিতেছ ? ॥ ৬৭ ॥

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, তোমরা আমাদিগকে অকৃতজ্ঞ নিশ্চয় করিয়া আমা-  
দিগকে অবজ্ঞা করিতেছ । একরূপ সম্ভাবনা করিতে পারি । কিন্তু ইহা কেবল  
সম্ভাবনা নহে ; ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে যথার্থ । কারণ, আমি যদি স্বাদীন হই,  
তাহাইহলে আমাতে এই দোষ আসিতে পারে । বাস্তবিক কিন্তু আমি নিশ্চয়ই  
ভগবান্ । সুতরাং আমি প্রগাঢ় অনুরাগ বুদ্ধির নিমিত্ত সংযোগ এবং বিচ্ছেদ  
ঘটাইয়া থাকি ॥ ৬৮ ॥

বেক্রূপ বায়ু মেঘশ্রেণী, তৃণ, তুলা, এবং ধূলিসমূহকে সংযুক্ত করিয়া পুনর্বার  
তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকে, সেইরূপ ভূতশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর ভূতদিগকে  
সংযুক্ত করিয়া পুনর্বার বিযুক্ত করিয়া থাকেন ॥ ৬৯ ॥

ময়ি ভক্তিহি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ।

দিন্দিয়া বদামীশ্বর্যশ্চেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ৭০ ॥

অহং হি সর্বভূতানামাদিরন্তোহন্তরং বহিঃ ।

ভৌতিকানাং যথা খং বাভূর্ব্বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনাঃ ॥ ৭১ ॥

ময়ীতি । ভবতীনাং মৎসামীপ্যে অভিমর্শ্যং সেবয়া বাসঃ কিমুত যতো ভূতানাং সাধকজীবানাং ময়ি ভক্তিঃ প্রীতিমাত্রং অমৃতত্বায় সালোকাदिমুক্তয়ে কল্পতে । যৎ ভবতীনাং ময়ি স্নেহঃ প্রেমপরিপাকবিশেষ আসীৎ প্রাদুর্ভবত্বং এষ দিষ্ট্য হৃথেন মদাপনঃ মাং প্রাপয়তি, সাক্ষাৎ সর্বদা কর্ণয়তি অন্তঃ সংযোগএব সদা তিষ্ঠেৎ নতু বিয়োগ ইতি ॥ ৭০ ॥

কিঞ্চ, নতু, সর্বো বিজ্ঞা ভবন্তং ভগবন্তং মন্তুস্তে, এবং সতি নূনং ভূতানি ভগবান্ ভূতানি ভূতকৃদতি কথমারোপঃ ক্রিয়তে, কথমুক্তং সোহয়মীশ্বরো বা ক ইত্যপেক্ষায়ামাহ—অহমিতি । অঙ্গনা হে মৎপ্রিয়স্তঃ ! যথা ভৌতিকানাং শরবাদানাং ভূতাদিপঞ্চ মহাভূতানি আদ্যন্তরূপাণি তথা সর্বভূতানাং জরায়ুজাদীনাং অতঃ সর্বব্যাপকতয়া মর্দ্বিচিস্তনে যুদ্ধাকং বিচ্ছেদো দ্রুথঃ বা ন ঘটতে কেবলমবিবেকেনৈব তত্ত্বদত এবং মৎস্বরূপং বিভাব্য মদ্বিরহদ্রুথঃ ন সম্ভাবয়তেতি ভাবঃ ॥ ৭১ ॥

সাধক জীবগণের আমার উপর যে কেবলমাত্র প্রীতি আছে, তাহাতেও সালোকাপ্রভৃতি যুক্তি ঘটাইয়া থাকে । কিন্তু তোমাদের যে আমার উপরে স্নেহ বা প্রেমের পরিপাক বিশেষ অভিভূত হইয়াছিল, তাহাই সৌভাগ্য ক্রমে সাক্ষাৎ আমাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

হে প্রিয়সীগণ ! যেরূপ ক্ষিতি, অপ্ তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত সমস্ত ভৌতিক পদার্থের আদি, মধ্য, অন্ত এবং বাহু হইয়া থাকে ; সেইরূপ আমিই সমস্ত জরায়ুজ, অণুজ, শ্বেদজ, এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থের আদি, অন্ত, মধ্য এবং বাহু স্বরূপ হইয়া আছি । অতএব সর্বব্যাপী বলিয়া আমার চিন্তায় তোমাদের বিচ্ছেদ বা দ্রুথ ঘটাবে না । কেবল অবিবেক বশতঃ তত্ত্বব্যাপার নষ্টিয়া থাকে । অতএব তোমরা আমার এইরূপ চিন্তা করিলে আমার বিরহ দ্রুথ বোধ করিতে পারিবে না ॥ ৭১ ॥

এবং হেতানি ভূতানি ভূতেশ্বাস্থানানি ততঃ ।

উভয়ং মধ্যম পরে পশ্চাতাতমক্ষরে” ॥ ইতি ॥ ৭২ ॥

তদেবং স্বস্মিন্মনীশ্বরত্বাদ্যবহারপরবশতাকরমীশ্বরাস্তর-  
বশত্বেগীশ্বরত্বাদুক্তমাত্রং প্রতি ব্রহ্মভাবভাবকত্বং তদ্বিশ্বস্মিন্ধং  
প্রতি তু তদতিক্রমিসমসম্পর্কত্বং পুনত্র ব্রহ্মত্বানিত্যপ্রাপ্তত্বং  
সুখৈকরূপত্বমপি সচমানং রচয়তাং স্ববচসামসম্বন্ধতাং সমগ্র-  
ব্যগ্রতয়া নাদিভগাম ॥ ৭৩ ॥

নতু, দৃষ্টান্তে ভৌতিকানামিত্যুক্তে, কুতঃ সর্বব্যাপকত্বং যেনাত্ম্যকং বিচ্ছেদাভাবঃ স্মারিত্যাহ—  
এবমিতি । এতানি পঞ্চ মহাভূতানি ভূতেশু অপেক্ষীকৃতভূতেশু তদ্বান এতমাত্ম্য অহঙ্কারো ভূতাদিঃ  
আত্মনা ভোক্তৃরূপজীবেন ততঃ ব্যাপ্তঃ, “অপরেয়মিত্যত্বাৎ প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং । জীব-  
ভূতং মহাবাহো ! যদেদং দাযাত জগৎ” ইতি শ্রীগীতাবাক্যং জীবরাশিভিত্তিকার্ণমিতি বাক্যাত  
এবমুভয়ং, পরে সর্বোৎকৃষ্টে অক্ষরে ভূতাতীতে সর্বব্যাপকে ময়ি আভ্যাতং বিরাজমানং পশ্যত ।  
অতো যুগ্মকমপি জীবাত্মনাং ময়ি সদা বিদ্যমানত্বং ন বিচ্ছেদদ্বংসং সম্ভবতি, কুতঃ খেদাত্তেভাবঃ ।  
বস্তুতন্ত ভবতীনাং মম পরমশক্তিহাৎ নাস্তোব বিরহঃ এতদর্থমেব অপিত্যশক্তিকাত্যং দৃষ্টান্ত-  
মিতিভাবঃ । যদ্বা এবং ভূতানিপ্রাপিনো জীবা ভূতেশু স্বস্বদেহেশু আদিমধ্যান্তস্থিতানি এবমেব  
চাত্মনা পরমাত্মনা আত্মা জীব স্ততো ব্যাপ্ত স্তচোভয়ম্ ॥ ৭২ ॥

এতেষাং শ্রীভক্তোক্তানাম্ পদ্যানাম্ ফলিতং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন । তত্র প্রথমপদ্য-  
ত্রেয় তস্মিন্ কৃষ্ণে অনীশ্বরত্বং ব্যবহারপরবশতাকরঃ স্বানামর্থচিকীর্ষারূপো যো ব্যবহারঃ স্তেন

দেখ, এই পঞ্চ মহাভূত, অপেক্ষীকৃত ভূতের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া আছে । ঐরূপ  
অহঙ্কার এবং ভূতাদি, ভোক্তৃস্বরূপ জীবদ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া পাকে । ( ইহা গীতা  
বাক্যদ্বারা এবং “জীব রাশিরদ্বারা ব্যাপ্ত” এইরূপ বাক্যদ্বারাও অবগত হওয়া যায় )  
এই উভয় বিষয়ই সর্বোৎকৃষ্ট ভূতাতীত, সর্বব্যাপক আমাতে বিরাজমান রহিয়াছে  
দর্শন কর । অতএব তোমরা জীবাত্মা, তোমরা সর্বদাই আমাতে বিদ্যমান রহিয়াছ ।  
এই কারণে বিচ্ছেদ-দুঃখের সম্ভাবনা নাই । সুতরাং কেন তোমরা খেদান্বিত হই-  
তেছ । বস্তুতঃ তোমরা আমার পরমশক্তিস্বরূপ বলিয়া কিছুতেই বিরহ হইবে  
না” ॥ ৭২ ॥

অতএব এই প্রকারে প্রথম তিনটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বর ভাব না থাকাতে  
সুহৃৎগণের বিপদ্ভঞ্চাররূপ কার্য্য করিবার বাসনারূপ ব্যবহারদ্বারা অধীনতা জনক,

তত্র হুঃসহবিরহবিধুরভাবাদবিপশ্চিতামিব তাসাং কাশ্চিত্তু  
পপ্রচ্ছুঃ । হন্ত ! সর্বকৃচ্ছ্রবিমুক্ত ! কিমুক্তমিদং । যৎ খলু  
ব্যতিযুক্তমিব ন লক্ষ্যতে ॥ ৭৪ ॥

পরপরভাকরং অধীনভাজনকং ঈশ্বরান্তরস্ত সৃষ্টাদিকারিভগবজ্জগত্ বশত্বং চতুর্থপদে। যন্ত  
ঈশ্বরভাবং ভক্তমাত্রং প্রতি ব্রহ্মভাবভাবকত্বং ব্রহ্মভাবস্ত ভাবো জন্ম যন্তাৎ। যদ্বা ব্রহ্মভাবং ভাবয়তি  
প্রাপয়তি তদ্বাবহং তদ্বিধর্মিকং ভক্তপ্রকারম্বিকং প্রতি তদতিক্রমণঃ তাদৃশমোক্ষাতিক্রমণঃ  
পশ্চ সমর্পকত্বং। পঞ্চমষ্টপদ্যে পুনর্বাক্ত্বাদ্ব্যাপকত্বাৎ নিত্যপ্রাপ্তত্বং। ষষ্ঠপদ্যশেষার্থে পরে অক্ষরে  
ততানেন হুঃপেক্ষপদ্ব্যমপি সচমানং সমকং রচয়তাং স্ববচসাং সমগ্রব্যগ্রতয়া সমগ্রা বা  
ব্যগ্রা তয়া অসম্বন্ধতাং অবাক্তার্থব্যাক্ততাং নাধিজগাম ন অধিগতবান্। শ্রীশ্লোকঃ ॥ ৭৩ ॥

তদেবং নিশমা কাশ্চিত্তগোপো। যদাহ স্তদ্বর্ণয়তি—তজ্জৈতিগদোন। হুঃসহো যো বিরহ স্তেন  
যো বিধুরভাবো বৈকল্যং তস্মাৎ অবিপশ্চিতাং অবিজ্ঞানামিব তাসাং মধ্যে কাশ্চিত্তগোপো।  
জিজ্ঞাস্তবঃ। সর্বকৃচ্ছ্রস্ত নিখিলকষ্টস্ত বিমুক্তো যন্তাভিদিদং বাক্যং ব্যতিযুক্তমিব পরস্পর-  
সম্বন্ধমিব ন লক্ষ্যতে, কদা মনুষ্যচেষ্টেদেন ঈশ্বরাদীনহং বদসি, কদাপি ঈশ্বরেদেন ভক্তাভীষ্টদাতৃত্বং,  
কদাপিতু প্রিয়ভক্তান্ প্রতি স্বসমর্পকত্বং, কদাপি ব্রহ্মত্বান্নিত্যাপাশ্রয়িতমতোহনন্মিত দ্বাদ্ব্যপার্থস্ত  
বোধো ন জায়তে ইতি ॥ ৭৪ ॥

এবং সৃষ্টিস্থিতি লয়কারী ভগবজ্জগের বশীভূতভাব বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ শ্লোকে  
নিজের ঈশ্বরভাব থাকিতে ভক্তমাত্রের প্রতি যাহাতে ব্রহ্মভাবের আবির্ভাব হয়,  
এইরূপ ভাব বর্ণিত হইয়াছে; এবং ভক্তের মত প্রেমিকের প্রতি তাদৃশ মোক্ষ  
পথ অতিক্রম করিয়া আত্মসমর্পণের বাবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে। পঞ্চম এবং  
ষষ্ঠ শ্লোকে নিজের ব্রহ্মভাব, অথবা সর্ব ব্যাপিত্ব থাকিতে, তিনি যে, নিত্য প্রাপ্ত  
বস্ত, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ষষ্ঠ শ্লোকের শেষে “পরে অক্ষরে” এইরূপ  
নির্দেশ করাতে তিনি যে একমাত্র সুখরূপী, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপে  
স্বকীয় বচন সমূহের সম্বন্ধ ঘটাইয়া শ্রীশ্লোকদেব সম্পূর্ণ ব্যগ্রতার সহিত নিজ  
বাক্যের অসম্বন্ধভাব জানিতে পারেন নাই ॥ ৭৩ ॥

তন্মধ্যে অসহ বিরহদ্বারা ব্যাকুলভাব ঘটাইতে ঐ সকল গোপীগণ যেন, জ্ঞান  
শূন্য হইয়াছিল। তখন হতজ্ঞান গোপীদিগের মধ্যে কতিপয় গোপী জিজ্ঞাসা  
করিয়াছিল। হায়! যাহা হইতে সকল কষ্ট দূর হয়, এইরূপ বাক্য আপনি  
কিরূপে বলিয়াছেন? কারণ, আপনি যে বাক্য বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই ইহাদের

অথ তদধিগম্য নম্রমূর্ছন্যাক্রবে শ্রীকৃষ্ণস্ত তজ্জয়া লজ্জয়া  
তদেব সজ্জয়তি স্ম ॥ ৭৫ ॥

তথা হি—অহো ! সখ্যঃ ! কথমিব মাগপি বাক্যে জ্ঞানমুখ্যঃ  
স্ব । অথ ক্রথ—ধিগম্যান্ পরিত্যজ্য তয়া দূরমব্রজ্যতেতি ।  
তত্র কিং করবাম ? দুর্হদাং ততিভির্যা সুহদাং দুর্গতিজ্ঞাতা  
তস্মাং সুহদাং গতিতাং যাতাঃ কথমিব বয়মুপেক্ষাং প্রথয়াম  
ইতি ॥ ৭৬ ॥

সেঙ্গিতমিব তাসাং বাক্যং শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণো যদকরোত্তমবর্ণয়তি—অথৈতিগদোন । নম্রমূর্ছন  
নতসিরসি উদ্ধবে সতি তজ্জয়া সেঙ্গিতবাক্যাং জায়তে যা লজ্জা তয়া তদেব পূর্বোক্তমেব সজ্জয়তি  
স্ম প্রসজ্জয়ামাস ॥ ৭৫ ॥

৩৭ সজ্জনং বর্ণয়তি—তথাহীতিগদোন । জ্ঞানমুখ্যঃ জ্ঞানানি মুখানি যামাং তথা বক্তব্যং,  
অথচৈৎ ক্রথ অস্মান্ ধিক্ যতোহস্মান্ পরিত্যজ্য ইয়া দূরমব্রজ্যত অগম্যত ইতি । \* ত্র দূরগমনে  
কিং করবাম যতো দুর্হদাং ততোহুর্হদং সমুভয়া ভয়েন সুহদাং শ্রীকৃষ্ণদেবাদীনাম্  
দুর্গতিজ্ঞাতা সুহদাং তস্মাং দুর্গতো গতিতাং বয়ং যাতাঃ সখ্যঃ কথমিব উপেক্ষাং প্রথয়াম  
রচয়ামঃ ॥ ৭৬ ॥

পরস্পর কোন সম্বন্ধ নাই অসম্বন্ধ বাক্য বলিয়া বোধ হইতেছে । কারণ, কখন  
মহুঘোর মত চেষ্টা বলিয়া দৈশ্বরাদীন বলিতেছেন । কখন বা দৈশ্বরভাব থাকাতে  
ভক্তের অসীম দাতা বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন । কখন বা প্রিয়ভক্তগণের  
প্রতি আশ্রয়সমর্পণের বাবস্থা দিতেছেন । এবং কখন বা ব্রহ্মভাব থাকাতে নিত্য  
প্রাপ্ত বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন । অতএব আপনার উক্ত বাক্য পরস্পর সম্বন্ধিত  
নাই বলিয়া, অর্থাৎ অসম্বন্ধ বলিয়া যথার্থ বিষয়ের বোধ হইতেছে না ; ইহাই  
তাৎপর্য্য ॥ ৭৪ ॥

অনন্তর তাহা অবগত হইয়া উদ্ধব নত শির হইলে, শ্রীকৃষ্ণ সেই দ্বিজিত  
বাক্যের লজ্জায় পূর্বোক্ত বিষয়েরই প্রশঙ্গ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৫ ॥

যথাঃ—হে সখীগণ ! তোমরা আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া কেন মলিন বদনা  
হইতেছ । যদি তোমরা বল যে, আমাদিগকে ধিক্ ? যে হেতু আমাদিগকে  
পরিত্যাগ করিয়া তুমি দূর দেশে গমন করিয়াছিলে । কিন্তু সেই দূর গমন

অথ বিলম্বমানতামগ্নাকং বিড়ম্বয়থ চেতুঃশ্রামপি তদেব  
 ছনিবারং কারণম্ । যত একস্মিন্ কংসে লক্শ্মণংসেহপি  
 বহুবন্তংসস্মিন্ কন্তং কৰ্ম্মানুবন্ধিনঃ সম্প্রমাঃ । তত্ত্বংসসাহায্যায়  
 চ ময়া নানাব্যবহারাগামেমাং সমাহারঃ কৃতঃ । তথাপি  
 ভবদ্বদনন্তবৃত্তিতারহিততয়া মগাকৃতজ্ঞতাপরং প্রতীয়ত ইতি  
 চেদিদং সত্যং । পরন্তু সহজপ্রেমুণা মিথঃসম্প্রতানাং যোগ-

কিঞ্চ অথ চেদ্যদি অগ্নাকং বিলম্বমানতাং বিড়ম্বয়থ তত্র দোষারোপঃ কুবণ, তন্ত্ৰাং  
 বিলম্বমানতায়ামপি তদেব সূক্ষদাং গতিত্বং ছনিবারং হেতুঃ । তং হেতুঃ নির্দিশতি—যত ইতি ।  
 লক্শ্মণংসেহপি যন্ত একস্মিন্ কংসে সতি তৎকৰ্ম্মানুবন্ধিনঃ সূক্ষদাং দুর্গতিবাহিত্বং যৎ কৰ্ম্ম তৎ  
 স্নানবৃত্তিক্তং শীলমন্ত তে সম্প্রমা উপাধিতা বভূবুঃ, তেষাং তেষাং ধম সে সাহায্যায় চ ময়া নানাব্যব-  
 হারাগাং বিনাহাদিসম্বন্ধহেতুকরাজাদিসংসর্গানাং সমাহার একাকরণং কৃতঃ, তথাপি তেষাং  
 সাহায্য কৰ্ত্তব্যহেতুপি ভবদ্বদনন্তবৃত্তিতারহিততয়া ভবতীনাং অনন্তে মযেব যা বৃত্তিতা মম  
 তদ্রহিততয়া অকৃতজ্ঞতা পরং প্রতীয়ত ইতি চেদদং ইদং সহ্যং সহজপ্রেমঃ নিত্যসিদ্ধসাম্প্রত্য-

বিষয়ে আমি কি করিতে পারি । কারণ, শত্রুসমূহের ভয়ে, শ্রীবাসুদেবপ্রভৃতি  
 সূক্ষদগণের দুর্দশা ঘটিয়াছে । সূক্ষদগণের এই দুর্গতি বিষয়ে আমরা উপায়  
 স্বরূপ হইয়া কোন প্রকারে উপেক্ষা করিতে ছিলাম ॥ ৭৬ ॥

আর আমাদের বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া যদি তাহাতে দোষারোপ কর, তাহা  
 হইলে, সেই বিলম্বে ও সূক্ষদ গণের উপায় স্বরূপ অবলম্বন করাই অনিবার্য  
 কারণ জানিবে । তাহার কারণ দেখ, কংসাসুর ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেও কংসের  
 বিবিধ আত্মীয়গণ ঐরূপে আমাদের বন্ধুগণের দুর্গতি করিতে প্রবৃত্ত হয় ।  
 তাহারা ঐ কার্যে রত হইলে সেই সেই দুর্গতিগণের ধ্বংস কামনা করিয়া  
 সকলের কাছে সাহায্য প্রার্থনা প্রত্যাশায় বিবাহাদি সম্বন্ধে লিপ্ত থাকিয়া যাহাতে  
 ভূপতিগণের সংগর্গ একত্র সমাহৃত হয়, তাহার জন্ত আমি নানাবিধ চেষ্টা  
 অবলম্বন করিয়াছি । ঐ সকল ভূপতিগণের সাহায্য প্রার্থনা একান্ত কৰ্ত্তব্য  
 হইলেও, তোমাদের মত অনন্তবৃত্তি রহিত হওয়াতে আমার কেবল অকৃতজ্ঞতাই  
 প্রতীয়মান হইতেছে । ”

যদি তোমরা এই কথা বল, ইহা সত্য । পরন্তু স্বাভাবিক প্রেমে অর্থাৎ

বিয়োগো পুনরীশ্বরকৃতযোগাবেব ? স্ববশত্যাং খলু বিয়োগ  
এব ন স্ম্যং, কুতন্তং পূর্বকো যোগঃ ॥ ৭৭ ॥

অথ যদি “নারায়ণ-সমো গুণৈঃ” রিতি গর্গবচনানুসারেণ  
নারায়ণমেব মাং মনুষ্যে, তথাপি ভবতীতিবিয়োগঃ প্রেমুণএব  
স্বাধীন ইতি তং ভবতীনাং পরমঃ প্রেমোদ্রেকপ্রাবেকঃ স এক  
এব ঝটিতি ঘটয়িম্যতি । যতঃ—“ময়ি ভক্তির্হী”তি । তদিত্থ-  
মপি ভবতীনাং বহির্দৃষ্টিমেবাবস্তুভ্য সমাধীয়তে । অন্তর্দৃষ্টিয়া

জাতপ্ৰীত্যা মিথঃসঙ্গতানাং মিলিতানাং মম যুগ্মাকঞ্চ যোগবিয়োগো সংযোগবিচ্ছেদো ঈশ্বরকৃত-  
যোগো ঈশ্বরকৃতো যোগঃ প্রয়োগো যয়ে! স্তাবেব স্ববশত্যাং স্বাধীনত্যাং বিয়োগএব ন স্ম্যং,  
অকৃতজ্ঞতাভয়াদিতিশেষঃ । তৎপুলকঃ স্ববশতাপূর্বকো যোগো মিলনং তদ্রূপীশ্বরকৃতযোগএব  
হেতুরিতিভাষঃ ॥ ৭৭ ॥

পূর্বোক্তচতুর্থপদাং ব্যাখ্যাতি—অথৈত্যাদীতিগদ্যেন । তথাপি মম নারায়ণদেহপি যোগঃ  
সম্বন্ধঃ প্রেমএব স্বাধীনঃ প্রেমবত্যাং ইতি হেতুঃ স্তং মাং প্রেমোদ্রেকপ্রাবেকঃ প্রেমোদ্রেকস্ত প্রাবেকঃ  
প্রেমুণো যস্মাং স পরমঃ স একঃ প্রেমোদ্রেকপ্রাবেকঃ পরম এব ঝটিতি শীঘ্রং ঘটয়িষ্যতি, তত্র  
হেতুং নির্দিশতি—যত ইতি । তদিত্থমিত্যাদি নিত্যসংযুক্ত এবৈবাস্তং স্বগমং, স্বপ্রতিজ্ঞা-  
অনুরজ্যা সুস্থিরা কৃতা অপরোণ স্ময়েন পদ্যেন এতদপি নিত্যসংযোগমপি নিরূপয়তে । ততঃ

নিত্য সিদ্ধ দাম্পত্য জন্ম প্রণয়ে তোমাদের সহিত আমি, এবং আমার সহিত  
তোমরা নির্জনে মিলিত হইয়াছ । অতএব আমার এবং তোমাদের মিলন এবং  
বিরহ, ঈশ্বরাধীন জানিবে । কৃতজ্ঞতার ভয়ে স্বাধীনতা বিষয়ে বিরহই হইতে  
পারেনা । অতএব যে স্থানে স্বাধীনতা-পূর্বক মিলন হয়, এইস্থানে ও ঈশ্বর  
কৃত সংযোগই কারণ জানিবে ॥ ৭৭ ॥

পূর্বোক্ত চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন । যথাঃ—অনন্তর যদি “সমস্ত  
গুণে ইনি নারায়ণের তুল্য” এই গর্গমুনির বচনানুসারে তোমরা আমাকে  
নারায়ণ বলিয়াই মানিয়া থাক, তথাপি ( অর্থাৎ আমার নারায়ণভাব থাকিলেও )  
তোমাদের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহা নিশ্চয়ই প্রেমের অধীন । অতএব তোমা-  
দিগের যে সেই এক উৎকৃষ্ট প্রেমের সাতিশয় উদ্ভেক আছে, সেই প্রেমের  
উৎকর্ষই আমাকে শীঘ্র সেইরূপ ঘটাইবে । যেহেতু “আমাতে যে ভক্তি



তু ভবতীভিঃ সহ নত্যসংযুক্ত এবত্যেতদপি “ময়ি ভক্তির্হী”  
 ত্যাদি স্বপ্রতিজ্ঞানুল্লঙ্ঘ্য দ্বয়েনাপরেণ বিদ্রিয়তে । যস্মাদহ-  
 মিত্যহঙ্কারাখ্যং তত্ত্বং সর্বভূতানামাকাশাদীনাং যথাদ্যন্তাদিস্বং  
 ভৌতিকানাং চ যড়্জাদিনামবেগুরক্ষাদীনাং যথাকাশাদ্যান্তাদ্যন্ত-  
 স্বাদরূপাণি এবং হেতানি ভূতানি প্রাণিনো জীবা ভূতেষু  
 স্বস্বদেহেষু তাদৃশানি । এবমেব চাত্মনঃ পরমাত্ত্মনা আত্মা  
 জীবন্ততো ব্যাপ্তঃ । এবর্গাত পরেণাস্বয়ঃ । পরত্র চ পশ্যতে-  
 ত্যেনে ন তামামবধানবিসয়ভাগএব পর্য্যবসায়ত ইতি স্বীয়-

“অহং হী”তিপদাং ব্যাপ্যতি—যস্মাদিত্যাदिना। मयिकायामूलमहंकाराख्यं तत्त्वं आद्यान्तादिसं-  
 मयाख्यं यड्जजादेः संप्रसरणं नामप्रकाशे येषां एवभूता ये वेगुरक्षान्त्येवां यथा पञ्चभूतानि  
 त्रिकालवर्तीनि । एवं हेतानीति पदयं व्याप्यति । भूतानि प्राणिनो जीवाः स्वस्रदेहेषु  
 तदृशानि आद्यान्तादिरूपाणि । एवमित्यादि सूत्रम् । अवधानविषयभागः अवधानविषयस्य भाग  
 एकदेशः स एव पर्यावसायते पश्चात्प्रा द्रियते इति । अत्र आहपदमथाहवां उहनीयं यथा  
 पुनर्मुक्तं अहं हित्यादिना, एवमेव उक्तं तद्वत्प्रविधः व्यापकव्याप्यरूपं यथा अहंकारतत्त्व  
 ताहा मोक्षेर जगत्तु हहया থাকে” ইত্যাদি বচনদ্বারা তাহাই উক্ত হইয়াছে ।  
 অতএব এইরূপ প্রকারেও তোমাদিগের বাহ্য দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই সমাধান  
 করা যাইতেছে । কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সহিত নিত্য  
 সংযুক্ত আছি । ইত্যাদি বিষয় ও “আমাতে ভক্তি” ইত্যাদি নিজ প্রতিজ্ঞা  
 লঙ্ঘন না করিয়া অত্র দুই শ্লোকদ্বারা বিবৃত হইয়াছে । -

কারণ “অহং হি” ইত্যাকার অহংকারতত্ত্ব যেকূপ আকাশাদি সমস্ত ভূত-  
 পদার্থের আদি, মধ্য এবং অন্তিস্থিত ; এবং যেকূপ নিষাদ, ক্ষয়ভ, এবং যড়্জ-  
 প্রভৃতি—সম্প্রসারণের প্রকাশক বেগুরক্ষ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থসমূহের আকা-  
 শাদি ভূতপদার্থ সকল আদি, মধ্য এবং অন্তিস্থিত, অর্থাৎ ত্রিকালবর্তী এইরূপ  
 এই সকল ভূতপদার্থ, প্রাণ, বিশিষ্ট জীবগণ ভূতপদার্থে অর্থাৎ স্বস্ব  
 দেহে আদি, মধ্য এবং অন্তিস্থিত হইয়া থাকে । এইরূপ প্রকারেই আত্মা  
 অর্থাৎ পরমাত্ত্মার সহিত, আত্মা অর্থাৎ জীবাত্ত্মা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে ; ইহা  
 পরবর্তী শ্লোকের সহিত অবয়ব হইয়াছে । পরবর্তী শ্লোকেও “পশ্যত” অর্থাৎ

পদমধ্যাহ্নাং । ততশ্চ যথাপূর্বমুক্তমেবমেব । তদুভয়বিধং  
ব্যাপকব্যাপ্যরূপং সর্বং স্বায়ং ময়ি পরে পরত্রে স্থিতেহপি  
অক্ষরে পরস্পরক্ষুর্ভিপ্রামাণ্যেন নিত্যযুগ্মংসঙ্গিনি আভাতং,  
মদাশ্রয়তয়া বিরাজমানং ন তু প্রাকৃতানাং তত্তদ্বল্লীনাং পশ্যত,  
সর্বদানুভূতং স্মরতেতি ॥ ৭৮ ॥

তদেবমান্নানমধিকৃত্য যা শিক্ষা তয়া তেন শিক্ষিতা  
গোপদামান্ত্রাঃ পূর্বতদ্বিরহজানুস্মরণবিকলিতজীবনাধারাঃ

ব্যাপকঃ সর্বভূতানাং ব্যাপ্যঃ এবমান্নাঃ পরমাশ্রয়ঃ ব্যাপকঃ ভূতানাং প্রাণিনাং ব্যাপ্যঃ  
সর্বং স্বায়ং মধ্যাপ্যঃ পরস্পরক্ষুর্ভিপ্রামাণ্যেন ভবতীনাং পরস্পরঃ যা মম ক্ষুর্ভি যুগ্মঃ  
প্রামাণ্যেন ময়ি আভাতং বিরাজমানং, কলিতং লিপতি—সর্বদানুভূতং মাং স্মরতেতি ॥ ৭৮ ॥

•দেবঃ ভগবদাক্যং নিশমা ত্যামসমস্তং গতবতা স্থাং সব্যাস্ত—তদেবমিতিগদোনাং  
তেন কক্ষেন পুস্ততদ্বিরহজানুস্মরণবিকলিতজীবনাধারাঃ তস্ত একস্ত গো বিরহঃ স্বস্থিতঃ জাতমন্ত-

তোমরা দর্শন কর, এই বচনদ্বারা এই সকল গোপাদিগের অবধান বিষয়ের এক  
দেশই পর্যাপ্ত হইতেছে। এই কারণে এই স্থানে স্বীয়পদ উহা করিয়া লইতে  
হইবে। অতএব ইহাও পূর্বে উক্ত হইয়াছে। সেই উই প্রকার ব্যাপ্য  
ব্যাপকভাব, অর্থাৎ যেমন অহঙ্কারতত্ত্ব ব্যাপক, এবং সকল ভূত ব্যাপ্য, এবং  
যে রূপ পরমাশ্রয় ব্যাপক, এবং জীবগণ ব্যাপ্য সেইরূপ সমস্ত স্বীয়বিষয় আমার  
ব্যাপ্য হইয়া, আমি অপর স্থানে থাকিলেও, এবং আমি অক্ষয় হইলেও ( অর্থাৎ  
পরায়ের ক্ষুর্ভি প্রামাণ্যদ্বারা নিত্যই তোমাদের সঙ্গী হইলেও ) আমাতে প্রতি-  
ভাত হইয়াছে, ( অর্থাৎ আমার আশ্রয়রূপে বিরাজ করিতেছ ) কিন্তু যে রূপ  
প্রাকৃতিক জীবগণের কাছে আমি লীন (লুকায়িত) হইয়া থাকি সেইরূপ জীবভাব  
আমাকে দর্শন করিও না, অতএব তোমরা সর্বদা বাতাকে দর্শন করিয়াছ। ইহা  
অনুভূত বিষয় ( আমাকে ) তোমরা স্মরণ কর ॥ ৭৮ ॥

এইরূপ প্রকারে ত্রীকুঞ্চ অব্যাবস্থিক বিষয়ের উপদেশ দিয়া গোপাঙ্গনাদিগকে  
শিক্ষা দিয়াছিলেন। তখন তাহারা কুঞ্চ-মুখের শিক্ষা শ্রবণপূর্বক পূর্বে কক্ষ

সম্প্রতি পুনরন্তর্বাহিস্তপকং তং ময়ীতি স্বয়ং নির্দিষ্টং, শ্রীকৃষ্ণ-  
লক্ষণং নিত্যসংযোগিনমেবাদিগতবত্যাঃ । হন্ত ! হন্ত ! তদন্তরা  
তাসাং তদপি সান্তরায়ং বভূব । বত্র তদিদমপি তা গ্রাপিতা  
“ময়ি ভক্তিশী”ত্যাदिना स्वप्रभावमयेन पुनस्तেন तपिता वाष्प  
मपिताश्চিরেण वयाचिरे ॥ ৭৯ ॥

• রণীমহি পদাম্বুজং তব সরোজনাভ ! প্রভো !

মনস্তপি কথঞ্চন ক্ষুরতু নঃ সমস্তাদিতি ।

ইদং হি বত ! যোগিনাং স্মৃততয়া তমশ্চ্যাবনং

বিযোগিজুদৃশাং তয়া তমসি সজ্জনং প্রভূত ॥৮০॥

স্মরণং পূৰ্ণকং তং তদ্বিরহজানুস্মরণং চৈতি তেন বিকলিতা জীবনাধারা দেহা বাসাঃ তাঃ পুনঃ  
কুরুক্ষেত্রে অন্তঃবাহি স্তপকং অন্তঃবাহি স্তপয়িতুং প্রীয়মিতুং শাসনমজ্ঞ তং অধিগতবত্যাঃ নিত্য-  
কাস্তহেন প্রাপুঃ । হন্ত হস্তেতি খেদে । তদন্তরা তদ্বধ্যে তাসাং গোপীনাং তদপি নিত্যসংযোগিহমপি  
সান্তরায়ং প্রতিবন্ধকসহিতং বভূব । বত্র সান্তরায়ে তা গোপো গ্রাপিতা গ্মানিং প্রাপিতাঃ  
সত্য স্তেন বাকোন তপিতা বাষ্পমপিতা অশ্রুজলেন সিক্তাঃ সত্যশ্চিরেণ চিরকালং বয়াচিরে  
বাচিতবত্যাঃ ॥ ৭৯ ॥

তাসাং বাচনং বর্ণয়তি—বুঝিইতি । হে প্রভো ! ইদং বুঝিই, হে সরোজনাভ ! পদ্মনাভ ! তব  
পদাম্বুজং নোহস্মাকং মনস্তপি অপিকারাং নেত্রে সমস্তাং কথঞ্চন ক্ষুরতু, কথঞ্চনেতি

বিরহের অগ্রদূত করিয়া ব্যাকুল দেহ হইয়াছিল । কিন্তু এক্ষণে গোপীগণ  
পুনরায় কুরুক্ষেত্রে অন্তঃকরণ এবং বাহ্যপদার্থে তৃপ্তিকারক শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য-  
কাস্ত রূপেই প্রাপ্ত হইয়াছিল । হায় ? হায় ? তাহার মধ্যে গোপীদিগের  
নিত্যসংযোগও প্রতিবন্ধক হইয়াছিল । ঐ প্রতিবন্ধে সেই সকল গোপীগণ  
গ্মানি প্রাপ্ত হইয়াছিল । “আমাতে ভক্তি” ইত্যাদি স্বীয় প্রভাবপূর্ণ বাক্য-  
দ্বারা পুনর্বার শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া ছিলেন, এবং তৎপরে গোপী-  
গণ, বাষ্পজলে অভিষিক্ত হইয়া অনেক কণের পর তাহাই প্রার্থনা করিয়া-  
ছিল ॥ ৭৯ ॥

হে প্রভো ! আমরা ইহা প্রার্থনা করিতেছি । হে পদ্মনাভ ! তোমার

এতদেব ভবতাপ্যাক্ষবঃ প্রাতি স্বয়মুক্তম্—

“ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরেষু গোকুলস্ত্রিয়ঃ ।

স্মরন্ত্যোহং ! বিমূহান্তি বিরহোৎকণ্ঠাবিস্রলাঃ” ॥

তা ১০৪৬৫ ॥ ইতি ॥

যস্মাৎ “মধ্যাবেশ্য মনঃ কৃষ্ণ” ইত্যাদিকয়া তব শির্ক্ষয়াপি  
তদস্মাকং ন সিধ্যতি গৃহজনাধীনতয়া স্বচ্ছন্দগাগমনং চ ন

বিরহবাকুলে মনসি প্রিরহাযোগাৎ তত্ত চিন্তনে নাস্মাকং শক্তিরিত্যর্থঃ । হি যত ইদং তব  
পদাস্থজস্ফুরণং যোগিনাঃ স্মৃততয়া তমশ্চ্যাবনং অজ্ঞাননাশনং বিয়োগিস্তদুশাং বিয়োগিরমণীনাং  
তয়া স্মৃততয়া প্রত্যুত তমসি বিরহে হৃৎপে মজ্জনং মজ্জয়তি বিরহোজ্জেক্ষ্যং কণ্ঠকিং স্মুরণেহপি  
ন বিরহদুঃখশাস্তিঃ ॥ ৮০ ॥

কিঞ্চ এতদেব স্মুরণেহপি বিরহদুঃখং ময়ীতি প্রেয়সাং দেহাদীন্যং প্রেষ্ঠে প্রিয়তমে অজ্ঞ !  
হে উদ্ধব ! বিরহেণ যদৌৎকণ্ঠং তেন বিস্রলাঃ পরবশাঃ । ননু মনসি পদাস্থজস্ফুরণং  
প্রার্থয়ন্তে, তৎ কিং যত্র যত্রাহং স্তাস্তামি তত্র তত্র যুগং গমিষ্যামি, ততো বিরহঃ কথমপি ন তিষ্ঠেৎ,  
তত্রাহ—যস্মাদিগিঃ “মধ্যাবেশ্য মনঃ কৃষ্ণে বিমূহান্তেশেষব্রুতি যৎ । অনুস্মরন্ত্যো মাং নিতা-

পাদপদ্ম আমাদের হৃদয়ে এবং চক্ষে ও কোন রূপে বিরাজ করুক । আমাদের  
মন তোমার বিরহে একান্ত ব্যাকুল হইয়াছে । তাহাতে একে বারেই মনের  
স্থিরতা নাই । স্মৃতরাং তাহা চিন্তা করিতে আমাদের শক্তি নাই । কারণ,  
তোমার পাদপদ্মের স্মুরণে যোগিগণ উহা স্মরণ করে বলিয়া তাঁহাদের অজ্ঞান  
নাশ হইয়া থাকে, কিন্তু বিয়োগিনী কামিনীগণ স্মরণ করিলে, তাহা দ্বারা বরং  
বিরহদুঃখে মগ্ন হইয়া থাকে । তাৎপর্য্য এই যে, বিরহের উদ্বেকে অতিকষ্টে  
স্মুরণ হইলেও বিরহদুঃখের অবসান হয় না ॥ ৮০ ॥

আপনিও এই কথাই স্বয়ং উদ্ধবের প্রতি বলিয়া ছিলেন । হে উদ্ধব !  
দেহপ্রভৃতি প্রিয়তম বস্তু আছে, আমি তাহাদের মধ্যে প্রেষ্ঠ । অতএব আমি  
বিদেশস্থ হইলে, সেই সমস্ত গোকুলবাসিনী সীমন্তিনীগণ আমাকে স্মরণ করত  
বিরহজনিত উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া মোহিত হইতেছে । কারণ “আমি  
শ্রীকৃষ্ণ, আমার উপরে মনোনিবেশ করিয়া” ইত্যাদি আপনার শিক্ষাদ্বারাও

সম্ভবতি, তস্মাদন্য ত্বৎপদান্বজযুগলস্ত নিত্যং ব্রজমধ্যাসীনস্ত  
দর্শনমেবাস্মভ্যং সুখস্পর্শনমিতি ধ্বনিতম্ ।

তদেতদভিপ্ৰায়কং শ্রীবাদরায়ণ-বচনং—“আহুশ্চ তে  
নলিননাভে” ইতি ॥ ৮১ ॥

অগ (ক) বিরহবশতাবশাৎ পুনর্মুচ্ছাদ্যচ্ছান্তস্য । যত্র  
মুহুর্ভয়মেব পূর্তয়ে বভূব । তদনু শ্রীকৃষ্ণশ্চ (খ) ধৃতকন্ট-  
স্তাদদমাচম্—

মচিরান্মাপৈষণাং ইতি বিমুক্তেরাশেষবৃত্তিকং মনো ময়ি কক্ষে যথা কপাঙ্কদাশ্রয়িতাঃ পদারবিন্দঃ  
প্রসিদ্ধে আবেগে নিরন্তরং স্রবস্ত্যং স্ত, তস্মাদচিরাদেব মাং কৃষ্ণমুপ সমীপেব এষাপ প্রাপ্স্যথৈব,  
নতু মমাত্র স্বাতন্ত্র্যমিতি ভাবঃ । অতো ব্রজপ সমীপে এষাপ ততানেন অস্মাকং গৃহজনানামন্য  
ব্রজে বাসোদভূমঃ তস্মাৎ স্বচ্ছন্দং স্বাতন্ত্র্যেণ আগমনং ন সম্ভবতি নিত্যং ব্রজমধ্যাসীনস্ত সম্পদা  
ব্রজস্থিতস্ত সুখস্পর্শনং মুখজনকং । “আহুশ্চ তে নলিননাভ ! পদারবিন্দং যোগেথরৈ হৃদি বিচিস্তান-  
গাধপেধিঃ । সংসারকূপপতিতোত্তিরণাবলম্বং গেহং জুঘামগি মনস্তাদিয়াং সদা ন”  
ইতি ॥ ৮১ ॥

ততশ্চ কিং প্রভমভূদিত্যপেক্ষায়াং তস্য তাসাঞ্চ বৃত্তান্তং বর্ণয়তি—অথৈতাদিগদ্যেনে ।

তাতা সিদ্ধ হইতে পারে না । দ্বিতীয়তঃ আমরা গৃহজনের অধীন বলিয়া  
স্বচ্ছন্দে আগমন করিতেও পারিব না । অতএব আপনার যে পাদপদ্মযুগল  
নিয়তই ব্রজমধ্যে অধ্যাসীন রহিয়াছে ; সেই চরণ-যুগলের দর্শনই আমাদের  
সুখস্পর্শ ঘটাইয়াছে ; ইহাই সূচিত হইয়াছে । এইরূপ অভিপ্ৰায়ে ( ভা, ১০।  
৮২।৮৪ ) শ্রীকৃষ্ণদেবের বাক্যও শোভা পাইতেছে । যথাঃ—হে পদ্ম নাভ ! অগাধ  
জ্ঞান সম্পন্ন যোগীগণের হৃদি চিস্তনীয় এবং সংসার কূপপতিত জীবের উদ্ধারের  
উপায় স্বরূপ আপনার পাদপদ্মে যেন আমরা পুরে গমন করিলেও ওখায় মনে  
উদিত হয়, ইত্যাদি ॥ ৮১ ॥

অনন্তর বিরহের বশতাপন্ন হইয়া পুনরায় গোপীগণ মুচ্ছা প্রাপ্ত হইল ।  
ঐ মুচ্ছা অবস্থায় দুই মুহূর্ত্ত পরিপূর্ণ হইয়াছিল । এইরূপ মুচ্ছা দর্শনের পর

(ক) অগ : বিরহবশতাবশাৎ । ইত্যানন্দবৃন্দাবনগৌরপাঠঃ ।

(খ) : ধৃতকন্ঠ ইতি মাওপাঠঃ ।

অহো! সৰ্বত্র সঞ্চারিতশুদ্ধকয়স্থষ্ণয়া বিচারব্যভিচার-  
চরিশুভুদ্ধয়ঃ কিং সম্প্রত্যেব যুগ্মান্ প্রত্যেবমুক্তং বিস্মৃতং ।  
তাঃ সগদগদমূচ্চুঃ—এবামতি কিম্ ?

স উবাচ—“ময়ি ভক্তিহী”ত্যাदि ॥

তা উচুঃ—সত্যমুক্তং । কিন্তু বিরহশাস্ত্রিকয়া ছিদ্ৰিতে  
হৃদি ন কিঞ্চিদাশ্রয়তামদিবাতি । তস্মাদ্বৃণীমহীত্যাदिনা  
বদস্মাভিৰ্ব্যক্তিং তদেবাস্তভ্যং দেহীতি ॥ ৮২ ॥

বিরহস্তা বশতঃ তেন বিকৃততা তত্তা বশাৎ ক্ষুদ্রস্থি স্ৰ প্রাপুঃ, যত মুচ্ছায়াঃ । পদস্ত মুচ্ছাদিশনা-  
নগ্রঃ বৃহকষ্টঃ বৃহৎ কষ্টঃ যেন সঃ, বৃহকষ্টেতি পাঠো রমাঃ, বৃহৎ তাগুৎ কষ্টো যেনার্থঃ ।  
সকল সঞ্চারিতঃ যৎ চরিতঃ চরিত্রঃ তেন শুদ্ধি যামাং কাঃ, যদা সঞ্চারিতা চরিত্রা শুদ্ধিযামাং  
কাঃ । হে বিচারব্যভিচারচরিশুভুদ্ধয়ঃ । বিচারস্ত যো ব্যভিচারঃ যথার্থনির্ণয়দা অনিশ্চয় স্তঃ চরিত্রঃ  
শুদ্ধিযামাং বৃহৎ তা বৃহৎ কষ্টঃ তাঃ কিং বিস্মৃতমিত্যর্থঃ । বিরহছন্দ্রিকায়া আশ্রয়তাং আধারণীয়তাং  
অধিবাতি আশ্রয়চ্ছতি । তস্মৎ “ময়ি ভক্তিহী”ত্যাदिবাক্যদ্বা হৃদি বিরহভাবাৎ ব্যক্তিভঃ  
প্রকাশিতম্ ॥ ৮২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ, উৎকর্ষিত হইয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন । আহা! সকল স্থানেই  
তোমাদের চরিত্রের বিস্তৃত ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে ; তথাপি লালসা বশতঃ  
তোমাদের বুদ্ধি যথার্থ নির্ণয়ের অনিশ্চয়তা অবলম্বন করিতেছে । অতএব  
হে গোপীগণ! আমি সম্প্রতি তোমাদের প্রতি যে এইরূপ বাক্য বলিয়া ছিলাম,  
তাহা কি তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ? গোপীগণ গদগদ স্বরে বলিতে লাগিল,  
“এইরূপ” বাক্য কি প্রকার? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন “আমাতে ভক্তিই কেবল  
মোক্ষের হেতু” ইত্যাদি । গোপীগণ বলিল, যথার্থ বলিয়াছেন, কিন্তু বিরহরূপ  
ছুরীদ্বারা আমাদের হৃদয় ছিদ্ৰিত হওয়াতে কোন বিষয়ই হৃদয়ে স্থান পাইতেছে  
না । অতএব “বৃণীমহি” অর্থাৎ আমরা প্রার্থনা করিতেছি” ইত্যাদি বাক্য-  
দ্বারা আমরা যে বিষয়ের স্মৃতি করিয়াছি, তাহাই আপনি আমাদের দান  
করুন ॥ ৮২ ॥

অথ স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—ততস্তাসাং প্রাণনাথঃ স তু কিং  
ব্যবসিতবান্ ? ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ—যদাহ শ্রীবাদরায়ণঃ—

“তথানুগৃহ্য ভগবান্ গোপীনাং স গুরুগতিঃ ।

যুধিষ্ঠিরমপাশ্রয়ং সৰ্ববাশ্চ স্তনুদোহব্যয়ম্” ॥ ইতি ॥ ৮৩ ॥

তস্য রজনীবেশেষস্য শেষমারভ্য তু রজনীরতং দিগদর্শনয়া  
পরায়শ্চতে । তদেবং তাদৃশপ্রার্থনানুসারি সমনুগৃহ্য মুহুরাগৃহ্য  
শ্রীরাধিকাদিকাঃ প্রত্যেকং রিঙ্গদশ্মালিঙ্গন সঙ্গিনম্ভবমাজ্ঞা-  
পয়ন্মাধবঃ স্নানালঙ্করণানি (ক) সমানাব্য তাঃ সন্মানয়ামাস,  
প্রচ্ছন্নমুখাস চ তাং রজনীং তত্র ॥ ৮৪ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কিং কৃতবান্ ইত্যপেক্ষয়া স্নিগ্ধকণ্ঠো যথাশ্রুতভরণ্যত—তত ইত্যাদি-  
গদ্যেন । কিং ব্যবসিতবান্ কৰ্মব্যাহেন । কিং নিশ্চিতবান্ । তৎ মধুকণ্ঠো যদুত্তরং দদৌ  
তদ্বর্ণয়তি—যদাহেত্যাদিনা । “তথানুগৃহ্য ভগবান্ গোপীনাং স গুরুগতিঃ । যুধিষ্ঠিরমপাশ্রয়ং  
সৰ্ববাশ্চ স্তনুদোহব্যয়ম্”মিতি । তথানুগৃহ্য যথা তাঃ প্রার্থনাং কৃতবতা স্তথা অনুগৃহ্য সাগতঃ  
স্বীকৃত্য স শ্রীকৃষ্ণঃ গোপীনাং গুরুঃ নিত্যপ্রিয়রূপগতিঃ প্রাপ্তঃ ॥ ৮৩ ॥

তৎপ্রসঙ্গস্য সঙ্গতিং বর্ণয়তি—তসোতিগদ্যেন । শেষঃ চতুর্থ্যামং তাদৃশপ্রার্থনানুসারি  
তাদৃশা য়া প্রার্থনা তঃ অনুসর্জ্য শীলং যত্র যথা ব্যাভূতা সমনুগৃহ্য মুহুরাগ্রহং কৃৎবা রিঙ্গদশ্ম

অনন্তর স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিতে লাগিল, অনন্তর সেই গোপাঙ্গনাদিগের প্রাণেশ্বর  
কি কার্য্য নিশ্চয় করিলেন । মধুকণ্ঠ কহিল, শ্রীশুকদেব বাহা বলিয়াছেন ।  
যে রূপ গোপীগণ প্রার্থনা করিয়াছিল, গোপীগণের নিত্যপ্রিয়রূপ, উপায় স্বরূপ  
অব্যয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই রূপেই অনুগ্রহ করিয়া যুধিষ্ঠির এবং সমগ্রবান্ধব-  
দিগকে প্রসন্ন করিলেন ॥ ৮৩ ॥

সেই রজনীবেশেষের শেষ অর্থাৎ চতুর্থ প্রহর আরম্ভ করিয়া রাত্রিকালের  
বৃন্তাস্ত অন্নমাত্র নির্দিষ্ট হইতেছে । এইরূপে গোপীগণের ঐরূপ প্রার্থনানুসারে  
তাহাদের উপর অনুগ্রহ করিয়া, এবং পুনঃ পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া,

তাস্থ লোকধর্মবিলজ্জিচরিতাস্থ নিরোধনির্বন্ধকৃতাং সম্বন্ধ-  
বিশেষভূতানাগমনাদগোচরতয়া স্বস্থ চ রহস্যগমনাং পরেষা-  
মতর্কিততয়া তদাসাদিতি । তথাপি তাঃ প্রথমরজ্জ্বাং  
তু (ক) বিরহস্মরণানন্ত্যামেব বৃত্তিগামেদুর্নতু স্থখবিলাসধন্ত্যাং ।  
ক্রমাদেব তু (খ) দুঃখাতিক্রমাদপরস্পরস্বাং রাত্রাবেব চির-  
রাত্রায় রতিপাত্রায়মাণা বভূবুঃ ॥ ৮৫ ॥

রিজ্জং গলং অশং নেত্রজলং যত্র তদ্ব্যথা স্যাত্তপঃ আলিঙ্গনং আলিঙ্গনং তা গোপীঃ সম্মানয়মান  
অবেশিতাশ্চকার, প্রচ্ছন্নং অন্তাগোচরং যথা স্যাত্তপা উবাস যাপিতবান্ ॥ ৮৪ ॥

প্রচ্ছন্নতারীতি বর্ণয়তি—তাস্থিতি । লোকধর্মং বিলজ্জিতুং শীলমসা এবম্ভূতং চরিত্রং  
যাসাং তাস্থ নিরোধে নিবন্ধং কুস্মিতি ন যে তেষাং সম্বন্ধবিশেষভূতাং সম্বন্ধবিশেষঃ পুণ্ড্রস্ব-  
খশ্রমন্তাদিকপং বিভ্রতি তেষাং কুরুক্ষেত্রে অনাগমনাং অগোচরতয়া অপ্রত্যক্ষতয়া রহস্যগমনাং  
জনাগোচররূপেণ গমনাং অতর্কিততয়া বিতর্করাহিতোন । তথাপি শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমেহপি বিরহ-  
স্মরণানন্ত্যং বিরহস্মরণাং ন অন্ত্যং বিরহস্মরণরূপামেব বৃত্তিং বর্তনং আসেদুঃ প্রাপ্তং, নতু  
স্থখবিলাসেন ধন্ত্যাং বৃত্তিং চিররাত্রায় চিরকালং রতিপাত্রায়মাণা রতঃ ক্রীড়য়াঃ পাত্রায়ম  
অচরন্তি যা স্তপা বভূবুঃ ॥ ৮৫ ॥

শ্রীরাধিকাপ্রভৃতি প্রত্যেক রমণীকে সজলনয়নে আলিঙ্গন করিলেন । তৎপরে  
সহচর উদ্ধবকে আজ্ঞা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, স্নানের জল এবং অলঙ্কার সকল আনয়ন  
করাইয়া তাহাদিগকে সম্মান করিলেন, এবং গোপনে সেই স্থানে রাত্রি যাপন  
করিলেন ॥ ৮৪ ॥

ঐ সকল গোপীগণের চারিত্র, লোকমর্যাদা এবং ধর্মমর্যাদা লজ্জন করিলে,  
যাহারা গোপীদিগকে গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল,  
এবং “আমি পতি, আমি স্বামী (শান্তুড়ী)” এইরূপে যাহারা সম্বন্ধ ধারণ করিয়া-  
ছিল, তাহারা কুরুক্ষেত্রে আগমন করে নাই, এই হেতু তাহাদের অগোচরে গুপ্ত  
ভাবেই নিজে গমন করিয়াছিল । ঐ বিষয়ে কোন লোকেও তর্ক করিতে  
পারে নাই । এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের মিলন হইলেও ঐ সমস্ত গোপাঙ্গনা, প্রথম

(ক) বিরহস্মরণানন্ত্যামেব । ইতি গৌরপাঠঃ ।

(খ) ক্রমাদেব তু । ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ ।



যথা ;—

প্রতিগোপি প্রতিরজনি প্রতিমুহুরগ্নানোরথপ্রথনম্ ।

কুরুভূবি নিশীথবীথিষু রহসি বিহারং হরিবিন্দধে ॥ ৮৬ ॥

কিন্তু ;—

যদ্যপি বৃন্দাবিপিনাদন্যত্রাসাবমূর্তিরক্রাডং ।

তদপি বিনা তন্মেনে তাভিস্তেন চ তদপ্যদঃ স্বপ্নঃ ॥ ৮৭ ॥

তাং রতিং বর্ণয়তি—প্রতীতি । হরিঃ কুরুভূবি নিশীথবীথিষু রাত্রিপঙ্ক্তিবু রহসি বিহারঃ বিন্দধে, কথং প্রতিগোপি গোপীষু গোপীষু প্রতি প্রতিরজনি প্রতিরাত্রীষু প্রতিমুহুরঃ মুহুরঃ পুনঃপুনঃ লক্ষ্যকৃত্য প্রতিমুহুরঃ উদ্যান্ যো মনোরথ স্তস্য প্রথনং বিস্তারো যত্র তদ্বৎ স্যাৎতথা ॥ ৮৬ ॥

তত্র তদৃশবহারোহাপ ন তৃপ্তয়ে অকল্পহেতি বর্ণয়তি—যদ্যপি। যদ্যপ্যসৌ ক্রোশ বৃন্দাবিপিনাদন্যত্র কুরুক্ষেত্রে অমূর্তিগোপীভিঃ সহ যক্রীড়ং, তদপি তং বৃন্দাবিপিনং বিনা তাভিগোপীভিঃ তেন চ কুফেন তদপ্যদঃ ক্রাডনং স্বপ্ন ইতি মেনে স্বপ্ন ইব ক্ষণিকস্থ পদ বৃদ্ধে ॥ ৮৭ ॥

রাত্রে কেবলমাত্র বিরহ অরণ করিবার মনোবৃত্তি প্রাপ্ত হইল । কিন্তু তাহার সুখ বিলাসদ্বারা প্রশংসনীয় বৃত্তি প্রাপ্ত হয় নাই । কিন্তু ক্রমে ক্রমে দুঃখের অবসান হইলে শেষরাত্রে বহুক্ষণের পর রতিক্রীড়ার আধার স্বরূপ হইয়া ব্যবহার করিয়াছিল ॥ ৮৫ ॥

যথা—শ্রীকৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রে যত রাত্রি গত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেক রাত্রিতেই প্রত্যেক ক্ষণে প্রত্যেক গোপীর সহিত, সমুদিত মনোরথ বিস্তার করিয়া নিঃসনে বিহার করিয়াছিলেন ॥ ৮৬ ॥

যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ, বৃন্দাবন ব্যতীত অন্যস্থানে ( কুরুক্ষেত্রে ) এই সকল গোপনারীদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন সত্য, তথাপি বৃন্দাবন ব্যতীত সমস্ত গোপী এবং শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপ ক্রীড়াকেও স্বপ্নের মত ক্ষণিক সুখদায়ী বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন ( ক ) ॥ ৮৭ ॥

( ক ) এই বিষয় শ্রীরাগোখামিপাদও ললিতমাধব নাটকে বিবৃত করিয়াছেন, যথা—  
“প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমস্থঃ ।  
তথাপ্যন্তঃখেলমধূরমুরলীপক্ষমজুষে মনো মে কানিন্দীপুলিনবিপিনায় প্ৰহরতি ॥” হে

যদ্যপি ব্রজকুলমহিলা, হরিরূপি শশ্বৎপরস্পরং ভেজুঃ ।  
তদ্যপি ন ত্ৰাপ্তর্জজে, হৃদি বদ্বিরহো গতাগমিনো ॥ ৮৮ ॥

তত্র চ ;—

যদ্যপি হরিরূপি গুপ্তা গুপ্তাঃ স্নেহাংপি কৌরবে ক্ষেত্রে ।  
তদ্যপি চ কুলপতি-মহিলা-মহিতা জাতা গুণেন গোপাল্যঃ ॥ ৮৯ ॥

নতু, য এব কৃষ্ণো রমণ স্ত্রী স্যা এব গোপ্যা রমণ্য স্ত্রী কথং তাদৃক্স্থখং নাজায়ত, তাহ—  
যদ্যপিহ । পরস্পরং ভেজুঃ মিমামুঃ । ন ত্ৰাপ্তিঃ প্রাপনং ন জাতা তত্র হেতুর্বাদিত, বিরহো  
গতশ্চ আগামীচ তৌ বিরহস্ত পূর্ণাপরয়োঃ সম্বাদিত ভাবঃ ॥ ৮৮ ॥

তত্রাপি গোপীনাট্যকথনং বর্ণয়তি—যদ্যপিহ । যদ্যপি কুরুক্ষেত্রে হরিরূপি স্নেহাংপি  
গোপাল্যাঃ গুপ্তা লুকায়িতাঃ গুপ্তা রক্ষিতাঃ তদ্যপিচ গুণেন কুলপতিমহিলাভির্মহিতাঃ পূজিতা  
জাতাঃ ॥ ৮৯ ॥

যথাপি ব্রজকলবধুগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ অবিরত পরস্পর মিলিত হইয়াছিলেন,  
তথাপি হৃদয়ে তৃপ্তি হয় নাই । কারণ, তৎকালে গতবিরহ এবং ভাববিরহের  
অস্তিত্ব ছিল ( ক ) ॥ ৮৮ ॥

যদ্যপি কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই লুকায়িত গোপাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন,  
তাহা হইলেও গুণদ্বারা কুলপতিগণের পত্নীগণ তাহাদিগকে পূজা করিয়া-  
ছিলেন ॥ ৮৯ ॥

সহচর! সেই প্রিয় কৃষ্ণই কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছেন, আমিও সেই রাধা, এবং উভয়ের সঙ্গম  
স্থলও সেই প্রকার, তথাপি মধুর মুরলীর পঞ্চমনাদ শোভিত সেই কালিন্দী-পুলিনের কাননের  
জন্তই আমার মন, প্ৰহা করিতেছে । “যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর স্ত্রী এব চৈত্রক্ষপাঃ”  
ইত্যাদি সামান্য নায়ক পর শ্লোকের পরিবর্তে এক্ষণ কৃত এই কৃষ্ণলীলাপর পদ্য দেখিয়া নীলবনে  
শ্রীমদ্রহস্যভূ শতমুখে ধন্যবাদ দেন । চৈতন্য চরিতামৃত দ্রষ্টব্য ॥

( ক ) মথুরা গমন হইতে কুরুক্ষেত্রে মিলন পয্যন্ত গতবিরহ, এবং কুরুক্ষেত্রে হইতে ব্রজ  
গমন ও তথায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত পুনর্মিলন পয্যন্ত ভাববিরহ ।

তত্র শ্রীমন্মহিষীগাং শ্রীরাধামুদ্दिश “ব্রজস্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তী”-

তাত্র কৃতশংসনং প্রশংসনং যথা—॥ ৯০ ॥

ইচ্ছামো ন বয়ং তু বিষ্ণুপদমপ্যন্ত্য কং বা কথা

কিস্তেতস্য গদাগ্রজস্য পদয়োৰ্ধ্বতুং রজো মূৰ্দ্ধান ।

রাধাহৃদযুগ্মং যতস্তৃণামিতং পশ্চাৎ পুলিন্দীধৃতং

গোপীভিঃ স্পৃহিতং যয়োঃ স স্তরভিশ্চেতো হরত্যদ্য চ ॥

ইতি ॥ ৯১ ॥

তদেবং সামাশ্রয়েন গোপীনাং মহিষীভ্যঃ বর্ণিতং শ্রীরাধায়ান্ত তত্রাপি বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি—  
তদ্রোতিগদোদন । শ্রীমন্মহিষীগাং প্রধানাষ্টমহিষীতরাণাং কৃতঃ শংসনঃ কথনং যস্য তৎ ॥ ৮৯ ॥

তৎ প্রশংসনং নির্দিশতি—ইচ্ছাম ইতি । বয়স্ত বিষ্ণুপদং বৈকুণ্ঠমপি ন ইচ্ছামঃ, অন্ত্যম্য  
একলোকাদেঃ কং বা কথা, তদা কিং প্রার্থয়ধে তদাহ—কিস্তিতি । এতস্য গদাগ্রজস্য পদয়োঃ  
রজো মূৰ্দ্ধান ধতুমিচ্ছামঃ । নন্ত, তৎপদরজো যুগ্মাভিঃ প্রাপ্তমেব তদা কথং প্রার্থয়ধে,  
তদাহ—রাধায়া হৃদযুগ্মং হৃদয়লিপ্তকুঙ্কমং যতঃ পাদভ্যাং তৃণং দুৰ্দ্ধাদ ইতং প্রাপ্তং পশ্চাদ্ভুক্ত্য  
পুলিন্দীভৃতং পশ্চাৎ গোপীভিঃ স্পৃহীতং কামিতং যয়োঃ পাদয়োঃ স রাধাহৃদযুগ্মমবধৌ  
স্তরভির্গন্ধঃ অদ্যচ অদ্যাপি চেতো হরতি ॥ ৯০ ॥

তন্মধ্যে ( ভা ১০৮৩৪৩ ) “ব্রজনারীগণ, যাহা বাঞ্ছা করেন” এই বলিয়া  
শ্রীকৃষ্ণের আট প্রকার শ্রীমতী মহিষীগণ যে, শ্রীরাধাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রশংসা  
করিয়াছিলেন, সেই প্রশংসার কথা নির্দেশ হইতেছে ॥ ৯০ ॥

আমরা বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠেরও কামনা করি না অতএব ব্রজলোকাদির কথা  
আর কি বলিব । তবে আমরা কেবল গদাগ্রজের চরণদ্বয়ের ধূলি মস্তকে ধারণ  
করিতে ইচ্ছা করিতেছি । রাধিকার হৃদয় লিপ্ত কুঙ্কম, যে চরণদ্বয়ের নিকটে  
দুৰ্দ্ধাদি তৃণের মত হইয়াছে, পশ্চাৎ ব্যাধপত্নীগণ সেই কুঙ্কম ধারণ করিয়াছিল ;  
এবং তৎপরে গোপবধূগণ ঐ কুঙ্কমের বাসনা করিয়াছিল । ঐ পাদদ্বয়ের রাধিকার  
হৃদয়স্থিত যে কুঙ্কম লিপ্ত হইয়াছিল, সেই কুঙ্কমের সৌরভ অদ্যাপি চিত্ত হরণ করি-  
তেছে ॥ ৯১ ॥

ইয়মেব শ্রীব্রজদেবীভিঃ সর্বোদ্ধঃ শ্লাঘিতা “পূর্নাঃ পুলিন্দ্য” ইত্যাদিনা । “অনয়ারাধিতো নুন” গিত্যাদিনা চ । মুনিভিস্তু নাম্মাপি ব্যক্তীকৃত্য । “রাধা বৃন্দাবনে বন” ইত্যাদিনা ॥ ৯২ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—“তথানুগৃহ ভগবা”নিত্যস্মিন্ সর্বসুখ-  
রচনে বাদরায়ণি বচনে “যুধিষ্ঠিরমথাপৃচ্ছ”দিতি ন সমাগব-  
গম্যতে স্ম । ততঃ দেশকালনিগন্তানাং সমাবেশঃ প্রত্য-  
কথ্যতাম্ ? ॥ ৯৩ ॥

তদেব বৈশিষ্ট্যঃ প্রমাণান্তরেন বর্ণয়তি—ইয়মেবেত্যাদিগদোন । ইয়ং শ্রীরাধা “পূর্নাঃ পুলিন্দ্য  
উরুগায়দপদান্তরাগজীকুঙ্কমেন দয়িতাস্তনমন্তেন । তদশনশ্রবজ্ঞ সৃগন্ধাভিভেন নিস্পন্দ্য আনন্দ-  
কুচেযু গ্রহ স্তদাদি”মিতি “অনয়া রাধিতো নুনং ভগবান্ হরিরীধরঃ । যস্মৈ বিহায় গোবিন্দো যাম-  
নমস্কৃত্য ইতি । ঋগ্বিজীৱারবত্যাস “রাধা বৃন্দাবনে বনে” ইতি ॥ ৯২ ॥

তদেবং স্নিগ্ধকণ্ঠো মধুকণ্ঠঃ যদপৃচ্ছত্ত্বর্ণয়তি—তথানুগৃহেতিগদোন । সর্বসুখরচনে  
সর্বসুখ রচনং যেন তস্মিন্ ন সমাগবগম্যতে স্মেতি রাত্রৌ গোপীভিঃ সহ মিলনং বর্ণিতং  
যুধিষ্ঠিরাদিভিঃ মিলনং তদেব কিম্বাস্তদেবেতি । ততঃ স্তস্য সমাগবগমাভাবাৎ প্রত্য-  
কথ্যতামুচ্যতাম্ ॥ ৯৩ ॥

শ্রীরাপার স্তন হইতে কৃষ্ণের চরণলিপ্ত কুঙ্কম তুণে সংলগ্ন হইলে, তাহা ব্যাদ-  
পক্লীগণও প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব তাহারা ধৃত এই কথা এবং ইনিই কৃষ্ণকে  
রাসে অন্তর্দানকালে আরাধনা করিয়াছেন । ইহা বলিয়া ব্রজদেবীগণ এই শ্রীরাধা-  
কেই শ্রেষ্ঠরূপে কীর্তন করিয়াছেন । কিন্তু মুনি বেদব্যাস “বৃন্দাবন নামক  
অরণ্যে রাধা” এই বচনদ্বারা নানোন্মেষপূর্বক তাহার কথা ব্যক্ত করিয়া-  
ছেন ॥ ৯২ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিলেন, “ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপে তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া”  
এই ( ভাগবত দশমস্কন্ধের ৮৩ অধ্যায়ে প্রথম শ্লোক কথিত ) সর্বসুখপ্রদ শুক-  
দেব বাক্যে, “অনন্তর তিনি যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন” ইহার বিষয় সম্যক্-

মধুকণ্ঠ উবাচ—তাসাং বাসঃ খলু শ্রীরাগাবরজস্য স্নানাদি-  
কর্মশর্মাদং নদেকান্তহর্ম্যং তদনুমঙ্গং ভজন্মুদ্রবধান্নঃ সংস্কৃতয়া  
বহিরব্যক্তা আসীৎ । তত্র সতি পরমাদৃতানাংপি যুধিষ্ঠিরাদীনাং  
তস্মাস্মৈব রাত্রৌ কুরুক্ষেত্রমাগতানাংপি তদাবেশবশেন  
শ্রীকেশবেন মিলনাযোগাৎ প্রাতরাগত্য সভাসম্মুখ্যপবিষ্ঠা  
স্থিতানাং প্রাতরপি বিলম্বত এব স্নানাদ্যর্চর্যা তেন মিলতা  
কুশলপ্রশ্নো জাত ইতি ।

তদেবং সঙ্ক্ষেপেণানুবর্ণ্য শ্রীরাধিকা-মুখবিধুঃ নির্বর্ণ্য  
মধুকণ্ঠঃ সমাপনং বর্ণয়তি স্ম ॥ ৯৪ ॥

তচ্ছ্রদ্ধা মধুকণ্ঠো দেশাদীনাং সমাবেশং যদকথয়ন্তদবর্ণয়তি—তাসামিতিগদ্যেন । তাসাং  
গোপীনাং বাসঃ শ্রীকৃষ্ণস্য স্নানাদিকর্মসু শর্মদং স্পন্দং যৎ একান্তহর্ম্যং নিজ্জনশিলাদিনির্মিতগৃহং  
তদনুমঙ্গং তৎ সংগ্ৰহঃ ভজন্মুদ্রবস্ত্রা ধারো গৃহস্য সংস্কৃতয়া সংশ্লিষ্টতয়া বহির্বাতে অব্যক্তঃ  
অপ্রকাশ আসীৎ । যস্তাং গোপীভিমিলনঃ জাতঃ তস্মাস্মৈব রাত্রৌ কুরুক্ষেত্রং প্রাপ্তানাংপি  
যুধিষ্ঠিরাদীনাং তদাবেশবশেন গোপিকান্তিঃ সহ বিহারে যাবেশ স্তস্য বশেন শ্রীকেশবেন সহ  
তেষাং মিলনাযোগাৎ প্রাতঃকালে তন্মিলনার্থমাগত্য সভাসম্মুখ্যে সভাগৃহে উপবিষ্ঠা স্থিতানাং সত্যাং

রূপে অবগত হওয়া যায় না । অতএব বিস্তার করিয়া দেশ, কাল এবং নির্মি-  
স্তের সমাবেশ ব্যক্ত কর ॥ ৯৩ ॥

মধুকণ্ঠ বলিতে লাগিল, রামাহজ শ্রীকৃষ্ণের স্নানাদি কর্মে সুখপ্রদ একটা  
নিজ্জন প্রাসাদগৃহ ছিল । এবং তাহার নিকটেই উদ্রবেরও গৃহ ছিল উক্ত  
কৃষ্ণ-গৃহের সংলগ্ন স্থানেই শ্রীরাধাদির বাস হইয়াছিল । এই জগুই উক্ত  
বাস বাগিরে প্রকাশিত হন নাই । এইরূপ হওয়াতেই যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি আত্মীয়-  
গণ পরম সমাদৃত হইলেও, এবং সেই রাত্রিতেই কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেও,  
শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত তাঁহাদিগের ভাবাবেশে মুগ্ধ হইয়াছিলেন । এই  
কারণে যুধিষ্ঠিরাদির সহিত মিলন হইবার সম্ভাবনা ছিল না । তৎপরে তাঁহারা

কুরু-ভূবি তব রাধে ! বর্ণয়ন্ শর্ম্ম-জাতং  
ব্যবহিতমপি দিষ্টেনাস্মি শর্ম্মাবতাত্মা ।  
কিমুত ভূশমিদানীমাম্মশন্ বাং মিথঃ শ্রী-  
পরিমল-কুলভোগং চক্ষুমৌবুগ্ম্যকেন ॥ ৯৫ ॥  
তদেবমানন্দপর্যন্তমুদন্তং কুর্বন্ পূর্বপূর্বং কথকঃ

প্রাতঃকালেহপি বিলম্বতএব স্নানাদিক্রিয়াং কৃত্বা মিলত। তেন শ্রীকেশবেন কুশলপ্রশ্নো জাতঃ ।  
নিরীক্ষ্য নিরীক্ষ্য বর্ণয়তি স্ত বর্ণয়ামাস ॥ ৯৪ ॥

সমাপনপ্রকারঃ বর্ণয়তি—কুরুভূবীতি । হে রাধে ! ব্যবহিতমপি কুরুভূবি তব শর্ম্মজাতং  
সুখসমুচ্চমহং বর্ণয়ন্ দিষ্টেন ভাগ্যেন শর্ম্মণী স্তেন্নে আবৃত আত্মা যন্ত সৌহর্ম্মি, ইদানীং বাং বুবধো-  
মিথঃ পরস্পরস্ত শ্রীপরিমলকুলভোগং পরমমধুবন্ত ভোগং চক্ষুমৌবুগ্ম্যকেন আম্মশন্ লিখন্  
শর্ম্মাবতাত্মা কিমুত ভবামি ॥ ৯৪ ॥

অথ স্বয়ং কবিঃ প্রসঙ্গং সমাপয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন । আনন্দঃ পবাস্তুঃ যত্র তমুদন্তং

প্রাতঃকালে আসিয়া সভাগৃহে উপবেশন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ প্রাতঃকালেও অনেক  
বিলম্বে স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন । তখন  
শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুধিষ্ঠিরাদির কুশল প্রশ্ন আরম্ভ হইয়াছিল । এইরূপে সংক্ষেপে  
বর্ণনাপূর্বক শ্রীরাধিকার মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিয়া মধুকণ্ঠ সমাপন করিতে  
লাগিলেন ॥ ৯৪ ॥

হে রাধিকে ! সুদীর্ঘকালরূপ বাবধানসত্ত্বেও কুরুক্ষেত্রে তোমার সুখসমুচ্চ  
বর্ণনা করিয়া সৌভাগ্যক্রমে আমার আত্মা সুখদ্বারা আবৃত হইয়াছে । এক্ষণে  
আমি তুমি চক্ষু দিয়া তোমাদের উভয়ের পরস্পর পরম মধুর্য্যরাশি আন্বাদন  
(দর্শন) করায় আমার আত্মা যে সুখাচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহা আর কি বলিব ॥ ৯৫ ॥

অতএব এইরূপে আনন্দই বাহার চরম সীমা, এইরূপ বৃত্তান্ত কীর্তন করিয়া  
পূর্ব পূর্ব দিবসের মত কথক, আপনার কনিষ্ঠের সহিত, এবং সকলের সম-

স্বানুজসহিতঃ সর্বসংহিতঃ স্বধাম জগাম । শ্রীরাধা-মাধবাবপি  
বিহারধাম কাময়ামাসতুরিতি ॥ ৯৬ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূম্নু পুরুষস্বথক্ষেত্রকুরু-

ক্ষেত্রযাত্রানাম ত্রয়োবিংশং

পূরণম্ ॥ ২৩ ॥

বৃত্তান্তং কুর্বন্ সানুজসহিতঃ স্নিগ্ধকণ্ঠমিলিতঃ সশৈলৈঃ সংযুক্তঃ সন কাময়ামাসতঃ স্পৃহয়াক-  
ত্রাতে ॥ ৯৬ ॥

পুরু বহুলং স্বথং যৎ যচ্চাস্যসৌ কুরুক্ষেত্রযাত্রাচেষতি তস্য নাম প্রকাশো যত্র ৯৬ ॥

ইতি ত্রয়োবিংশং পূরণম্ ॥ • ॥ • ॥

ভিব্যাহারে নিজভবনে গমন করিল । তৎপরে শ্রীরাধা এবং রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণও  
বিহার-ভবনে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ॥ ৯৬ ॥

ইতি শ্রীউত্তর গোপালচম্পূকাব্যে প্রচুর স্থথের ক্ষেত্রস্বরূপ কুরুক্ষেত্রে যাত্রা-  
নামক ত্রয়োবিংশ পূরণ ॥ • ॥ • ॥ • ॥ ২৩ ॥

## চতুর্বিংশ শং পূরণম্

—\*—

ব্রজবাসিনাং ব্রজং প্রত্যাগমনম্ ।

অথ ব্রজযুবরাজবিরাজমানসদাস প্রাতঃকথায়াং স্নিগ্ধকণ্ঠ-  
স্তুদিদং প্রথয়াঞ্চকার । লোকানাং কুরুক্ষেত্রযাত্রাসমুদ্বিস্ত  
ন বর্ণনপাত্রায় কল্পতে ॥ ১ ॥

চতুর্বিংশে পূরণে মূনিভিঃ সঙ্গতির্হরেঃ । অথ ব্রজে রাজেশাদিগোপানাং গতি-  
রীযাতে ॥ • ॥

অথ তৎপরবৃত্তান্তং বর্ণয়িতুং স্বয়ং কবিঃ প্রকমেতে—অধেতাদিগদোন । ব্রজযুবরাজঃ শ্রীকৃষ্ণঃ  
তেন বিরাজমানঃ যৎ ব্রজরাজস্ত সদঃ সভাঃ সঙ্গিন্ । প্রথয়াঞ্চকার বিস্তারিতবান্ । বর্ণন-  
পাত্রায় বর্ণনযোগ্যায় কল্পতে সমর্থয়তি ॥ ১ ॥

চতুর্বিংশ পূরণে মুনিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন, এবং শ্রীব্রজরাজপ্রভৃতি  
গোপগণের পুনর্বার ব্রজে প্রত্যাগমন বর্ণিত হইবে ॥

অনন্তর ব্রজযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণদ্বারা বিরাজিত, ব্রজরাজের সভাতে, প্রাতঃকালের  
কথায় স্নিগ্ধকণ্ঠ এইরূপ বিস্তার করিতে লাগিলেন । কিন্তু লোকদিগের কুরুক্ষেত্রে  
যাত্রার সময়ে যে সমুদ্বি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা বর্ণনের যোগ্য হইতে পারে  
না ( ক ) ॥ ১ ॥

( ক ) কুরুক্ষেত্রে যাত্রাটী আনন্দের নহে, কিন্তু মহাভয়ংগের ঘটনা । কারণ, তৎকালে এজ-  
বাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্ত দীর্ঘ বিরহে কাতর ছিলেন, এজন্ত লোকজনের সমুদ্বির কথ্য । বর্ণ-  
নীয় হইতে পারে না । ওসব বর্ণনা আনন্দ কালেই ঘনোন্নয়ন হয় ।



ততশ্চ ;

(ক) কুরুক্ষেত্রান্তেষ্টে গ্রহণমনুযাত্রামনুগতৈ-

গতা বা যা চেষ্টা বহ্নিনিজনিজেষ্টাঃ কতি চ তাঃ ।

ময়া বর্ণ্যঃ কিন্তু স্মৃতিবিষয়মেকাং কুরুত যা

হরেক্ষত্রুদ্যোতামুতরাসিকতা সর্ববিততা ॥ ২ ॥

তথাপি সর্বতঃ সমুপাচিৎৎ বদস্মভ্যং রুচিতং তদেব  
কিঞ্চিদ্বর্ণ্যতে ॥ ৩ ॥

তদ্বর্ণনযোগ্যতাং লিপ্যতি—কুরুক্ষেত্রান্তেষ্টি । গ্রহণং সূর্য্যোপরাগং লক্ষ্যকৃত্য কুরুক্ষেত্রান্তঃ  
কুরুক্ষেত্রমধ্যে যাত্রামনুগতৈঃ স্তৈ বা যা বহ্নিনিজনিজেষ্টাঃ চেষ্টা গতাঃ প্রাপ্তাঃ, ময়া কতি ইতি বর্ণ্যঃ,  
কিন্তু একাং চেষ্টাং স্মৃতিবিষয়ং কুরুত, বক্তৃদ্যোতামুতরাসিকতাঃ হরেক্ষত্রুং মুখং তস্মাৎ দ্যোতা বা  
অমুতরাসিকতা সর্ববিততা সর্বত্র বিস্তৃতা ॥ ২ ॥

সদ্যপি চা বর্ণ্যতুমশক্যং সূত্রাণি সর্বতঃ সমুপাচিৎৎ সর্বত্র সমাগুচিৎৎ রুচিতমভি-  
লিখ্যম্ ॥ ৩ ॥

তৎপরে সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্র মধ্যে যাত্রা করিয়া সেই সকল লোক-  
গণ, যে যে বিবিধ স্ব স্ব অভ্যুদ্যে চেষ্টা করিয়াছিল, সেই সকল চেষ্টার মধ্যে আমি  
কত চেষ্টাই বা বর্ণন করিতে পারিব । কিন্তু আপনারা একটি মাত্র চেষ্টা স্মৃতি-  
পথে আনয়ন করুন । শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে প্রদীপ্ত, অথচ সর্বত্র বিস্তৃত যে  
মুতরাসিকরণ হুইবে একমাত্র তৎকালে স্মরণ যোগ্য অপূর্ণ চেষ্টা ॥ ২ ॥

তাহা হইলেও বাহ্যে সকল স্থানে সম্যকরূপে উপযুক্ত, এবং বাহ্যে আপনারা  
বাহ্যে বিষয় ; আমি তাহারই কিঞ্চিৎ বিষয় বর্ণনা করিতেছি ॥ ৩ ॥

(ক) গ্রহণভবযাত্রাম্ । ইতি বৃন্দাবনানন্দগৌরপাটঃ

কুরুক্ষেত্রে সূর্য্য-প্রশমতমসি ব্যক্ততমসি

ব্রজাল্লকঃ কৃষ্ণঃ ব্রজনরপতিঃ সব্রজজনঃ ।

বিতৰ্ত্তুং তং রত্নপ্রচয়মচকৰ্ষ্মিষজপদাদ-

যদালোকাদন্যোহ্যখিলনিজকৰ্ম্ম ব্যতনুত ॥ ৪ ॥

ধৰ্ম্মং কেচিৎ কেচিদৰ্থং নিমাগং

কামং কেচিন্মোক্ষমপ্যত্র কেচিৎ ।

কেচিৎ কৃষ্ণে ভক্তিমেতে তু গোপা-

স্তস্মিন্ ভব্যাং হব্যকব্যেষু দধ্যাঃ ॥ ৫ ॥

তদেব বর্ণয়তি—কুরুক্ষেত্র ইতি । সূর্য্যপ্রশমতমসি সূর্য্যস্ত প্রশমে নিবৃত্তৌ তমোহহকারো যন্ত  
তস্মিন্ ব্যক্ততমসি ব্যক্তঞ্চ তৎ তমো রাহুশ্চেতি তস্মিন্ সতি, ব্রজজনেঃ সহিতে। ব্রজনরপতিঃ ব্রজাং  
কৃষ্ণং লকঃ সন্ তং কৃষ্ণহেতুকং রত্নপ্রচয়ং রত্নগমুহং বিতৰ্ত্তুং দাতুং নিজপদাং নিজহানাং অচকৰ্ষ্ম  
আকথিতবান্, যদা স্বার্থে লিঙ, আকুন্তবান্ । কদা যদালোকাং যন্ত গ্রহণন্ত দণনাং অন্ত্যোহপি  
লোকোহখিলনিজকৰ্ম্ম ব্যতনুত দানশ্রীকপুরুষাদি অকরোং ॥ ৪ ॥

তত্ত্বংকৰ্ম্মহ গোপানাং নিষ্কামত্বেন কৃষ্ণশ্রীভাৎপাদকং বর্ণয়তি—হব্যকব্যেষু হব্যং  
দেবোদ্দেশ্যদানং, কব্যং পিতৃলোকোদ্দেশ্যদানং তেষু কেচিৎ কামিনো ধৰ্ম্মং দধ্যাশ্চিত্তন্তয়ামাসুঃ এবং  
কেচিৎ অর্থং কেচিৎ কামং কেচিন্মোক্ষং কেচিন্মিত্যাদিঃ সন্তুষাঃ কৃষ্ণে ভক্তিং দধ্যাঃ এতে গোপান্ত  
তস্মিন্ কৃষ্ণে ভবাং মঙ্গলং দধ্যাঃ এতৎকৰ্ম্মভিঃ কৃষ্ণস্ত মঙ্গলং ভূয়াদিতি ॥ ৫ ॥

কুরুক্ষেত্রে একরূপ সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল যে, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে সূর্য্যদেব  
অদৃশ্য হইয়া যান ; চারিদিকে অন্ধকার হইয়া উঠিল, এবং স্পষ্টরূপে রাহুদৃষ্ট হইতে  
লাগিল। এইরূপ সময়ে, ব্রজরাজ সমস্ত ব্রজবাসিলোকদিগের সহিত, ব্রজ হইতে  
গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করত শ্রীকৃষ্ণেরই মঙ্গল কামনাপূর্ব্বক রত্নরাশি দান করি-  
বার জন্য নিজের কোষাগার হইতে ঐ সকল বস্তু আহরণ করিয়াছিলেন। ঐ  
সময়ে সূর্য্যগ্রহণ দেখিয়া অন্তান্ত সমস্ত লোকই শ্রীকৃষ্ণ, পুরুষোত্তম এবং দানাদি নিজ  
নিজ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিল ॥ ৪ ॥

দেবতাদিগের উদ্দেশে দানের নাম হব্য, এবং পিতৃলোকের উদ্দেশে দানের

অথ লক্ষশর্ম্মণি গ্রহণপর্বণ্যাপিপি পূর্ণে দিবি ভূবি চ  
 বিরাজমানাকৃতীন্ প্রজাপতিপ্রভৃতীন্ নিজগুণশ্চেহ্না পুরয়-  
 ম্নাত্না তু ব্রজজনপ্রেহ্না পূর্য্যমাণঃ স যদা হরির্বিবরাজতে স্ম ।  
 তদা তদানন্দানুভবায় ব্রহ্মনন্দনাদয়ঃ সর্ব্ব এব মনয়ঃ সমা-  
 গতাঃ ॥ ৬ ॥

ততো যৎসমভূতস্বর্ণয়তি—অথোত্যাদিগদ্যোন। লক্ষঃ শস্যঃ যস্মাৎ তস্মিন্ গ্রহণপর্ব্বণি পূর্ণে সমাপ্তে  
 সতি, বিরাজমানাকৃতীন্ বিরাজমানা আকৃতয়ো মূর্ত্তয়ে; যেহাং তান্ নিজগুণশ্চেহ্না নিজগুণানাং  
 স্থিরতয়া তদানন্দানুভবায় বহু ব্রহ্মনন্দন্ত অনুভবায় বহুনন্দনাদয়ঃ শনকসনন্দনাদয়ঃ  
 সমাজজ্ঞঃ ॥ ৬ ॥

নাম কব্য ( ক ) এই হব্য-কব্য বিষয়ে কোন কোন কামী ( কামনাশীল ) ব্যক্তি  
 ধর্ম্ম চিন্তা করিয়াছিল। কেহ কেহ অর্থচিন্তা করিয়াছিল। কেহ কেহ সম্পূর্ণ-  
 রূপে কাম চিন্তা করিয়াছিল অথবা তথায় কেহ কেহ মোক্ষচিন্তা করিয়াছিল।  
 নিষ্কাম ব্যক্তির তুল্য কতিপয় লোক শ্রীকৃষ্ণের উপরে ভক্তি ভাবনা করিয়া-  
 ছিল। কিন্তু ঐ সকল গোপগণ কেবল ঐ সকল কর্ম্মদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল  
 চোক, এইরূপ মঙ্গল চিন্তাই করিয়াছিল ॥ ৫ ॥

অনন্তর স্বথপ্রদ গ্রহণোৎসব সমাপ্ত হইলে, স্বর্গে এবং ভূতলে বাহাদেব  
 আকৃতি বিরাজমান আছে, সেই প্রজাপতিপ্রভৃতি মহোদয়দিগকে শ্রীকৃষ্ণ, নিজ-  
 গুণের স্থিরতাদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া, এবং স্বয়ং ব্রজবাসিনীগণের প্রেমে পরিপূর্ণ  
 হইয়া, যেমন বিরাজ করিতে লাগিলেন, অমনি তৎকালে ব্রহ্মনন্দ অনুভব  
 করিবার জন্ত শনক সনন্দনপ্রভৃতি ব্রহ্মার নন্দন মুনীগণও আগমন করিয়া-  
 \* ছিলেন ॥ ৬ ॥

( ক ) হব্য-কব্যে দৈবপিত্রে। ইত্যমরঃ। ভূয়তে ইদং হব্যম্। কব্যতে তৃপ্তিকারণম্ভেন  
 বর্ণ্যতে স্তূয়তে বা কব্যম্। ইতি অমরটীকা। হবনীষ দ্রব্যই হব্য এবং পিতৃগণের তৃপ্তিজনক  
 বলিয়া বাহা করা যায় বা যে স্তব করা যায় তাহাই কব্য।

সমাগত্য চ ;—

ন কেবলং তস্ম তথা সমুন্নতিং

নিরীক্ষ্য চিত্রং মুনয়স্তদা যযুঃ ।

বিনব্রতাং শ্বেষু চ যে পরম্পরং

বিরুদ্ধভাবে অপি জগ্মতু রুচিম্ ॥ ৭ ॥

তে তদিদমুচ্চ তত্র শ্রীভাগবতীয়ং পদ্যং যথা—

ভাঃ ১০।৮৪।২১ ।

“অথ নো জন্ম-সাক্ষ্যং বিদ্যায়াস্তপসো দৃশঃ ।

হুয়া সঙ্গম্য সদগত্যা যদন্তঃশ্রেয়সাং পরঃ” ॥ ইতি ॥ ৮—৯ ॥

তেষামাগমনান্তরং যদন্তমভূতবর্ণয়তি—ন কেবলমিতি । মুনয় স্তদা তস্ম কৃষ্ণস্ত তথা সমুন্নতিং পরমবৈভবং নিরীক্ষ্য ন কেবলং চিত্রমাশ্চর্য্যং যযুঃ, কিন্তু শ্বেষু চ তস্ম বিনব্রতাং নিরীক্ষ্য চিত্রং যযুঃ । বিরুদ্ধভাবে বিরুদ্ধো ভাবঃ স্বভাবঃ চেষ্টা বা ক্রিয়া যয়ো স্তে যে সমুন্নতিবিনব্রতা ত অপি পরম্পরং রুচিমতিলাষং জগ্মতুঃ প্রাপতুঃ ॥ ৭ ॥

তদিদমিতিগদ্যং যুগমম্ ॥

তেষাং বাক্যং বর্ণয়তি—অদোতি । নোহস্মাকং দৃশো জ্ঞানস্ত সঙ্গাত্যা হুয়া সঙ্গম্য মিলিষ্য যদন্তঃ বৎ তব সঙ্গমনং অন্তঃ অবসানং যত্র এবং শ্রেয়সাং পরঃ শ্রেষ্ঠো ভবতি ॥ ৮—৯ ॥

ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মবিগণ সমাগত হইয়া তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ পরম বৈভব নিরীক্ষণ করিয়া কেবল আশ্চর্য্য প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু তাঁহাদের উপর বিশেষ নব্রতা দেখিয়াও আশ্চর্য্যাবিত হইয়াছিলেন । ঐ পরম বৈভব এবং বিশেষ নব্রতা বিরুদ্ধ স্বভাব সম্পন্ন হইলেও পরম্পর অভিলাষ প্রাপ্ত হইয়াছিল ; অর্থাৎ এই উভয়ের শত্রুতা ছিল না ॥ ৭ ॥

তথায় তাঁহারা এইরূপ বলিয়াও ছিলেন । তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৮৪ঃ২১) শ্লোক নির্দিষ্ট হইতেছে । যথা :—অথ আমাদের জন্ম সকল হইল, এবং বিদ্যা, তপস্তা এবং জ্ঞানের সার্থকতা হইল । কারণ, আপনি অন্তরের সকল প্রকার শুভকর্মের শ্রেষ্ঠ ও সার ; এবং পূর্ব্ব কর্মের স্মৃতি বা সদগতি-দ্বারা আপনার সহিত মিলন হইয়াছে ॥ ৮—৯ ॥

এতদনুসৃতমশ্রুদীয়মপি যথা ;—

যদপি বয়ং প্রতিকল্পং, নানারূপং তবাদ্রাক্ষম ।

(ক) নবনবমিব তদপীদং, ঘটয়তি পুরুষার্থজাতসারং নঃ ॥১০  
কিঞ্চ ;—

অপরো দ্বাপরান্তঃ স্রাদ্ধাপরান্তায় ন কচিৎ ।

সোহয়ং তু চক্ৰপে তস্মৈ যত্র ত্বং নেত্রগোচরঃ ॥

ইতি ॥ ১১ ॥

মনসি চেদং বিচারিতবন্তঃ ;—

যদ্যপি যদবঃ সন্ততসঙ্গাঃ, কেচিচ্চ মর্শ্মগা বিষেধাঃ ।

(খ) বিধেরাস্থিতপদরজস, স্ত্রেতে গোপা গিরাং দূরে ॥১২॥

ভাগবতীয়পদ্যানুগতমশ্রুদপি বর্ণয়তি—যদপীতি । অত্রাক্ষম অপশ্রাম তদপি নবনবদমিবেদং  
রূপং নোহস্রাকঃ পুরুষার্থজাতসারং পুরুষার্থানাং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং তেবাং সমূহানাং সারং  
অর্থাৎ ত্বয়ি প্রেমাণং ঘটয়তি ॥ ১০ ॥

অপরমপি বর্ণয়তি—অপর ইতি । অপরো দ্বাপরান্তঃ দ্বাপরযুগন্ত অন্তঃ ন কচিৎ দ্বাপরান্তায়  
সংশয়নাশায় ত্বাং । সোহয়ং দ্বাপরান্তঃ তস্মৈ দ্বাপরান্তায় চক্ৰপে সমর্থো নত্ব, তত্রহেতু-  
যজ্ঞেতি, যত্র দ্বারপান্তে ত্বং নেত্রগোচরঃ নয়নপ্রত্যক্ষ ইতি ॥ ১১ ॥

তেবাং মনসি বিচারিতং বর্ণয়তি—যদ্যপীতি । সন্ততং নিরন্তরং সঙ্গো যেষাং তে কেচিচ্ছূন্য-

ঐমদভাগবতের মতানুযায়ী অত্র প্রকার শ্লোকও নির্দিষ্ট হইতেছে, যথা :—  
যত্বপি আমরা প্রত্যেক কল্পে আপনার নানাবিধরূপ দর্শন করিয়াছি ; তথাপি  
নবনবের মত এইরূপ আমাদের পুরুষার্থসমূহের সারভাগ ঘটাইতেছে ॥ ১০ ॥

অপিচ কোন সময়েই যেন সংশয় নিবারণের জন্ত অত্র দ্বাপর যুগের নাশ  
না হয় । এই দ্বাপর যুগের শেষ, আমাদের সংশয় ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছে ।  
কারণ, দ্বাপরের শেষেই আপনি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

তখন তাঁহার মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন । যত্বপি যত্-

( ক ) পুরুষার্থসারং নঃ, ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ ।

( খ ) বিধিবাস্থিতপদরজসঃ ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ ।

তদেবং বিধিবদ্যোগোপানুগমি তদনুগমিতমেব মনসিকৃত্য  
গমনযাচনামনুষ্যত্য চলিতবৎস্ব মুনিসংস্ব শ্রীমান্ বহুদেবঃ  
স্ববস্তুসাকল্যকামনয়া তানিদং নিবেদয়াক্ষকার । (ক) কৰ্ম্মণা  
কৰ্ম্মনির্হারো যথা স্মাত্তথা যথাবদুপদিশতেতি । অত্র ব্রজ-  
ভক্তিতর্ষী শ্রীদেবর্ষিস্ত চেষতি বিবিবেচ । নায়ং নন্দবচ্ছুদ্ধ-  
পিতৃভাবময়স্নেহতয়া বুদ্ধঃ । যেন নন্দ এব “নন্দঃ কিমকরো-

দয়ো বিকোঃ কুম্ভস্ত মর্গগাঃ আস্থিতপদরজসঃ আস্থিতানি আস্থাবিষয়ানি পদরজাংসি যেবাং তে  
এতে গোপা গিরাং বিদুরে সন্ত ॥ ১২ ॥

ততো মুনয়ঃ কিং কৃতবন্ত ইত্যপেক্ষ্যামাহ—তদেবমিতি । গোপাশ্চুগমি গোপানাং বোহনুগমঃ  
স্বরূপানুসন্ধানং তদ্বিশিষ্টং যথা স্মাত্তথা তথা তদনুগমিতং স্বার্থে লিঙ । তদাশ্রিতমিব গমনযাচনামনুষ্যত্য  
অনুগম্য মুনিসংস্ব মুনীনাং সন্তঃ মুনিসন্তঃ তেষু সংস্ব স্ববস্তুসাকল্যকামনয়া বস্তু বহুনো  
ধনস্ত সফলচেচ্ছয়া তান্ মুনিসতঃ । কৰ্ম্মনির্হারঃ স্ববস্তুকৰ্ম্মকয়ঃ তচ্ছ্রুত্বা মুনিসমূহে মৌনে সতি ।

বংশীয় উদ্ধবাদি কতিপয় ব্যক্তিগণ, সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করিয়া থাকেন  
এবং কেহ কেহ বা শ্রীকৃষ্ণের মর্শ্বও অবগত আছেন ; তথাপি কিন্তু বিধাতা  
যাহাদের পদধূলি বাছা করিয়া থাকেন, ঐ সমস্ত গোপগণ বাক্যপথের দূরে  
থাকুন, অর্থাৎ বাক্যদ্বারা গোপদিগের বিষয় ব্যক্ত করা যায় না ॥ ১২ ॥

অতএব এইরূপে গোপদিগের স্বরূপ অনুসন্ধান করিয়া যেন তাহাদের আশ্রিত  
বিষয়ের মত গমন প্রার্থনা অনুসরণ করত, সনক সনন্দনপ্রভৃতি মুনিসত্তমগণ,  
গমন করিলে, শ্রীমান্ বহুদেব আপনার ধন সম্পত্তির সফলতা কামনা করিয়া  
তাহাদিগকে এইরূপ নিবেদন করিলেন । কৰ্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা যাহারা স্বপ্রতিবন্ধক  
কৰ্ম্মের ক্ষয় হয় এইরূপে আপনারা যথাবিধি উপদেশ প্রদান করুন । তাহা  
শুনিয়া মুনিগণ মৌনাবলম্বন করিলে, তথায় শ্রীমান্ দেবর্ষি নারদ ব্রজভক্তি

(ক) কৰ্ম্মণা কৰ্ম্মনির্হার এব সাধু নিরূপিতঃ । \*

যচ্ছুদ্ধয়া যজেষ্বিহুঃ সর্বযজ্ঞেশ্বরং মথৈঃ ॥

ইতি ভাগবতপদ্যম্ । ১০।৮৪।৩৫ । অথবা ২৯ ।

দ্রুক্ষ”মিত্যাदिना सर्वतः स्तूयते, सोऽहं न तथा प्रस्तूयते ।  
किञ्च भगवद्भजानेन सहित इत्येवं गहितः । तेनानेनांश्च  
जन्मत एव हि “विदितोऽसि भवा”मिति तद्भवोऽपि  
संहितः । पितृभावस्तु तेन पिहितः । तस्माद्विद्यमानेऽपि

ব্রহ্মভক্তিযৌ ব্রহ্মভক্তিঃ তথিতুমভিকাজ্জিতুং শীলমশ্রু সঃ শ্রীদেবযি নারদঃ, অয়ং বহুদেবঃ শুদ্ধ  
ঐশ্বর্যজ্ঞানরহিতো যঃ পিতৃভাবময়স্নেহে স্তম্ভাবয়তা নন্দবদয়ং ন বুদ্ধোহবগতঃ যেন শুদ্ধপিতৃভাব-  
ময়ত্বেন নন্দএব “নন্দঃ কিমকরোং, ব্রহ্মন্ প্রেয়এবং মহোদয়ম্” ইত্যাদিনা সর্বতোভাবেন স্তূয়তে,  
সোহয়ং বহুদেবঃ ন তথা নন্দবৎ প্রস্তূয়তে ইতোবং মহিতঃ এবং প্রকারেণ সম্মানিতঃ নতু মাধুর্য-  
জ্ঞানেনেতি । তেন ভগবদ্ভজানসাহিতোনে বহুদেবেন অশ্রু কৃষ্ণ জননে জন্মকালে এব  
বিদিতোহসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ । কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ববুদ্ধিগুণিত্যাদিনা  
তত্ত্ববোধ ঈশ্বরত্বে জ্ঞানমেব সংহিতো মিলিতঃ তেন তত্ত্ববোধেন পিহিত আচ্ছাদিতঃ তস্মাৎ কৃষ্ণ

প্রার্থনা করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন । নন্দের মত ঐশ্বর্যজ্ঞান  
রহিত বিশুদ্ধ পিতৃভাবে পরিপূর্ণ স্নেহবশতঃ ( নন্দের মত ) এই বহুদেবকে  
জানিতে পারা যায় নাই । ঐ শুদ্ধ পিতৃভাবপূর্ণ স্নেহদ্বারা “হে ব্রহ্মন্ । নন্দরাজ  
এমন কি অভূয়ত স্মৃতি করিয়াছে” ইত্যাদি বচনে কেবল নন্দরাজকে সর্বতো-  
ভাবে স্তব করিয়া থাকে । কিন্তু এই বহুদেবকে এইরূপ স্তব করে না । কিন্তু  
ভগবদ্ভাবের জ্ঞানের সহিত তিনি বিদ্যমান আছেন, অর্থাৎ তাঁহার ভগবদ্ভজান  
ঘটিয়াছে, এইরূপ প্রকারে সকলে তাঁহাকে সম্মান করিয়া থাকে । কিন্তু মাধুর্য  
জ্ঞান আছে বলিয়া কেহই সম্মান করে না । ঐ ভগবদ্ভাবের জ্ঞান থাকতে  
এই বহুদেব শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালেই “এই পুরুষ সাক্ষাৎ প্রকৃতির পরবর্তী, কেবল  
অনুভব এবং আনন্দ স্বরূপ এবং সকল জ্ঞানদর্শী, এত ভাল আপনি বিদিত হই-  
তেছেন ।” ইত্যাদি বচনদ্বারা কেবল ঈশ্বরত্ব জ্ঞানই মিলিত হইয়াছিল, এবং  
সেই তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা পিতৃভাব আচ্ছাদিত হইয়াছিল । অতএব কৃষ্ণ সংক্রান্ত তত্ত্ব-  
জ্ঞান হওয়াতে, শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান থাকিলেও এই শ্রীকৃষ্ণকে অশ্রু বালকের ভায়  
অজ্ঞ বিবেচনা পূর্বক ইনি কেবলমাত্র কর্ম্মকরের ( ক ) অভিলাষী হইয়া, ( কিন্তু

কৃষ্ণে তমিমমৰ্ভকান্তরবদজ্ঞঃ মহা কৰ্ম্মনির্হাৰমাত্রতৃষ্ণেন ন তু  
নন্দবত্তদভ্যুদয়মাত্রতৃষ্ণেনানেন যদস্মাস্থ প্রশ্নবিধানং তন্ন  
শোভানিধানং ভবতীতি । স্পষ্টক্কাচক্ট ॥ ১৩ ॥

“নাতিচিত্রমিদং বিপ্রা ! বহুদেবো বৃভুৎসয়া ।

কৃষ্ণং মহাৰ্ভকং যন্নঃ পৃচ্ছতি শ্রেয় আশ্বনঃ” ॥

ভা ১০।৮৪।৩০ ইত্যাদি ॥ ১৪ ॥

অথ মুনয়স্তস্মৈ সঙ্কোচং বিলোচমানা রোচনায় তদিদ-  
মূচুঃ ॥ ১৫ ॥

তৎকালীনসম্ভাং তমিমং কৃষ্ণং অন্তবালকবৎ অজ্ঞঃ মহা কৰ্ম্মনির্হাৰমাত্র তৃষ্ণা যন্ত তেনা-  
নেন নতু নন্দবৎ কৃষ্ণভ্যুদয়মাত্র তৃষ্ণা যন্ত তেন যদস্মাস্থ প্রশ্নকরণং তৎ শোভানিধানং  
ন ভবতি, কৃষ্ণস্তেথরজ্ঞানহীন তদাজ্ঞহ্মননাং উভয়জ্ঞানভাসামঞ্জস্তাদিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

তৎ স্পষ্টবাক্যং বর্ণয়তি--নাতিতি । “নাতিচিত্রমিদং বিপ্রা ! বহুদেবো বৃভুৎসয়া । কৃষ্ণং  
মহাৰ্ভকং যন্নঃ পৃচ্ছতি শ্রেয় আশ্বনঃ” ইত্যাদি । বৃভুৎসয়া ভূতিমিচ্ছয়া অৰ্ভকং মহা নদীধরং  
আশ্বনঃ শ্রেয়ঃ পরলোকসাধনম্ ॥ ১৪ ॥

অথ মুনয় ইত্যাদি গদ্যং স্বগমম্ ॥ ১৫ ॥

নন্দরাজের মত কৃষ্ণের অভ্যুদয়মাত্রের অভিলାষী না হইয়া ) আমাদের প্রতি যে  
প্রশ্ন বিধান করিয়াছেন, তাহা শোভাজনক অর্থাৎ মনোরম নহে । এই কারণে  
স্পষ্ট করিয়া বলিতে লাগিলেন ১৩ ॥

হে বিপ্রগণ ! বহুদেব জানিতে ইচ্ছা করিয়া এবং কৃষ্ণকে বালক ভাবিয়া  
আমাদের নিকটে যে আপনার মঙ্গলের বিষয় প্রশ্ন করিতেছেন, ইহা অত্যন্ত  
আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ॥ ( ভা ১০।৮৪।৩০ ) ॥ ১৪ ॥

অনন্তর মুনীগণ বহুদেবের সঙ্কোচভাব দর্শন করিয়া, যাহাতে তাহার  
কাঁচ হয়, তাহার নিমিত্তে এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥



“কৰ্ম্মণা কৰ্ম্মনিহাৰ এষ সাধু নিরূপিতঃ ।

যচ্ছুদ্ধয়া যজ্ঞেদ্বিমুং সৰ্ব্বযজ্ঞেশ্বরং মথৈঃ”

ভাঃ ১০।৮৪।৩৫ ইত্যাদি ॥১৬॥

অথ তে চ মুনয়স্তেন ব্রতা ঋত্বিজঃ কৃতান্তময়াজয়ন্ ॥ ১৭ ॥

যস্মিন্ বর্হিষি যাজকা বিধিস্ততা যাজ্যঃ স শূরাত্বজঃ

সোহয়ং শত্রুজয়ী বলেনঃ সহিতঃ পুত্রোভবন্ পার্শ্বদঃ ।

শ্রীমন্নন্দমহাশয়ঃ স্বয়মসৌ লঙ্কানুমোদঃ স্থিত-

স্তস্মিন্ বৈদিকলৌকিকাঃ স্ববিধয়ঃ স্যুঃ কেন বর্ণ্যা ভূবি ॥

কিন্তু তস্মিন্ পূর্বান্তরভাবনা ন পূর্বসূরিভিস্মিতা ॥

তথাপি বহুদেবঃ প্রমোত্তরমলভমানো যদা সঙ্কুচিত্ত্তদা তন্ত রোচনায় মুনয়ো যদবোচন  
তৎপর্ণয়তি—কৰ্ম্মণেতি । কৰ্ম্মণেতি যদ্বত্তং তৎ পরিচায়য়তি—যজ্ঞেদ্বিমুং ॥ ১৬ ॥

অথ তে মথাঃ কৈঃ সাধিতা ইত্যপেক্ষায়ামাহ—অথৈতিগদ্যেন । ঋত্বিক হবনকুং তং  
বহুদেবম্ ॥ ১৭ ॥

তৎ যাজনং বর্ণয়তি—যস্মিন্ ৷ যস্মিন্ বর্হিষি যজ্ঞে বিধিস্ততা মরীচাদয়ো যাজকা  
বৃহবুঃ, শূরাত্বজো বহুদেবো যাজ্যঃ বজ্রনীয়ঃ সোহয়ং শত্রুজয়ী কৃষ্ণঃ বলদেবেন সহ পুত্রোভবন্  
পার্শ্বদো বভূব । অসৌ শ্রীমন্নন্দমহাশয়ঃ স্বয়ং লঙ্কানুমোদো যেন সঃ এবং স্থিতঃ তস্মিন্ যজ্ঞে  
বৈদিকলৌকিকা বৈদিকদেবাদয়ঃ লৌকিকাবিশ্রাক্ত্রিয়াদয়ঃ স্ববিধয়ঃ পূজাগ্রাহকাঃ স্যুঃ, ভূবি তে  
কেন বর্ণ্যা বর্ণনীয়াঃ স্যুঃ ॥

কৰ্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা যে সপ্রতিবন্ধক কৰ্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে, ইহা উত্তমরূপে  
নিরূপিত হইয়াছে । অতএব প্রজ্ঞাপূর্বক যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা সমস্ত যজ্ঞের ঈশ্বর  
বিমুকে পূজা করিতে হইবেক ( ভা ১০।৮৪।৩৫ ) ॥ ১৬ ॥

অনন্তর বহুদেব ঐ সকল মুনিদিগকে ঋত্বিকপদে বরণ করিলে তাঁহারা  
বহুদেবকে যাজন ক্রিয়া করিয়াছিলেন, অথবা তাঁহাকে যাগ করাইয়া-  
ছিলেন ॥ ১৭ ॥

যে যজ্ঞে মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্যপ্রভৃতি বিধি-পুত্রগণ যাজক ( পুরোহিত )  
হইয়াছিলেন, সেই শূরপুত্র বহুদেব যাজ্য ( বজ্রমান ) হইয়াছিলেন । এবং শত্রু-

যতঃ ;—

দ্বিপরাঙ্কস্থিরাঃ সর্বং দৃষ্টবন্তো বিধেঃ স্মৃতাঃ ।

যদপূর্বমমন্তু তদেবাপূর্বমিষ্যতে ॥ ১৮—১৯ ॥

ততশ্চ ;—

কৃষ্ণস্তাপি বিশিষ্য বিস্মিতকরং কৃষ্ণাখ্যরূপং তথা

বৃষ্ণীনাং বলয়ং তদেকশরণং গোপাশ্চ তজ্জীবনান্ ।

দর্শং দর্শমমৌ যদপ্যপগমং নৈচ্ছংস্তথাপি স্বকা

জানন্তোহনধিকারিতাং বত ! তদা বাঞ্ছন্নুজ্ঞাং ততঃ ॥২০॥

তস্মিন্ যজ্ঞে যদাশ্চধ্যাং জাতঃ তৎ বর্ণয়তি—কিস্তিতিগদ্যপুংসরপদ্যোন। তদাশ্চধ্যাচিন্তনং বর্ণয়তি—দ্বিপরাঙ্ক ইতি। দ্বিপরাঙ্কস্থিরাঃ দ্বিপরাঙ্ককালস্থায়িনো বিধেঃ পুত্রাঃ সনকাদয়ঃ তস্মিন্ যজ্ঞে যৎ অপূর্বমাশ্চধ্যামমন্তু তদেব অপূর্বং ইষ্যতে ॥ ১৮—১৯ ॥

যজ্ঞসমাপনানন্তরং তদা কিমভূদিত্যপেক্ষায়ামাহ—কৃষ্ণস্তাপীতি। কৃষ্ণস্ত বেদাদিবিভাগ-কর্তৃব্যাসস্ত বিশেষ্য বিস্মিতকরং বিশেষ্যং কৃষ্ণা আশ্চর্যজনকং কৃষ্ণাখ্যরূপং কৃষ্ণ আখ্যা নাম যস্য তস্য রূপং তথা তদেকশরণং তৎ কৃষ্ণাখ্যরূপমেব একং শরণং যস্য তৎ, বৃষ্ণীনাং বলয়ং সমুচ্চং

বিজয়ী এই শ্রীকৃষ্ণ, বলরামের সহিত পুত্রভাব প্রাপ্ত হইয়া যে যজ্ঞে পারিষদ হইয়াছিলেন, এবং যে যজ্ঞে শ্রীমান্ নন্দ মহাশয় স্বয়ং অনুমোদন লাভ করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন, ভূতলে যাহারা সেই যজ্ঞে বৈদিক দেবগণ এবং লৌকিক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ পূজার অনুগ্রাহক হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বিষয় কে বর্ণনা করিতে পারে ?

কিন্তু সেই যজ্ঞে পূর্ব পণ্ডিতগণ অত্র প্রকার আশ্চর্য্য বিষয় স্বীকার করিয়াছেন ॥

যজ্ঞ করিলে তাহার মধ্যে একটি অপূর্ব ( অদৃষ্ট ) কল্পনা করিতে হয়। সেই অপূর্ব্ববারা যাগজ্ঞত্ব স্বর্গাদি ফল ষটিয়া থাকে। ইহাই পূর্ব্ণ স্মৃতিজৈমিনিকৃত মীমাংসা দর্শনের মত। দ্বিপরাঙ্ক অর্থাৎ মহাপ্রণয়কালস্থায়ী বিধিপুত্র সনক সনন্দনাদি যে সকল বস্তু দেখিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার অপূর্ব্ণ ( আশ্চর্য্য ) বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে তাহাই অপূর্ব্ণ জানিবেন ॥ ১৮—১৯ ॥

অনন্তর বেদাদির বিভাগ-কর্ত্তা বেদব্যাসের বিশেষ আশ্চর্য্য জনক কৃষ্ণনামক

কৃষ্ণাং প্রিয়জনসহিতাদ্যদ্যপি মুনয়ো ব্রজন্ত আসংস্তে ।

তদ্যপি চ তত্ত্বেচ্ছোভাস্ফুরণান্ত্রৈব বাতমাসন্নঃ ॥ ইতি ॥ ২১ ॥

অথ স্নেহানুবন্ধিনঃ সর্বান্ সম্বন্ধিনঃ স্বস্বমন্দিরায় বিহায়  
যদর্থমেতত্তীর্থযাত্রাং মিমপাত্রায় কল্পিতবানয়ং গোকুলকুল-  
পালকস্তান্ গোকুলপতিপ্রভৃতাংস্তত্রৈব কৃতাবস্থানঃ স্থাপয়ামাস ।

তজ্জীবনান্ তৎ কৃষ্ণাখ্যরূপমেব জীবনং যেযাং তান্ গোপাংশ্চ দর্শং দর্শং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা অমী মুনয়ো  
যদ্যপি অপগমঃ তস্মিন্নিসরণং নৈচ্ছন্ত ইচ্ছাঃ ন কৃতবন্তঃ, তথাপি তে তত্র স্বকামাত্মীয়ামনধি-  
কারিতাং জানন্তো বভূবুঃ খেদে । তদা ততঃ শ্রীকৃষ্ণাদনুজ্ঞামবাঞ্ছন প্রার্থয়ামাসুঃ ॥ ২০ ॥

মুনীনাং গমনপ্রকারঃ পূর্ণয়তি—কৃষ্ণাদিতি । পরিজনসহিতাং কৃষ্ণাং সকালং যদ্যপি তে  
মুনয়ো এজন্তো গচ্ছন্ত আসন্ তদ্যপি তথাপি তস্য তস্য তেষাঞ্চ শোভাস্ফুরণাং বাসং স্থায়মাসন্নঃ  
প্রাপ্তো অপি তদৈব আসন্ ॥ ২১ ॥

ততো ব্রজবাসিনঃ কিং কৃতবন্তঃ ইত্যপেক্ষায়াং কথকো বথাকথয়ন্তুপূর্ণয়তি—অথৈতিগদ্যেন ।  
স্নেহানুবন্ধিনঃ স্নেহমনুবন্ধিতুমাত্রিভূং শীলমেবাং তান্ সম্বন্ধিনঃ বিহায় নিযোজ্য যদর্থঃ গোকুল-  
বাসিজনমিলনার্থং এতৎ কুরুক্ষেত্রযাত্রাঃ মিমপাত্রায় ছলাধারায় কল্পিতবান গোকুলকুল-

রূপ, এবং সেই কৃষ্ণনামকরূপ যাহাদের একমাত্র অবলম্বন, সেই যহুবংশীয় ব্যক্তি-  
গণ; এবং সেই কৃষ্ণ নামক রূপ একমাত্র যাহাদের জীবন সেই সকল গোপগণ,  
ইহাদিগকে বারংবার দর্শন করিয়াও যদ্যপি মুনীগণ তথা হইতে নির্গত হইতে  
ইচ্ছা করেন নাই, তথাপি তাঁহারা তথায় স্ব স্ব অধিকার জানিয়া, হায় !  
তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের অমূল্যমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

যদ্যপি সেই সকল মুনীগণ পরিজনসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে গমন  
করিয়াছিলেন, তথাপি কৃষ্ণ বলরামের এবং তন্তুবৎসলনিচয়ের শোভা বিলাসহেতু  
তাঁহারা গৃহ প্রাপ্ত হইলেও যেন সেই স্থানেই বিদ্যমান ছিলেন ॥ ২১ ॥

অনন্তর সেই সমস্ত স্নেহ পরতন্ত্র আত্মীয়দিগকে স্ব স্ব গৃহের উদ্দেশে নিযুক্ত  
করিয়া যে সকল ব্রজবর্ষসংগোপদিগের মিলনের জন্ত যিনি এই কুরুক্ষেত্র তীর্থ  
যাত্রার ছল অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই গোকুলকুলপালক শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানেই  
অবস্থিত হইয়া শ্রীব্রজরাজপ্রভৃতি ব্যক্তিদিগকে স্থাপিত করিলেন । হৃদ্ধ

দুষ্কং বিনা তেষামবস্থানং মুষ্কং ন স্মাদিত্তি গাশ্চ কাশ্চন  
তত্র প্রস্থাপয়ামাস । যস্থামবস্থিতৌ পরপক্ষবঞ্চনার্থং  
তত্রস্থনানাতীর্থক্রমণচিরতা পরস্পরদূরশিবিরতা চ তদুভয়েন  
প্রচারিতা । যত্র শ্রীমদ্বজ্রবাসিনস্তন্মাত্রার্থবিবেচনতয়া (ক)  
তত্রাগতাঃ স্থধাসত্রায়মাণং তমুপলভ্য নাপরত্রান্তশ্চরণং (খ)  
চক্ৰুঃ । যত্র ব্রজরাগ্নিধুনং পুনঃ পুনরপি বিকসিতসুতশাতত-  
রঙ্গজাতমপি সুতপ্রসূতসুকুমারকুমারবারঃ স্ফারঘনরসপ্রসার-

পালকোহয়ঃ শ্রীকৃষ্ণো ব্রজেশ্বরপ্রভূতীন্ স্বয়ং তত্রৈব কৃতমবস্থানং যদ্য স তান্ স্থাপয়ামাস ।  
দুষ্কং বিলৈতি, দুষ্কজীবনহাং মুষ্কং রম্যং তত্র কুরুক্ষেত্রে প্রস্থাপয়ামাস স্থানান্তরাং আপয়ামাস ।  
তত্র যদ্যামবস্থিতৌ বিষয়ভূতয়াং বিশপক্ষবঞ্চনার্থং তত্রস্থস্য কুরুক্ষেত্রস্থিতস্য নানাতীর্থস্য ক্রমণে  
ক্রমণে চিরতা বিলম্বতা পরস্পরস্য দূরে শিবিরতা বাসস্থানতা তদুভয়েন কৃষ্ণগোপসমূহক্ৰপেণ  
প্রচারিতা বিখ্যাপিতা, যত্র কুরুক্ষেত্রে তন্মাত্রার্থবিবেচনতয়া তন্মাত্রার্থে বিবেচনং যেথাং তদ্ব্যবস্থা  
কুরুক্ষেত্রে আগতাঃ সন্তুঃ স্থধাসত্রায়মাণং স্থধাসরোবর ইবাচরতীতি তং কৃষ্ণমুপলভ্য নিকটে  
প্রাপ্য অপপরত্র কৃষ্ণাদগ্ন্যত্র অন্তঃশ্চরণং চিত্তস্য বর্তনং ন চক্ৰুঃ । যত্র কুরুক্ষেত্রে সুতপ্রসূতসুকুমার-  
কুমারবারঃ সুতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তন্ময়াং প্রসূতৌ জনিতঃ সুকুমারকুমারাণাং মনোরমপুত্রাণাং বারঃ  
সমূহঃ ব্রজরাগ্নিধুনং শ্রীনন্দঘোষাদ্রাক্ষণং পুনঃ পুনরপি বিকসিতসুতশাততরঙ্গজাতং বিকসিতং

ব্যতিরেকে ব্রজবাসীদিগের তথায় বাস করা তত মনোরম হইবে না, এই ভাবিয়া  
শ্রীকৃষ্ণ কতিপয় দেখু তথায় প্রেরণ করিলেন । ঐরূপে অবস্থান করিয়া শত্রু-  
পক্ষদিগকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত কুরুক্ষেত্রস্থিত নানাবিধ তীর্থ ভ্রমণে যে বিলম্ব  
করা হইয়াছিল, এবং পরস্পরের দূরে যে শিবির সংস্থাপন করা হইয়াছিল, তাহা  
শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপগণকর্তৃক প্রচারিত হয় । ঐ কুরুক্ষেত্রে মনোহর ব্রজবাসি-  
গণ কেবলমাত্র ঐরূপে বিবেচনা করিয়া তথায় আগমন করিয়াছিলেন, এবং  
সুধাসিন্ধু তুল্য শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া কৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহারও প্রতি মনো-  
বৃত্তি অর্পণ করেন নাই । যদিচ ঐ কুরুক্ষেত্রে ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণ-

(ক) তন্মাত্রার্থে তীর্থযাত্রাচ্ছলেন পরপক্ষবঞ্চনামাত্রার্থে বিবেচনা যেথাং তেথাং ভাব  
শ্রুত্যা । আ ।

(খ) অন্তঃকরণং চক্ৰুঃ । ইত্যনন্দবৃন্দাবনগৌরপাঠঃ ।

সারসাসাদয়ামাস । স্খাকিরণকারণককিরণগণ ইবাকুপারং ।  
কিন্তু তদেবং পরস্পরং পূরণমপি পরালক্ষ্যতাপরতয়া পরং  
তৈবিরচিতম্ (ক) ॥ ২২ ॥

যত্র তু ;—

কুরুক্ষেত্রে গোধুগ্গৃহগণমনোভিত্ত্বজসমং  
সমং রামেণাগান্মুহুরথ মুহুঃ কেবলতয়া ।  
জনন্যাং যতেনে শিশুরিব হরিস্তত্র চরিতং  
স্খং বা ছুঃখং বা তদিত্তি বিম্শান্মুহুরতি মনঃ ॥ ২৩ ॥

প্রকৃতিতঃ স্তেনে কৃষ্ণেন স্খতরঙ্গস্য জাতং সমুহো যস্য তদপি ক্ষারঘনরসপ্রসারসারঃ ক্ষারো  
মহান্ যো নিবিড়স্য মাধুর্যস্য প্রসারসারঃ বিস্তারপ্রাধান্যং আসাদয়ামাস প্রাপয়ামাস । যথা  
স্খাকিরণকারণককিরণগণঃ স্খাকিরণশব্দঃ সএব কারণমুপাদানকারণং যস্য সচাসৌ কিরণ-  
গণশ্চেতি স অকুপারং সমুদ্রং স যথা ক্ষারো যো ঘনরসপ্রসারঃ জনসমূহ স্তস্য সারং স্থিরাংশং  
আসাদয়ামাস পরালক্ষ্যতাপরতয়া পরেবাং শত্রুগাং বা অলক্ষ্যতা দর্শনরাহিত্যং সা পরা  
প্রতিপাদ্যা যেষাং তদ্ভাবয়া পরং তৈঃ কৃষ্ণেন গোপৈখাদবৈঃ পরস্পরং পূরণং পুৰ্ত্তিং বিরচিতম্ ॥ ২২ ॥

তদেব পূরণং বর্ণয়তি—কুরুক্ষেত্রে ইতি ! কুরুক্ষেত্রে অনোভিঃ শকটে ব্রজসমং গোব্রহ্মাং

দ্বারা পুনঃ পুনঃ স্খতরঙ্গরাশি উচ্ছলিত হইয়াছিল, তথাপি যেক্রপ স্খাকর  
সমুদ্ভূত কিরণ-মালা সমুদ্রকে বিস্তীর্ণ জলরাশির স্থিরাংশদ্বারা পরিপূর্ণ করে ;  
সেইরূপ পুত্র সমুদ্ভূত ( শ্রীকৃষ্ণসমুৎপন্ন ) সুকুমার পুত্রগণ ঐ দুই জনকে নিরতি-  
শয় নিবিড় মাধুর্য্যের সমধিক বিস্তারদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছিল । কিন্তু  
ঐরূপভাবে যে শত্রুগণ একবার লক্ষ্য করিতে পারিবে না, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ,  
গোপগণ এবং যদুবংশীয়গণের পরস্পর নিতান্ত পুৰ্ত্তিসাধন হইয়াছিল ॥ ২২ ॥

অনন্তর ঐ কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত, শকট-সমূহদ্বারা ব্রজের তুল্য

(ক) বিরচিতং ইতি ২২ সংখ্যকগদ্যাৎপরং অগং শ্লোকো গৌরবন্দ্যাবনানন্দপুস্তকে দৃষ্টতে ।

বখা—ভত্র চ ।—

কুরুভূবি গতা যশোদা স্ততনঃ বানঘলালয়দ্বখা ।

কিন্তু স্থানলবালে, কচিদপি লেভে চমৎকৃতং প্রাথং ॥

অথ লঙ্কাবসরঃ কদাপি শূরতনয়বরঃ সহানীতসমপরিকরঃ  
করম্পৃষ্ঠতৎকরন্তঃ শ্রীগদ্বজরাজ্যধরমুবাচ—॥ ২৪ ॥

ভ্রাতরীশেন রচিতং বৈচিত্র্যং চিত্রগীক্ষ্যতে ।

আত্মারামাশ্চ যোজ্যন্তে স্নেহেন গৃহিণশ্চ ন ॥ ২৫ ॥

গোপানাং গৃহগণং হরিঃ রামেন সমং সহ মুহুরগাং গতবান্, মুহুঃ কেবলতয়া একাকিতয়া অগাৎ, তত্র তদগৃহগমনে হরিরম্ভঃ শিশুরিব জনস্থ্যং মাতরি যচরিতং তেনে বিস্তারয়ামাস, তৎ স্বৰ্ণং স্বৰূপং ছুঃখং দুঃখরূপং বা তৎ ইতি বিমূশন্ পরামুখ্য অস্মাকং মনো মুহুতি ॥ ২৩ ॥

তদেবং বৃত্তে তত্র শ্রীব্রজেশবহুদেবয়োঃ সংমিলনং বক্তৃৎপ্রকরণমারভতে—অথৈত্যাদিগদ্যেন । লঙ্কাং বসরোহবকাশো यस্য সঃ শূরতনয়বরঃ শ্রীবহুদেবঃ সহ সঙ্গ্রে অনীতঃ সৰ্বপত্রিকরো যেন সঃ, করেণ স্পৃষ্টে স্তস্য ব্রজরাজস্য করো যেন সঃ, শ্রীমদ্বজরাজ্যধরং ব্রজেশ্বরম্ ॥ ২৪ ॥

তৎ কথনং বর্ণয়তি—ভ্রাতরিতি । হে ভ্রাতঃ ! ঈশেন পরমেশ্বরেণ বৈচিত্র্যং ব্রহ্মাণ্ডরূপং রচিতং তত্রাপি চিত্রমাশ্চর্য্যমীক্ষ্যতে দৃশ্যতে । আত্মারামা শূরশ্চ স্নেহেন যোজ্যন্তে কিন্তু গৃহিনো বয়ং ন ॥ ২৫ ॥

গোপদিগের গৃহে বারংবার আসিয়াছিলেন, বারংবার একাকীই গোপদিগের গৃহে গমন করিতেন । ঐরূপে গৃহে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্র বালকের ত্রায় জননীর উপর যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহা সুখ কি দুঃখ ইহা আলোচনা করিয়া আমাদিগের মন মোহিত হইতেছে ॥ ২৩ ॥

তৎপরে একদা শ্রীমান্ বহুদেব অবসর প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত পরিজনবর্গের সমভিব্যাহারে ব্রজরাজের হস্ত ধারণ পূর্বক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

ভ্রাতঃ ! জগদীশ্বর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বৈচিত্রী সৃষ্টি করিয়াছেন । তাহার মধ্যে আবার আশ্চর্য্য লক্ষিত হইয়া থাকে । দেখ, আত্মারাম শূনিগণও স্নেহদ্বারা নিষোজিত হইয়া থাকেন, কেবল গৃহস্থ আমরাই মেহপরতন্ত্র নহি, ইহাই পরম আশ্চর্য্য ॥ ২৫ ॥

পশ্যাপি ধীরধীরস্নেহেন হুং নিবন্তিতঃ ।

অহং স্বার্থপরোহপীদং বিদংশ্চানেন বর্জিতঃ ॥ ২৬ ॥

তথাপি হুং তু নাস্তভঃ কচিদ্ভ্রাতৃবিরজ্যসে ।

তথাপি মোহং যুস্মাস্থ রজ্যেয় ন মনাগপি ॥ ২৭ ॥

দারিদ্র্যং পঙ্গুতা লক্ষ্মীরাক্ষ্যং দৃশ্যেত মাদৃশাম্ ।

যেন পূর্বং যয়া পশ্চান্ন হ্রাদৃশ্যমুখী গতিঃ ॥ ২৮ ॥

কলিতঃ কথয়তি—পশ্যাপীতি । পশু ধীরাদপি ধীবুদ্ধিমান্য মোহপি হুং অস্মাকং স্নেহেন নিবন্তিতঃ সংবদ্ধ আশীঃ, স্বার্থপরোহপ্যাহং ইদং স্নেহস্য কর্তব্যাতঃ বিদন্ অনেন স্নেহেন বর্জিতঃ ॥ ২৬ ॥

ষদ্যপ্যাহং তাদৃক্স্নেহেন বর্জিত স্তথাপি হে ভ্রাতৃ স্বস্ত অস্মন্তঃ কচিন্ন বিরজ্যসে এবকেতুথাপি মোহং যুস্মাস্থ মনাক্ ঈষদপি ন রজ্যেয় আসক্তিং ন কুয়াম্ ॥ ২৭ ॥

ষেষাং তাদৃশগাভাবে হেতুং বর্ণয়তি—দারিদ্র্যমিতি । মাদৃশং জনানাং দারিদ্র্যং লক্ষীকৃত ভবতা দৃশ্যেত, অত্র দারিদ্র্যং পঙ্গুতা লক্ষ্মীরাক্ষ্যং তত্তৎকাথ্যাক্ষমহাং, যেন দারিদ্র্যেণ পূর্বং হ্রাদৃশ জনে উন্মুখীগতিঃ ধনদানেন উপকারঃ কৃতঃ যদা লক্ষ্মীর্বভূব তদা আক্যোন হ্রাদৃশি উন্মুখী গতির্ন সমুৎপত্তির্নং হ্রাদৃগ্ জনং ন পশ্যামঃ ॥ ২৮ ॥

দেখ তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত ধীর তাহা হইলেও তুমি আমাদের স্নেহে আবদ্ধ হইয়াছিলে । আর দেখ, আমি স্বার্থপর হইয়াও স্নেহের কর্তব্যতা বলিয়া এই স্নেহে বঞ্চিত হইয়াছিলাম ॥ ২৬ ॥

ভ্রাতঃ ! যদিচ আমি এইরূপ স্নেহে বঞ্চিত হইয়াছি, তথাপি তুমি কখনও আমাদের নিকট হইতে বিরগভাজন হও নাই । এইরূপ হইলেও, তথাপি আমি তোমাদের প্রতি অমুরাগ করি নাই ॥ ২৭ ॥

তাহার কারণ এই, মাদৃশ জনগণের যে দরিদ্রতা এবং যে সম্পত্তি আছে, তাহা তুমি দেখিতে পাইয়াছ । তন্মধ্যে দারিদ্র্য-বশতঃ লোকে পঙ্গুভাব অবলম্বন করে, এবং সম্পত্তি থাকিলে মানব অন্ধ হইয়া যায় । ঐ দারিদ্র্য-বশতঃ তোমার মত লোকের উপরে আমাদের উর্জ দৃষ্টি হয় নাই । অর্থাৎ ধনদানদ্বারা উপকার করি নাই । তাৎপর্য্য এই, যখন সম্পত্তি ছিল, তখন ধনমদে অন্ধ হইয়া তোমার মত আত্মীয় জন কাছে আসিলেও তাহাকে দেখিতে পাই নাই ॥ ২ ৷

এবং সৌহৃদশৈথিল্যচিত্ত আনকদুন্দুভিঃ ।

রুরোদ তৎকৃতাং মৈত্রীং স্মরন্নশ্রবিলোচনঃ ॥ ২৯ ॥

অথ মধুকণ্ঠঃ পপ্রচ্ছ—অত্র ব্রজরাজঃ কিং ব্যাজহার ? ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—ন কিমপি ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ—হন্ত ! কথমিব ? ॥ ৩০ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—

জহার যস্য পুত্রং তৎ স্নিগ্ধতাং যঃ স্মরত্যথ !

স্নিহত্যতস্তৎ পুত্রেচ্ছাস্তস্য মৌনং হি শস্যতে ॥ ৩১ ॥

এবং নিবেদ্য যৎ কৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি—এবমিতি । সৌহৃদেন স্রীত্যা শৌথিল্যং চিত্তং যস্য সঃ  
রুরোদ চক্ৰল ॥ ২৯ ॥

ততো মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠয়োর্বাক্যে বাক্যং বর্ণয়তি—অথৈতাদিগদ্যেন ॥ ৩০ ॥

ততঃ স্নিগ্ধকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—জহারেতি । যস্য ব্রজরাজস্য পুত্রং যো বহুদেবো জহার,  
যো বহুদেবো যস্য ব্রজরাজস্য স্নিগ্ধতাং স্মরতি অত্র স্তৎপুত্রেচ্ছাবহুদেবস্য সম্বন্ধে যঃ স্নিহতি তস্য  
ব্রজরাজস্য মৌনং শস্যতে স্ত্যতে ॥ ৩১ ॥

এইরূপে প্রণয়ভরে চিত্তের শৈথিল্য হইলে, বহুদেব তদীয় বহুতা স্মরণ  
করিয়া, কেবল অশ্রুপূর্ণ লোচনে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

অনন্তর মধুকণ্ঠ জিজ্ঞাসা করিল, ঐ সময়ে ব্রজরাজ কি উত্তর করিয়াছিলেন ?  
মধুকণ্ঠ বলিল, তিনি কিছুই বলেন নাই । মধুকণ্ঠ বলিল, হায়, কেন  
বলেন নাই ॥ ৩০ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিল, কারণ, বহুদেব ব্রজরাজের পুত্র হরণ করিয়াছিলেন, এবং  
একগে বহুদেব ঐ ব্রজরাজের স্নেহ স্মরণ করিতেছেন । অতএব সেই পুত্রাভি-  
লাষী বহুদেবের উপরে যিনি স্নেহ করিতেন, তাঁহার ( ব্রজরাজের ) একগে মৌন-  
ভাবে অবলম্বন করাই প্রশস্ত ॥ ৩১ ॥



মধুকণ্ঠ উবাচ—কথ্যতাং তাবদগ্রিমং বৃত্তম্ ? ॥

ম্নিগন্ধকণ্ঠ উবাচ—অথ ব্রজরাজমহাশয়ঃ সখ্যুর্বহুদেবশ্চ(ক)  
প্রিয়ঙ্করতয়ানভিব্যঞ্জিতনিজাশয়ঃ শ্রীগোবিন্দ-রাময়োঃ প্রেম্না  
তস্মিন্নদ্য শ্ব ইব শীঘ্রং লব্ধব্যত্যয়ে মাসত্রেয়ে শাস্ত্রবানবারণাদি-  
কার্যেষু চ হরেরপরিহার্যেষু স্বয়মেব চিরগোব্রজতাজন-  
ব্যাজমাসজ্য স্বব্রজগমনার্থং ন তু কৃষ্ণনয়নার্থং শ্রীবহুদেবমর্থ-  
য়ামাস । তচ্চ নাক্সানুবর্তিতয়া কিন্তুদ্ববমধ্যবর্তিতয়া । সাক্ষাদ-  
র্থনায়াং শালীনতা লীনতামাপদ্যত ইতি । শ্রীকৃষ্ণস্ত ন  
তাদৃশতয়াপি গন্তুং যযাচে ॥ ৩২ ॥

ততো মধুকণ্ঠপ্রস্থানস্তরং ম্নিগন্ধকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—অথৈত্যাদিগদোন । প্রিয়ঙ্করতয়া প্রিয়ং  
করোতীতি প্রিয়ঙ্কর স্তস্য ভাবঃ প্রিয়ঙ্করতয়া ন অভিযাজ্ঞতো নিজস্যাশয়শ্চিত্তঃ যেন সং, তস্মিন্  
কুরুক্ষেত্রে শীঘ্রং লব্ধো ব্যত্যয়োহতিক্রমো যস্য তস্মিন্ অপরিহার্যেষু সংস্বে চিরগোব্রজতাজন-  
ব্যাজঃ চিরঃ গোরজন্য গোষ্ঠস্য ঘটাজনঃ ত্যাগঃ ভদেব ব্যাজং ছলমাসজ্য সমাপ্রিত্য অর্থয়ামাস  
বাচিতবান্ । তচ্চ অর্থনং অনুবর্তিতয়া অধীনতয়া অন্ধা ন সাক্ষাৎ কিন্তু উদ্ধবো মধ্যবর্তী যত্র  
তদ্ভাবতয়া, যতঃ সাক্ষাদর্থনায়াং শালীনতা প্রাধান্যশীলতা নাশতা আপদ্যত ইতি । তাদৃশতয়া  
উদ্ধবমধ্যবর্তিতয়া গন্তুং শ্রীকৃষ্ণং ন যযাচে ॥ ৩২ ॥

মধুকণ্ঠ বলিল, এক্ষণে পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণন কর । ম্নিগন্ধকণ্ঠ বলিল, অনন্তর  
মহোদয় ব্রজরাজ প্রিয় হুহুং বহুদেবের প্রিয় কার্য্য করিবার অভিপ্রায়ে আপনার  
অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন না । পরে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের উপরে তাঁহার যে  
প্রেম ছিল, সেই প্রেমে, সেই কুরুক্ষেত্রে আজকালের মত দেখিতে দেখিতে  
শীঘ্র তিন মাস অতীত হইয়া গেল । শ্রীকৃষ্ণের শত্রুদমনাদি কার্য্য সকলও  
অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল । তখন ব্রজরাজ স্বয়ংই ( বহুকাল গোষ্ঠ পরিত্যাগ  
করা হইয়াছে, এক্ষণে তথায় গমন করা উচিত ) এইরূপ ছল প্রকাশ করিয়া,  
আপনার ব্রজে গমন করিবার জন্য ( কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত  
নহে ) শ্রীমান্ বহুদেবের নিকটে প্রার্থনা করিলেন । সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রার্থনা

( ক ) প্রিয়ঙ্করতয়া । ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ ।

তথাহি ;—

যস্য প্রাণিবরহাৎ ক্ষণং যুগতয়া বেত্তি স্ম যং বীক্ষিতুং

জ্ঞাত্বানন্তমুপায়মব্রজদয়ং ক্ষেত্রং কুরুণাং দ্রুতম্ ।

তেন প্রাণস্মতেন হন্ত ! চিরতঃ সংসজ্য গন্তুং গৃহং

তত্রানুজ্ঞাপনায় জল্পতু কথং সাক্ষাদসাক্ষাদপি ॥ ৩৩ ॥

শূরজঃ স্বস্মতমেব যং বিদম্মাপ্রিতঃ শ্রয়তি দিব্যসম্পদম্ ।

তং ততঃ প্রিয়স্বহৃদ্বরাৎ কথং যাচতাং স স্মতম্ উৎকধীরপি ॥ ৩৪ ॥

তাদৃশযাচনাভাবে কারণঃ বর্ণয়তি—যন্তেতি । যন্ত কৃষ্ণস্ত প্রাণিবরহাৎ ক্ষণকালং যুগদেব বেত্তি স্ম অজানৎ, অয়ং ব্রজরাজো যং কৃষ্ণং বীক্ষিতুং অন্তমুপায়ং ন জ্ঞাত্বা দ্রুতঃ শীঘ্রং কুরুক্ষেত্রমব্রজৎ জগাম । হন্তেতি খেদে, চিরত স্তেন প্রাণরূপস্মতেন সংসজ্য সংমল্য গৃহং গন্তুং তত্র প্রাণস্মতে অনুজ্ঞাপনায় কথং সাক্ষাৎ কথমসাক্ষাৎ জল্পতু বদতু ॥ ৩৩ ॥

নিরুপাধিবন্ধুর্হি স্বদুঃখঃ সহমান স্তস্ত স্মৃৎ বাঙ্কতি, অতঃ শ্রীকৃষ্ণরাজন্ত বাবহাঃ বর্ণয়তি—শূরজ ইতি । শূরজো বসুদেবঃ যঃ কৃষ্ণঃ স্বস্মতমেব বিদন্ জনন্ আশ্রিতশ্চ দিব্যসম্পদং শ্রয়তি, ততঃ প্রিয়স্বহৃদ্বরাৎ বসুদেবাৎ উৎকধীরপি উৎকণ্ঠিতবুদ্ধিরপি স রজেশঃ তং স্বস্মতং কথং যাচতাম্ ॥ ৩৪ ॥

করিলে শ্লাঘার হাস হইতে পারে, এই কারণে ব্রজরাজ অধীনতার অনুবর্তী হইয়া স্বয়ং প্রার্থনা করেন নাই, কিন্তু উদ্ধবকে মধ্যবর্তী করিয়া গমনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন । অথচ তিনি উদ্ধবদ্বারা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা করেন নাই ॥ ৩২ ॥

তাহার কারণ এই, পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের বিরহে যিনি এক মুহূর্তকাল যুগের মত বোধ করিতেন ; এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার নিমিত্ত অস্ত্র উপায় না পাইয়া, শীঘ্র কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন, হায় ! বহুকালের পর সেই প্রাণ-পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া, গৃহে বাইবার ক্ষণ সেই প্রাণ-পুত্রের নিকট অনুমতি লইতে, কিরূপে তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে অথবা অসাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রার্থনা করিতে পারেন ? ॥ ৩৩ ॥

বসুদেব যে, শ্রীকৃষ্ণকে নিজ পুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়াই তাঁহাকে

অতস্তাদৃশতদ্ব্যবহারতঃ শ্রীবহুদেবএব কেবলং স্নেহমব-  
লম্বমানঃ সবাষ্পগদগদনিগদঃ শ্রীরামকৃষ্ণৌ তৎসম্বাসায়  
সায়ততৃষ্ণৌ তদর্থিতং জ্ঞাপয়ামাস । শ্রীকৃষ্ণস্ত তদাকর্ষ্য  
সবৈবর্ণ্যমুখং রামমুখমীক্ষামাস । শ্রীরামশ্চ সাজ্জলিতাবাম-  
মবামং নিবেদয়ামাস । তাত ! বয়ং বিচার্য নিধার্যচ (ক)  
তদিদং নিবেদয়িষ্যাম ইতি ॥ ৩৫ ॥

অথ তদনুকূলতাবিতর্কমূলতয়া সম্ভজদুহ্বাবাত্যাং প্রলম্বজি-

তদেবং ব্রজরাজেন ব্রজাগমনপ্রার্থনানন্তরং যদ্বৃন্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—অত ইত্যাদিগদ্যোন ।  
তাদৃশতদ্ব্যবহারতঃ তাদৃশো য় স্তস্ত ব্রজরাজস্ত ব্যবহারঃ স্বদুঃখসহনেহপি তস্ত শুভাভিলাষ  
স্তম্মাং কেবলং স্নেহমবলম্বমানঃ নতু স্নেহকাব্যঃ আচরন্ শ্রীকৃষ্ণস্ত ব্রজে প্রেষণং বাষ্পেণ সহ  
গদগদনিদো বচনং যন্ত সঃ শ্রীরামকৃষ্ণৌ তদর্থিতং ব্রজরাজস্ত যাচিৎ, তো কিস্তুতো তৎ-  
সম্বাসায় ব্রজরাজস্ত সম্বাসায় সায়ততৃষ্ণৌ আয়ত। দীর্ঘা যা তৃষ্ণা তয়া সহ বর্তমানৌ তদাকর্ষ্য  
শ্রীব্রজরাজস্ত ব্রজাগমনবাচনং শ্রুত্ব। সবৈবর্ণ্যমুখং বৈবর্ণ্যেন সহ মুখং যত্র তদ্যথা স্তাং রামমুখ-  
মীক্ষামাস দদর্শ । শ্রীরামঃ সাজ্জলিতারামং অজ্জলিতরাং সহ রামং রম্যং অবামং অবক্রং যথা  
স্তাত্তথা তদিদং ভবতঃ প্রস্তুতোত্তরম্ ॥ ৩৫ ॥

ততো যদ্বৃন্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যোন । তস্ত ব্রজরাজস্য যা অনুকূলতা তস্তা  
অবলম্বন করেন, এবং তাহাতেই যিনি স্বর্গীয় মুখ প্রাপ্ত হন; সেই প্রিয়  
সুহৃদের নিকট হইতে ব্রজরাজ উৎকণ্ঠিত চিন্ত হইলেও, কিরূপে পুত্র প্রার্থনা  
করিতে পারেন ? ॥ ৩৪ ॥

এই কারণে ব্রজরাজের ঐরূপ ( নিজের দুঃখ সন্তোষ তাঁহার শুভকামনারূপ )  
সদব্যবহার দেখিয়া শ্রীমান্ বহুদেব কেবলমাত্র স্নেহ অবলম্বন করিয়া সজল নয়নে  
এবং গদগদস্বরে ব্রজরাজের সম্যক বাসের নিমিত্ত, সুদীর্ঘ অভিলাষযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ  
এবং বলরামের নিকটে ব্রজরাজের প্রার্থিত বিষয় নিবেদন করিলেন । এই কথা  
শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্নান মুখে বলরামের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । তৎকালে  
বলরামও মনোহর অজ্জলি-বন্ধনপূর্বক সরলভাবে নিবেদন করিলেন । পিতঃ !  
আমরা বিচার করিয়া এবং অবধারণ করিয়া নিবেদন করিব ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর বলরাম এবং উজ্জবের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে, তাহারা ব্রজরাজের পক্ষ

( ক ) নিধাযচ ইতি গৌরানন্দকৃন্দাবনপুস্তকে নাশ্চি ।

দুঃখবাত্যাং সুখসম্পদারোহিণ্যা রোহিণ্যা চ সার্কং বিচার্য  
নিধার্য চ শ্রীরামাবরজঃ স্বাগ্রজমেব গৃহং যাতায়াতায়  
নিবেদয়িতুং যোজয়ামাস । স চ তত্র গতঃ সপরামর্শমাহ ।—  
পিতরৌ যদি দত্তাভয়বিতরৌ ভবেতং তদা তদিদমনস্বিতভেদং  
নিবেদয়াম ॥

তাবুচতুঃ—কামম্ ।

রাম উবাচ—

স্নেহং ব্যঞ্জয়থস্তাত ! মাতত্র জমহেশয়োঃ ।

তয়োঃ কথমভীক্টং তন্নয়থঃ স্নেহতাং ন বা ॥ ৩৬—৩৭ ॥

বিতর্ক এব মূলং যয়ো স্তত্তাবতয়। সম্বজনং উক্তবো যাত্যাং রামোক্তবাত্যাং সুখসম্পদং আরোহিতুং  
শীলমস্তা তয়া রোহিণ্যা সহ বিচার্য তেন নিধার্য চ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বাগ্রজঃ রামমেব গৃহং যাতায়াতায়  
তন্নির্ধারণং নিবেদয়িতুং যোজিতবান্ । স চ রামঃ অত্র পিত্রৌর্গৃহে গতঃ সন্ সপরামর্শং যথা  
স্তাং তথা আহ । হে পিতরৌ ! যদি যুবাঃ দত্তাভয়বিতরৌ দত্তোহভয়স্ত বিতরৌ বিতরণং যাত্যাং  
তো অনস্বিতভেদং ন অস্বিতো ভেদো যত্র তৎ বৈষম্যরহিতমিত্যর্থঃ ! বহুদেবদেবক্যা রামস্ত চ  
বাক্যোবাচ্যঃ বর্ণয়তি—তত্র দূতাবুচতুঃ—কামম্ ॥

রাম উবাচ—হে তাত ! হে মাতত্র জমহেশয়োঃ স্নেহং ব্যঞ্জয়থঃ, তয়োত্র জমহেশয়োঃ স্তদভীক্টং  
কথং ন বা স্নেহতাং নয়থ প্রাপয়থ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

অবলম্বনপূর্বক অনুকূল তর্ক করিবেন ; এই কারণে তাঁহারা দুই জনে উৎসব-  
স্থিত হইয়াছিলেন । তাহাতেই রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ এই বলরাম এবং উক্তবের  
সহিত ও সুখৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত রোহিণীর সহিত বিচার করিয়া এবং কর্তব্য স্থির করিয়া,  
গৃহ মধ্যস্থিত পিতার উদ্দেশে সেই অবধারিত বিষয় নিবেদন করিতে অগ্রজ  
বলরামকেই নিযুক্ত করিলেন । বলরামও পিতার গৃহে গমন করিয়া পরামর্শ-  
পূর্বক বলিতে লাগিলেন হে তাত ! হে জননি ! যদি আপনারা দুই জনে  
অভয় দান করেন, তাহা হইলে আমি বৈষম্য পরিত্যাগ করিয়া ইহা নিবেদন  
করিতে পারি ॥

বহুদেব এবং দেবকী বলিতে লাগিলেন, তুমি যদৃচ্ছাক্রমে নিবেদন কর ।  
বলরাম বলিলেন, হে তাত ! হে জননি । আপনারা উভয়ে ব্রজরাজ এবং

শ্রীবসুদেব উবাচ—কিং তত্তদীয়মিষ্টম্ ? ।

শ্রীরাম উবাচ—তৎ কিং ভবন্তোহনুভবন্তো ন ভবন্তি ? ।

শ্রীবসুদেব উবাচ—অনুভবন্ত এব স্মঃ । কিন্তু ভবদনুজে তয়োঃ পুত্রতয়া গাঢ় এবাভিমান ইতি বাঢ় শঙ্কামহে । কদাচিদয়ং সন্ততভাববশস্বভাবশুদ্ধবুদ্ধস্তত্র নিরুদ্ধঃ স্মাদিতি ।

শ্রীরামঃ সহাসমুবাচ—অহমপি তাবদগভত এব ভবদ্বির-  
র্ভকরক্ষণার্থমক্ষমতয়া স্বভবনাচ্চালিতস্তৈরেব পালিত ইতি  
তদীয়তামেব সম্যগর্হামি । কিমুত স তু জাতমাত্রঃ স্বয়মেব  
ভবতা তথা ব্যবহৃতঃ । ততস্তেষামেবাস্মিন্নশ্চ চ তেষু স্মীয়ত-

বসুদেব উবাচ-তদীয়ং ব্রজমহেশসম্বন্ধি ইষ্টং কিং ? । শ্রীরাম উবাচ-তদভীষ্টং অনুভবন্তোহনুভবং  
কুর্বাণ্তো ন ভবন্তি । শ্রীবসু-উ-ভবদনুজে শ্রীকৃষ্ণে তয়োর্ব্রজমহেশগোঃ পুত্রতয়া হৃদৃঢ় এব অভিমান  
ইতি হেতোরতিশয়ং শঙ্কামহে, অয়ং কৃষ্ণঃ অত্র ব্রজে নিরুদ্ধঃ স্মাৎ । যতোহয়ং সন্ততভাববশস্বভাবেন  
শুদ্ধবুদ্ধঃ শুদ্ধচাসৌ বুদ্ধশ্চেতি, যথা শুদ্ধা বুদ্ধো জ্ঞানং কৃতানুসন্ধানং যন্ত সন্ততভাববশস্বভাব-  
শাসৌ শুদ্ধবুদ্ধশ্চেতি । শ্রীরাম উবাচ—অহমপি তৈ ব্রজেন্নাদিভিঃ পালিত ইতি হেতো স্তদীয়তাং  
ব্রজেন্নাদ্যধীনতাং সমাক্ অর্হামি সম্পাদয়ামি, কিমুত স তু শ্রীকৃষ্ণো জাতমাত্র স্তথা ব্যবহৃতঃ স্বভবনা-

ব্রজেশ্বরীর উপরে স্নেহ প্রকাশ করুন । এবং কেনই বা আপনারা ব্রজরাজ এবং  
ব্রজেশ্বরীর অভীষ্ট বিষয় পরিপূরণ করিতেছেন না ॥ ৩৬—৩৭ ॥

শ্রীবসুদেব কহিলেন, ব্রজরাজের কি অভীষ্ট বল । বলরাম বলিলেন,  
আপনারা কি তাহা অনুভব করেন নাই । বসুদেব কহিলেন, আমরা অনুভব  
করিয়াছি সত্য, কিন্তু তোমার কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরীর  
নিশ্চয়ই পুত্রভাবে দৃঢ় অভিমান আছে । এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব নিয়তই প্রেমের  
অধীন, এবং শ্রীকৃষ্ণ বিশুদ্ধজ্ঞান-স্বরূপ, অতএব কখনও শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে রুদ্ধ  
হইয়া থাকিতে পারেন, ইহাই আমরা অত্যন্ত আশঙ্কা করিতেছি । বলরাম  
হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনারা বালককে রক্ষা কারতে পারেন নাই বলিয়া  
আমাকে নিজ ভবন হইতে প্রেরণ করেন, তাঁহারাই আমাকে প্রতিপালন করিয়া-  
ছেন । এই কারণে আমি ব্রজরাজের অধীনতাই সম্যক্রূপে সম্পাদন করিতেছি ।

সাদ্ভীকৃতিঃ সাদ্ভীভবিতুমর্হতি । ন তু ভবতাং তত্র তস্মৈ বা  
ভবৎসু । তদ্বৈপরীত্যেহপি তেষাং ভবৎসুখে নৈব সুখং  
প্রতীয়তে । ভবতাং তু ন তৎসুখে নৈতি । কিং বহুনা ?  
ধাষ্টোন । ন চ স খলু মমানুজবরঃ কস্মচিৎ কস্মৎ দ্রষ্টুং  
শক্নোতীতি কৃতং কৃতকচিস্তয়া ।

শ্রীবহুদেব উবাচ—ভবতু ; কিমথ বিধেয়ং তদ্বিধীয়তাম্ ।

শ্রীরাম উবাচ—ইদানীমপি বিধত্ত যন্মধ্যে মধ্যে কুরুপুর-  
বদ্ভুজসদনমপি তেনানেনাসাদ্যতামিতি ॥ ৩৮ ॥

চালিতঃ, ততো ভবতো। স্তাদৃশাচার্য তেষাং ব্রহ্মেন্দ্রাদীনাং অগ্নিন কৃষ্ণে অস্ত কৃষ্ণস্যচ তেষ্  
ব্রহ্মেন্দ্রাদিষু স্বীয়তয়া পুত্রদেহে সাদ্ভীকৃতিঃ সাদ্ভীভবিতুং সম্পূর্ণাভবিতুমর্হতি যোগো ভবতি, নতু  
ভবতাং তত্র কৃষ্ণে তস্য কৃষ্ণ্য বা ভবৎসু স্বীয়তয়া সাদ্ভীকৃতিঃ। তদ্বৈপরীত্যেহপি কৃষ্ণ আবয়োরৈব  
পুত্র ইতি ভাবেহপি ভবৎসুখে নৈব তেষাং ব্রহ্মেন্দ্রাদীনাং সুখং গম্যতে, ভবতাস্ত ন তৎসুখেন  
ব্রহ্মেন্দ্রাদীনাং সুখেনৈতি। বহুনা ধাষ্টোন প্রাগলভ্যেন কিং ন চ শক্নোতীত্যর্থঃ। কৃতং কৃতকচিস্তয়া  
অসম্ভবচিস্তয়া। শ্রীবহুদেব উবাচ—ভবতু, তেষাং তস্যচ তথাভাবঃ, অথ কিং বিধেয়ং তৎ ময়া  
বিধীয়তাং ক্রিয়তাং। শ্রীরাম উবাচ—বিধত্ত যুগং কুরুত কুরুপুরবৎ হস্তিনাপুরবৎ ব্রজসদনং  
ব্রজসম্বন্ধি গৃহমপি তেন কৃষ্ণেন আসাদ্যতাং প্রাপ্যতাম্ ॥ ৩৮ ॥

যখন আমারই এইরূপ হইতেছে, তখন শ্রীকৃষ্ণের কথা আর কি বলিব। কারণ,  
শ্রীকৃষ্ণ জন্মবামাত্র আপনি স্বয়ংই তাঁহাকে নিজ গৃহ হইতে স্থানান্তরিত করেন।  
এই কারণে ব্রজরাজ প্রভৃতি ব্যক্তিগণের কৃষ্ণের উপরে পুত্রভাব এবং কৃষ্ণেরও  
ব্রজরাজের উপরে পিতৃভাব স্বীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে এইরূপ আশ্রয়তা  
বোধের বিষয় কেন সম্পূর্ণ হইবেনা? কিন্তু আপনাদের সেই শ্রীকৃষ্ণের উপরে,  
এবং শ্রীকৃষ্ণেরও আপনাদের উপরে সেইরূপ ভাব হইতে পারে না। “শ্রীকৃষ্ণ  
আমাদেরই পুত্র” যদি আপনারা এইরূপ ভাব অবলম্বন করেন, তথাপি  
আপনাদের সুখেই ব্রজরাজ প্রভৃতির সুখ প্রতীয়মান হইতেছে, কিন্তু তাঁহাদের  
সুখে আপনাদের সুখ প্রতীয়মান হয় না। আর অধিক খুঁটীতা প্রকাশ করিয়া  
কোন ফলোদয় নাই। ফল কথা, আমার সেই কনিষ্ঠবর, ব্রজবাসী কাহারও

অথ শ্রীবহুদেবঃ স্বান্তুশ্চিন্তয়ামাস ।—সত্যং বদত্যসৌ  
তথা পুত্রপৌত্রাদিগার্হস্থ্যপ্রাশস্ত্যস্বস্ত্যয়নঃ সোহয়ং কথমত্রত্য-  
ত্যাগমাপদ্যেতেতি । স্পষ্টকচক্ট ।—ভ্রাতা নন্দেন মম  
দেহমাত্রান্তরতা । তস্মাদ্যথেষ্টমেব তত্র গচ্ছতু চাত্রাগচ্ছতু  
চ সোহয়মুভযেষাং প্রাণমূলম্ ॥ ৩৯ ॥

তদেবং নিশম্য শ্রীবহুদেবঃ কিং নির্ধারিতবানিত্যপেক্ষায়াং বর্ণয়তি—অথ শ্রীবহুদেব ইতি-  
গদ্যেন । স্বান্তুঃ স্বচিন্তে অসৌ রামঃ সত্যং বদতি । পুত্রপৌত্রাদিগার্হস্থ্যপ্রাশস্ত্যস্বস্ত্যয়নঃ পুত্রাঃ  
প্রহ্মাদয়ঃ পৌত্রা অনিহুৰুদ্ধাদয়ঃ তদাদিভির্বৎ গার্হস্থ্যস্য প্রাশস্ত্যঃ সর্বোৎকৃষ্টতা তেন স্বস্ত্যয়নঃ  
শ্রুতশ্রয়ঃ যস্য সোহয়ং কৃষ্ণঃ অত্রত্যত্যাগং দ্বারকাভববৈভবস্য ত্যাগমাপদ্যতেতি । ভ্রাতা নন্দেন  
সহ মম দেহমাত্রান্তরতা দেহমাত্রেন অন্তরং ভেদো যস্য তত্তাবতা নতু স্বরূপেণেতি শেষঃ ।  
তস্মাৎ তৎস্থখে মম সুখং, মম স্থখে তৎস্থখমিতি সারস্য্যং যথেষ্টমেব তত্র ব্রজে অত্র চ দ্বারকায়াং  
সোহয়ং গচ্ছতু, যতঃ সোহয়মুভযেষাং ব্রজেশাদীনাং অনন্দাদীনাঞ্চ প্রাণস্য জীবনস্য  
মূলম্ ॥ ৩৯ ॥

কষ্ট দেখিতে সমর্থ নন । অতএব আর অসম্ভব বিষয়ের চিন্তা করিয়া কি  
হইবে ।

শ্রীবহুদেব কহিলেন, আচ্ছা ; তাহাই হোক, এক্ষণে কি কর্তব্য, তুমি  
তাহা ব্যক্ত কর । বলরাম বলিলেন, আপনারা হস্তিনাপুরের মত এখনই ব্রজ-  
সম্বন্ধীয় গৃহও নির্মাণ করুন, এবং সেই গৃহ এই শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্ত হোন ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর ঐ কথা শুনিয়া বহুদেব মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন । পুত্র  
বলরাম সত্যই বলিতেছে । কারণ, এক্ষণে প্রহ্মায়প্রভৃতি পুত্র এবং অনিহুৰু-  
দ্রভৃতি পৌত্রগণের গৃহস্থাপ্রমের চরম উৎকর্ষ ঘটিয়াছে, এবং তাহাদ্বারা  
শ্রীকৃষ্ণের শুভ প্রাপ্তি ঘটিয়াছে । অতএব কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার এইরূপ  
বৈভব পরিত্যাগ করিতে পারেন ? পরে, তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিতে লাগিলেন ।  
ভ্রাতা নন্দের সহিত আমার কেবলমাত্র দেহের প্রভেদ আছে, অন্তঃকরণের  
প্রভেদ নাই । অতএব তাহার সুখে আমার সুখ এবং আমার সুখে তাহার  
সুখ । সুতরাং তিনি স্বেচ্ছাক্রমে ব্রজে গমন করেন, এবং স্বেচ্ছাক্রমে এই

অথ তত আগতান্তদেতদগ্রজাদাকর্ষণ্য শ্রীকৃষ্ণঃ প্রণমম-  
শ্রুভির্বচনাদ্বিরমংশচ নতফুল্লবদনশ্চিরমাসীৎ ॥ ৪০ ॥

অথ কৃষ্ণরামোদ্ধবরোহিণীভিঃ সহ স্বয়মেবানকদুন্দুভিঃ  
শ্রীমন্নন্দস্য শকটমন্দিরমনুগম্য তমপি যথাযথং সঙ্গম্য রম্যমিদং  
জগাদ ॥ ৪১ ॥

ভ্রাতার্নন্দ ! স্তুতস্তবাত্ম মম বেত্যস্মিন্ভেদঃ কচিদ্-  
যৎ কৃষ্ণস্ত জগাম নৈতদবধি ত্বমন্দিরং তচ্ছৃণু ।

অস্ম্যাকং কিল শাত্ৰবক্ষয়কৃতে সৌহৃদ্যং ত্বয়া রক্ষিতং  
কৃত্যং শেষমপেক্ষতে প্রতিলবং তস্মিন্ যিযাসমর্পি ॥ ৪২ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূতদ্বর্ণয়তি—অথোতিগদ্যেন । অথ বহুদেববাক্যানস্তরং তত স্তদগৃহাৎ আগতান-  
গ্রজাৎ রামাৎ তদেতৎ উক্তপ্রকারমাকর্ষণ্য শৃণুন্ শ্রীকৃষ্ণোহগ্রজং প্রণমন্ অশ্রুভির্বচনাৎ বিরমন্  
অশ্রুভিঃ কঠরোধাদিত্যভাবঃ । নতফুল্লবদনঃ নতং ফুল্লং বদনং যস্য সঃ ॥ ৪০ ॥

ততো বহুদেবঃ কিং চকারেত্যপেক্ষায়াং বর্ণয়তি—অথ শ্রীকৃষ্ণোতিগদ্যেন । তমপি শ্রীমন্নন্দ-  
মপি রম্যং নির্দোষং বাক্যং কথিতবান্ ॥ ৪১ ॥

তৎ রম্যবাক্যং নির্দিশতি—ভ্রাতরিতি । হে ভ্রাতার্নন্দ ! স্তুতঃ কৃষ্ণ স্তব অথ মম বা ইত্যস্মিন্  
বিচারে অভেদঃ কচিৎ ভেদো ন যৎ এতদবধি এতৎকালপর্যাস্তং কৃষ্ণ ত্বমন্দিরং ন জগাম । তৎ  
দ্বারকায় আগমন করুন । কারণ, এই শ্রীকৃষ্ণ রাজবাসিনসকল ব্যক্তির এবং  
অস্রাদির জীবনের আদি কারণ ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর বহুদেবের এইরূপ কথা শুনিয়া বলরাম, পিতৃভবন হইতে আগমন  
করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজের নিকট হইতে এইরূপ বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে  
প্রণাম করিলেন, এবং অশ্রু পতন হওয়াতে কোন কথাই বলিতে পারেন নাই ।  
কেবল বহুক্ষণ পর্য্যাস্ত তাঁহার প্রফুল্ল মুখ নত হইয়াছিল ॥ ৪০ ॥

অনন্তর বহুদেব, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, উদ্ধব এবং রোহিণীর সহিত স্বয়ংই  
ব্রজরাজের শকট-গৃহের নিকটে গমন করিয়া, এবং যথাবিধি, শিষ্টাচারপূর্ব্বক  
তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া এইরূপ নির্দোষ বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

ভাই নন্দ ! এই পুত্র শ্রীকৃষ্ণ তোমার অথবা আমার, এই বিষয়ে কখনও  
প্রভেদ নাই । তবে যে এককাল পর্য্যাস্ত শ্রীকৃষ্ণ তোমার গৃহে গমন করেন



তদেবং লক্ষ্মস্থানামপি শ্রীমন্মদপ্রমুখাণাং শ্রীশুকমুখা-  
দিতবিরচনেন

“কৃষ্ণে কমলপত্রাক্ষে সন্ন্যস্তাখিলরাধস”

ইতি বচনেন পুরা শ্রীকৃষ্ণাযোগদুঃখাদপারতৃষ্ণাবিমুখানাং  
তন্মঙ্গলায় সৎস্ব সমর্পিতবিশ্বগর্থানাং চিরায় বাঞ্ছিতং ব্রজায়  
তদাগমনমঞ্চিতুমসমর্থানাং সম্প্রতি চ কিঞ্চিদপ্রতীতিকিঞ্চিৎ-  
প্রতীতিক্ষুভিততত্তদর্থানাং ভাবনেনয়ং জাতা ॥ ৪৩ ॥

তত্র শূণ্য, সোহয়ং কৃষ্ণোহস্মাকং শত্রুসমূহানাং নাশায় অত্র ইদাং রক্ষিতঃ, কিন্তু তান্মান্ ওদ্ভাবিত্ব  
বিষয়ান্ গন্তুমিচ্ছন্নপি প্রতিলবং প্রতিক্ষণং শেষং কৃত্যং সর্বশত্রুক্ষয়রূপং অপেক্ষতে, অত  
স্তত্র বিলম্ব ইতিভাবঃ ॥ ৪২ ॥

ততো যদ্বৃন্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন । লক্ষ্যং সূত্রং যৈ শ্রেষ্ঠাঃ উদিতাঃ বিরচনং  
সম্পাদনং বস্যা তেন, “কৃষ্ণে কমলপত্রাক্ষে সন্ন্যস্তাখিলরাধসঃ” ইতিবচনেন পুরা শ্রীকৃষ্ণস্য  
অবোগো বিচ্ছেদ স্তম্ভাজাতং যদ্বৃন্তং তন্মায়ং অপরাশ্মিন্ বস্তুমাজে যা তুষ্ণা কামনা তস্যাং  
বিমুখানাং তন্মঙ্গলায় তস্য কৃষ্ণস্য কুশলায় সৎস্ব বিপ্রাদিবু সমর্পিতা বিশ্বগর্থো যৈ শ্রেষ্ঠাঃ তদা-  
গমনং কৃষ্ণাগমনং অঞ্চিভূঃ সাধয়িতুঃ অসমর্থানাং কিঞ্চিদপ্রতীতিকিঞ্চিৎপ্রতীতিক্ষুভিত-  
তত্তদর্থানাং কিঞ্চিদপ্রতীতিঃ শপথপূর্বকব্রজাগমনস্বীকারাৎ কিঞ্চিৎপ্রতীতিঃ ক্ষুরণরূপা তাভ্যাং  
ক্ষুভিতাশ্চকলা স্তত্তদর্থঃ শ্রেষ্ঠাঃ ব্রজে গতি স্তত্র স্থিতিবা যেবাঃ তেষামিযং ভাবনা ॥ ৪৩ ॥

নাই, সেই বিষয়ে তুমি কারণ শ্রবণ কর। আমাদের শত্রুসমূহ বিনাশ করিবার  
জন্তু তুমি শ্রীকৃষ্ণকে এই স্থানে রক্ষা করিয়াছিলে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তোমার  
ভবনে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াও কেবল প্রতিক্ষণ শত্রুক্ষয়রূপ কার্য শেষ  
অপেক্ষা করিতেছেন। তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণের বিলম্ব হইতেছে ॥ ৪২ ॥

অতএব এইরূপে শ্রীমান্ নন্দপ্রভৃতি ব্রজবাসিগণ সূখলাভ করিয়াছিলেন ।  
“পদ্মপলাশ-লোচন শ্রীকৃষ্ণের উপর তাঁহার সমস্ত ধন-সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া-  
ছিলেন” এইরূপ শ্রীশুকদেবের মুখোচ্চারিত বাক্যদ্বারা, তাঁহার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের  
বিরহদুঃখে কৃষ্ণব্যতীত অল্প পদার্থে একেবারেই নিম্পূহ হইয়াছিলেন । কেবল  
শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহার সজ্জনদিগকে সমস্ত ধন সমর্পণ করিয়াছিলেন ।  
বাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আগমন করেন, এই বিষয় তাঁহাদের চির বাঞ্ছিত ছিল ।

হন্ত ! হন্ত ! সন্ততমস্মাভিঃ প্রার্থিতব্রজাগতিরয়ং  
তদস্মাকং জানাত্যেব সম্প্রত্যপি মনোরথপথস্বজনধনসম্পদ-  
স্ত্যাজয়িতুং যোগ্যতাং ন যাতেবেতি চ ব্রজজনাং ন সাক্ষাদ্বি-  
জ্ঞাপয়িতব্যঃ, মোহয়ং কিমুতাত্র ক্ষাত্রনীত্যা কৰ্ত্তুমারন্ধ-  
ত্রিলোকীভব্যঃ । তথাপি শশ্বদভ্যুদয়স্মাস্থ দয়ালুতয়া মুহুঃ  
কৃতপ্রতিজ্ঞতয়া চাবশ্যমাগমিষ্যতি । কিস্তীদৃশমীদৃশমস্ম

তাং ভাবনাং বর্ণয়তি—জ্ঞাতেতি । হস্তেতি খেদে । অস্মাভিঃ প্রার্থিতা যা ব্রজে আগতিঃ সা জ্ঞাতা ।  
অয়ং কৃষ্ণঃ অস্মাকং তৎপ্রার্থনং মনোরথপথস্বজনধনসম্পদঃ মনোরথপথে স্বজনা বহুদেবাদয়ঃ, ধনানি  
রত্নপ্রভৃদীনি, সম্পদো বৈভবানি তা স্ত্যাজয়িতুং আত্মনো বিচ্ছেদয়িতুং যোগ্যতাং ন য়তি, হৃঙ্গদাঃ  
হৃথদানসকলপথবশুদ্বাং ইতি হেতো ব্রজপ্রাপণায় সাক্ষাৎ বিজ্ঞাপয়িতব্যঃ বিজ্ঞাপনবিষয়ঃ মোহয়ং  
কৃষ্ণঃ অত্র দ্বারকায়াং ক্ষাত্রনীত্যা ক্ষত্রিয়সমূহানাং নয়েন কৰ্ত্তুং আরন্ধং ত্রিলোক্যা ভব্যঃ  
মঙ্গলং যেন সঃ, কিমুত মাধব্যধাষি ব্রজে তাদৃশকৃত্যাযোগ্যত্বাদতি ভাবঃ । নমু তর্হি ব্রজে

এই চির বাঞ্ছিত বিষয় সম্পাদন করিতে তাঁহারা অক্ষম হইয়াছিলেন । সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণ  
ব্রজে আসিবেন বলিয়া শপথ করিয়াছিলেন, ঐরূপ শপথবচনে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ  
অবিশ্বাস হয়, অথচ মধ্যে মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি হইত, তাহাতে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ  
অবিশ্বাস জন্মে এইরূপ বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসিবেন, কি  
দ্বারকায় থাকিবেন, তাহাতে তাঁহাদের চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছিল । এইরূপে  
তৎকালে ব্রজবাসিগণ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

হায় ! আমরা সর্বদাই প্রার্থনা করিয়াছিলাম, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে  
আগমন ঘটে । এক্ষণে তাহা ঘটয়াছে । আমরা যাহা ( ব্রজে আগমন )  
প্রার্থনা করিয়াছিলাম, নিশ্চয়ই তাহা শ্রীকৃষ্ণ অবগত আছেন । তাহাতে  
এখনও যাহাতে বহুদেবপ্রভৃতি স্বজনগণ রত্নাদি ধনসমূহ এবং বৈভবসকল  
তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হয় এইরূপ নিজের ইচ্ছাবিশয়ে শ্রীকৃষ্ণ কখনও  
সম্মত হইবেন না । যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আগমন করেন, তাহা সাক্ষাৎ  
সম্বন্ধে নিবেদন করা উচিত নয় । অতএব যিনি দ্বারকাতে ক্ষাত্রিয়সমূহের  
নীতি অবলম্বনপূর্বক জিভুবনের মঙ্গল সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন,  
তাঁহাকে যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রজগমনের বিষয় নিবেদন করা উচিত নয়, তাহা

সমর্ঘ্যাদস্থিতমমর্ঘ্যাদমেতদীয়সদুপচর্যাপর্ঘ্যাপণং দিব্যং দিব্যং  
দ্রব্যং প্রতি যথাস্বমস্মাকং মনোরথাঃ প্রথিমানমাত্মানমানয়-  
ন্তীতি তদিদমিদমেব কামনীয়মিতি ॥ ৪৪ ॥

অথ কংসমথনশ্চেদং ভাবয়ামাস । পূর্বপূর্বমুদয়দপূর্ব-  
যোগেন সাস্ত্রনাপ্রয়োগেণ (ক) ময়ামীষু কদর্থনাপরং ফলায়  
কল্পিতা ন তু সদর্থনা । ততশ্চ নাধুনাপি তাদৃগুজ্ঞানাং

ব্রজনঃ ন ভবিষ্যতি তত্রাহ—তথাপিতি । শশ্নিরন্তরং অচ্যুতয়ঃ শ্বেষ্টমঙ্গলঃ যন্তা স্তয়া দয়ালুতয়া  
কৃতজ্ঞতয়তি অন্তথা কৃতজ্ঞতাদোষ আপদ্যোতেতি । সমর্ঘ্যাদস্থিতমর্ঘ্যাদং মর্ঘ্যাদা সংপথে স্থিতিঃ  
তয়া সহ বর্তমানঃ সমর্ঘ্যাদ স্তত্র স্থিতা মর্ঘ্যাদা সীমা যন্ত তৎ এতদীয়সদুপচর্যাপর্ঘ্যাপণং  
সতামুপচর্য্যা সম্মানণং তজ্জাঃ পর্ঘ্যাপণং প্রাপণং এতদীয়ং শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিচ তৎ সদুপচর্য্যাপর্ঘ্যাপণকেতি  
তৎ যথাস্বং প্রত্যেকং অস্মাকং মনোরথা অভিলাষা আত্মানং প্রথিমানং বিস্তারমানয়ন্তি  
প্রাপয়ন্তীতি । ইদমিদং দিব্যং দিব্যং দ্রব্যং কামনীয়মিতি ॥ ৪৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্ত তদা কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়ামাহ—অণেতিগদ্যেন । ভাবয়ামাস চিন্তিতবান্ ।  
উদয়দপূর্বযোগেন উদয়ন্ দীপ্তঃ অপূর্বযোগো যন্ত তেন সাস্ত্রনাপ্রয়োগেণ অমীষু ব্রজেন্দ্রাদিষু  
কদর্থনা কদাচারঃ সদর্থনা সদাচারঃ । অধুনাপি তাদৃগুজ্ঞানাং সাস্ত্রপ্রয়োগাণাং বিষয়ীকর্তৃং

সর্করবাদি সম্মত । তথাপি আমাদের উপরে তাঁহার যে অনুকম্পা আছে, তাহা  
নিয়তই সমুদিত রহিয়াছে । বিশেষতঃ তিনি ব্রজে আসিবার জন্ত বারংবার  
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন । তাহাতে তিনি অবশ্যই ব্রজে আগমন করিবেন । কিন্তু  
শ্রীকৃষ্ণ, যে সজ্জনদিগকে সম্মান করিয়া থাকেন, তাহা সংপথের চরম সীমা ।  
আমাদের প্রত্যেকেরই মনোরথসকল, তদীয় স্বর্গীয় শপথদ্রব্যের প্রতি আমাদের  
উদ্দেশে বিস্তারিত করিতেছে । অতএব শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ স্বর্গীয়  
দিব্য ( শপথ ) যাহাতে শ্রবণ করিতে পারি, তাহাই আমরা কামনা  
করিব ॥ ৪৪ ॥

অনন্তর কংস নিহন্তা শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন । আমি পূর্বে  
পূর্বে যে সকল সাস্ত্রনা-বাস্তব্য প্রয়োগ করিয়াছি, তাহার সংযোগ অপূর্ব এবং

( ক ) সাস্ত্রনাপ্রয়োগেণ । ইতিহু গৌরপুস্তকে নাস্তি ।

বিষয়ীকর্তৃমমীযুক্তাঃ । কিন্তু সৰ্বাস্তঃপাতিতয়া প্রীতিদান-  
ব্যাজান্নমুপভোগ্যতয়াং যোগ্যানাং বস্তুনাং প্রস্থাপনয়া নিজস্য  
(ক) সাম্প্রতং ব্রজপ্রস্থাপনং সূচিতং কর্তৃমুচিতং । যস্মাদেব  
থল্লেষাং মস্মাত্রকামনাশেষাণাং তথা তত্র স্থিতানাং মৎপ্রীতি-  
মাত্রজীবনতাপাত্রতত্ত্বিশেষাণাং কামনা পূরিতা  
স্মাদিতি ॥ ৪৫ ॥

আশ্রয়ীকর্তৃমমী ব্রজেন্দ্রাদয়ো ন যুক্তাঃ সৰ্বাস্তঃপাতিতয়া সৰ্বেষাং সামদানভেদদণ্ডানাং  
অন্তর্মধ্যপাতিতয়া প্রীত্যা বদানং তস্ত ব্যাজাং ছলাং মদুপভোগ্যতয়াং মম উপভোগ্যং  
মদুপভোগ্যং তস্ত ভাবো মদুপভোগ্যতা তস্তাং তেষাং প্রস্থাপনয়া সাম্প্রতং নিজস্ত ব্রজে  
প্রস্থাপনং সূচিতং কর্তৃমুচিতং যোগ্যং । ব্রজেন্দ্রাদীনাম্ তস্মাত্রকামনা শेषাণাং মদুপভোগ্য  
বস্তুপ্রস্থাপনে যা কামনা সা শেষঃ পর্যাপ্তি যেষাং তত্র ব্রজে স্থিতানাং মৎপ্রীতিমাত্রং জীবনপাত্রং  
তত্ত্বিশেষাণাং ময়ি যৎ প্রীতিমাত্রং তদেব জীবনপাত্রং জীবনাধারো যেষাং তেচ তে তত্ত্বিশেষা-  
শ্চেতি তেষাং কামনা বাসনা পূরিতা স্মাৎ ॥ ৪৫ ॥

প্রদীপ্ত । ঐরূপ অপূৰ্ণ সাস্তুনাবাক্যের প্রয়োগে আমি ব্রজরাজপ্রভৃতি ব্রজ-  
বাসিগণের উপরে কেবল ফলপ্রদ কুংসিত আচরণ করিয়াছি ; কিন্তু তাঁহাদের  
উপরে আমি সদাচারের অহুষ্ঠান করি নাই । অনন্তর আমি পূর্বে যে সকল  
সাস্তুনা বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছি, এখনও ঐ সকল ব্রজরাজপ্রভৃতি মহোদয়-  
দিগকে ঐরূপ সাস্তুনা-বাক্যের প্রয়োগে প্রবঞ্চনা করা উচিত নয় । কিন্তু  
সাম দান ভেদ দণ্ড এই চারি প্রকার নৈতিক উপায়ের অন্তর্গত প্রেমদানচ্ছলে  
আমার উপভোগ্যরূপে যে সকল বস্তু প্রেরণ করিয়া, এক্ষণে নিজের ব্রজে গমন  
সূচনা করা উচিত । কারণ আমার উপভোগ্য বস্তু কখন প্রেরিত হইবে, এই  
বিষয়েই কেবল ব্রজরাজপ্রভৃতির কামনা পর্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে । দ্বিতীয়তঃ  
আমার উপরে তাঁহাদের যে একমাত্র প্রীতি আছে, তাহাই তাঁহাদের জীবনাধার  
তুল্য । অতএব ব্রজবাসিগণের জীবনাধার তুল্য তত্ত্ববিশিষ্ট পদার্থের কামনা  
পরিপূর্ণ হইবে ॥ ৪৫ ॥

তদেবমেব মুণীন্দ্রঃ প্রাহ—

“ততঃ কামৈঃ পূর্য্যমাণঃ সত্রজঃ সহ বান্ধবঃ ।

পরাক্কাভরণক্ষৌমনানানর্য্যপরিচ্ছদৈঃ ॥

বহুদেবোঐসেনাত্যাং কৃষ্ণোদ্ধববলাদিভিঃ ।

দত্তমাদায় পারিবহং যাপিতেঃ যদুভির্যযৌ” ॥

ভা ১০।৮৪।৬৭—৬৮ । ইতি ॥ ৪৬ ॥

কিন্তু ;—

চলনসময়ে যা যাবস্থা ব্রজেশপুরঃসরঃ

ব্রজপরিষদামাসীদেযা কথং বত ! বর্ণ্যতাম্ ।

মনসি চ গতা যস্মাদস্মাদৃশামপি সা সদা

বপুষি গিরি চ স্মৃতিং বর্ণ্যশ্রিয়ামথ লুম্পতি ॥ ৪৭ ॥

তদেবঃ মুনীন্দ্রবাক্যেন নির্দিশতি—ততঃ কামৈরিতি । ততঃ শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়ে কামৈঃ পরাক্কাভরণক্ষৌমনানানর্য্যপরিচ্ছদৈঃ পরাক্কসংখ্যায়ুক্তৈঃ আভরণৈরলকাইঃ ক্ষৌমৈঃ পট্টবস্ত্রাদিভিঃ তথা নানানর্য্যপরিচ্ছদৈঃ অনর্য্যাণি অমুস্তানি যানি পরিচ্ছদানি তৈঃ পূর্য্যমাণঃ সত্রজঃ ব্রজবাসিভিঃ সহিতঃ সহ বান্ধবঃ কুটুম্বাদিনহিতঃ গমনকালেহপি বহুদেবাদিভির্দত্তং পারিবহং উপঢৌকনং আদায় গৃহীত্বা যদুভিরকুরাদিভি যাপিতঃ সঙ্গামতো যযৌ ॥ ৪৬ ॥

নমু, কিং দিব্যজ্বালাভেন সন্তোষিতো যযৌ ইত্যপেক্ষায়াং বর্ণ্যতি—চলনসময়ে ইতি । চলনকালে ব্রজেশপুরঃসরব্রজপরিষদাং বা যা অবস্থা দশা আদৌ, বতেতি খেদে । এষা কথং ময়া বর্ণ্যতাং, যা অস্মাকং মনসি চিত্তে গতা তস্মাক্কেতোঃ সদা সা অবস্থা বপুষি শরীরে গিরিচ

মহবি বেদব্যাস তাহাই নির্দেশ করিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ অভিপ্রায় হেতু বাঞ্ছিত পরাক্ক সংখ্যায়ুক্ত ( অসংখ্য ) অলঙ্কার সকল, বিবিধ পট্টবস্ত্র, এবং অমূল্যপরিচ্ছদসমূহদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া ব্রজবাসিজনগণের সহিত, কুটুম্বাদির সমভি-  
ব্যাহারে, বহুদেব, উগ্রসেন, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম এবং উদ্ধবপ্রভৃতি ব্যক্তিগণের সমর্পিত উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া, এবং যদুবংশীয় অকুরাদির সহিত মিলিত হইয়া ব্রজে গমন করিলেন ॥ ৪৬ ॥

কিন্তু গমনকালে ব্রজরাজপ্রভৃতি ব্রজবাসিসভ্যাদিগের যে যে অবস্থা ঘটয়াছিল, হায় ! আমি কি প্রকারে সেই সেই অবস্থা বর্ণনা করিতে পারি । ঐ সকল অবস্থা আমাদের মনে লাগিয়া রহিয়াছে । এই হেতু সেই অবস্থা সর্ব্বদাই

জ্ঞাত্বা তেষাং হৃদয়বপুষোঃ শক্তিহানিং প্রয়াণে  
 শত্রুশ্রেণ্যাঃ প্রতিহতিমপি প্রান্তরাস্তবিতর্য্য ।  
 ভূতৈঃ সূতৈঃ কটকপটলৈরপ্যমীষাং সমস্তা-  
 দদৈব্যাজাদনুগতিমিতৈর্ষাপনং প্রাপ কৃষ্ণঃ ॥ ৪৮ ॥  
 কথঞ্চিদপি মাথুরাননুগতাঃ কুরুণাং স্থলা-  
 দ্বিজেন্দ্রমুখগোহুহঃ পুনরুপেতুমাশ্রায়ম্ ।  
 বিরক্তমনসস্তদা তপনজাং সমুত্তীৰ্য্যগো-  
 রয়ীতিবিদিতস্থলে ব্রজমবাসয়ন্ দূরতঃ ॥ ৪৯ ॥

নচসিচ বর্ণশ্রিয়াং ক্ষুণ্টিঃ লুপ্তিঃ ছিনত্তি, তত্র বপুৰি বর্ণশ্রিয়াং গুরুপীতাদিবর্ণশোভানাং  
 গিরি বর্ণশ্রিয়াঃ সুস্পষ্টবর্ণাঃ স্বরব্যাঞ্জনাদয়ঃ স্তেষাং শ্রিয়াং প্রভাণাং ক্ষুণ্টিঃ প্রকাশম্ ॥ ৪৭ ॥

কিঞ্চ জ্ঞাত্বৈতি । কৃষ্ণ স্তেষাং ব্রজেন্দ্রাদীনাং হৃদয়বপুষোশ্চিত্ততষোঃ শক্তিহানিং জ্ঞাত্বা  
 তথা প্রান্তরা পথমধ্যে শত্রুশ্রেণ্যা শত্রুণামাবল্যা প্রতিহতিঃ পীড়ামন্তশ্চিত্তে বিতর্য্য অমীষাং  
 ব্রজেন্দ্রাদীনাং সমস্তাব্যাজাং স্থলাং দৈব ভূতৈঃ সূতৈর্বান্ধিভিঃ কটকপটলৈ সেনাসমূহৈরনুগতি-  
 মিতৈঃ কৰ্ত্তৃভিঃ তত্রতাবাসস্থানে প্রেষণং প্রাপ ॥ ৪৮ ॥

ননু, ব্রজেন্দ্রাদয়ঃ স্তংস্থানাং চলিত্বা কথং বৰ্ত্তেত ইত্যপেক্ষায়াঃ বর্ণয়তি—কথঞ্চিদপি ।  
 ব্রজেন্দ্রমুখগোহুহো ব্রজেন্দ্রাদিগোপাঃ কুরুণাং স্থলাং কুরুক্ষেত্রাং কথঞ্চিদপি কষ্টেনাপি মাথুরান্

শারীরিক এবং বাচিক বর্ণ শোভার ক্ষুণ্টি লোপ করিতেছে । তন্মধ্যে শারীরিক  
 বর্ণশোভা গুরু পীতাদি, বাচিক বর্ণশোভা সুস্পষ্ট অক্ষরযুক্ত স্বরও ব্যঞ্জনাদি ।  
 ইহাদের প্রভার প্রকাশ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৪৭ ॥

ব্রজরাজপ্রভৃতি ব্রজবাসীদিগের হৃদয় এবং শরীরের শক্তি ক্ষয় জানিতে  
 পারিয়া, এবং পথমধ্যে শত্রুগণ আক্রমণ করিয়া পীড়ন করিবে ; শ্রীকৃষ্ণ ইহা  
 মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া তিনি ব্রজরাজপ্রভৃতি মহোদয়গণের চারিদিকে ছল-  
 পূৰ্কক নানাবিধভূত্য, বিবিধ স্তুতিপাঠক এবং অমুচর সেনাসমূহ প্রদান করি-  
 লেন । এই সকল ভূত্য এবং সেনাদিক্রমে তাঁহাদের বাসস্থানে উপনীত  
 হইল ॥ ৪৮ ॥

ব্রজরাজপ্রভৃতি গোপগণ, অতিকষ্টে কুরুক্ষেত্র হইতে মথুরাস্থিত দেশ সকল  
 প্রাপ্ত হইলেন । পরে পুনর্বার স্ব স্ব ভবন প্রাপ্ত হইবার জন্ত বিরক্ত মনে

গোকুলপতিরিতি গোউরব, ইতি তদেগার ইত্যপি চ ।

সংস্কৃতজং প্রাকৃতজং, গ্রাম্যজমাখ্যানমঞ্চতি স্থানম্ ॥ ৫০ ॥

গোকুলপতিরিতি নাম্না, খ্যাতং গোকুলপতেঃ স্থানম্ ।

পুরুষোত্তম ইতি যদ্বৎ পুরুষোত্তমধাম বিখ্যাতম্ ॥ ৫১ ॥

অথ কথকেন তদেতৎ প্রোচ্য ক্ষণং পরিশোচ্য সমাপয়িতুং  
তদিদং রুচ্যমুচ্যতে স্ম ॥ ৫২ ॥

দেশাৎ অনুগতাঃ সন্তঃ পুনরাশ্রয়ং উপেক্তং গন্তং বিরজমনস স্তদা তপনজাং যমুনাং  
সমুত্তীৰ্ণ্য গোররীতি বিদিতস্থলে খ্যাতস্থানে গোষ্ঠাৎ দূরস্থানে ব্রজমবাসয়ন্ বাসঃ কারয়-  
মানঃ ॥ ৪৯ ॥

তৎ স্থানং ত্রিবিধমাখ্যানং অঞ্চতি গচ্ছতি তত্র কারণং বর্ণয়তি—সংস্কৃতিজমিত্যাदि ॥ ৫০ ॥

নমু, গোকুলপতিঃ শ্রীমদ্ভগবৎ তদ্বাসস্থানস্ত গোকুলপতিনামহং কথং তত্রাহ—গোকুলপতিরিতি ।  
গোকুলপতেঃ শ্রীমদ্ভগবৎ স্থানং গোকুলপতিরিতি নাম্নাখ্যাতং । যদ্বৎ পুরুষোত্তমস্ত শ্রীজগন্নাথস্ত  
ধাম পুরুষোত্তম ইতি বিখ্যাতম্ ॥ ৫১ ॥

ততঃ কিং বৃত্তং জাতং ইত্যপেক্ষায়াং স্বয়ং কবিবর্ণয়তি—অথেনিগদোন । প্রোচ্য প্রকষণে  
কথয়িত্বা পরিশোচ্য অধিকং শোকং কৃষ্টা রোচ্য অভিলষণীয়ং উক্তম্ ॥ ৫২ ॥

তৎকালে যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া গোষ্ঠের দূরবর্তী “গোররী” এই বিখ্যাত স্থানে  
ব্রজবাসীদিগকে বাস করাইলেন ॥ ৪৯ ॥

ঐ স্থানের তিন প্রকার নাম আছে । তাহার সংস্কৃত নাম “গোকুলপতি”  
প্রাকৃত নাম “গোউরকই”, এবং গ্রাম্য নাম ‘গোররী’ ছিল ॥ ৫০ ॥

গোকুলপতি নামের বাসস্থানের নাম “গোকুলপতি” বলিয়া প্রসিদ্ধ । যেৰূপ  
জগন্নাথের স্থান পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত, এইস্থানও সেইরূপ “গোকুলপতি”  
বিখ্যাত ॥ ৫১ ॥

অনন্তর কথক এইরূপ কথা বলিয়া, এবং ক্ষণকাল শোক করিয়া, সমাপন  
করিবার জন্ত এইরূপ মনোহর বিষয় বলিতে লাগিল ॥ ৫২ ॥

তদয়নমভিনোমি তচ্চ লগ্নং

ব্রজপতিবাসশুভংযুমঞ্জু রূপং ।

যদুদিতশুভবৈভান্মুরারি-

ব্রজসুহৃদাং বিরহং নিজং লুলোপ ॥ ৫৩ ॥

তদেবং ব্রজরাজ-সভাকথায়াং পূর্ণায়াং শ্রীরাধিকা-সদশি  
কথায়াং স্নিগ্ধকণ্ঠস্তদিদমুবাচ—॥ ৫৪ ॥

অমুস্ত শ্রীমদানকহুন্দুভিসম্বিন্ময়ং তত্তদ্বর্ণ্যমানমাকর্ণ্য তানি

রূচ্যাকাং বর্ণয়তি—তদয়নমপীতি । ব্রজপতিবাসশুভংযুমঞ্জুরূপং ব্রজপতিবাসে শুভংযু  
কল্যাণযুক্তং মঞ্জু রম্যরূপং যন্ত তৎ অয়নং গমনং নোমি, তচ্চ লগ্নং যদাগমনং জাতং  
যদুদিতশুভবৈভবাং যাত্যায়নলগ্নাভ্যাং উদিতং যৎ শুভবৈভবং তস্মাক্ষেতোঃ মুরারিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ  
ব্রজসুহৃদাং নিজং বিরহং লুলোপ চিচ্ছেদ ॥ ৫৩ ॥

নব্বতৎ প্রসঙ্গং শ্রীরাধাদয়ো ব্রজরমাঃ কিং শুশ্রুবরিত্যপেক্ষায়াং স্বয়ং কবিঃ বর্ণয়তি—  
তদেবমিতিগদ্যেন । শ্রীরাধিকায়ঃ সদশি সভায়াম্ ॥ ৫৪ ॥

তৎ স্নিগ্ধকণ্ঠাকাং বর্ণয়তি—অমুস্তিতি গদ্যেন । শ্রীমদানকহুন্দুভেঃ বহুদেবস্ত সবিষ্ময়ং  
সস্তাষণং প্রতিজ্ঞাময়ং বা তত্তদ্বর্ণ্যমাণং “ভ্রাতর্নন্দহৃত স্তবাপ মম বেত্যান্ম ভেদঃ কুচি”দ্বিতি  
পূর্বোক্তপ্লোকেন আকর্ণ্য শ্রদ্ধা তানি বচনানি ভাবিতরূপসেবার্থতাবিভাতি ভাবিনী বা তন্ত

ব্রজপতির ( কুরুক্ষেত্র হইতে ব্রজ পর্য্যন্ত ) যে গমন পথ, তাহা অতি কল্যাণ-  
যুক্ত ও মনোহর হইয়াছিল, আমি সেই গমন পথকে প্রণাম করি । অথচ ঐ পথ  
সকলমঙ্গলের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল । ঐরূপ গমনদ্বারা যে শুভ বৈভব উদিত  
হইয়াছিল, তাহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিসুহৃদগণদ্বারা সজ্ঞাত নিজবিরহকে ছেদন  
করিয়াছিলেন অর্থাৎ ব্রজরাজের গমনমার্গ চিন্তা করিয়া ও শ্রীকৃষ্ণ তদগতভাবে  
অনেকধা সুহৃদবিরোগ হইতে নিবৃত্ত হইয়া ছিলেন ॥ ৫৩ ॥

অতএব এইরূপে ব্রজরাজের সভাস্থিত কথা পরিপূর্ণ হইলে, স্নিগ্ধকণ্ঠ শ্রীরাধি-  
কার সভাতে এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

“ভাই নন্দ ! এই পুত্র তোমার কি আমার, এই, বিষয়ে কোন প্রভেদ  
নাই” বহুদেবের এইরূপ পূর্বোক্ত সস্তাষণ বা প্রতিজ্ঞাময়, তত্ত্ববাক্য শ্রবণ  
করিয়া, ঐ সকল গেপীগণ মনে মনে জানিতে পারিল যে, ঐ সকল বাক্য ভাবী



ভাবিতদুপসেবার্থতাভাবিতানি স্বস্মিন্নপি প্রীতিদানানি নির্বৰ্ণ্য  
বৈবৰ্ণ্যবশাদিদং ব্যনজুঃ । বিলম্বমানেনানেন কিমস্মাকগমুনি  
বিলম্বনানি রচ্যন্তু ইতি ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণস্ত তদুদ্ববদ্বারা শৃণুন্ সলজ্জং সন্নিদেশ । (ক) পূর্ব-  
মুগক্রমত এবৈদং গয়া নিবেদিতম্ ।

“অপি স্মরথ নঃ সখ্যঃ ! স্নানাগর্থচিকার্ষয়া

গতাংশিচরায়িতান্ শত্রুপক্ষক্ষপণচেতসঃ” ॥

( ভা ১০।৮২।৪১—৬ )

ইত্যনেন স্নানাবশিষ্টানামশিষ্টানাং বিনষ্টীকরণকারণমেব  
গম কিঞ্চিদ্বিলম্বসম্বলনমস্তুতি । তস্মাদুভয়েষামস্মাকং যাব-  
দিচ্ছদিচ্ছং কিয়ন্তি দিনানি পূর্ববদ্বিয়ন্তি প্রতীক্ষ্যতাম্ ॥ ৫৬ ॥

কৃষ্ণস্ত উপ সমীপে সেবা সৈব অথো যশ্চ তস্মা ভাবঃ ভাবিতদুপসেবার্থতা তয়া ভাবিতানি  
বাসিতানি মিশ্রিতানি স্বস্মিন্ আশ্রয়পি প্রীতিদানি নির্বৰ্ণ্য মনসি জ্ঞাত্বা বৈবৰ্ণ্যবশাৎ বিরহেণ  
নষ্টবৰ্ণ্যঃ বর্ণোচ্চারণবৈকল্যাৎ তদ্বশাৎ ইদং বক্তব্যং ব্যনজুঃ প্রকাশয়ামাসুঃ । বিলম্বমানেন অনেন  
কৃষ্ণেন অস্মাকং সম্বন্ধে কিং অমুনি বিলম্বনানি রচ্যন্তে ক্রিয়ন্তে ॥ ৫৫ ॥

তদেবঃ নিশমা শ্রীকৃষ্ণঃ কিং কৃতবান্ ইত্যপেক্ষয়াং বর্ণয়তি—কৃষ্ণস্তিগদ্যেন । উদ্বব-  
দ্বারা তৎ শৃণুন্ সলজ্জং লজ্জাসহিতং যথা স্যাত্তথা সন্নিদেশ । উপক্রমতএব সাস্বনায়া  
আরম্ভকালএব “অপি স্মরথে”ত্যাदिना अनन वाक्येन । স্বল্পরূপেণ অবশিষ্টাঃ স্নানাবশিষ্টা  
শ্বেষামশিষ্টানাং শত্রুপক্ষপাতিনাং বিনষ্টীকরণমেব কারণং যশ্চ তৎ বিলম্বসম্বলনং বিলম্ব-  
কৃষ্ণ সেবারূপ অর্থদ্বারা মিশ্রিত, অতএব ঐ সকল বাক্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক ।  
তখন তাহারা কণ্ঠকৃদ্ধস্বরে ইহা প্রকাশ করিল । এই শ্রীকৃষ্ণ বিলম্ব করিয়া  
আনাদের এষ্ট সকল বিষয়কেও কেন বিলম্বযুক্ত করিতেছেন ॥ ৫৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপ শ্রবণ করিয়া লজ্জিতভাবে উদ্ববদ্বারা আদেশ করিয়া  
পাঠাইলেন । সাস্বনা করিবার প্রারম্ভের পূর্বেই আমি জানাইয়াছিলাম । “হে  
সখীগণ ! সুহৃদগণের কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমরা গমন করিয়াছিলাম ।

( ক ) ২৩ পূরণে ৬৭ পদ্যে উক্তমেতৎ । দৃষ্টার্থনির্ধারণং কৰ্ত্তব্যং । “অপি স্মরথ”  
ইতি নৈববোক্তম্ ।

অথ শ্রীগোপ্যন্ত তদেতন্মাসত্যমিতি মনসি বিতত্য  
সময়ান্তরে সমস্তং তং প্রতি ব্যক্তমুক্তবত্যাঃ ॥ ৫৭ ॥

তব সত্যাগিরঃ কৃষ্ণ ! শ্রীং কিং সঙ্গীর্ণিরম্মতা ।

কিস্ত তাং মাদৃশামাশাং যদি কালঃ সহেত সঃ ॥ ৫৮ ॥

সজ্বতনং । যাবদিষ্টদিষ্টঃ শুভভাগ্যঃ তাবৎ কিয়ন্তি কতিচিদ্দানি পূর্ববদ্বিস্তি বিগচ্ছন্তি  
প্রতীকতাং প্রতীক্ষা ক্রিয়তাম্ ॥ ৫৬ ॥

তদেতন্মাসত্যমিতি—অথেনিগদ্যেন । তদেতং শ্রীকৃষ্ণবচনমসত্যং  
নেতি মনসি বিতত্য বিধায় সমস্তং সঙ্গতঃ তং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি স্পষ্টমুচুঃ ॥ ৫৭ ॥

তদ্বচনং নির্দেশতি—তবেতি । হে কৃষ্ণ ! তব সত্যাগিরঃ সত্যবচনস্ত কিমম্মতা অসত্যতয়া  
সঙ্গীর্ণিঃ উচ্চারণং প্রাদপিতু নৈব, কিস্ত যদি স কালো মাং প্রাপ্য তাদৃশামাশাং বাহ্যং সহেত  
তদৈব তেষাং প্রতীক্ষণং আদিতিভাবঃ ॥ ৫৮ ॥

তথায় শত্রুপক্ষ বিনাশ করিবার জন্ত আমাদের মন উন্মুখ হইয়াছিল । তাহাতেই  
আমাদের বিলম্ব ঘটে অতএব তোমরা আমাদেরকে কি স্মরণ করিতেছ ?”  
এইরূপে অল্পমাত্র দুঃখিত শত্রুপক্ষীয় লোকগণ বিদ্যমান আছে । তাহাদিগকে  
বিনাশ করিবার জন্তই কেবল আমার কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটয়াছে । অতএব  
তোমাদের এবং আমাদের এই উভয় পক্ষেরই যে পর্যাস্ত সৌভাগ্য থাকে, সেই  
পর্যাস্ত কতিপয় দিবস বিগত হইয়াছে বলিয়া তোমরা প্রতীক্ষা কর ॥ ৫৬ ॥

অনন্তর শ্রীমতী গোপীগণ “এইরূপ বাক্য কখনও মিথ্যা নহে” ইহা মনে  
করিয়া, সময়ান্তরে মিলিত সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্পষ্টরূপে বলিয়া-  
ছিলেন ॥ ৫৭ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি সত্যবাদী, তোমার বাক্য কি কখন অশ্রুপে উচ্চারিত  
হইতে পারে ? অর্থাৎ তুমি কখন মিথ্যা কথা বল নাই । বলিবেও না ।  
কিন্তু যদি তোমার আগমন পর্যাস্ত সেই কাল আমাদেরই ঐরূপ আশা সহ্য  
করিতে পারে, তবেই তাহাদের প্রতীক্ষা করিতে পারিব, অর্থাৎ তোমার আগমন-  
বধি যদি জীবিত থাকি তবে জানিব কাল আমাদের আশা সহ্য করি-  
লেন ॥ ৫৮ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্ত তাঃ প্রত্যেকমালিঙ্গম্নিদমঙ্গীচকার ॥ ৫৯ ॥

যো ভবতাভিঃ কৃষ্ণঃ, স্বীচক্রে কালপর্যায়ঃ ।

তেনৈব হু ব্যাপ্তা, বহ্নান্যঃ প্রভুস্তত্র ॥ ৬০ ॥

তদেবং সতি ;—

যস্থাঃ প্রাতরখাচলদ্রুজজনঃ স্বান্ মাথুরান্ সা তনী

শীত্রং পূর্তিমবাপ যদ্যপি কুরুক্ষেত্রস্থগোপীগণে ।

ময্যদ্যপি তমাংসি হন্ত ! তদপি ক্ষুদ্রিং নয়ন্তী ন সা

বাঞ্ছত্যাগ্নসমাপনামুভয়থা ভীতির্হি তংকারণম্ ॥ ৬১ ॥

তচ্ছ্রদ্ধা শ্রীকৃষ্ণস্তাসাং বিশেষণম্ভবনং কৃতবানিতি বর্ণয়তি—অথ শ্রীতিগদ্যেন । তদং  
বক্ষ্যমাণমঙ্গীচকার স্বাকৃতবান্ ॥ ৫৯ ॥

তদঙ্গীচকারবাক্যং বর্ণয়তি—যহিতি । কালপর্যায়ঃ কালঃ পর্যায়ঃ প্রকারো ভেদঃ প্রকাশো  
বা যস্ত কৃষ্ণোহহং ভবতাভিঃ স্বীচক্রে, তেনৈব কালেন ব্যাপ্তা অধীনা অবস্থা যানং তা  
যুয়ং হু ভবত, তত্রাবস্থায়ঃ অস্তঃ সামান্তকালঃ প্রভুঃ সমর্থো ন স্তাৎ ॥ ৬০ ॥

যয়ং কথক স্তত্র স্তত্র ভাবং বর্ণয়তি—যস্থা ইতি । অথ যস্থা স্তগ্যা রাত্রিঃ প্রাতঃ ব্রজজনঃ  
স্বান্ মাথুরান্ দেশান্ অচলং জগম, সা তমা রাত্রি যদ্যপি কুরুক্ষেত্রস্থগোপীগণে শীত্রং পূর্তিঃ

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক গোপীকে আলিঙ্গন করিয়া এইরূপ স্বীকার  
করিলেন ॥ ৫৯ ॥

তোমরা যে কালে কৃষ্ণকে স্বীকার করিয়াছিলে, সেই কালদ্বারাই তোমা-  
দের অবস্থা ব্যাপ্ত হইবে । ঐ অবস্থায় অত্র কোন সামান্তকাল প্রভু হইতে  
পারিবে না ( ক ) ॥ ৬০ ॥

এইরূপ ঘটনা ঘটিলে, যে রাত্রির প্রভাতকালে ব্রজবাসীগণ স্বকীয় মথুরা  
সম্বন্ধীয় প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন, যদ্যপি সেই রাত্রি কুরুক্ষেত্রস্থিত গোপীগণের  
কাছে শীত্র সমাপ্ত হইয়াছিল সত্য কিন্তু হয় ! সেই রাত্রি এখন পর্য্যন্ত আশার

( ক ) পূর্ব পদ্যে আমাকে সত্যবাদী—বলিয়াছে অর্থাৎ শত্রুনিধনের পরবর্তী কালে  
মিলন হইবে, ইহা যখন নিজেই স্বীকার করিয়াছি, তখন সেই তোমাদের কথিত কালেই ঠিক  
মিলন হইবে, ভবিষ্যে লিখিত থাক । অত্ৰকাল তাহার খণ্ডনে অসমর্থ । ইহাই তাৎ-  
পর্য্য ।

অথ কথকঃ সমাপনমাহ ।—

চিত্রং কুরুক্ষেত্রমিহা পরত্র বা

প্রতিজ্ঞাতং বীজমূষাপ যৎ প্রভুঃ ।

তত্তত্র লন্ধাস্কুরতামুপাগতম্

বৃন্দাবনেহবিন্দত রাধিকে ! ফলম্ ॥ ৬২ ॥

সমাপ্তং অগাথ গতা, তদপি তথাপি, হস্তেতি পদে । অতাপি ময়ি তমাংসি বিরহপীড়াঃ স্মৃতিং  
নয়ন্তী সা তসী আয়সমাপনাং ন বাঞ্ছতি অপিত্ব তিষ্ঠতোব । হি যত উভয়থা উভয়প্রকারাৎ পূর্ণ-  
লোকোক্তাৎ কৃষ্ণরূপাৎ কামরূপাচ্চ তত্র গোপীগণে তম্যাঃ শীঘ্রাঃ পুৰ্ত্তৌ শ্রীকৃষ্ণাৎ ভয়ং একস্থানে  
সম্মাভাবেন বিরহোদ্রেকঃ স্মাদিতি শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়ঃ, অতঃ সম্যা দাৰ্ঘ্যে তপ্পাৎ ভয়মেব কারণং ।  
আয়সমাপনায়ী অবান্ত্রিত্তে কালো ভয়মেব কারণং তেন সমাসাত্ম্যং কালো বিহিতবান্  
তল্লজ্বনে তপ্পাদ্ভিত্তিব্যুতি । যদা শ্রীকৃষ্ণঃ স্বস্মিন্ পিত্তাবেশদাঢ্যায় তম্যা সুদাৰ্ঘ্যং স্থাপিতং,  
গতন্তুভয়াৎ অসমাপনং বাঞ্ছতি ॥ ৬১ ॥

কথকস্য সমাপনং বর্ণয়তি—অপেতিগদোন ॥

সমাপনপ্রকারং বর্ণয়তি—চি বর্মিতঃ । কুরুক্ষেত্র স্থানং চিত্রং আশ্চর্য্যং ইহ কুরুক্ষেত্রে

উপরে বিরহ জনিত তমোরশি হইতে স্মৃতি না জন্মাইয়া অর্থাৎ ক্লেশ সকল  
বিরাজিত করিয়া আয়স সমাপ্তি প্রার্থনা করিতেছে না, কিন্তু থাকিতেই ইচ্ছা  
করিতেছে । “এই দুঃখরাত্রি সমাপ্ত হইবে কি হইবে না” এইরূপ ভীতি ঐরূপ  
হইবার একমাত্র কারণ ॥ ৬১ ॥

অনন্তর কথক সমাপন করিয়া বলিতে লাগিল । এই কুরুক্ষেত্র স্থান অত্যন্ত  
আশ্চর্য্যান্বিত । এই কুরুক্ষেত্রে অথবা ত্রজে সদা প্রভাবসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ যে  
প্রতিজ্ঞারূপ বীজ বপন করিয়াছিলেন, হে রাধিকে ! কুরুক্ষেত্রে সেই বীজ  
অঙ্কুরাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে । কিন্তু বৃন্দাবনে সেই বীজ ফলিত হইয়াছে ।  
অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রে সামান্য মিলনের পর বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের আগমন হওয়াতে  
সম্যক্ মিলন পৃথক বিরহ নিবৃত্তি ফল, ইহাই ভাৎপর্য্য ॥ ৬২ ॥

যদর্থং যুয়ং তদ্বিনাশনগগাৎ ব্রতপরা!

যদর্থং স্বাবাসং বিসম্ভজ বনান্তর্জগৃহ চ ।

স এষ শ্রীরাধে ! তব হৃদয়নাথঃ পুনরমু-

স্তদাদীরাণিঙ্গমিহ বসতি হীহী (ক) সুখসুখম্ ॥ ৬৩ ॥

অথ তদেবং সুখয়িত্বা সখীনাশ্রমসঙ্গে গৃহীত্বা কৃতচলনে

অপরত্র এজে বা প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ যৎ প্রতিশ্রুতরূপং বীজং অবাপ বপনমকরোৎ । হে রাধিকে ! তত্র কুরুক্ষেত্রে তদ্বীজমলঙ্কাঙ্কুরতামুগতং, কিন্তু বৃন্দাবনে ফলমবিন্মত লেভে, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণস্যাগমনেন বিরহনিবৃত্তিরেব ফলমিতিভাবঃ ॥ ৬২ ॥

কিঞ্চ যদর্থং যস্য কৃষ্ণস্য প্রাপ্ত্যর্থং বিনাশনং কুরুক্ষেত্রমগাৎ অগমৎ, যদর্থং ব্রতপরাঃ সত্যঃ স্বাবাসং স্বালয়ং বিসম্ভজ অত্যজৎ, বনান্তর্জনমধ্যং জগৃহ চ গ্রহণং চকার, হে শ্রীরাধে ! স এষ তব হৃদয়নাথঃ পুনঃ স্তদাদীঃ স্তমাদিযাসাং তাঃ অমুরালিঙ্গান্ সন্ ইহ বসতি, হীহী হর্ষে । সুখসুখং সুখাৎ সুখং পরমসুখমিতিার্থঃ ॥ ৬৩ ॥

স্বয়ং কবিঃ প্রকরণং সমাধত্তে—অথৈতিগদ্যেন । তদেবংপ্রকারেণ সর্বান সুখয়িত্বা

যে কৃষ্ণকে পাইবার জন্ত তোমরা ব্রতপরায়ন (একনিষ্ঠভাবে) ভইয়া কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলে, যাঁতার জন্ত তোমরা স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগপূর্বক বনের মধ্যস্থিত স্থান সকল অবলম্বন করিয়াছিলে, হে রাধিকে ! এই সেই তোমার প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তোমাদের সকলকে আলিঙ্গন করিয়া এই স্থানে বাস করিতেছেন । আহা ! ইহা অপেক্ষা আর কি পরম সুখ হইতে পারে ॥ ৬৩ ॥

অনন্তর এইরূপে বন্ধুদিগকে সুখী করিয়া এবং তাহাদিগকে আপনার সঙ্গে

কথকযুগলে শ্রীরাধা-কৃষ্ণমিথুনং তু নিজমনোরথমেব প্রথয়া-  
মাস ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীমত্ভরগোপালচম্পূগনু পুনব্রজবাসি-

ব্রজব্রজনং নাম চতুর্বিংশং

পূরণম্ ॥ ২৪ ॥

সগান্ মিত্রজনান্ সঙ্গে গৃহীত্বা কৃতচলনে কৃতঃ চলনং বাভ্যাং ঐশ্বিন্ কথকযুগলে সতি, প্রথয়ামাস  
বিস্তারয়ামাস ॥ ৬৪ ॥

পুন ব্রজবাসি-ব্রজব্রজনং ব্রজবাসিনাং এজে ব্রজনং গমনং যত্র তৎ ॥

ইতি চতুর্বিংশং পূরণং ॥ • ॥

লইয়া কথকদ্বয় গমন করিলে পর, শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকা নিজ নিজ মনোরথ  
বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীভঁত্তর-গোপালচম্পূ কাব্যে ব্রজবাসিদিগের ব্রজে গমন নামক চতুর্বিংশ-  
পূরণ ॥ • ॥ • ॥ • ॥ • ॥ ২৪ ॥

## পঞ্চবিংশ পূরণম্ ।



### উদ্ধব-মন্ত্রণা ।

অথাপরেদ্যাবি রবিবিদ্যোতমানায়াং দ্যাবি ব্রজযুবরাজবিরাজ-  
মানব্রজরাজসমাজমধিকৃত্য মধুকণ্ঠ উবাচ— ১ ॥

অথ দ্বারকাপতেঃ পুনর্দ্বারকাগারতানারতা জাতা ।  
যত্র যথাপূর্বং তত্তদপূর্ববৃত্তজ্ঞানায় শ্রীব্রজক্ষিতিপতিনা  
বৈবধিকাঃ পুনরপি তদাক্ষিনগর্যাবধি প্রস্থাপিতাঃ । যে খলু পূর্ব-

শ্রীমদুত্তরগোপালচন্দ্রমন্ত্যাবলাসকে ।

পঞ্চবিংশে পূরণেতু দ্যাং বর্ণ্যে দ্ববমন্ত্রণা ॥ • ॥

অথ স্বয়ংকবি স্তদনন্তরভালাঃ বর্ণয়িতুং প্রক্রমাত—অথৈতিগদ্যেন । অপরেদ্যাবি অপরদিনে  
রবিনাঃ সূর্যোগ বিদ্যোতমানায়াং প্রকাশমানায়াং দ্যাবি স্বর্গে শ্রীকৃষ্ণবিরাজমানব্রজরাজসমাজ-  
মধিকৃত্য মধুকণ্ঠোহবদৎ ॥ ১ ॥

তদ্বধুকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়াম্—অথ দ্বারকাপতেরিত্যিগদ্যেন । দ্বারকাপতেঃ কৃষ্ণস্য পুনর্দ্বারকা-  
গারতা দ্বারকা অগারঃ বাসস্থানং যস্য তদ্ভাবনা জনারতা সম্ভবং জাতা, যত্র দ্বারকায়াং তত্তদ-  
পূর্ববৃত্তান্তস্য জ্ঞানায় শ্রীব্রজেশ্বরেণ বৈবধিকা দূতাঃ তদাক্ষিনগর্যাবধি সা চামৌ অক্ষিনগরী দ্বারকা

পঞ্চবিংশ পূরণে বিশুদ্ধ জ্ঞানযুক্ত উদ্ধবের মন্ত্রণা বর্ণিত হইবে ।

অনন্তর অত্র দিনসে, সূর্য্যদ্বারা আকাশ-মণ্ডল বিরাজিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ-  
বিরাজিত ব্রজরাজের সভা অধিকার করিয়া মধুকণ্ঠ বলিতে লাগিল ॥ ১ ॥

অনন্তর দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় অবিরত দ্বারকাতেই অবস্থান ঘটয়া-  
ছিল । শ্রীমান্ ব্রজরাজ তত্তং অপূর্ব বৃত্তান্ত জানিবার জন্য পূর্বের মত দ্বার-  
কাতে ( দ্বারকা পর্য্যন্ত সীমা করিয়া ) দূতদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন । ঐ  
সকল দূতগণ পূর্বাপেক্ষা অপূর্বভাবে ঐ সকল সুকোমল গদ-প্রভৃতি কুমার-  
দিগকে নমস্কার করিয়াছিল । ব্রজরাজ প্রেরিত ঐ সকল দূতগণের মধ্যে কোন

স্বাদপূর্ব্বতয়া স্কুমারাণামমীনাং কুমারাণামপি নমস্কারাদিক-  
মাসাদিতং চক্ষুঃ । তেষু কয়োশ্চিৎত্বৈবধিকয়োরাগতয়োঃ কথনম্ ।

যথা—ব্রজরাজ ! তদিদপূর্ব্বং শ্রুত্যাং । শ্রীরাম-রাম-  
নুজো বদা গায়ত্রং ব্রতমনুগতবন্তো তদাচরণায় স্বং নিহুত-  
বন্তো চ তদাধ্যয়নার্থমবন্তৌমধ্যস্থিতগুরুকুলং গতবন্তো । তত্র  
চ বদা সমাবর্তনমনু বর্তমানাবভূতাং, তদা চ আচার্য্যাণ্য। যাচিতং  
মৃতং তৎপুত্রং যমাদাচিতবন্তো । তচ্চ পূর্ব্বং দেবকীদেবী-

না অবধিঃ সীমা যদ তদ্ব্যথা স্যাত্তথা প্রস্থাপিতাঃ । যে বৈবধিকাঃ কুমারাণাং গদাদীনাং  
আসাদিতং প্রাপিতং কৃতবন্তঃ । তেষু ব্রজেশ্বরপ্রেমিতেষু মধ্যে কয়োশ্চিৎ বৈবধিক্যেদুতয়োঃ ।  
তৎকথনং বর্ণয়তি—ব্রজরাজেত্যাদি । গায়ত্রং ব্রতমূপনয়নং অনুগতবন্তো আশ্রিতবন্তো, তদাচরণায়  
গায়ত্রং তস্য গুরুকুলবাসাদিকরণস্য আচরণায় সমাঙ্গানং নিহুতবন্তো গোপায়ন্তো চ তদা গায়ত্রব্রত-  
ধারণানন্তরং বেদাদীনামধ্যয়নার্থং গুরুকুলং গুরুসতিং জগ্মতুঃ, সমাবর্তনঃ সাম্প্রাদায়িকবেদগুরো-  
রাজ্ঞস্য গেহাগমনমনুবর্তমানে আচার্য্যাণ্য। গুরুপত্ন্যা যাচিতং প্রার্থিতং যমাদাচিতবন্তো সংজগ্মহতুঃ ।  
তচ্চ যমলোকাৎ মৃতস্য গুরুপুত্রম্যানয়নং দেবকীদেবী পূর্ব্বং অবসি কর্ণে পর্যাপ্তং নিমগ্নং বিধায়

দুইজন দূত আসিয়া বলিতে লাগিল । হে ব্রজরাজ ! এই এক অপূর্ব্ব বিষয়  
শ্রবণ করুন ।

যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম গায়ত্রীব্রত ( উপনয়ন ) অবলম্বন করেন,  
এবং ঐ ব্রতের অনুষ্ঠানজন্তু আপনাদিগকে গোপন করিয়া ( ক ) তৎকালে  
( গায়ত্রীব্রত ধারণ করিবার পর ) বেদাদি অধ্যয়নের নিমিত্ত অবন্তীদেশস্থিত  
গুরুকুলে গিয়া বাস করেন ; এবং যখন সমাবর্তন অর্থাৎ বিদ্যা সমাপ্তি  
করিয়াছিলেন । কৃষ্ণ বলরাম সেই অবন্তীপুরে বেদবেদাঙ্গবেত্তা গুরুদেবের  
অজ্ঞানুসারে গৃহে আসিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন, তৎকালে আচার্য্যপত্নী  
প্রার্থনা করিলেন যে, আমার মৃত পুত্রকে আনিয়া দিতে হইবে । ইহা শুনিয়া

( ক ) নন্দাদির অজ্ঞানুসারে মথুরা হইতে অবন্তীপুরে গুরুগৃহে গমন হয়, কারণ, 'দূরগমন  
শ্রবণ করিলে তাঁহাদের সমধিক মনোব্যথা হইতে পারে । ইহা পূর্ব্ব উক্ত হইয়াছে ।



শ্রবসি পর্যুপ্তং বিধায় তদিদং মনসি নিধায় চ চিরায় গুপ্তং  
চকার । কংসকৃতহত্যানি মম ষড়পত্যানি চ আয়ত্যাং সাগ্রজঃ  
কদাচিদয়ং যাচিতব্য ইতি । সম্প্রতি পুনস্তদনুজং প্রতি-  
দ্বিধাভাববিধাগমস্বদুজবিশ্বধাত্রী রক্ষাবিধাত্রীসম্বন্ধাদনুসন্ধায়  
তত্তদপত্যসম্পত্ত্যর্থমপি সম্প্রতিপত্তিম্বাপ তৎফলাচয়নায়  
তস্মিন্মুবাচ চ বাচনা-বীজম্ ॥ ২ ॥

চিরায় চিরকালং গুপ্তং গোপনং চকার । তদেব বর্ণয়তি—কংসকৃতা হনানাশো যেষাং তানি  
অপত্যানি ষট্ পুত্রান্ শ্রীয়াত্মান্তরকালে কদাচিৎ সাগ্রজো রামেণ সহিতোচয়ঃ কৃষ্ণো যাচিতবাং,  
সম্প্রতি পুনঃ ষড়নুজং রামানুজং কৃষ্ণং প্রতি দ্বিধাভাববিধাগং সন্দেহভাবপ্রকারং কৃষ্ণো মমৈব পুত্র  
স্তব নেতিরূপাং । যদ্বা । দ্বিধাভাববিধাগং দ্বিধাসত্তাপ্রকারং কৃষ্ণো মম পুত্রোহধুনা তবাপীতিপ্রকারাং  
অস্বদুজবিশ্বধাত্রী অস্মাকং ব্রজভূমিঃ তস্যা রক্ষাং নিধাতুং শীলমস্যাঃ সা ব্রজেশ্বরী তস্যাঃ  
সম্বন্ধাৎ দ্বিধাভাববিধাগং অনুসন্ধায় কৃষ্ণে স্বয়া নিশ্চিতাপত্যজ্ঞানাভাবেন তত্তদপত্যানি কংসেন  
মারিতানি তাত্ত্বেন সম্পত্তয়ঃ তদর্থমপি সংপ্রতিপত্তিঃ সম্যক্ প্রবৃত্তিম্বাপ প্রাপ্তবতী । তৎফলা-  
চয়নায় তেষাং প্রাপ্তিরূপং যৎ ফলং তস্যা সম্যক্ চয়নাৎ আত্মসাৎকরণায় তস্মিন্ কৃষ্ণে বাচনা-  
বীজং প্রার্থনারূপং বীজম্বাপচ বপনং কৃতবতী ॥ ২ ॥

তাহারা দুই জনে যমলোকে গমন করেন এবং যমের নিকট হইতে মৃত পুত্র  
সংগ্রহ করেন । দেবকীদেবী মৃত গুরুপুত্রের আনয়ন ব্যাপারটি পূর্বে কর্ণে  
নিমগ্ন করিয়া, এবং এইরূপ মনে করিয়া চিরকাল তাহা গোপন করিয়াছিলেন ।  
কারণ দেবকী ভাবিয়াছিলেন, দুরাশ্রা কংস, যে আমার ছয়টি পুত্রকে বধ করি-  
য়াছে, ভবিষ্যতে ঐ মৃত ছয়পুত্রের জন্ত কখনও বলরামের সহিত সেই শ্রীকৃষ্ণের  
নিকট প্রার্থনা করা যাইবে ॥

কিন্তু সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের ব্রজভূমির রক্ষাকারিণী ব্রজেশ্বরীর  
সম্বন্ধ হইতে “শ্রীকৃষ্ণ আমারই পুত্র, তোমার নহে” ইত্যাকার দুই প্রকারভাব  
অনুসন্ধান করিয়া কংস-বিনাশিত তত্ত্বপুত্ররূপ সম্পত্তির জন্মেও সম্যকরূপে  
প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ঐ সকল পুত্রের প্রাপ্তিরূপ ফল সম্যকরূপে আত্ম-  
সাৎ করিবার জন্ত শ্রীকৃষ্ণের উপরে প্রার্থনারূপ বীজবপন করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

তদেতদ্ তবচনং শ্রবসি রচয়ন্তঃ সৰ্ব্বৈহ প্যচুঃ ।—তদেতৎ  
পূৰ্ব্বস্মাদপ্যপূৰ্বং জাতং । যন্তয়োরপি স্মৃততয়াবগতয়োঃ  
স্মৃতান্তরস্পৃহেতি ॥ ৩ ॥

দূতাবুচতুঃ—স্মৃততাবগতিরেব তাবদনয়োর্বিচার্য্যাপ্রভাবাব-  
লোকাৎ পারমৈশ্বর্য্যাবগতিঃ পরং পর্যালোচ্যত ইতি ॥ ৪ ॥

পুনঃ সৰ্ব্বৈ প্রোচুঃ ;—

প্রভূতা ব্রজপতি-সুনোমৈত্রী স্মৃথমেব বর্দ্ধয়তি ।

মরিচং খণ্ডজলডুনি মধুররসং চারু পুষ্যতি ॥ ৫ ॥

তদেবং শ্রব্য সৰ্ব্বৈ এজস্থা যদপূচ্ছনু তদ্বর্ণয়তি—তদেতদ্বিতি । শ্রবসি কৰ্ণে রচয়ন্তঃ কুবন্তঃ ।  
পূৰ্ব্বস্মাৎ ঈশ্বরেন কৃষ্ণে পুৰ্ণভাবাৎ । তয়ো রামকৃষ্ণয়োঃ পুত্রতয়া প্রতীত্যোঃ ॥ ৩ ॥

তত্রোত্তরং । দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—স্মৃততেতিগদ্যেন । স্মৃততাবগতিঃ পুত্রভাববুদ্ধিঃ  
অনয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ প্রভাবালোকাৎ সৰ্ব্বাতিমিত্তজো দর্শনাৎ পরমৈশ্বর্য্যাবগতিঃ পারমৈশ্বর্য্য-  
জ্ঞানং পর্যালোচ্যতে সম্ভূতং দৃশ্যতে ॥ ৪ ॥

পুনস্তোষাঃ সৰ্ব্বৈবাং বচনং বর্ণয়তি—প্রভূতেতি । ব্রজপতিসুনোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রভূতা  
পারমৈশ্বর্য্যং মৈত্রীস্মৃথং বন্ধুতাস্মৃথং বর্দ্ধয়তি, যথা খণ্ডজলডুনি মৎস্যগ্ৰী মচ্ছরীতি খ্যাতি । তেন  
জাতলডুনি মরিচং কটুরসোহপি মধুররসং চারু মনোহরং যথা ম্যাস্তথা পুষ্যতি ॥ ৫ ॥

এইরূপ দূতের বাক্য শ্রবণ গোচর করিয়া সকলেই বলিতে লাগিলেন ।  
ঈশ্বররূপে যে, শ্রীকৃষ্ণের উপর পুত্রভাব ছিল, তাহা হইতেও এই বিষয়টি অপূৰ্ব্ব  
হইয়াছে । কারণ, এই শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম পুত্ররূপে প্রতীত হইলেও অল্প  
পুত্রের ইচ্ছা হইয়াছিল ॥ ৩ ॥

দূতদ্বয় বলিল, এই দুই জনের উপরে যে, পুত্ররূপে বোধ হইয়াছিল, তাহাই  
এস্থলে বিচার্য্য । সৰ্ব্ববিজয়ী তেজোদর্শনহেতু এই উভয়ের যে পরম ঐশ্বর্য্য  
আছে, সেই ঐ ঈশ্বরও জ্ঞান কিন্তু সৰ্ব্বদাই দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৪ ॥

পুনস্বার সকলেই বলিলেন । যে রূপ মৎস্যগ্ৰী অর্থাৎ মিছরী হইতে সমুৎ-  
পন্ন লডুতে ( খাঁড়ের লাড়ুতে ) কটুরস অর্থাৎ ঝাল মরিচ ও মনোহররূপে

দূতাবচনঃ—লবণাকরন্যায়েন ভবতামিব কস্ম বা সর্ব-  
মেবৈকরসতামাপ্নোতু ॥ ৬ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—যথা তথা ভবতু, লব্ধকৃষ্ণলব্ধকৃতভৃগুয়ো-  
র্মহদেবান্তরং । তস্মাদগ্রিমগনুক্রম্যাতাম্ ॥ ৭ ॥

তচ্ছব্দা দূতাবচনঃ । তেষাং ভাবস্ত বৈবৰ্ণ্যং বর্ণয়তি—লবণেতিগদেন । লবণাকরন্যায়েন  
লবণোৎপত্তিস্থলে যৎ দ্রব্যং প্রসিদ্ধং ভবতি তদেব লবণং ভবতীতি তন্নায়েন । কস্ম বা  
ঐক্যদেবাদেঃ সর্বং ঐশ্বর্যং মাধুর্যক একরসতাং মাধুর্যতামাপ্নোতু সঙ্গচ্ছতে ॥ ৬ ॥

তদেব নিশম্য বিরহক্ষুৰ্ত্তা ব্রজরাজো যদবদত্তদ্বর্ণয়তি—যথা তথোক্তিগদোন । লব্ধঃ কৃষ্ণো  
যেষ্টে বসুদেবাদয়ঃ, লব্ধা তস্মিন্ কৃষ্ণে ভৃগু যেষাং তে অস্মদাদয়ঃ তয়োর্জনয়োর্মহদেবান্তরং  
মহান ভেদঃ অস্মদগ্রিমং লব্ধকৃষ্ণোহনুক্রমাং পরিপাট্যা বর্ণয়াম্ ॥ ৭ ॥

মধুরস পরিপুষ্ট করে, সেটরূপ ব্রজরাজতনয়ের পরমেশ্বরকে কেবল বন্ধুতার  
সুখই বঞ্চিত করিয়া থাকে ( ক ) ॥ ৫ ॥

দুতদয় বলিল, যে স্থানে লবণ উৎপন্ন হয়, সেইস্থানে সকল দ্রব্যই লবণ  
হইয়া থাকে ; ইহা একরূপ ঘটনা, এইরূপ নিয়মে আপনাদের মত বসুদেবাদি  
কোন ব্যক্তিরই বা সকল ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য একরূপ রস ( কেবল মাধুর্য ) না  
প্রাপ্ত হইবে । বসুদেবাদির মধুরমিশ্র ঐশ্বর্য নন্দাদির শুদ্ধমাধুর্য মিলিত  
হওয়াই বাঞ্ছনীয় ॥ ৬ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, যেমন হয়, তেমনই হোক কিন্তু বসুদেবাদি শ্রীকৃষ্ণকে  
লাভ করিয়াছেন, এবং আমরা তাঁহাকে পাইবার জন্য সতৃষ্ণ হইয়া আছি ।

( ক ) চূণ, খদির, সুপারী, পান এই ৪টি বস্তু ক্রমে ক্ষার, তিক্ত, কষায়, ঙ্গলং ঝাল  
অথচ এলাচ, কপূরাদি উত্তম রসে মিশিয়া অত্যন্তম্বরস সৃষ্টি করে । ইহাকে প্রপানক রস  
কহে । সাহিত্যদর্পণের রসপ্রকরণে বিস্তৃত আছে । সেইরূপ ঐশ্বর্য ভাবটা পূর্ণমাধুর্যে  
মিশিয়া তাহার পুষ্টি সাধন করে । শ্রীকৃষ্ণ মাটি খাইয়া মুখে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন না করাইলে যশোদার  
পূর্ণমাধুর্য প্রকাশ পাইত না । তিনি ঐশ্বর্যকে স্বপ্নদৃষ্ট বিভীষিকা বা দৈবীশক্তি বলিয়া উড়াইয়া  
দিয়া বালকের ঐশ্বর্যটিকে অশুভ ভাবিয়া অভিষেক করিলেন এবং নানাবিধ আশীর্ব্বাদ করিয়া  
পুত্রের দীর্ঘজীবন কামনা করিলেন । বোধ হয় একরূপ ঐশ্বর্য না ঘটিলে এত মধুরবাৎসল্য  
প্রকটিত হইত না । ইত্যলং বাহ্যলেন ।

দূতাবূচত্বঃ—অপূর্বাস্তুরং শ্রয়তাম্ ।

ততশ্চ স্ত্রুতলমবলম্বমানৌ বল বলানুজনাগানৌ বলিনা বলিত-  
কংসহতবালাবলিনা পূর্বপূর্বসংগৃহীতপরাদিব্যসামগ্রীভিঃ সম্যক-  
রীতি পূজয়ামাসাতে । পূজিতৌ চ তৌ সর্বজিতৌ (ক) তান্  
ষড়্গর্ভনাম্না সমান্নাতান্ কংসলন্ধকালান্ বালানাদায় দর্ভস্থ-  
লীমাজগ্মতুঃ । যত্র বহুবিধং বলিং লভমানৌ তদ্বলিসদ্ব্য বলি-  
সদ্যতয়া কলিতবন্তৌ । কিন্তু তত্রাপ্যেবমপূর্বং শ্রয়তাম্ ॥৮॥

তৎপ্রধানস্তুরং দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—অপূর্বস্যাদিগদোন । ততশ্চ শ্রীদেবকী-  
বাচনয়া স্ত্রুতলমবলম্বমানৌ রামকৃষ্ণৌ বলিনা বিরোচনপুংসং পূর্বস্মিন্ কালে সংগৃহীতা য়াঃ পরম-  
দিব্যাসামগ্র্যঃ তাভিঃ সম্যক রীতি যথা স্ত্রাং তথা পূজয়ামাসাতে পূজিতবন্তৌ । বলিনা কিন্তু তেন  
বলিতা আত্মনাং কৃতা কংসেন হতা বালানাং আবলিঃ শ্রেণী যেন তেন । ততশ্চ সর্বজিতৌ  
পূজিতৌ চ তৌ ষড়্গর্ভনাম্না সমান্নাতান্ বিখ্যাতান্ কংসলন্ধকালান্ কংসেন লন্ধঃ কালো মৃত্যুর্ধ্বা-  
তান্ বালানাদায় গৃহীতা দর্ভস্থলী কুশস্থলীঃ দ্বারকামাজগ্মতুঃ যত্র সূত্রে বহুবিধং বলি-  
পূজোপকরণং লভমানৌ তৎ বলিসদ্ব্য বলিগুহং বলিসদ্ব্যতয়া পূজোপকরণক্ষেত্ৰতয়া কলিতবন্তৌ  
দদর্শতুঃ । তত্রাপি বলিসদ্ব্যতয়ি ॥ ৮ ॥

অতএব তাঁহাদের সহিত আমাদের অত্যন্ত প্রভেদ । এই কারণে, যিনি কৃষ্ণকে  
লাভ করিয়াছেন, সেই বশুদেবের ও দেবকীর বিষয় পরিপাটীপূরক বর্ণন  
কর ॥ ৭ ॥

দূতদ্বয় বলিতে লাগিল, অত্র এক প্রকার আশ্চর্যা শ্রবণ করুন । অনন্তর  
বলদেব এবং তদীয় কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রুতল প্রদেশে গমন করেন । তথায় বিরো-  
চন পুত্র বলিরাজ পূর্বকালে যে সমস্ত স্বর্গীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিল ; সেই  
সমস্ত দ্বাবাঘায়া যথারীতি কৃষ্ণবলরামের অর্চনা করেন । ঐ বলি কংসনিহত  
বালকবৃন্দ আত্মসাৎ করিয়া রাখিয়াছিল । সর্ববিজয়ী কৃষ্ণবলরাম বলিরাজ-  
কর্তৃক পূজিত হইয়া ষড়্গর্ভ নামে বিখ্যাত, এবং কংসদ্বারা বাহারা মৃত্যুলাভ  
করিয়াছিল, সেই সকল বালকদিগকে গ্রহণ করিয়া কুশস্থলী, অর্থাৎ দ্বারকাতে

(ক) সর্বজিতৌ । ইতি বৃন্দাবন পুস্তকে নাস্তি ।

যদ্যপি তত্র চ ভগবান্, সাক্ষাদাস্তে বলেঃ সদনে ।

তদপি সরামং কৃষ্ণং, পশ্যন্ স তমপি বিসম্মার ॥ ৯ ॥

বিস্মৃত্য আর্পণপদভগবদ্রূপং বলিস্তত্র ।

আত্মানং সহনিখিলং তাভ্যাং পুনরর্পর্যামাস ॥ ১০ ॥

বিস্মৃত্যেতি কিমেত-দ্বারস্থিতমপি দদর্শ তং ন বলিঃ ।

কৃতমপি তৎপ্রাণিধানং দর্শনসংস্কারসাদভূদনয়োঃ ॥ ১১ ॥

তদপূর্বং বর্ণয়তি—যদ্যপি। তত্র স্থলে বলেঃ সদনে যদ্যপি ভগবান্ সাক্ষাদাস্তে তদপি তথাপি রামেণ সহ কৃষ্ণং পশ্যন্ স বলি স্তমপি ভগবন্তমপি বিস্মৃতবান্ ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ, তত্র তস্মিন্ কালে বলিরাঙ্গার্পণপদভগবদ্রূপং আত্মনোহর্পণস্থানং ভগবদ্রূপং বিস্মৃত্য গহ নিখিলং নিখিলেন আত্মায়ে বস্তুজাতেন সহ আত্মানং পুনঃ কৃষ্ণরামাভ্যাং অর্পর্যামাস ॥ ১০ ॥

কিঞ্চ, তাদৃক্ ভগবদ্রূপং বিস্মৃত্যেতি এতৎ কিং ন কিঞ্চিৎ যতঃ বলিঃ স্বপ্ন দ্বারস্থমপি তং ভগবন্তং ন দদর্শ দৃষ্টবান্ । কিঞ্চ, কথমপি কৃতমপি তত্ত্ব প্রাণিধানং অনয়োঃ কৃষ্ণরাময়োঃ দর্শনসংস্কারসং দর্শনসংস্কারে নিবষ্টমভূৎ ॥ ১১ ॥

আগমন করিলেন । ঐ স্থল প্রদেশে তাঁহারা উভয়েই বিবিধ পূজার উপকরণ প্রাপ্ত হইয়া, সেই বলি রাজার গৃহকে পূজোপকরণের ক্ষেত্ররূপে দর্শন করিলেন । কিন্তু সেই বলিরাজার গৃহেও এক অপূর্ব বিষয় সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ৮ ॥

যদ্যপি সেই স্থলে, বলির গৃহে ভগবান্ সাক্ষাৎ বিরাজ করিতেছেন ; তথাপি সেই বলিরাজ বলরামের সহিত ত্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সেই ভগবান্-কেও ভুলিয়া গেলেন ॥ ৯ ॥

সেইকালে আত্মার অর্পণ স্থান স্বরূপ ( ক ) ভগবানের রূপ বিস্মৃত হইয়া, সেই বলি নিখিল আত্মীয়জনের সহিত পুনর্ব্বার কৃষ্ণ বলরামের উদ্দেশে আত্ম-সমর্পণ করিলেন ॥ ১০ ॥

বলি যে ভগবানের রূপ বিস্মৃত হইয়াছিল, ইহা অকিঞ্চিংকর বিষয় । কারণ,

( ক ) “সর্ব্বশাস্ত্রনিবেদনে বলিভূৎ” বামনরূপী ভগবান্কে তিনি আত্মসমর্পণ করেন । ইহা তদীয় বৃত্তান্তে উক্ত আছে ।

দুর্লভমননং কেবলমিহ ন বলেঃ কৃষ্ণরাম-বীক্ষায়াম্ ।

গদগদপুলকস্তম্ভশ্বেদাদ্যাবেশিতাপ্যাসীৎ ॥ ইতি ॥ ১২ ॥

অথসর্বৈহপি পপ্রচ্ছুঃ—কুশস্থল্যাগমনসমনস্তররক্ত-  
মুচ্যতাম্ ॥ ১৩ ॥

দূতাবূতঃ—তত্রাপ্যপূর্বে জাতং । যতস্তয়োবিদ্যমানয়ো-  
রপি দেবক-সুতায়ান্তেষামবলোকনাদন্তোকস্তনক্ষরণং জাতম্ ।  
তথাপি তু তস্মৈ তেষামপি ফলকলনায় কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণ ইব তৎ

বাল স্তদা স ভাগ্যভাবোদ্রেকং বর্ণয়তি—দুর্লভেতি । ইহ কৃষ্ণরাময়োবীক্ষায়াং দর্শনে  
বলেঃ কেবলং দুর্লভমননং ন অপিতু গদগদপুলকস্তম্ভশ্বেদাদ্যাবেশিতাপি আসীৎ । তত্র গদগদঃ  
স্বরভঙ্গঃ, পুলকো রোমাঞ্চঃ, স্তম্ভো জড়তা, শ্বেদো ঘর্ম্ম আদিপদেন অশ্রু-কম্পাদয় স্তেঘু আবেশিতা  
আক্রান্ততা এতেন তদ্বারস্থভগবজ্জগৎ কৃষ্ণরাময়োঃ কণ্ঠে ধ্বনিতঃ ॥ ১২ ॥

ততঃ সর্বৈ যথা পৃষ্টবস্তুঃ তদ্বর্ণয়তি—কুশেতিগদ্যেন । কুশস্থল্যাঃ দ্বারকায়াং যদাগমনং  
তস্মৈ সমনস্তরং পশ্চাৎ যদ্বৃন্তং বৃন্তান্তঃ তৎ উচ্যতাম্ ॥ ১৩ ॥

ততো দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—তত্রেতিগদ্যেন । তয়োঃ কৃষ্ণরাময়োঃ বিদ্যমানয়ো-  
রপি দেবকসুতায়োঃ দেবক্যা স্তেষাং কংসমারিতবালকানাং দর্শনাৎ অন্তোকস্তনক্ষরণং অন্তোকমনঃ

বলি নিজের দ্বারস্থিত সেই ভগবান্কেও দর্শন করিতে পারেন নাই । অতিকষ্টে  
যদিচ তাহার প্রাণিধান হইয়াছিল সত্য, কিন্তু, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের  
দর্শনরূপ সংস্কারে নিমগ্ন হইয়াছিল । অর্থাৎ তিনি তৎকালে কেবল সকল বস্তুই  
কৃষ্ণ বলরাম বলিয়া দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

ঐ শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামকে দর্শন করিয়া বলরাজ কেবল দুর্লভ বস্তু বলিয়া  
মনন করে নাই, কিন্তু স্বরভঙ্গ, রোমাঞ্চ, জড়তা, ঘর্ম্ম এবং অশ্রুপাত ও কম্পাদি-  
দ্বারা তিনি আক্রান্তও হইয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

অনন্তর সকলেই জিজ্ঞাসা করিল, দ্বারকাতে অসিবার পর যে ঘটনা ঘটিয়া-  
ছিল, তাহা বর্ণন কর ॥ ১৩ ॥

দূতদ্বয় বলিতে লাগিল, সেই দ্বারকাতেও এক অপূর্ণ বৃন্তান্ত ঘটিয়াছিল ।  
কারণ, শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম বিদ্যমান থাকিলেও, ঐ সকল বালকদিগকে দর্শন  
করিয়া দেবকীর বহুল পরিমাণে স্তম্ভত্বের ক্ষরণ হইয়াছিল । তাহা হইলেও দুই

প্রাক্ পীতবান্ । পশ্চাদেব নিজাবশেষপানপুণ্যবিশেষঃ  
পরিবেশয়ন্ (ক) স্বস্তিমেব পুত্রভাবঃ বিশেষস্তান্ দিবিষদাং  
প্যেয়ং ধাম গময়ামাস ॥ ১৪ ॥

তদেতদপ্যুপলক্ষণমেব । যমিতঃ পূৰ্ব্বং দেবভাগপূৰ্ব্বজ-  
স্তত্ত্বগ্রামনিরূপণপূৰ্ব্বকেন তদাশ্রয়তাপ্রতিপত্তিভিরপূৰ্ব্বক-  
পক্ষেণ স্বস্ত্য তস্মিন্ পুত্রভাবঃ প্রক্ষিপ্তবাংস্তমেব স খলু  
গোকুলস্নেহময়দেহঃ স্বয়মুত্তরপক্ষং কৃতবান্ ॥ ১৫ ॥

স্তম্ভক্ষরণং জাতং, তথাপি তেষামেবাবলোকনেনাপি তত্ত্ব স্তম্ভস্ত তেষাং বালানামপি ফলকলনায়  
তদুক্ত্য সাফল্যায় তেষাং বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির সতৃষ্ণত্বম্ সাক্ষীকৃত্য কৃষ্ণঃ ৩২ স্তম্ভঃ আগগ্রে পীতবান্,  
নিজাবশেষপানপুণ্যবিশেষঃ নিজাবশেষস্ত স্তম্ভস্ত পানে যঃ পুণ্যবিশেষঃ বৈকুণ্ঠধামপ্রাপ্তিহেতু স্তম্ভ  
পরিবেশয়ন্ বিশেষয়ন্ ৩২ স্তম্ভপানেনৈতি শেষঃ । দিবিষদাং দেবানাং ধোয়ঃ ধাম বৈকুণ্ঠং তান্  
গময়ামাস প্রাপয়ামাস ॥ ১৪ ॥

তদেব শ্রীমহাদেবদেবক্যাঃ শ্রীকৃষ্ণে পরমেশ্বরজ্ঞানঃ স্বভাবসিদ্ধং এতদভিপ্রোক্তা বর্ণয়তি—  
তদেতদিতিগদ্যেন । উপলক্ষণঃ দ্বৈতেশ্বর্যমাক্ষয়কং দেবক্যা ঈশ্বরপূজা মূতপুত্রযাচনং ইত্যঃ পূৰ্ব্বং  
দেবভাগপূৰ্ব্বজঃ শ্রীমহাদেবঃ স্বস্ত্যগ্রামাণাং তত্ত্বসমূহানাং নিরূপণং পূৰ্ব্বকং যন্ত তেন তত্ত্ব কৃষ্ণস্য

এবং বালকগণের সফলতা সম্পাদন করিতে ( অর্থাৎ বালকদিগকে বৈকুণ্ঠে  
পাঠাইবার জন্ত ) শ্রীকৃষ্ণ যেন অভিলাষী হইয়া পূৰ্বে সেই ছদ্ম পান করিলেন,  
এবং পশ্চাৎ আপনার পীতাবশিষ্ট স্তম্ভছদ্ম পানে পুণ্য বিশেষ ( অর্থাৎ যাহা  
বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির কারণ ) পরিবেষণ করিয়া, এবং সেই স্তম্ভছদ্ম পানদ্বারা  
আপনাতে যে পুত্রভাব বিদ্যমান আছে, তাহারই কেবল উৎকর্ষ সাধন করিয়া,  
স্বর্গবাসী দেবভাগগণ যে স্থান মানস মন্দিরে ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই  
দেবগণের ধ্যান-গম্য বৈকুণ্ঠধামে তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

ইহাও কিন্তু উপলক্ষণ মাত্র । কারণ, দেবভাগ পূৰ্ব্বোক্ত অর্থাৎ বহুদেব  
ইত্যঃপূৰ্বে “শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বর” এইরূপ ভাবে বিবিধ জ্ঞানোদয় হওয়াতে তত্ত্ব-  
সমূহের নিরূপণ করিয়া আশ্চর্য্য স্বরূপ পূৰ্ব্বপক্ষদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উপরে আপনার  
যে পুত্রভাবকে স্থাপন করিয়াছিলেন, এক্ষণে গোকুলের স্নেহময় দেবতাস্বরূপ

যথা চ সন্মিতমাহ স্ম ।—

“বচো বঃ সমবেতার্থং তাতৈতদ্রূপমগ্নাহে ।

বয়ঃ পুত্রান্ সমুদ্दिश्य তত্ৰ-গ্রাম উদাহৃতঃ” ॥

ভা ১০।৮৫।২২ ইতি ॥ ১৬ ॥

দেবকী-বৃত্তং পশ্যন্তিস্ত মুনিভিস্তদদং গতীম্ ॥ ১৭ ॥

পুত্রান্ কাময়তে স্ম দেবকস্তুতা সায়ান্ মৃত্যুস্তানসা-

বানীয় প্রদদৌ তদর্থবিস্মৃতং স্তুত্বাঃ চ তস্যাঃ পপৌ ।

এবং হস্ত ! মনোরথান্তরমপি প্রাপয্য তস্যাঃ পুনঃ

স্বায়ং শর্ম্ম পরং ররক্ষ বিস্মজেৎ কিং তাং যশোদামপি ॥

ইতি ॥ ১৮ ॥

ঈশ্বরতয়া বা প্রাপ্যন্তঃ প্রবেশঃ চাভিঃ অপূর্ণেণ আশ্চর্য্যরূপেণ পুন্দ্রপক্ষেণ পশ্যন্তঃ যঃ পুত্র-  
ভাবঃ প্রকৃষ্টবান্ নিরস্তবান্ স, গোপকুলস্নেহমগ্নদেহঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তম্বে পুত্রভাবঃ স্বয়মুত্তরপক্ষঃ  
সিদ্ধান্তপক্ষঃ কৃতবান্ ॥ ১৫ ॥

৩য় সন্মিতবাক্যং বর্ণয়তি—বচো ব ইতি শ্রীভাগবতীয়পদোন । হে তাম্ ! হে পিতঃ ! বো  
মুখ্যাকং বচো বাক্যঃ সমবেতার্থঃ সঙ্গতার্থমেতৎ উপ আধিকোন মন্ত্যামহে, যদ্বশ্মাং নোহস্মান্  
পাত্রান্ সমুদ্दिश्य উপলক্ষ্য তত্ৰগ্রাম স্তানান্ সমুহ উদাহৃতো নির্গদিতঃ ॥ ১৬ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—দেবকীভগদোন । দেবকীবৃত্তং দেবক্যা আচরিতম্ ॥ ১৭ ॥

৩য়ীতিমহুবদতি—পুত্রান্নিতি । সা দেবকস্তুতা দেবকী যান্ মৃত্যু পুত্রান্ কাময়তে স্ম চকমে,  
শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেই পুত্রভাবকেই সিদ্ধান্ত পক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ  
ঈশ্বরত্ববুদ্ধিতে বসুদেবের মনে কৃষ্ণের পুত্রত্বভাব যাহা সংশয়িত ছিল তাহা  
শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চিত করিলেন ॥ ১৫ ॥

যে রূপভাবে তিনি ঐ কথা মূহুর্ত্তে বলিয়াছিলেন । হে পিতঃ !  
আপনাদের বাক্যের অর্থ যে সঙ্গত, তাহা আমি অধিক বলিয়া বিবেচনা করি-  
তেছি । কারণ, আমরা পুত্র হইলেও আপনারা আমাদের উদ্দেশে তত্ত্বগমূহের  
উদাহরণ দিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

দেবকীর আচরণ দেখিয়া মুনিগণ এইরূপেই তাহা কীর্ত্তন করিয়া-  
ছিলেন ॥ ১৭ ॥

দেবকী যে সকল মৃতপুত্র কামনা করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল পুত্র আন-



তদেবং দূত-বচনং লব্ধবর্ণকৃতনির্ণয়রচনং কর্ণেষু সচ-  
মানান্তে সুখ-প্রচয়মবাপুঃ ॥ ১৯ ॥

অথ কথকঃ সমাপনমাহ স্ম ।—

যদাগমনবার্তয়া ব্রজপতে ! সুখং যদুবান্

মুহুঃ সমুপলব্ধবাংস্তদধুনা দ্বয়ং ত্বংপুরঃ ।

নবীনঘনসুন্দরং তড়িদভীষুবস্ত্রাঙ্কিতম্

শিখণ্ডরুচিমণ্ডিতং ক্ষুরদভেদমুদ্ব্রাজতে ॥ ২০ ॥

অন্যো কৃষ্ণ স্তান্ আনীয় তস্মৈ প্রদদৌ । তদর্থবিস্মতং তেভ্যঃ মৃতপুত্রোভ্যো নিমিত্তেভ্যো বিস্মতঃ  
ক্ষরিতং তস্যাঃ স্তম্ভাঃ দুহ্মং পপৌ পীতবান্ । হস্তেতি ইধে । এবম্প্রকারেণ তস্যাং মনোরথাস্তর-  
মন্ত্রাভিলাষমপি প্রাপ্য পুনঃ স্বয়ং শর্দূলুখং ররক্ষ রক্ষিতবান্ । এতং সতি তাঃ যশোদামপি কিং  
বিস্মজেৎ ত্যজেনপিতৃ কদাপি নৈব ॥ ১৮ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদোন । বর্ণকৃতনির্ণয়ং বর্ণনৈ কতো নির্ণয়ো যজ  
তদ্রচনং সচমানাঃ সঙ্গতাঃ প্রাপ্তাঃ সুখপ্রচয়মবাপুঃ প্রাপ্তাঃ ॥ ১৯ ॥

অথ কথকঃ প্রসঙ্গস্য সমাপনং যদকরোত্তরবর্ণয়তি—যদেতি । হে ব্রজপতে ! যদাগমনবার্তয়া  
ভবান্ যৎ সুখং মুহুঃ সমুপলব্ধবান্ অধুনা তৎ স্বয়ং ত্বংপুরঃস্বদগ্রে ক্ষুরদভেদং পূর্ববদ্বদ্ব্রাজতে  
অধিকং শোভতে । তৎ কিস্তুতং নবমেঘাজমাং তড়িদভীষুবস্ত্রাঙ্কিতং তড়িদিব অভীষুঃ কিরণং

ঘন করিয়া তাকে প্রদান করিয়াছিলেন, এবং মৃতপুত্রগণের উদ্দেশে যে  
দুহ্ম ক্ষরণ হইয়াছিল, তিনি জননীর সেই দুহ্ম পান করিয়াছিলেন । আহা !  
কি আফ্লাদের বিষয় ! এইরূপে তিনি দেবকীর মনে অল্প প্রকার অভিলাষও  
সংক্রান্ত করিয়া পুনরার শীঘ্র সুখ রক্ষা করিয়াছিলেন । যখন এইরূপ  
ঘটিয়াছে, তখন শ্রীকৃষ্ণ কি কখন সেই যশোদাকেও পরিত্যাগ করিতে  
পারেন ॥ ১৮ ॥

পণ্ডিত যেমন বাক্য রচনা করেন সেইরূপ দূতবাক্য এইরূপে কর্ণগোচর  
করিয়া তাঁহারা সকলেই সুখরাশি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৯ ॥

অনন্তর কথক সমাপন করিয়া বলিতে লাগিল । হে ব্রজরাজ ! যাহার  
আগমন সম্বাদ শ্রবণ করিয়া আপনি বারংবার সুখলাভ করিয়াছিলেন ; এক্ষণে  
সেই সুখ ( শ্রীকৃষ্ণরূপ ) আপনার সম্মুখে পূর্বের মত সাতিশয় শোভা পাইতেছে ।

অথ তদ্দিন এব শ্রীমন্নন্দতন্নন্দন-সদসি কথান্তরং । যথা  
মধুকণ্ঠ উবাচ—॥ ২১ ॥

অথ শ্রীদেবক্যা মনোরথং পূরয়িত্বা শ্রীযশোদায়াঃ পূরয়িতুং  
মুরমথনস্তদিদং চিস্তিতবান্ । হস্ত ! হস্ত ! কুরুক্ষেত্রে  
ব্রজরাজাদীন্ প্রতি পুরু ব্যঞ্জিতং নাদ্যাপি সঞ্জিতং । যন্মগধ-  
পালশিশুপাল-শাল্ব-দন্তবক্রাহ্বয়শক্রারিচক্রমতিক্রামদেব বর্ততে  
ইতি ।

তদেতিচিস্ত্য ব্রাহ্মমুহূর্তনারভ্য নিত্যং যদযদভ্যস্তং স  
তদানীমপি তচ্চকার । যদাদিকং তু তদা দূত-মুখাদ্ব্রজরাজঃ  
শ্রুতমাচচার ॥ ২২ ॥

যস্য এবস্তুতেন বস্ত্রেণাঙ্কিতং পূজিতং ভূষিতং শিপশুরচিমণ্ডিতং ময়ূরগিচ্ছানাং শোভয়াভিষঞ্জন  
বা মণ্ডিতম্ ॥ ২০ ॥

অথ লীলাস্তরং বক্তুং শয়ঃ কবিঃ প্রক্রমতে—অথতদ্দিনেতিগদ্যেন । শ্রীমন্নন্দতৎপুত্রসভায়াং  
যথা-মধুকণ্ঠ উবাচেতি ॥ ২১ ॥

তন্মধুকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—অথতিগদ্যেন । মুরমথনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, হস্ত হস্তেতি খেদে । পুরু বহলং  
ব্যঞ্জিতং অদ্যাপি ন তৎ সঞ্জিতং সমাধাপিতং, যদযন্মগধপালো ব্রজরাজঃ স আদি  
গান্ধারো নাম যস্য তৎ শক্রারিচক্রং ইন্দ্রশক্রমণ্ডলং অতিক্রামদেব অস্মান্ নাদরঃ কুব্ধন বর্ততে,  
নিত্যং কৰ্ম্মেতিশেষঃ । অভ্যস্তং অন্তর্ভুক্তং তন্নিত্যং কল্প চকার । যদাদিকং উথানাদিকং  
শ্রুতমাচচার অবগং কৃতবান্ ॥ ২২ ॥

এইরূপ মূর্তি নবঘন অপেক্ষাও মনোহর বিদ্যাতের মত প্রভাসম্পন্ন পীতবসনদ্বারা  
পূজিত বা আচ্ছাদিত, এবং ময়ূর পুচ্ছের শোভাদ্বারা বিভূষিত ॥ ২০ ॥

তৎপরে সেই দিবসেই শ্রীমান্ নন্দভূপতির পুত্রের সভাতে মধুকণ্ঠ অত্র  
প্রকার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২১ ॥

অনন্তর শ্রীদেবকীর মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া শ্রীযশোদার মনোরথ পূরণ  
করিতে মুরারি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন । হায় ! হায় ! কুরুক্ষেত্রে  
ব্রজরাজপ্রভৃতির প্রতি যেরূপ বহল পারমাণে প্রকাশ করা উচিত, অদ্যাপি  
তাহা সমাধান করা হয় নাই কারণ ব্রজরাজ, শিশুপাল, শাল্ব এবং দন্তবক্র-  
প্রভৃতি ইত্বের শত্রুগণ, আমাদিগকে অতিক্রম করিয়াই বিদ্যমান রহিয়াছে ।

যথা ;—

উথানাচমনাত্মাচিন্তনসরঃ স্নানোদকস্থক্রিয়া-

বাসোযুকপরিধানসাক্ষ্যবিধিযুগ্গায়ত্র্যজপ্ত্যাহতীঃ ।

রব্যর্ঘ্যাগরতর্পণমিস্তুরপিত্রাত্মীয়বিপ্রার্চনা

বদ্ধাখ্যান্নিতসম্ব্যধেনুবিবতরানপ্যত্র চক্রে হরিঃ ॥ ২৩ ॥

গোবিপ্রাদিকবন্দনং শুভপদম্পর্শং নিজালঙ্কৃতিম্

সর্পিদর্পণগোস্তুরদ্বিজসমালোকং জনানন্দনম্ ।

তদ্বর্ণয়তি—উথানেতি । অত্র স্নানকায়ঃ উথানং শয্যায়া নিঃসরণং, আচমনং প্রসিক্তং, আত্মচিন্তনং ভগবত্তত্ত্বচিন্তনং, সরঃস্নানং সরোবরে স্নানং, উদকক্রিয়া গাত্রমার্জনাди, বাসোযুক পরিধানং, যুগ্মবস্ত্রপরিধানং সাক্ষ্যবিধিযুগ্গায়ত্র্যজপ্ত্যাহতীঃ সাক্ষ্যকালে নিবৃত্তং সাক্ষ্যং তেন যুক যুক্তো গায়ত্র্যাঃ সমূহঃ গায়ত্র্যঃ তস্য জপ্ত্যা জাপেন সহ আহতীঃ হবনক্রিয়াঃ রব্যর্ঘ্যং স্ত্রব্যর্ঘ্যমমরতর্পণং ঋষির্নারদাদিঃ হরো ব্রহ্মাদিঃ, পিতা পিতৃগণঃ, আত্মীয়ঃ কুলবৃদ্ধঃ, বিপ্রো গর্গাদি স্তেযামর্চনা তথা বদ্ধাখ্যান্ বদ্ধং চতুরশীতাগ্রসহস্রাণি ত্রয়োদশেতিবদ্ধলক্ষণং তদাশ্রয়াষ্মিতসংপ্যা যাসাং তা ধেনবশ্চেতি তাসাং বিবতরান্ দানানি সমস্তস্য সমস্তেন নিত্যাপেক্ষেতিস্ত্রায়াং বদ্ধাখ্যান্নিত্যেনৈন ধেনুবিবতরান্নিত্যাসা সম্বন্ধঃ । হরি স্তাঃ ক্রিয়াশ্চক্রে ॥ ২৩ ॥

কিঞ্চ, গোবিপ্রাদিকবন্দনং আদিপাদেন দেবতাবৃদ্ধগুরুসকলভূতানি গৃহ্যন্তে, আত্মবিভূতিদা-

অতএব এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্ম-মূর্ত্ত ( অরুণোদয়ের প্রাক্কাল ) আরম্ভ করিয়া যে যে নিত্যকর্ম নিত্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তৎকালে সেই নিত্যকর্মও কেহ করিতে পারে নাই । তৎকালে ব্রজরাজ দূতের মুখে উথানপ্রভৃতি কার্য্য প্রবণ গোচর করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

শয্যা তহিতে উথান, “তদ্বিষেধাঃ পরমং পদম্” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আচমন, ভগবত্তত্ত্বচিন্তা, সরোবরে স্নান, গাত্রমার্জনাди, যুগ্মবস্ত্রপরিধান, সাক্ষ্যকালোচিত বিধির সহিত গায়ত্রী-মন্ত্রের জপ, এবং ইহার সঙ্গে অনলে আহতি-কার্য্য ; স্ত্রব্যর্ঘ্যাদান, দেবতর্পণ, নারদাদি ঋষি, ব্রহ্মাদি দেবতা, পিতৃগণ কুলবৃদ্ধ ব্রাহ্মণপ্রভৃতির অর্চনা, এবং বদ্ধাখ্যান্ অর্থাৎ ১৩০৮৪ সংখ্যক ধেনুদান, এই সকল কার্য্য তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

গো, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, গুরুজনপ্রভৃতির বন্দনা, মঙ্গলজনক কপিলাদির পদম্পর্শ,

অকৃতাস্মূলবিলেপদানমনু তদ্রোগং বিধায়াজিতঃ

সূতানীতমথারুরোহ সরথং তৎপাণিধ্বংপাণিকঃ(ক) ॥২৪॥

সাত্যক্যাক্ষবদম্বন্ধঃ সরথং তমশোভয়ৎ ।

বিষক্লেদনস্থপর্ণাঢ্যো বিষ্ণুর্কবা রবিমণ্ডলম্ ॥ ২৫ ॥

অন্তঃপুরাণাং হৃদভ্রান্ত্যপনীয় বহির্ভবন্ ।

তৈর্নৈত্রেণাপি নির্বন্ধঃ স্মেরদৃগ্ নিরগাৎ প্রভুঃ ॥ ২৬ ॥

শ্বেতাং বন্দনঃ শুভপদস্পর্শঃ কপিলাদিস্পর্শঃ নিজালঙ্কৃতিং স্বীয়পীতাস্বরকৌস্তভাদিভিনিজম্যা-  
লঙ্কারঃ সর্পির্দর্পণগোহুরদ্বিজসমালোকং সর্পির্গোষুতং, দর্পণমাদশং, গোর্ধেনুঃ, সুরো দেবতা,  
দ্বিজো বিপ্র শ্বেতাং সমালোকং দর্শনং জনানন্দনং অভিলষিতদ্রব্যাদিভিঃ সর্বেষাং জনানামা-  
নন্দনং অগ্রে বিপ্রাদিভ্যঃ শ্রু মালা, তাম্বুলং প্রসিদ্ধং, বিলেপচন্দনাদি শ্বেতাং দানং অহু  
পশ্চাত্তেষাং ভোগং বিধায় অজিতঃ কৃষ্ণঃ সূতেন সারথিনা আনীতং রথং তৎপাণিধ্বংপাণিকঃ  
সূতস্য পাণিনা হস্তেন ধৃতঃ পাণিঃ হস্তো যস্য স, রথমারুরোহ ॥ ২৪ ॥

কিঞ্চ, সাত্যক্যাক্ষাভ্যাং সম্বন্ধো যুক্তঃ, বিষক্লেদনঃ কোষাধ্যক্ষঃ, স্থপর্ণো গরুড় স্তাভ্যামাঢ্যো যুক্তঃ  
তং রথমশোভয়ৎ শোভিতমকরোৎ । বিষ্ণুর্বেতি বাশক উপমাধঃ, বিষ্ণুর্নারায়ণো যথা রবিমণ্ডলং  
শোভয়তি তথা ॥ ২৫ ॥

তদাস্তঃপুরান্নির্গমনঃ বর্ণয়তি—অন্তরিত । অন্তঃপুরাণামিত্যত্র লক্ষণয়া তৎস্বরমণীজন্য লক্ষ্যাস্তে,

স্বকীয় পীতবসন এবং কৌস্তভাদিদ্বারা নিজের অলঙ্কার; গব্যাবৃত, দর্পণ, ধেনু,  
দেবতা, এবং ব্রাহ্মণদিগের দর্শন, অভীষ্ট দ্রব্যসমূহ বিতরণ করিয়া লোকদিগকে  
আনন্দদান, এবং অগ্রে ব্রাহ্মণাদি পূজালোকদিগকে পুষ্পমালা, তাম্বুল, চন্দনাদি  
দান করিয়া, পশ্চাৎ তত্তৎবস্তুর ভোগ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ সারথির আনীত-রথে  
আরোহণ করিলেন । রথারোহণকালে সারথি নিজ হস্তদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের হস্তধারণ  
করিয়াছিল ॥ ২৪ ॥

নারায়ণ ধেরূপ সূর্য্যামণ্ডল শোভিত করেন, সেইরূপ সাত্যকি এবং উদ্ধবের  
সহিত মিলিত হইয়া, এবং কোষাধ্যক্ষ বিষক্লেদন এবং গরুড়ের সহিত সংযুক্ত  
হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই রথকে শোভিত করিলেন ॥ ২৫ ॥ .

অন্তঃপুরান্নিত রমণীদিগের চিত্তরূপ রত্ন আকর্ষণ করিয়া বাহিরে আসিতে

(ক) তৎপাণিধ্বংপাণিক ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ ।

ততশ্চ ;—

কচিজ্জয়-জয়প্রথা ক চ নমো নমঃসন্ততিঃ

ক চ শ্রুতি-ততিঃ ক চ স্তুতিকথা হরিং পশ্যতাম্ ।

ইদং তুমুলচর্য্যা ন হি বিবিক্তমাসীদ্যদ-

প্যথাপি স্মৃথমাদধে স্বনকুলং বিবিক্তাদপি ॥ ২৭ ॥

তাসাং হস্তত্বানি চিত্তরূপরত্নানি অপনীয় আকৃষ্য বহির্ভবন্ তৈরন্তঃপুরস্তরমণীজনৈঃ প্রেম্যা  
নেত্রোগাপি নির্বন্ধঃ স্মেরদৃক্ প্রফুল্লনেত্রোহনেন হাসোহপি ব্যঞ্জিতঃ । নিরগাং নিধযৌ যতঃ প্রভুঃ  
স্বতন্ত্রঃ ॥ ২৬ ॥

তন্মার্গিগমনকালে বৈভবং বর্ণয়তি—কচিদতি । তদা হরিং পশ্যতাং জনানাং কচিং জয়  
জয় বিস্তারঃ, কচিং নমো নমঃসন্ততিবিস্তারঃ, কচ শ্রুতিততি স্তম্মাহিমবেদোচ্চারণং, কচ স্তুতি-  
কথা স্তবপ্রকাশঃ, তুমুলচর্য্যা যদ্যপি ইদং নহি বিবিক্তং পৃথগ্ভূতমাসীত্তথাপি তৎ স্বনকুলং  
ধ্বনিবৃন্দং বিবিক্তাদেকৈকস্মাদপি স্মৃথমাদধে ॥ ২৭ ॥

লাগিলেন । তৎপরে অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণ দৃষ্টিদ্বারা প্রেমের সহিত  
তাঁহাকে বন্ধন করিতে লাগিল । তখন সেই স্বতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ প্রফুল্ল নয়নে নির্গত  
হইলেন ॥ ২৬ ॥

অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবার সময়ে যে সকল লোক শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে-  
ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোন কোন স্থানে জয় জয় ধ্বনি বিস্তার  
করিতে লাগিল ; কোথায় বা “নমো নমঃ” এই রূপ শব্দ সকল বিস্তার করিতে  
লাগিল, কোথায় বা তদীয় মাহাত্ম্যরূপ বেদের উচ্চারণ করিতে লাগিল, কেহ  
কেহ অস্ত্রস্থানে স্তব প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল । এই সমস্ত তুমুল কার্যের  
অমূল্যানে যদ্যপি ইহা পৃথকরূপে হইতে পারে নাই, তথাপি ঐ সকল ধ্বনি-  
রাশি পৃথগ্ভূত এক এক বিষয় হইতেও স্মৃথ প্রদান করিয়াছিল ॥ ২৭ ॥

অথ সুধৰ্ম্মসভাং স্বপথেকৈ-

যত্নগণৈর্বিশতি স্ম জনার্দনঃ ।

হতষড়্ শ্মিরিয়ং স্বত এব যা

কিমূত শৰ্ম্ম-ততিঃ প্রভুণামুনা ॥ ২৮ ॥

শ্রীমৈর্গৌরৈরপি রুচিগণৈর্দেহরত্নাস্বরাণা-

মাশা ব্যাপ্তা যদি মুররিপোরস্ত বার্তা সভায়াঃ ।

যত্রাগী তদ্রুচিচয়চিতাঃ পার্শ্বদা যাদবাদ্যাঃ

সারূপ্যশ্রীচিতিমিব গতা রাজিবন্ধা বিরেজুঃ ॥ ২৯ ॥

তদা সভাপ্রবেশং বর্ণয়তি—অর্থৈতি । স্বপথেকৈঃ স্বাগমনদর্শকৈর্বহুগণৈঃ সহ জনার্দনঃ সুধৰ্ম্মসভাং বিশতি স্ম প্রবিবেশ । যেযং সভা স্বতঃ হতষড়্ শ্মিঃ হতাঃ ষড়্ শ্ময়ঃ ক্ষুৎপিপাসা-দয়ো যত্র সা অমুনা প্রভুণা শৰ্ম্মণাং স্থানাং ততিঃ সমূহো যত্র কিমূত হতষড়্ শ্মিরিতি ॥ ২৮ ॥

তদন্তাবৃত্তং বর্ণয়তি—শ্রীমৈরিতি যদি দেহরত্নাস্বরাণাঃ শ্রীমৈর্গৌরৈরপি রুচিগণৈঃ কান্তি-সমূহেরাশা দিশা ব্যাপ্তা স্তদা মুররিপোঃ সভায়া বার্তা অস্ত যত্র সভায়াং যাদবাদ্যাঃ পার্শ্বদা অমী তদ্রুচিচয়চিতাঃ তস্য মুররিপোঃ রুচিচয়ৈঃ কান্তিসমূহৈশ্চিতা ব্যাপ্তাঃ সন্তঃ তস্য সারূপ্যশ্রীচিতিং সারূপ্যশোভয়া চিতিং ব্যাপ্তিমিতা রাজিবন্ধাঃ শ্রেণীবন্ধা বিরেজুঃ দীদীপুঃ ॥ ২৯ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ নিজপথ-প্রদর্শক যদুবংশীয় লোকদিগের সহিত সুধৰ্ম্মানামক সভাতে প্রবেশ করিলেন । ঐ সভার স্বভাব সিদ্ধ এমন গুণ ছিল যে, উহাতে প্রবেশ করিলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রাগ, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ এই ছয় প্রকার তরঙ্গাবাতে অভিভূত হইতে হয় না । কিন্তু ঐ মহাপ্রভাবসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রবেশ করিলে, সভার উৎকর্ষের কথা ব্যক্ত করা অসাধ্য ॥ ২৮ ॥

সভার কথা আর কি বলিব, শ্রীকৃষ্ণের দেহ, রত্ন এবং পীতবসনের গ্রামবর্ণ এবং গৌরবর্ণকান্তি-সমূহদ্বারা যখন দিগ্‌মণ্ডল পর্য্যন্তও ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তখন ঐ সভাতে অবস্থিত বাদবপ্রভৃতি পারিষদগণ যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রভা পটলদ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া এবং তাঁহার সারূপ্য (সমানরূপতা) শোভাদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দীপ্তি পাইবেন ইহা আর বিচিত্র কি ? ॥ ২৯ ॥

বৈপ্রৈর্গদ্যসূত-বন্দি-ভরতৈবৈহাসিকৈশ্চ প্রতি-

স্বং বিদ্যাচয়চায়কৈর্বলয়িতে রাজাদিভিজ্জাজিতে ।

তস্মিন্ বিস্মিতকারিহারিসদসি প্রত্যেকমীক্ষাং নয়ন্

স প্রত্যাঘ্যাখিলেন পশ্যতি হরির্মামেব নান্মানিতি ॥ ৩০ ॥

তদেবং স্মিতে মণিঘটিতলকুটধারী প্রতীহারী হারি তদিদং  
ব্যাজহার । দেব ! কশ্চিদপরুষতাজুসং পুরুষঃ স্নগমারহিত-  
মুখতয়া দ্বারি বর্ততে ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—আনীয়তামিতি ।

কিঞ্চ, বিস্মিতকারিহারিসদসি বিস্মিতমাশ্চর্য্যং কর্তুং শীলমস্ত তচ্চ হারি রম্যং সদর্শেতি  
তস্মিন্ প্রত্যেকং মীক্ষাং দর্শনং নয়ন্ আপয়ন্ অখিলেন সম্পূর্ণেন প্রত্যাঘ্যা প্রত্যয়ং কারয়িত্বা  
অবর্ততোতশেষঃ । কিং প্রত্যাঘ্যোতি তজ্জাহ—হরির্মামেব পশ্যতি ন অন্মানিতি । সদসি কিঙ্কিতে  
বৈপ্রৈর্গদ্যগদ্যৈঃ বংশসংসৃষ্টকৈঃ সূতৈঃ পৌরানিকৈর্বন্দিভিঃ স্মৃতিকারকৈর্ভরতৈর্নটৈঃ  
বৈহাসিকৈর্বিদুষকৈঃ প্রতিস্বং প্রত্যেকং বিদ্যাচয়চায়কৈর্বিদ্যাসমূহসংগ্রাহকৈর্বলয়িতে যুক্তে, তথা  
রাজভিজ্জাজিতে দীপ্তে ॥ ৩০ ॥

ততঃ কিং বৃত্তং জাতমিত্যাশঙ্ক্যাং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন । মণিহারিকাদি স্তেন  
ঘটিতং লকুটং যষ্টিপ্রভেদ স্তং ধর্তুং শীলমস্ত স প্রতীহারী দ্বারপালঃ হারি রম্যং তদিদং বাক্যঃ

ব্রাহ্মণগণ, বংশকীর্ত্তনশীল মাগধগণ, পুরাণবেত্তা সূতসমূহ, স্তবপাঠক-  
সকল, নটনিচয়, এবং হাশ্চকারী বিদুষকগণ, প্রত্যেকেই স্ব স্ব বিদ্যা প্রদর্শন-  
পূর্ব্বক ঐ সভায় মিলিত হইয়াছিল ; এবং ভূপালবৃন্দদ্বারা ঐ সভা সুশোভিত  
হইয়াছিল । আশ্চর্য্যজনক অথচ মনোহর, সেই সভাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে  
দর্শন দিয়া, “শ্রীকৃষ্ণ কেবল আমাকেই দেখিতেছেন, কিন্তু আর কাহাকে দেখি-  
তেছেন না” সম্পূর্ণরূপে এই বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমান  
ছিলেন ॥ ৩০ ॥

অনন্তর এইরূপ ব্যাপার ঘটিলে, একজন প্রতীহারী মণিনির্ম্মিত এক যষ্টি  
ধারণ করিয়া এই প্রকার মনোহর বাক্য বলিতে লাগিল । হে ভগবন্ ! কোনও  
একজন পুরুষত্ববিহীন ( অর্থাৎ নপুংসক ) পুরুষ দ্বারদেশে বিদ্যমান রহিয়াছেন ।  
তাহার মুখের শোভা এরূপ স্নন্দর যে, তাহার তুলনাই হয় না । শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,

ততস্তেনানীতঃ স চাতিবিনীতঃ সাস্চর্য্যতয়ালোচয়ামাস ।

যথা :—

তাপত্রয়বিনাশায় মোহয়ং তোয়ধিসপ্রভঃ ।

যদুদ্যৎকীৰ্ত্তিচন্দ্রশ্রীশীতলং পৃথিবীতলম্ ॥ ৩১ ॥

অথ প্রণতসৰ্ব্বাঙ্গতয়া সাস্কং নমস্কৃত্য কৃতকৃত্যস্মৃত্যঃ স

গাজহার কথিতবান্ । দেব ! হে ভগবন্ ! অপুরুষতায়ুধঃ নপুংসকঃ পুরুষঃ স্তম্ভময়া শোভয়া রহিতং মুগং যন্ত্ৰ হৃদ্যবতয়া । ততঃ শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানাস্তরং তেন প্রতিহারিণা আনীতঃ সচ পুরুষঃ অতি-বিনীতঃ সন্ সাস্চর্য্যতয়া সবিষয়তয়া আলোচয়ামাস দৃষ্টবান্ ॥

তাদৃগালোচনঃ বর্ণয়তি—তাপত্রয়োতি । তাপত্রয়াণাং আধ্যাত্মিকাবিধৈবিকাবিধৌতকানাং বিনাশায় মোহয়ং কৃষ্ণ স্তোয়ধিসপ্রভঃ তোয়ধিঃ সমুদ্র স্তস্ত সমানো প্রভা দীপ্তিবন্তঃ সঃ, যদ্বগ্নাৎ উদান্ যঃ কীৰ্ত্তিচন্দ্র স্তস্ত শ্রিয়া কাস্ত্যা শীতলং পৃথিবীতলং অভূদতিশেষঃ ॥ ৩১ ॥

এতো যদ্বন্তঃ জাহং তদ্বর্ণয়তি—অথৈতাদিগদ্যোন । প্রণতানি সৰ্ব্বাঙ্গানি যন্ত্ৰ হৃদ্যবতয়া

তাহাকে আনয়ন কর । তৎপরে প্রতীহারী সেই পুরুষকে আনয়ন করিল ।

তিনি অভ্যস্ত বিনীতভাবে আশ্চর্য্যের সহিত দর্শন করিলেন যথা :—

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, এবং আধিদৈদিক এই ত্রিবিধ তাপ (ক) নিবারণ করবার জন্ত, এই মহাপুরুষ নববন শ্রাম মুক্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন । কারণ, এই মহাপুরুষের সমুদিত কীৰ্ত্তিরূপ চন্দ্রমার কাস্তি দ্বারা এই মহীতল সূশীতল হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

অনন্তর সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নত করিয়া সম্পূর্ণরূপে অর্থাৎ তিনবার নমস্কার

(ক) অগ্নিকে অধিকার করিয়া যে তাপ হয় তাহা আধ্যাত্মিক, ইহা ত্রিবিধ । বাত, পিত্ত, ক্লেমা বাতরূপে শারীরিক, যেমন ক্রোধ লোভ মোহ ভয় ইধা বিষাদ অতীষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তিরূপ মানসিক । মানব, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবরাদিজনিত তাপই আধিভৌতিক । বস্ক, রাক্ষস, বিনায়ক ও গ্রহাদির আবেশ জনিত তাপই আধিদৈবিক । ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাধ্যাকারি-কার প্রথম কারিকাতে বাচস্পতি মিশ্রকৃত সাধ্যাতত্ত্বকৌমুদী নামী টীকা দ্রষ্টব্য ।



ধন্যঃ পুরতঃ সমাগচ্ছ স্বচ্ছন্দমিতি পুরঃসরতয়া দত্তবদৃচ্ছামনু-  
গচ্ছংস্তদিদমঞ্জলিবলিতং নিবেদয়ন্ পর্য্যালোচয়ামাস ॥ ৩২ ॥

এতে লোকাস্ত্রিভুবজুযোহপ্যত্র কুণ্ডেহনুরক্তা

দৃশ্যতে যৎ পুলককুলযুগ্মেত্রনীরাঃ স্মুরন্তি ।

তস্মাদ্গোপ্যং যদপি তদিদং মাগধানদ্ধভূত্বং-

সন্দিক্তঃ স্মাত্তদপি সদসি প্রক্ষুটং জল্লিতবাম ॥ ৩৩ ॥

সাস্ত্রং সম্পূর্ণং ত্রিবারাদিকং নমস্কৃত্যস্মানং কৃতার্থং মন্থতে স ধন্যঃ প্রশস্তঃ, ততঃ পুরতঃ অগ্রতঃ স্বচ্ছন্দং যথা স্মাত্তথা সমাগচ্ছেতুক্ত্যা পুরঃসরতয়া অগ্রগামিতয়া দত্তা যদৃচ্ছা স্বাহস্ম্যং যত্র তদ্বাবতাঃ তৎপৃচ্ছামনুগচ্ছন্ অঞ্জলিবলিতং কৃতাজলিপুটং যথা স্মাত্তথেন্দঃ নিবেদয়ন্ পর্য্যালোচয়ামাস মনসি ভাবিতবান্ ॥ ৩২ ॥

তৎপর্যালোচনং বর্ণয়তি—এতেতি । ত্রিভুবনজুযঃ ত্রিভুবনসেবিনঃ যদ্যস্ম্যং পুলককুল-যুগ্মেত্রনীরাঃ পুলকসমূহেন যুক্তানি নেত্রয়োনীর্যণি জলানি যেহাং তে স্মুরন্তি দীপ্যন্তি । তস্মাৎ ক্লেতোঃ যদপি যদ্যপি তদিদং মাগধানদ্ধভূত্বংসন্দিক্তঃ জরাসন্ধবদ্ধরাজসমূহসন্দিক্তঃ গোপ্যং স্মাত্তদপি তথাপি সদসি সভায়াং প্রক্ষুটং স্পষ্টং যথা স্মাত্তথা জল্লিতবাং কথনীয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

করিলেন । তৎপরে ঐ মহৎবাক্তি আপনাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিল । তৎপরে “তুমি স্বচ্ছন্দক্রমে সম্মুখে আগমন কর” এই কথা বলা হইলে, তিনি কিঞ্চিং অগ্রসর হইলেন । তৎপরে স্বাধীনতাদান করা হইলে তিনি তাঁহার প্রশস্ত্যসূত্রে তদীয় বাক্য রক্ষা করিয়া কৃতাজলিভাবে এইরূপ বিষয় নিবেদন করিবার জন্ত মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

ত্রিভুবন নিবাসী এই সমস্ত লোকদিগকেই শ্রীকৃষ্ণের উপরে অনুব্রত দেখিতেছি । কারণ, ইহারা সকলেই রোমাঞ্চিত কলেবরে অশ্রু বর্ষন করিতেছেন । এই কারণে জরাসন্ধ মহীপতি যে সকল ভূপতিদিগকে বদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং সেই সকল ভূপতিগণের আদেশ বাক্য, যদ্যপি গোপন করা কর্তব্য, তাহা হইলেও এই সভাতে স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক ॥ ৩৩ ॥

অথ নিবেদয়ামাস চ।—পূৰ্ব্বং মথুরারোধনার্থমলকানাং  
ততশ্চ কৃতদিগ্বিজয়নির্বন্ধজরাসন্ধবিহিতবন্ধানাং লক্ষণগণা-  
নুবন্ধানাং ভবদেকশরণতানুসন্ধানাং রাজ্ঞামযুতে হে যুতে  
সতী নিবেদয়তঃ ॥ ৩৪ ॥

অগণিতগুণরূপ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !

স্বকশরণাগতপালকস্বভাব ! !

বয়মিহ ভবতঃ পুমর্থা (ক)

ইতি ভবমুক্তিকৃতে তবাস্ম ভক্তাঃ ॥ ৩৫ ॥

তন্নিবেদনং বর্ণয়তি—অথোক্তাদিগদোন। যদা মথুরারোধনার্থং যদা তান্ সাহায্যায় নিমজ্জিত-  
বান্ তদা তেন অলকানাং ততশ্চ কৃতো দিগ্বিজয়ে নীলকো যেন সচাসৌ জরাসন্ধশ্চেতি তেন  
বিহিতো বন্ধঃ কারণাগারে রোধো যেবাং, সম্প্রতি তাদৃশক্লেশেন লকো মরণে অনুবন্ধো যেবাং  
অতএব ভবান্ একঃ শরণঃ যেবাং তেষাং ভাবঃ ভবদেকশরণতা তস্তানুসন্ধোহনুসন্ধানাং যেবাং  
তেষাং রাজ্ঞাং দ্বিযুতে অযুতে বিংশতিসহস্রাণি সতী বিদ্যমানেন নিবেদয়তঃ ॥ ৩৪ ॥

তেষাং নিবেদনানি পঞ্চশ্লোকৈর্পর্যয়তি অগণিতেত্যাদিভিঃ। কৃষ্ণকৃষ্ণেতি সংভ্রমে আদরে বঃ  
দ্বিহং। হে কৃষ্ণ ! হে অগণিতে গুণরূপে যন্ত হে স, স্বকে যস্মিন্ যে অরণাগতা স্তেষাং পালকঃ  
স্বভাবো যন্ত হে স, ইহ সংসারে ভবতো ভয়ং পৃথক্ পুমর্থাস্তুর্কর্গাভিহ্না, যদা, ইহ সংসারে ভয়ং

অনন্তর আগন্তুক বাক্তি নিবেদন করিলেন। পূর্বের জরাসন্ধ মথুরা নগরী  
রোধ করিতে, সাহায্য প্রার্থনার জন্ত ঐ সকল ভূপতিদিগকে নিমন্ত্রণ করেন।  
কিন্তু তৎকালে জরাসন্ধ, ভূপতিদিগকে প্রাপ্ত হন নাই। তৎপরে মহারাজ জরা-  
সন্ধ দিগ্বিজয়ে মনোনিবেশ ভূপতিদিগকে সহস্রদ্বারা কারাগারে বদ্ধ করেন।  
ঐ সকল ভূপতিগণও মরণে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করেন। অবশেষে তাঁহারা  
“আপনিই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা” এই বিষয় অনুসন্ধান করেন। এইরূপ বিংশতি  
সহস্র ভূপতি বিদ্যমান থাকিয়া নিবেদন করিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

যথা :—হে শ্রীকৃষ্ণ ! আপনার কতগুণ এবং কতরূপ, তাহার ইয়ত্তা নাই।

(ক) বৃত্তস্তিরহিতত্বাৎ পুরুষার্থতয়া জ্ঞাতধর্মার্থকামা ইতি হেতোঃ সংসারদুঃখাৎ ত্রাণার্থং  
তব ভক্তাঃ স্বঃ শরণাগতাঃ ভবামঃ। যতঃ সংসারদুঃখাৎ ভীতা ইতি ধন্যয়াত্ম। আ।

বয়সিহ শরণাগতাঃ পরে তু  
 ত্বয়ি বিমুখা ইতি গৰ্ব্বিতং দধানাঃ ।  
 তমপি চ নিজ্জীবামাশ্রয়াথ্যং  
 মলিনমকৃষ্মহি হন্ত ! কংসহন্তঃ ! ॥ ৩৬ ॥  
 বয়সমপরাং পরং বহাগ-  
 ত্বয়ি পরমে যদধাম দোষদৃষ্টিম্ ।  
 স্বয়মবতি ভুবং হরৌ কথং ন-  
 স্তপতি বিকস্মগতিঃ পরেণ নাথ ! ॥ ৩৭ ॥

ভবতি ভবতঃ সকাশাং পৃথক্ পুমর্থো যেযাং তে বয়ঃ অতো ভবমুক্তিনিমিত্তায় তব ভক্তাঃ  
 স্ম ॥ ৩৫ ॥

কিঞ্চ, বয়সিহি । ইহ সংসারে বয়ঃ তব শরণাগতাঃ পরে জরাসন্ধাদয় ত্বয়ি বিমুখা অনিষ্টকারিণ  
 ইতিহেতোর্গৰ্ব্বিতং গৰ্ব্বং দধানাঃ, হন্তেতিথেদে । হে কংসহন্তঃ ! আশ্রয়াথ্যং তমপিচ নিজ্জীবাম্  
 শরণাগতলক্ষণং মলিনমকৃষ্মহি মলিনং কৃতবন্তঃ ॥ ৩৬ ॥

কিঞ্চ, বয়সমপরাং । অপরাধঃ পাপং লয়ং পরং বহাগঃ, যদযস্মাং পরমে পরমেশ্বরে ত্বয়ি দোষ-  
 দৃষ্টিং অধাম ধৃতবন্তঃ । তাং নির্দিশতি—হে নাথ ! ভুবঃ ধরণীঃ স্বয়মবতি রক্ষতি হরৌ ত্বয়ি  
 সতি বিকস্মগতিঃ প্রারদ্ধকলং পরেণ জরাসন্ধাদিনা নোহস্মান্ কথং তপতি দহতি ॥ ৩৭ ॥

যে সকল ব্যক্তি আপনার শরণাগত হয়, আপনি তাহাদিগকেই রক্ষা করিয়া  
 থাকেন, ইহাই আপনার স্বভাব । এই সংসারে আপনাই হইতে ভয় এবং  
 চতুর্কর্গ পৃথক্ । অথবা এই সংসারে ভয় হয় সত্য, কিন্তু আপনার নিকট হইতে  
 পুরুষার্থ ( চতুর্কর্গ ) পৃথক্ হইলেও আমরা ভববন্ধন মোচনের নিমিত্ত আপনার  
 ভক্ত হইতেছি ॥ ৩৫ ॥

এই সংসারে আমরা তোমার শরণাগত হইয়াছি, এবং জরাসন্ধপ্রভৃতি  
 অগ্রাণু ব্যক্তিগণ তোমার অনিষ্ট করিয়া থাকে । এই কারণে তাহারা অত্যন্ত  
 গৰ্ব্ব প্রকাশ করে । হায় হে কংসনিধনকারক ! আমরা শরণাগতিরূপ  
 সেই নিজ্জীবকেও মলিন করিয়াছি ॥ ৩৬ ॥

আমরা অণু প্রকারে অত্যন্ত পাপ বহন করিয়া থাকি । কারণ, তুমি  
 পরমেশ্বর হইলেও তোমাতে আমরা দোষ দর্শন করিয়াছি । হে নাথ ! তুমি

বয়গিহ ন ভবদ্বিশুদ্ধভক্তা  
 ন চ শরণাগতিমাগতা ভবৎসু ।  
 পরগিহ নৃপকর্ম্মশম্মলোভা-  
 দনিশমিতা বত ! তত্তদান্নদন্তম্ ॥ ৩৮ ॥  
 বয়গিহ বত ! মায়য়া বিমূঢ়া-  
 স্ত্বমসি নিজাশ্রিতপালকাজ্জি পদ্মঃ ।  
 ইতি মগধনৃপাহ্বকর্ম্মপাশা-  
 দপি পরিমোচয় নঃ স্বয়ং পরেশঃ ॥ ইতি ॥ ৩৯ ॥

কিঞ্চ, পুনর্দৈন্তেন বয়মিহেতি । ইহ জন্মান বয়ং ভবতো বিদ্বদ্ধভক্তা নিকামভক্তা ন  
 নচ ভবৎসু শরণাগতিমাগতাঃ প্রাপ্তা ইহ সংসারে নৃপকর্ম্মসু রাজ্যসু যৎ শর্ম্ম সুখং তন্ম লোভাৎ  
 পরমনিশং নিরন্তরং তত্তদান্নদন্তং আত্মনি কোটীলাং গবৎ বা ইত্যঃ প্রাপ্তাঃ ॥ ৩৮ ॥

কিঞ্চ, বয়মিতি । বতেতি খেদে, ইহ সংসারে বয়ং তব মায়য়া বিমূঢ়াঃ ঈমসি নিজাশ্রিতানাং  
 পালকমজ্জি পদ্মং যস্য সং, ইতিপূর্ব্বোক্তাক্ষেতোঃ জরাসন্ধাখ্যকর্ম্মপাশাৎ অপিশন্ধান্নায়য়াশ্চ  
 নোত্মান স্বয়ং পরিমোচয় যত স্বঃ পরেশঃ সাধ্যাসাধ্যকর্ম্মসু সমর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ, তুমি স্বয়ং পৃথিবী রক্ষা করিলে প্রারদ্ধ কর্ম্মের ফল, জরাসন্ধপ্রভৃতিদ্বারা  
 কেন আমাদেরকে দগ্ধ করিতেছে ॥ ৩৭ ॥

আমরা এই জন্মে তোমার বিদ্বদ্ধ ভক্ত বা নিকাম সেবক নয় । অথচ আমরা  
 তোমার শরণাগত হই নাই । হায় ! এই সংসারে সমস্ত রাজ্যসুখের লোভ  
 হেতু আমরা, নিরন্তর কেবল আত্ম কোটীল্য বা গর্ব্ব ধারণ করিয়াছি ॥ ৩৮ ॥

হায় ! আমরা এই সংসারে তোমার মায়য়া মোহিত হইয়া রহিয়াছি ।  
 অথচ তুমি নিজের পাদপদ্মদ্বারা শরণাগত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিয়া থাক ।  
 এই কারণে তুমি স্বয়ং জরাসন্ধ নামক কর্ম্মপাশ হইতে, এবং মায়্যা হইতে আমা-  
 দিগকে মুক্ত কর । যে হেতু তুমি সাধ্য এবং অসাধ্য সকল কর্ম্মেই  
 সমর্থ ॥ ৩৯ ॥

তদেবং তেষাং বাচিকবচনানন্তরং দূতঃ স্বয়মুবাচ ।—

দুষ্করসমুদ্র-কুন্তজমুনিঃ শিষ্টাক্রতাকৃতমঃ-

সূর্য্যঃ পাপচরিত্রতা-কৃতযুগং দীনার্তি-ধনুস্তরিঃ ।

সোহয়ং চেৎ পৃথিবী-তলে বত ! ভবান্ কৃষ্যাত্মনা রাজতে

তৃষা কস্ত কথং কথা-বিষয়তাং সিদ্ধিং বিনা যাস্ততি ॥ ৪০ ॥

তৃষা তু তেষাং কেবলকৃষ্যাকারমাধুরীসারবিষয়া ।

লজ্জাতিশয়াদেব হি নাত্মনা ব্যক্তীকৃতা ॥ ৪১ ॥

তদেবং তেষাং বাচিকং নিবেদ্য দূতঃ স্বয়ং যদবোচত্ত্বর্ণয়তি—দ্রষ্টেতি । য স্বঃ দুষ্কর-সমুদ্রকুন্তজমুনিঃ দুষ্করপো যঃ ক্ষারসমুদ্র স্তত্র কুন্তজমুনিরগস্ত্যঃ তন্নামক ইত্যর্থঃ । তথা শিষ্টাক্রতাকৃতমঃসূর্য্যঃ শিষ্টানাং ব্রহ্মপাসকানাং যদকৃতাকৃতমোহজ্ঞানং তত্র সূর্য্যঃ তস্ত্র হস্তঃ, পাপচরিত্রতাকৃতযুগং পাপং চরিত্রং যস্ত্র পাপচরিত্রং তস্ত্রভাব পাপচরিত্রতা তৎ সত্যযুগং সত্য-যুগস্ত্রাগতো পাপচরিত্রতানিবৃত্তেঃ । দীনার্তিধনুস্তরিঃ দীনানাং যা আর্তিঃ পীড়া তস্ত্রাং ধনুস্তরিঃ তস্ত্রাধিনিবর্তকঃ । বতেতি হর্গে । সোহয়ং ভগবান্ চেদযদি পৃথিবীতলে কৃষ্যাত্মনা কৃষকরূপেণ রাজতে তদা কস্ত তৃষা আকাজ্জ্যসিদ্ধিং বিনা কথং কথাবিষয়তাং যাস্ততি ; অপিতু তস্ত্র সা তৃষা সিদ্ধিঃ প্রাপ্যতেত্ব ॥ ৪০ ॥

ফলিতং বর্ণয়তি—তৃষ্ণেতিগদোন । তেষাং কারাবন্ধনুপাণাং তৃষাতু কেবলং কৃষ্যাকারে কৃষমূর্ত্তৌ যো মাধুরীসারঃ স বিষয়ো যস্ত্রাঃ সা, কিন্তু লজ্জাতিশয়াদেব হেতোঃ আত্মনা স্বয়ং ন ব্যক্তীকৃতা ॥ ৪১ ॥

এইরূপ তাহাদের আদেশ বাক্য বলিবার পর, দূত স্বয়ং বলিতে লাগিল । যিনি দুষ্করপ লবণসমুদ্রের অগস্ত্য মুনি, অর্থাৎ তাহার নাশক, তোমার উপাসনা-কারী শিষ্টজনগণের অজ্ঞান তিমিরের সূর্য্যস্বরূপ ; এবং যিনি পাপচরিত্র ব্যক্তি-গণের সত্যযুগ তুলা, এবং দীনগণের পীড়া বিষয়ে ধনুস্তরি ; সেই তুমি যখন জগতীতলে কৃষমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছ, আহা ! কি আত্মাদের বিষয় ! তখন কোন্ ব্যক্তির আকাজ্জ্য সিদ্ধি ব্যতীত কিরূপে কথার বিষয়তা প্রাপ্ত হইবে ? অর্থাৎ নিশ্চয়ই সেই আকাজ্জ্য সিদ্ধিলাভ করিবে ॥ ৪০ ॥

সেই সকল কারাবন্ধ ভূপতিগণের সেই আকাজ্জ্যও কিন্তু কেবল কৃষ মূর্ত্তির মাধুর্য্যসারে নিমগ্ন রহিয়াছে । কিন্তু সাতিশয় লজ্জাবশতঃ স্বয়ং তাহা ব্যক্ত হইতে পারে নাই ॥ ৪১ ॥

যস্মাদেব তস্মাৎ ।—

(ক) “তেষাং মাগধরুদ্রানাং ভবদ্বীক্ষণকাঙ্ক্ষিণাম্ ।

তৎপাদপদ্মভক্তানাং দীনানাং শং বিধীয়তাম্” ॥ ৪২ ॥

যতস্তু এবেদং মধ্যে মধ্যে পরস্পরং সাত্ত্ব-কম্পসম্পন্নিবে-  
দয়ন্তি ॥ ৪৩ ॥

যস্মাৎ পুতনিকাপি দিব্যসুরভিস্তদুৎকৃদাবানলা-

দার্থং শুক্লসুধাসদৃক্ নগততিবংশ্যাদিনাদার্দ্রিতা ।

কুজা শ্রীমুহুলা তথা যদুজরদ্ধন্দং বয়ঃ সুন্দরং

জজ্ঞে তস্মাৎ স্বগন্ধিতাদিসুগুণাঃ কর্ষন্তু চিত্রং মুহুঃ ॥ ৪৪ ॥

তাং নির্দিশতি—তেষামিতি । ঐহিকপারত্রিকসুখং । অস্ত্যং সুগমম্ ॥ ৪২ ॥

ন কেবলমহমেবং বচ্মি তেহপি তথাক্রবন্ ইতি নিবেদিতবানত্যাহ—যত ইতি । অতএব  
কারাবদ্ধনূপাএব অশ্রুণ কম্পসম্পাদ্যত্র তদ্যথা আস্তথা নিবেদিতবন্তুঃ ॥ ৪৩ ॥

তন্নিবেদনং বর্ণয়তি—যস্মাদিতি । যস্মাৎপুতঃ পুতনিকা পুতনাপি দাহে দিব্যসুরভিজজ্ঞে, তস্মাৎ  
পুতনিকায়্য ছুদ্ধমেব দাবানলাদার্থঃ । প্রাণনাশকংসশুক্লসুধাসদৃক্ ততুলো জজ্ঞে, নগততিঃ  
পৰ্বতসমূহঃ বংশ্যাদিনাদেন ধ্বনিনার্দ্রিতা আর্দ্রঃ গতঃ জজ্ঞে, কুজা শ্রীবক্সা শ্রিয়া শোভয়া মুহুলা

যখন এইরূপ ঘটিয়াছে, তখন জরাসন্ধকর্তৃক যাহারা কারারুদ্ধ হইয়াছে,  
যাহারা কেবল তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে ; এবং যে সকল ভূপতি  
তোমার পাদপদ্মের ভক্ত ; সেই দীনদশাপন্ন ভূপতিগণের তুমি ঐহিক এবং পার-  
ত্রিক সুখ উৎপাদন কর ॥ ৪২ ॥

কেবল যে আমিই এইরূপ বলিতেছি তাহা নহে, কিন্তু সেই সকল কারারুদ্ধ  
ভূপতিগণও মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত সজলনয়নে পরস্পর এইরূপ নিবেদন করিয়া-  
ছেন ॥ ৪৩ ॥

যথা :—কারণ, পুতনাও তাহার দাত্তসময়ে দিবা সৌরভে পরিপূর্ণ হইয়া-

( ক ) এবমপি পাঠান্তরং শ্রীভাগবতগ্রন্থান্তরে দৃশ্যতে । যথা—ভঃ ১০।৭০।৩১

ইতি মাগধসংরুদ্ধা ভবদর্শনকাঙ্ক্ষিণাঃ ।

প্রপন্নাঃ পাদমূলং তে দীনানাং শং বিধীয়তাম্ ॥

শ্রীব্রজসদস উচুঃ—ততস্ততঃ ? ।

দূতৌ সানুতাপাভাসহাসমুচুতুঃ ॥ ৪৫ ॥

অথ তত্র প্রতিবিধিমভিধিংসতি মাধবে সুরমুনিবরঃ  
শরদ্বারিধর ইব শুভ্রস্তড়িম্নিকেশান্ বিভ্রম্যহতী ধ্বনিমন্দগজ্জ-  
মজ্জন্ দৃষ্টিতঃ স্থথায়বারিধারাবৃষ্টিং কুর্দম্নেবাগচ্ছন্ সর্বং  
রসান্তরমাসাদয়ামাস । যত্র স্বয়ং কৃষ্ণশ্চ তদীয়ভক্তিতৃষ্ণঃ

কোমলা অর্থাৎ সুরূপা জাজে, তথা যদুজরদ্বন্দ্বং যদুনাং বৃদ্ধসমূহঃ যথাবৎ সুন্দরং বয়ো জজ্ঞে  
যৌবনং লেভে ইত্যর্থঃ । এবং তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য হৃগন্ধিতাদিসুন্দরগুণা মুহুশ্চিত্তং কবচিতি ॥ ৪৪ ॥

ততো ব্রজসদস্যানাং প্রমথানস্তরং দূতৌ, সানুতাপাভাসহাসং অনুতাপাভাসেন সহ হাসো  
যত্র তদ্ব্যথা স্যাৎ তথা উচুতুঃ ॥ ৪৫ ॥

তয়োর্ধাক্যং বর্ণয়তি—অপেতিগদোন । তত্র দূতনিবেদনে প্রতিবিধিঃ প্রত্যুত্তরং অভিধাতু-  
মিচ্ছাত মাধবে কৃষ্ণে সতি, সুরমুনিবরৌ নারদ আগচ্ছন্ সর্বং রসান্তরমাসাদয়ামাসেত্যর্থঃ । স  
কিঙ্কৃতঃ শরদ্বায়ে ইব শুভ্রবর্ণঃ তড়িম্নিকেশান্ বিদ্যাতুল্যাকেশান্ বিভ্রং ধারয়ন্ মহতী বীণা-  
বিশেষঃ অস্যা ধ্বনিরেষ মল্লগজ্জনং গম্ভীরগজ্জনং অজ্জয়ন্ সঞ্চয়ন্ দৃষ্টিতো নেত্রাভ্যাং স্থথময়-

ছিল; পুতনা তোমাকে বিনাশ করিবার জন্ত যে দাবানল তুলা প্রাণনাশক  
দুগ্ধ দান করিয়াছিল, তাহাও বিগুহ্ব অমৃতের তুলা হইয়াছিল। তুমি বংশী-  
প্রভৃতির মনোহর শব্দদ্বারা পর্বতদিগকেও আর্দ্র করিয়াছিলে। ত্রিবক্রা কুজা  
রমণীও শোভাদ্বারা কোমলাঙ্গী, অর্থাৎ সুরূপা হইয়াছিল। যদুবংশীয় বৃদ্ধ ব্যক্তি-  
গণ যথাবিধি সুন্দর যৌবন লাভ করিয়াছিল। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের গৌরভ-  
প্রভৃতি সুন্দর গুণ সকল, বারংবার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে ॥ ৪৪ ॥

ব্রজরাজের সভ্যগণ বলিতে লাগিলেন, তারপর তারপর। তারপর দূতদ্বয়  
যেন অমৃতপ্ত হইয়া সহাস্ত্রে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

অনন্তর দূতের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যুত্তর দিতে ইচ্ছা করিলে পর, দেবর্ষি  
নারদ আগমন করিয়া সকলকেই নবরসে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। দেবর্ষি  
শারদীয় জলধরের মত শুভ্রবর্ণ ছিলেন। তিনি বিদ্যাতের তুলা কেশকলাপ  
ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি বীণার শব্দরূপ গম্ভীর গজ্জন করিতেছিলেন।  
অধিক কি, তিনি ছই চক্ষু দিয়া জলধারা বর্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া

সন্নভ্যুথায় তং বন্দতে স্ম । অথ সভাজয়িত্বা ভ্রাজয়িত্বা চ  
তদিদমপি বন্দমানঃ পৃচ্ছতি স্ম ॥ ৪৬ ॥

পর্য্যক্ পর্য্যটতস্তবানুগিলনাদ্বিশ্বং ভবেদ্রব্যযুক্  
তৎ পৃচ্ছামি তু কিং তদদ্য বলতে মৎস্নেহমোহান্নানং ।  
তচ্চেদাস্তি বিশেষতঃ পুনরিদং কুর্বেহ্নুযোগাস্পদং  
তে কুন্তী-তনয়া মদেকগতয়ঃ কিস্মৃতয়ঃ সম্প্রতম্ ॥ ৪৭ ॥

জলধারাবৃষ্টিং কুর্ক্সেব রসাস্তরং দাস্যভাবং প্রাপয়ামাস । যত্র তদর্শনে তদীয়ভক্তৌ তৃষ্ণা কামনা  
যস্য সং, অভ্যুথায় গাত্রোথানং কুহা সভাজয়িত্বা পূজয়িত্বা ভ্রাজয়িত্বা দীপ্তং প্রাপযা বন্দমানঃ  
স্মৃতিং কুর্স্বন্ তানিদমপি পপ্রচ্ছ ॥ ৪৬ ॥

ভগবৎপ্রশ্নং বর্ণয়তি—পর্য্যগতি । পর্য্যক্ সর্বত্র পর্য্যটত স্তব অনুগিলনাৎ সংসর্গাৎ বিশ্বং  
ভব্যযুক্ কুশলযুক্তং ভবেৎ ; তত্তু স্যাৎ পৃচ্ছামি, মৎস্নেহমোহান্নান স্তব অদ্য কিং বলতে কামাতি,  
চেৎ যদি তৎ কাম্যমস্তু বিশেষতঃ পুনরিদং অনুযোগাস্পদং অনুযোগসা স্থানং কুর্কে, মদেকমতয়  
শ্চে কুন্তীতনয়াঃ পাণ্ডবাঃ সম্প্রতং কিস্মৃতয়ঃ কস্মিন্ বৃত্তিবর্তনং যেমাং তথা আসন্ ॥ ৪৭ ॥

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি করিতে কামনা করত গাত্রোথান করিয়া দেবর্ষিকে বন্দনা  
করিলেন । অনন্তর তাঁহার সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাকে দীপ্ত করিয়া, স্তব করিতে  
করিতে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥

হে নারদ ! তুমি সর্বত্র পর্য্যটন করিয়া থাক । তোমার সংসর্গে এই  
বিশ্বসংসারের মঙ্গল হইয়া থাকে । এই কারণে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি,  
আমার স্নেহরূপ মোহে অভিভূত হইয়া অদ্য কোন্ বস্তু কামনা করিতেছি ।  
যদি সেই বাঞ্ছনীয় বিষয় থাকে, তাহা হইলে আমি পুনরায় এই সম্বন্ধে অনুযোগ  
করিতেছি যে, এক্ষণে মদাসক্তচিত্ত পাণ্ডবেরা সম্প্রতি কোন্ বিষয়ে আসক্ত  
হইয়াছে ? ॥ ৪৭ ॥



অথ দেবমিরুবাচ ;—

তব যশসাজনি শান্তির্জগতি বিনাপি শ্রমেণ বৃক্ষীশ ! ।

তস্মাৎ কিল গম গীতাৎ পলিতবতীতি প্রিয়াং জনা জহতি ॥ ৪৮ ॥

সর্বং হৃদৈভবং মন্যে যল্লোকস্তাথ যন্মম ।

তস্মাৎসদগোচরং সর্বং তথাপ্যাজ্ঞাং কেরোমি তে ॥ ৪৯ ॥

ইন্দ্রপ্রস্থমহেন্দ্রঃ স হ্রাগেব যথপুরুষং মহা রাজসূয়নাম্না  
মথেন্দ্রেণ যষ্টু মিচ্ছতি ॥ ৫০ ॥

অত্র দেবমিবাক্যঃ, বিংশ ভবেন্তব্যুগিত্যস্যোত্তরহেন বর্ণয়তি—তবেতি । হে বৃক্ষীশ ! বিনাপি  
শ্রমেণ শ্রমং বিনা তব যশসাজগতি শান্তিরজনি জাতা । কিল বার্তায়াঃ । তস্মাৎ গীতাৎ তৎ  
কর্ণদ্বারা প্রাপ্য জনাঃ কামিনরাঃ প্রিয়াং রমণীং পলিতবতী জরাগ্রস্তেতি জহতি তাজন্তি তব যশঃ-  
শ্রবণস্য তাদৃক্শক্তিরতিভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

দ্বিতীয়শ্রমস্যোত্তরং বর্ণয়তি—সৰ্বমিতি । লোকস্য বৈভবং ঐশ্বর্যগৌরবাদিকং মমচ  
বৈভবং সৰ্বজ্ঞাদিমহিষ্যঃ এতৎ সর্বং হৃদৈভবং হৃদীয়ৈশ্বর্যাদিকমেব তস্মাক্তেতোঃ সৰ্বং  
সদগোচরং জ্ঞানবিষয়মস্তি, তথাপি তে আজ্ঞাং কেরোমি, তবাজ্ঞালজ্বনে দোষপাতাদিতি ॥ ৪৯ ॥

তাম্বিশেষয়তি—ইন্দ্রেতি । স যুধিষ্ঠির স্বামেব যজ্ঞপুরুষঃ বৃদ্ধা হ্রাং যষ্টুং কাময়তে ॥ ৫০ ॥

অনন্তর দেবর্ষি নারদ বলিতে লাগিলেন । হে যজ্ঞকুল-প্রদীপ ! বিনা  
পরিশ্রমে আপনার কীৰ্ত্তিদ্বারা জগতে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে । সতাই আমার  
সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কামী মানবগণ নিজের প্রিয়তমার রমণীকে জরাগ্রস্ত  
ভাবিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকে । আপনার যশের এইরূপই শক্তি, এবং একবার  
যশঃশ্রবণ করিলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

সাধারণ লোকের ঐশ্বর্য্য গৌরবাদি এবং বৈভব আমারও সৰ্বজ্ঞতাপ্রভৃতির  
মহিমাই বৈভব । কিন্তু এই সমস্ত বৈভবই ভবদীয় ঐশ্বর্য্য বলিয়া পরিগণিত ।  
এই হেতু সকল বিষয়ই আপনার জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে । তাহা হইলেও আমি  
আপনার আজ্ঞা পালন করিব । কারণ আপনার আজ্ঞা লজ্বন করিলে দোষের  
সম্ভাবনা ॥ ৪৯ ॥

দেবর্ষি নারদ তখন বিশেষ করিয়া বলিতে লাগিলেন । এক্ষণে ইন্দ্র-প্রস্থের

শ্রীকৃষ্ণঃ সহাসমুবাচ ;—

মামন্তরীণপ্রেম্ণাঃ পরমসুখস্থেমা জয়তএবাসৌ কিং  
রাজসূয়েন ? ।

দেবযিরুবাচ—তেনাসৌ পারমেষ্ঠ্যশ্রিয়ঃ কাময়তে ।

শ্রীকৃষ্ণঃ পুনঃ সহাসমাহ ।—তহি সকামকন্মা কিমসৌ  
ব্রহ্মণঃ সালোক্যমভ্যাস্তি ? !

দেবযিরুবাচ—ন হি ন হি কিন্তু তব ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—পরমেষ্ঠিত্বম্ মম কয়া বাচা প্রতিষ্ঠিতম্ ? ।

দেবযিরুবাচ; —

“তাবচ্ছূর্জগৃহে হস্তং তৎপরা পরমেষ্ঠিন”

ইতি পৃথুকতঙুলাখ্যানে পণ্ডিতবচনপ্রসিদ্ধ্যা ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণদেবযীর্বাক্যকোবাচ্যঃ বর্ণয়তি—তত্র শ্রীকৃষ্ণআহ—আন্তরীণপ্রেম্যাঃ অন্তবর্ন্তি-প্রেম্যাঃ  
পরমসুখস্থেমা পরমসুখস্থিরভাবেন মাং যজত এব যুধিষ্ঠিরঃ । দেবযিরুবাচ—তেন রাজসূয়েনাসৌ যুধিষ্ঠিরঃ ।  
শ্রীকৃষ্ণআহ—সকামকন্মা কামেন সহ কর্শ্ব যজ্ঞ সঃ ব্রহ্মণঃ সালোক্যং সত্যলোকমভ্যাস্তি অভ্যা-  
গস্তমিচ্ছতি । দেবযিরুবাচ—কিন্তু তব সালোক্যং । শ্রীকৃষ্ণআহ—কয়া বাচা প্রতিষ্ঠিতং কেন প্রমাণেন  
নিষ্পন্নং । দেবযিরুবাচ—পণ্ডিতবচনশ্চ শ্রীশুকদেববাক্যশ্চ প্রসিদ্ধ্যা । শ্রীকৃষ্ণআহ—সকাম এবাসৌ

ভূপতি যুধিষ্ঠির, আপনাকেই যজ্ঞপুরুষ বিবেচনা করিয়া। যজ্ঞের রাজা যে “রাজ-  
সূয়” নামে যজ্ঞ তাহাই করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥ ৫০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সহাস্রে বলিলেন ; রাজা যুধিষ্ঠির কি আন্তরিক প্রেমের সহিত এবং  
স্থিরতর পরমসুখের সহিত আমাকে রাজসূয় যজ্ঞদ্বারা অর্চনা করিতেছেন ? ।  
দেবযিরুবাচ, যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞদ্বারা ব্রহ্মার ঐশ্বর্য্য কামনা করিতেছেন ।  
শ্রীকৃষ্ণ পুনরবার সহাস্রে বলিতে লাগিলেন, তাহা হইলে সকাম কর্মের অনুষ্ঠান  
যুধিষ্ঠির কি ব্রহ্মার সালোক্য পাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন ? । দেবযিরুবাচ, তাহা নহে তাহা নহে । কিন্তু আপনার সালোক্য পাইতে ইচ্ছা করিতেছেন ।  
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমি যে পরমেষ্ঠী অর্থাৎ আমার যে পরমেষ্ঠি আছে তাহা কোন্

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—তর্হি চ সকাম এবাসৌ ? ।

দেবর্ষিরূবাচ—ন হি নহি ? কিন্তু সমবলোকিততাদৃশ-  
ভবদ্বিভবঃ স্বগৃহমাগমনেনানুগৃহীতবতি ভবতি লজ্জতে কৃচ্ছ-  
মপি সজ্জতে । ন ভবাদৃগ্‌যোগ্যং ভোগ্যমস্তুতি ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—তেন বিভবেন কথং রাজসূয়াঙ্কুয়েত ।  
রাজসূয়মপি মহারাজসমাজযাজকতাসাধনমিতি দুঃসাধনমেব  
দ্বয়ম্ ।

সংসালোক্যান্তিলাষাৎ । দেবর্ষিরাহ—সমবলোকিত তাদৃশো ভবদ্বিভবো যেন সঃ, স্বগৃহং নিজালয়-  
আগত্য অনুগৃহীতবতি অনুগ্রহবিশিষ্টে ভবতি লজ্জতে, ততঃ কৃচ্ছং কষ্টমপি সজ্জতে, ন ভবাদৃগ্‌যোগ্যং  
তন্ত্ৰ ভোগ্যমস্তুতি । শ্রীকৃষ্ণা হ—রাজসূয়াৎ অতসাতত্যগমনে ভাবে কিপ্ । রাজসূয়ে গমনং কথং  
তেন বিভবেন ভুয়েত । স বিভবো ভূবাদিত্যর্থঃ । কিঞ্চ মহারাজানঃ যঃ সমাজঃ সমূহঃ যাজকো বজ্জ-

প্রমাণ দ্বারা নিম্পন্ন হইল ? । দেবর্ষি কহিলেন, অবস্তু নগরবাসী দরিদ্র শ্রীদামানামক  
দরিদ্র ব্রাহ্মণ দ্বারকায় আসিলে কৃষ্ণ তাহার জীর্ণ বসন চাইতে এক মুষ্টি চিপিটকচূর্ণ  
ভোজন করেন । দ্বিতীয় মুষ্টি লইতে উদ্যত হইলে কৃষ্ণ তাহার হাত ধরিয়া  
নিষেধ করেন অর্থাৎ কুখাদ্য লইতে নিবারণ করেন এই স্থলে “তৎপর পরমেষ্ঠিনঃ”  
(তা ১০।৮।১৮) এই শ্লোকে কৃষ্ণকে পরমেষ্ঠী বলা হইয়াছে । সুতরাং এই শ্রীদাম  
ব্রাহ্মণের পৃথুক তগুলোপাখানে মহাপণ্ডিত শ্রীশুকদেবের বাক্যদ্বারা আপনার  
পরমেষ্ঠিত্ব প্রসিদ্ধ হইয়াছে ( ক ) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, তাহা হইলে আমার সালোকা  
ইচ্ছা করাতো নিশ্চয়ই—যুধিষ্ঠির সকাম । দেবর্ষি কহিলেন, তাহা নহে, তাহা  
নহে । তিনি আপনার তাদৃশ অমানবীয় ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়াছেন । আপনি  
আগমনদ্বারা তাহার ভবনে অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে, তিনি লজ্জিত হইয়া থাকেন,  
এবং তাহাতে কষ্টও পাইয়া থাকেন । কারণ, ভবাদৃশ ব্যক্তির উপযুক্ত কোন

( ক ) পরমেষ্ঠি-শব্দে উক্ত স্থলে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন বুঝায় না । এবং ভাবগীতেও ইহাই উক্ত  
হইয়াছে । “পরমেশ্বরয়া” এই অর্থ করা হইয়াছে । চম্পুর ঐ ভাবগীত্যাখ্যাই এখানে আদর্শ  
বোধ হয় ।

দেবধিরুবাচ—ভবাংস্তাবদনুমোদতাং, তদা সৰ্বমেব  
প্রমোদপদতাং প্রযাস্ততি ॥ ৫১ ॥

যতঃ ;—

(ক) যত্রানুমোদস্তব কৃষ্ণ ! তত্র

সমাগমঃ স্রাদ্ধি-গীতিঃ ।

সমাগমো যত্র চ তত্র সৰ্ব্ব

সিদ্ধিপ্রদাঃ স্রাস্তব বীক্ষণায় ॥ ৫২ ॥

তদেবং দেবধিবর্ণিতমাকর্ণয়তি সৰ্ব্বান্নিৰ্ব্বণয়তি চ দামোদরে

সাধকো যত্র তস্ত ভাব স্তয়া সাধনং যত্র তৎ ইতি হেতোঃ দুঃসাধনমেব স্বয়ং তাদৃশৈভবং রাজ-  
স্বয়ং । দেবধিরূহ—সৰ্বং দুঃসাধনং প্রমোদপদতাং স্রাস্তব প্রযাস্ততি ॥ ৫১ ॥

তত্র হেতুঃ যৎ স্রবেদয়ন্তঃ বর্ণয়তি—বক্তেতি । হে কৃষ্ণ ! যত্র কার্যো তবানুমোদঃ স্রাস্তব  
ভবতঃ সমাগমঃ স্রাদ্ধি, যত্র চ সমাগমঃ স্রাস্তব তব বীক্ষণায় তব বীক্ষণমভিপ্রোক্ত্য সৰ্ব্ব  
সিদ্ধিপ্রদাঃ স্রাঃ ॥ ৫২ ॥

ততো যদ্ব্যুতঃ জাতঃ তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন । আকর্ণয়তি শৃণুতি ; সৰ্ব্বান্ জনান্ নিৰ্ব্বণ-  
য়তি—পশুতি সতি তদনুমোদরহিতান্ রাজস্বয়যজ্ঞায় গমনে অনুমোদমকুৰ্ব্বতঃ কিস্ত জরাসন্ধবধে

ভোগ্য বস্ত তথায় দুল্লভ । শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, তবে কি প্রকারে রাজস্ব-  
যজ্ঞ হইতে ঐরূপ বৈভব ঘটিতে পারে ? । কারণ ; মহারাজগণই রাজস্ব-যজ্ঞের  
যজ্ঞ সাধক । অতএব তাদৃশ বৈভব এবং রাজস্ব-যজ্ঞ এই উভয়ই দুঃসাধ্য ।  
দেবধি কহিলেন, আপনি কেবল অনুমোদন করুন । তাহা হইলে সমস্ত অসাধ্য  
বিষয় জ্ঞানেন্দ্রের আশ্পদ স্বরূপ বলিয়া গণ্য হইবে ॥ ৫১ ॥

কারণ, হে শ্রীকৃষ্ণ ! যেখানে আপনার অনুমোদন আছে, সেই স্থানেই  
আপনার সমাগম হইয়া থাকে ; ইহাই পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন । এবং যে-  
স্থানে আপনার সমাগম, সেই স্থানে ( আপনাকে দেখিতে পাইবে বলিয়া ) সমস্ত  
ব্যাপার সিদ্ধি প্রদ হয় অর্থাৎ সিদ্ধি দান করিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ দেবধি নারদের বাক্য শ্রবণ করিলে, এবং সমস্ত লোকদিগকে

( ক ) যদানুমোদ ইতি ষাণ্ডপাঠঃ ।

তদনুগোদরহিতান্ জরাসন্ধবধনির্বন্ধসহিতান্ স্বসম্বন্ধসহিতান্  
সহিতান্ প্রাশ্নিকান্ বীক্ষ্য শ্রীনারদং চ দ্বারকাগতং নিজবিভব-  
সারং দ্রষ্টুং প্রতিষ্ঠমানং নিরীক্ষ্য সহসা স্বয়মাসনাচ্ছিতঃ সূৰ্য্যঃ  
সধীসচিবান্ বিনা প্রায়সঃ পরেযাং স্বস্তা গৃহগমনং প্রতীক্ষ্য  
পুনরুদ্ধবৎ ষট্‌প্রজ্ঞম(ক)পি তৎপুৰস্তাদজ্ঞগিব স্থিতং সুখ-  
নিৰ্ম্মাণেঙ্গিতভঙ্গিবীক্ষ্যমাণে তস্মিন্ মোহয়মঞ্জলিঃ ববন্ধ ।  
বন্ধাঞ্জলিমপি তমেনং কঞ্জাক্ষঃ সঞ্জিতাদরতয়া সৰ্ব্বসমাজসং  
জগাদ ॥ ৫৩ ॥

যো নিকট স্তেন সহিতান্ স্বসম্বন্ধসহিতান্ যেন সহ স্বসম্বন্ধে মিলিতান্ সহিতান্ নিজানুকূলান্  
প্রাশ্নিকান্ সখান্ বীক্ষ্য দৃষ্ট্বা দ্বারকাসম্বন্ধিনিজবিভবস্ত সারং প্রেষ্টাং প্রতিষ্ঠমানং শগচ্ছন্তং  
নিরীক্ষ্য সধীসচিবান্ সমান বুদ্ধি বেষাং তেচ তে সচিবা মন্ত্ৰণশ্চেতি তান্ বিনা পরেযাং সাধারণানাং  
প্রতীক্ষ্য ষট্‌প্রজ্ঞঃ চতুর্সর্ববেদিতারমপি সুখনিৰ্ম্মাণেঙ্গিতভঙ্গিবীক্ষ্যমাণে সুখস্ত নিত্যাং সম্ভবো  
বন্দাদেবভুত্বা যা ইঙ্গিতভঙ্গিঃ সন্ধেতকৌটিল্যঃ তয়া বীক্ষ্যমাণে তস্মিন্ কৃষ্ণে সতি মোহয়মুদ্ধবোহ-  
ঞ্জলিঃ ববন্ধ কৃতাজ্জলিবভুব । তমেনমুদ্ধবং কঞ্জাক্ষঃ সঞ্জিতাদরতয়া সঞ্জিত আদরো যস্ত তস্ত ভাব  
তয়া সৰ্ব্বসমাজসং সৰ্বেষাং সমঞ্জসঃ সম্মতিঃ তদ্ব্যথা আস্তথা জগাদ ॥ ৫৩ ॥

দর্শন করিলে পর, রাজস্বয়-যজ্ঞে গমন করিতে কেহই অনুগোদন করিল না ।  
কিন্তু জরাসন্ধের বধে সকলেই আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিল । এইরূপে  
নিজের সম্বন্ধে সমাগত, আপনার অনুকূল সভ্যদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া এবং  
দ্বারকাস্থিত নিজ বৈভবের শ্রেষ্ঠ অংশ দেখিতে দেবার্থ নারদ আগমন করিতেছেন  
জানিতে পারিয়া সূর্য্যবর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সহসা আসন হইতে উঠিত হইলেন ।  
সমান বুদ্ধিসম্পন্ন অমাত্যগণ বাতীত প্রায়ই সাধারণ লোকগণের স্ব স্ব ভবনে  
গমন হইয়া থাকে, ইহা প্রতীক্ষা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ সুখজনক ইঙ্গিত-ভঙ্গীদ্বারা  
উদ্ধবকে দেখিতে লাগিলেন । অথচ উদ্ধব চতুর্সর্ব বেত্তা হইলেও শ্রীকৃষ্ণের  
সম্মুখে যেন মুখের মত বসিয়া ছিলেন । তখন উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কৃতাজ্জলি  
হইলেন । উদ্ধব কৃতাজ্জলি হইলে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ পরম সমাদর প্রদর্শন-  
পূর্ব্বক, অথচ সকলের সম্মতি ক্রমে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥

(ক) ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু লোকশাস্ত্রার্থয়োরাপি । ষট্‌স্ব প্রজ্ঞা ভবেদ্যস্ত স ষট্‌প্রজ্ঞা ইতি  
ম্বতঃ । ইত্যানন্দটীকা, বৃ, টা ।

সপেয়াং দ্বিবিচক্ষুবিলসিতবপুসাং নস্ত্রমেকং সূচক্ষু-  
স্তস্মাত্ত্বামেব নিত্যং বয়ামিহ নিখিলাঃ শ্রদ্ধাধনা ভজামঃ ।  
সম্প্রাত্যেতচ্চ বস্ত্রদ্বয়মথ স ভবান্ গম্যগম্মিন্নগম্যং  
স্বাদীদৃক্তারতম্যাং প্রথয়তু স্মতে ! মা তু সঙ্কোচমত্র ॥৫৪॥

তদেবম্—

নিখিলবিদপি কৃষ্ণঃ স্বায়তন্তঃ মহিমা  
কলয়িতুমুভয়েচ্ছাং জাতপৃচ্ছাঞ্চকার ।

ততশ্চ—

তদখিলমহিমজ্জোহপ্যুদ্ধবস্ত্রমিদংশ  
শিরাসি দধদিবাসৌ নিশ্মমে তদ্বিনম্ ॥৫৫॥

তদ্বাক্যং বর্ণয়তি—সপেয়াংমিতি । বিলসিতবপুসাং যথাবস্তনুনাং সপেয়াং দ্বিবিচক্ষুর্দ্বয়ো-  
র্দ্বয়োশ্চক্ষুষোঃ সমাহারঃ দ্বিনেৎমিতার্থঃ । কিঞ্চ নোহস্মাকং ত্রমেকং সূচক্ষু শ্বেনৈকেন সর্ব-  
লোকসিদ্ধেঃ । তস্মাক্কেতোরিহ মন্ত্রণাবিষয়ে নিখিলা বয়ং শ্রদ্ধাধনাঃ সন্তো নিত্যং ত্বামেব ভজামঃ,  
বস্ত্রদ্বয়ং মার্গদ্বয়ং লক্ষ্যতে, অথাতো হেতোঃ স সূচক্ষুর্গো ভবান্ অস্মিন্ প্রপ্নে এতৎ বস্ত্রংম্যং  
স্বাদেতন্ন গম্যং স্যাৎ স্বদৃক্তারতম্যাং, হে স্মতে ! প্রথয়তু ! প্রথয়তু বিস্তারয়তু অত্র মন্ত্রণায়াং  
মা সঙ্কোচ সঙ্কোচনাং ন কুরু ॥ ৫৪ ॥

তাদৃক্প্রপ্নে কারণং বর্ণয়তি—নিখিলেতি । নিখিলসিৎ সকলজোহপি স্বায়তন্তমুদ্ব-  
মহিমা কলয়িতুঃ বর্জয়িতুং উভয়েচ্ছাং উভয়স্মিন্ বস্ত্রদ্বয়ে যা ইচ্ছা তাং জাতপৃচ্ছাং জাতা পৃচ্ছা

দেখ, শরীরধারী সকল লোকেই দুই দুই চক্ষু আছে । আশাদিগের তুমিই  
একমাত্র সুন্দর চক্ষু । এই কারণে এই মন্ত্রণাবিষয়ে আমরা সকলেই শ্রদ্ধা  
সহকারে কেবল তোমারই সেবা করিয়া থাকি । সম্প্রতি কিন্তু দুইটি পথ  
লক্ষিত হইতেছে । এই প্রপ্নে এই পথে যাইতে হইবে, এই পথে যাইতে হইবে  
না ; এইরূপ তারতম্য থাকতে, হে সুবোধ ! তুমি উহাই বিস্তার কর, এই  
মন্ত্রণায় তুমি কিছুই সঙ্কোচ করিও না ॥ ৫৪ ॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ সকল বিষয় অবগত হইলেও স্বকীয় ভক্ত উদ্ধবেঃ মহিমা

বিচারয়াঞ্চকার চান্তস্তদিদম্ ॥

তত্ত্বম্যতং তত্ত্বদভীপ্সিতপ্রদং হরেশ্ম্যতং সর্বস্বথায় কল্পতে ।

ততো যথা সর্বস্বং স্বং ভবেদেবং বিচারং রচয়ামি

বচ্মি চ ॥৫৬—৫৭॥

বাক্তি স্ম চ ব্যক্তিমিদম্—

ভূম্যাদিপ্রকৃতি(ক)অষ্টী যস্ত প্রকৃতিরূচ্যতে

তস্ত প্রকৃত(খ)সিদ্ধার্থং প্রকৃতির্ন প্রতীক্ষ্যতে ॥৫৮॥

বক্তৃ চকার । ততো হেতো স্তস্ত কৃষ্ণাপিলমহিমানং জানাতি যঃ নোহপি সএব শ্রীকৃষ্ণস্বাক্ষাঃ  
শিরসি ধারয়ান্নব ইবাক্যালঙ্কারে অনাবুদ্ধনো বিনম্রঃ যথা স্তান্তথা তন্মন্ত্রণং নিগ্রমে ॥ ৫৫ ॥

তন্মন্ত্রণং চিত্তে যচ্চিস্তিতবান্ তদ্বর্ণয়তি—বিচারেতি ॥

তচ্চিস্তবান্ বর্ণয়তি—তদ্বিতি । হরেঃ শ্রীকৃষ্ণা মতং সর্বেষাং সুখায় কল্পতে, যত স্তং তন্মতং  
তেষাং জরাসন্ধবন্ধনুপাণাং তেষাং যুধিষ্ঠিরাদীনাঞ্চ অভীপ্সিতস্য প্রদং ভবতি । ততো হেতোঃ  
যথা যথাবৎ স্বং যস্যং তত্ত্বেষাং স্বং ভবেদেবং বিচারং রচয়ামি করোমি বচ্মি বদা-  
মিচ ॥ ৫৬—৫৭ ॥

তস্ত ব্যক্তবাক্যঃ বর্ণয়তি—ভূম্যাদীতি । যস্ত প্রকৃতির্নানী শক্তিভূম্যাদিপ্রকৃতিঃ

বাড়াইবার জন্ত ছই পথের ইচ্ছাতেই প্রশ্ন করিলেন । তৎপরে উদ্ধব তদীয়  
নিখিল মাহাত্ম্য জানিতে পারিলেও, শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা যেন মস্তকে ধারণ করিয়া  
নতভাবে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

প্রথমে তিনি মনে এইরূপ মন্ত্রণা চিন্তা করিতে লাগিলেন । শ্রীকৃষ্ণের মত  
সকলেরই সুখের জন্ত কল্পিত হইতেছে । কারণ, সেই শ্রীকৃষ্ণের মত, জরাসন্ধ-  
কর্তৃক বন্ধ ভূপতিগণের এবং যুধিষ্ঠিরাদি আত্মীয়গণের অভীষ্ট-প্রদ হইয়া থাকে ।  
অতএব যাহাতে যথাবিধি সকলের সুখ হয়, তাহাই তাহাদের সুখ ; আমি এই  
প্রকার বিচার করিতেছি এবং ইহাই বলিব ॥ ৫৬—৫৭ ॥

পরে উদ্ধব স্পষ্ট করিয়া এইরূপ বিষয় ব্যক্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন ।

ক ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেবচ । অহঙ্কার ইতীযং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধেতি  
ত্রীণীতাতঃ । আ, বৃ ।

খ স্বাম্যমাত্যাহংকোবরাষ্ট্রদুর্গবলানি চ । রাজ্যাকাশি প্রকৃতয়ঃ পৌরাণাং শ্রেণয়োহপিচ ।  
আ, বৃ ।

সামাদিষ্টৈর্নূপঃ কৈশ্চিৎ সেবাঃ কৈশ্চিদ্ভবানপি

পরমার্থবিদঃ পূর্বে পরমার্থবিদঃ পরে ॥৫৯॥

তবাধীনশ্চতুর্বর্গঃ কিং ত্রিবর্গস্য নীতিভিঃ

বুদ্ধিক্ষয়স্থানরূপঃ স ভূপানাং পরা গতিঃ ॥৬০॥

অনন্তাঃ শক্তয়স্তাশ্চৈতন্যঃ কাঃ শক্তয়স্তয়ি

তথাপি কুতুকান্নাথ ! নাথসে মান্ত্রণামপি ॥৬১॥

“ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেবচ । অহঙ্কার ইতীযং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধে”তি ঐগীতোক্ত্যা তত্ত্বাঃ শ্রুতী । তস্মৈ তব প্রকৃতিসিদ্ধার্থঃ শক্তিসিদ্ধয়ে প্রকৃতিরমাতোঁন প্রতী-  
ক্যতে ॥ ৫৮ ॥

কিঞ্চ, সামাদিষ্টৈঃ সামদানভেদদণ্ডজাতভিঃ কৈশ্চিদ্ভবানূপো রাজা সেবাঃ স্বাৎ ।  
কৈশ্চিদ্ভবানূপো সেবাঃ স্বাৎ, তান্ পারিচারয়াত—পূর্বে পরঃ কেবলমর্থবিদঃ ধনাদিবেত্তারঃ,  
পরে পরমার্থজ্ঞ তব ভক্তিরূপস্ত বেত্তারঃ ॥ ৫৯ ॥

তেষাং পরেষাং কারণং বর্ণয়তি—তবোত । চতুর্বর্গঃ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ স্ববাধীনঃ  
পরতন্ত্রঃ ভূপানাং ত্রিবর্গস্ত ধর্ম্মার্থকামরূপস্ত নীতিভিনীতিশাস্ত্রৈঃ কিং যতঃ স বুদ্ধিক্ষয়স্থানরূপ  
আশ্রয়রূপঃ স চতুর্বর্গঃ পরা গতিঃ ॥ ৬০ ॥

লোকবলীনেতি শ্রীয়েন তদেতচ্ছজ্ঞাসনমিতি বর্ণয়তি—অনন্তা ইতি জ্ঞেয়ং । ইয়ি অনন্তাঃ

যাহার প্রকৃতি নামে শক্তি পৃথিবী, জল অনল, পবন আকাশ, মন বুদ্ধি এবং  
অহঙ্কার, প্রকৃতির সৃষ্টিকারিণী তাঁহার প্রকৃতি অর্থাৎ শক্তি-সিদ্ধির নিমিত্ত,  
প্রকৃতি অর্থাৎ অমাত্যের প্রতীক্ষা করিতে হয় না ॥ ৫৮ ॥

কেহ কেহ সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চারি প্রকার উপায় জানিয়া রাজাকে  
সেবা করিয়া থাকে । আবার কেহ কেহ ঐরূপ সাম দানাদি জানিতে পারিয়া  
আপনাকেও সেবা করিয়া থাকে । তবে পূর্ব্ববক্তিব্যক্তিগণ কেবল অর্থজ্ঞ, এবং  
শেষোক্ত ব্যক্তিগণ পরমার্থ বিষয়ের, অর্থাৎ আপনার ভক্তি বেত্তা ॥ ৫৯ ॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ, আপনারই অধীন । অতএব ধর্ম্ম, অর্থ,  
কাম—এই ত্রিবর্গ সাধনের নীতি শাস্ত্র প্রয়োজন কি ? যেহেতু বুদ্ধি, ক্ষয়, এবং  
স্থিতি স্বরূপ সেই চতুর্বর্গ ভূপতিদিগের পরম গতি ॥ ৬০ ॥

হে প্রভো ! আপনাতে অনন্ত শক্তি বিদ্যমান আছে । অতএব সৃষ্টি, স্থিতি,



নিত্যং যত্রাস্তি ষাড়্‌গুণ্যং ষাড়্‌গুণ্যং তত্রাকিং পরম্ ।  
 অথাপীচ্ছল্লেক রাতিং নীতিং গোবন্দ ! বিন্দসি ॥৬২॥  
 নৃপাণাং তাপনির্ব্বাণং নিশ্চাণং তস্মৈ চ ক্রতোঃ ।  
 দ্বয়মেতৎ পুরা কার্য্যং কার্য্যং নানা বিহায় চ ॥৬৩॥  
 জরাসন্ধবধাদেব দেব ! শ্রাদ্ধয়মেব নঃ ।  
 রাজ্ঞাং মুক্তিস্তথা যুক্তিদিগ্‌জয়াদযজ্ঞনিশ্চীতো ॥৬৪॥

শব্দ্যঃ সান্তঃ ; তত্র তিস্রঃ শব্দ্যঃ স্থষ্টিস্থাতপ্রলয়রূপাঃ কাগণাঃ, তথাপি হে নাথ ! কুতুকাৎ, মন্থিণাং কল্পনি যজ্ঞী । মন্ত্ৰিণোহপি নাথসে প্রার্থয়সি ॥ ৬১ ॥

কিঞ্চ যত্র ইয়ি নিত্যং ষাড়্‌গুণ্যং “ঐশ্বর্য্যস্ত সমগ্রস্ত বীৰ্য্যস্ত যশস্ : শ্রিয়ঃ । জ্ঞানবৈরাগ্যায়োশ্চাপি  
 বরাঃ ভগমিতীজ্ঞনে” ত্যুক্তং । দ্বিতীয়ঃ ষাড়্‌গুণ্যং যথা “সন্ধিনা বিগ্রহো যানমাসনং বৈধমশ্রয়ঃ ।  
 ষড়্‌গুণা” ইতি । হে গোবিন্দ ! অথাপি তথাপি লৌকরীতিমিচ্ছন্ স্থাপয়ন নীতিং বিন্দসি  
 লভসে ॥ ৬২ ॥

অধুনা মন্ত্ৰণাং নির্ণয়তি—নৃপাণামিতি । নৃপাণাং জরাসন্ধকারাগাররক্ষানাং তাপনির্ব্বাণং  
 রোধনমোচনেন দুঃখখণ্ডনং তস্মৈ রাজস্বয়স্ত নিশ্চাণং রচনং নানা কাৰ্য্যং বিহায় পুরা অগ্রে  
 এতদ্বয়ং কাৰ্য্যম্ ॥ ৬৩ ॥

তত্র ফলিতং বর্ণয়তি—জরোতি । হে দেব ! জরাসন্ধবধাদেব নোহস্মাকং দ্বয়মেব শ্রাতং ।  
 তদ্বয়ং পরিচায়য়তি—রাজ্যামিতি । যজ্ঞনিশ্চীতো তথা দিগ্‌জয়া যজ্ঞাঃ সা যুক্তিঃ ॥ ৬৪ ॥

ও প্রলয় রূপা এই তিনটি শক্তি আপনাতে গণাই হইতে পারে না । তথাপি  
 কৌতুক করিয়া আপনি অমাত্যদিগকে প্রার্থনা করিতেছেন ॥ ৬১ ॥

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এই ছয় প্রকার গুণ  
 ( ঐশ্বর্য্য ) নিয়তই—আপনাতে বিদ্যমান আছে । অতএব আপনাতে সন্ধি,  
 বিগ্রহ, যান, আসন, বৈধ এবং অশ্রয় এই ষড়্‌গুণ থাকাতে কি আর উৎকর্ষ  
 বাড়িয়াছে । হে শ্রীকৃষ্ণ ! তথাপি আপনি লৌকিক রীতি স্থাপন করিতে  
 এইরূপ নীতি অবলম্বন করিতেছেন ॥ ৬২ ॥

অগ্রে আমি সকল কার্য্য ত্যাগ করিয়া জরাসন্ধ-বদ্ধ ভূপতিদিগের কারা  
 মোচনপূর্ব্বক দুঃখখণ্ডনং এবং রাজস্বয়-যজ্ঞের নিশ্চাণ, এই দুই কার্য্য  
 করিব ॥ ৬৩ ॥

হে নাথ ! এক জরাসন্ধকে বধ করিতে পারিলেই আমাদের দুই কার্য্য

যথা দোষাকরশ্চেন্দোচ্ছিন্দন্ পক্ষদ্বয়ং মুহুঃ ।

ছিন্ত্যতিক্রমং ভাস্বান্মাগদস্য ভবাংস্তথা ॥ ৬৫ ॥

ব্যক্তং স্মেন মুহুস্ত্যক্তং নহগানং প্রসহ্য তম্ ।

হস্ত ! হস্তব্যতাং নেতুং ভবান্-যায়ান্ন যোগ্যতাম্ ॥ ৬৬ ॥

স যজ্ঞো জিতদিক্চক্রদিক্চক্রজয়িনাং ক্রিয়া ।

যিযক্ষুন্ পাণ্ডবানেন দেব ! তত্তত্র বর্ভয় ॥ ৬৭ ॥

তেমাং ভীমঃ সদেহাস্তি হাস্তিনাযুতশক্তিকঃ ।

জিগীষেদ্বৈরথেনৈব নৈব সৈন্তেন যশ্চ তম্ ॥ ৬৮ ॥

কিঞ্চ, ভাবান্ সূর্য্যঃ যথা দোষাকরস্য রাজাজনকস্য চন্দ্রস্য পক্ষদ্বয়ং মুহুঃ ছিন্দন্ শুক্রকৃষ্ণ-  
ভেদেন দ্বিধা কুবন্ অতিক্রমং প্রভাবং ছিনতি, তথা ভবান্ দোষাকরস্য মাগদস্য জরাসন্ধন্যাস্তি-  
ক্রমং প্রভাবং ছিনতি ॥ ৬৫ ॥

কিঞ্চ, স্মেন ভবতা মুহুস্ত্যক্তং প্রসহ্য বলাৎকারেণ নহমানং বধানানং তং জরাসন্ধং ভবান্  
হস্তব্যতাং নেতুং প্রাপয়িতুং যোগ্যতাম্ ন যায়ান্ ন প্রাপুয়াৎ ॥ ৬৬ ॥

কিঞ্চ, হে জিতদিক্চক্র ! স যজ্ঞো রাজসূয়ঃ দিক্চক্রজয়িনাং ক্রিয়া ; তত্তস্মাৎ হে দেব !  
যিযক্ষুন্ যষ্টুমিচ্ছন্ পাণ্ডবান্ তত্র রাজসূয়ে বর্ভয় প্রবর্ত্তান্ কুরু ॥ ৬৭ ॥

কিঞ্চ, ইহ বিষয়ে তেমাং পাণ্ডবানাং মধ্যে হাস্তিনাযুতশক্তিকঃ হস্তিনাং সমুহো হাস্তিন স্তম্ভা  
সিদ্ধ হইবে । প্রথম, জরাসন্ধের বিনাশে কারারুদ্ধ ভূপতিগণের কারা মোচন,  
দ্বিতীয়, তাহা হইলে রাজসূয়-যজ্ঞের অন্তর্গত দিগ্‌বিজয়ের যুক্তি ॥ ৬৮ ॥

যে রূপ ভগবান্ সূর্য্য দোষাকার, অর্থাৎ রাজি জনক চন্দ্রের শুক্র এবং কৃষ্ণ  
ভেদে দুইপক্ষ বারংবার দ্বিধা করিয়া প্রভাব ছেদন করিয়া থাকেন, সেইরূপ  
আপনি দোষাকর, অর্থাৎ দোষের আপ্যদ স্বরূপ মগধ দেশাধিপতি জরাসন্ধের  
প্রভাব ছেদন করিবেন ॥ ৬৫ ॥

অপিচ, আপনি বাহাকে বারংবার প্রকাণ্ডে পরিত্যাগ করিয়াছেন, হায় !  
এখন কিছুতেই আপনি তাহাকে বধ করিতে পারিবেন না ॥ ৬৬ ॥

হে প্রভো ! আপনি দিগ্‌মণ্ডল জয় করিয়াছেন । সুতরাং যাহারা দিগ্‌-  
মণ্ডল জয় করেন, রাজসূয় যজ্ঞ তাঁহাদেরই কার্য্য । হে দেব ! এই কারণে  
যোগাভিলাষী পাণ্ডবদিগকে আপনি প্রবর্ত্তিত করুন ॥ ৬৭ ॥

এই বিষয়ে পাণ্ডবদিগের মধ্যে যে ভীম আছেন, তিনি সর্বদাই দশ সহস্র

( ক ) ভাগবতীয়দশমে এক দণ্ডতিতমোহায়াঃ শ্রুত্বাঃ ।

অক্ষৌহিণীশতযুজা তেন যুদ্ধে তু তদ্যুজাম্ ।

রাজসূয়ং রাজনাশান্নাশাবদ্ধং চ সিধ্যতি ॥ ৬৯ ॥

বদ্যুতঃ দশসহস্রং তস্য শক্তিরিব শক্তিধস্য স সদা অস্তি দ্বৈরথেনৈব একাকিনৈব জিগীষেৎ  
জেতুমিচ্ছাঃ করোতু, নৈব সৈন্তেন সেনাসমূহেন শ্রীভাগবতানুসারাৎ অক্ষৌহিণীশত-  
নেত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

তদেব দর্শয়তি—অক্ষৌহিণীতি । যুদ্ধে অক্ষৌহিণীশতযুজা তেন সৈন্তেন যুজং যুক্তং  
তস্মাত্ত্রাজসূয়ং রাজনাশাৎ সিধ্যতি ন কেবলমাশয়া বদ্ধং সিধ্যতি ॥ ৬৯ ॥

হস্তি সমূহের শক্তি ধারণ করিয়া থাকেন। অথচ ভীম একাকীই সেই জরাসন্ধকে  
দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয় করিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। ভীমসেনের সৈন্তদ্বারা জয়াভিলাষী  
হইবার প্রয়োজন করে না ॥ ৬৮ ॥

অতএব শত অক্ষৌহিণী ( ক ) যুক্ত সৈন্তদ্বারা সেই রাজাকে বিনাশ করি-  
লেই শত অক্ষৌহিণীযুক্ত রাজসূয়-যজ্ঞ সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু আশা দ্বারা  
বদ্ধ রাজসূয়-যজ্ঞ সিদ্ধ হয় না ॥ ৬৯ ॥

(ক)

অক্ষৌহিণী—

একৈকৈকরথা ত্র্যাখ্য পত্তিঃ পঞ্চপদাতিকা।

পপত্ত্যগৈস্ত্রিগুণৈঃ সর্কৈঃ ক্রমাদাখ্য। ষোড়শতম্।

সেনামুখং গুপ্তগণৌ বাহিণী পূতনা চমুঃ ।

অনৌকিনী দশানৌকিগুপ্তাকৌহিণ্যথ সম্পদী । ( অমরঃ )

পদাতি—	অখ—	হস্তী—	রথ—
৫ ×	৩ ×	১ ×	১ = পত্তি
১৫ ×	৯ ×	৩ ×	৩ = সেনামুখ
৪৫ ×	২৭ ×	৯ ×	৯ = গুপ্ত
১৩৫ ×	৮১ ×	২৭ ×	২৭ = গণ
৪০৫ ×	২৪৩ ×	৮১ ×	৮১ = বাহিনী
১২১৫ ×	৭২৯ ×	২৪৩ ×	২৪৩ = পূতনা
৩৬৪৫ ×	২১৮৭ ×	৭২৯ ×	৭২৯ = চমু
১০৯৩৫ ×	৬৫৬১ ×	২১৮৭ ×	২১৮৭ = ১০ অনৌকিনী
১০৯৩৫০ ×	৬৫৬১০ ×	২১৮৭০ ×	২১৮৭০ = অক্ষৌহিণী

জরাসন্ধবধো ধীমন্ ! ভীমসেনেন সিধ্যতি ।

কিন্তু ত্বৎপ্রেরণাতন্ত্রো মন্ত্রোহয়ং ময়কা যথা ॥৭০॥

বলবান্ ভীমসেনঃ স্যামন্ত্রবান্ পুনরুদ্ধবঃ ।

ইতিপ্রসিদ্ধতাদস্তান্ত্তদারম্ভতা তব ॥৭১॥

ত্বাং বিনা কোটিকটকান্মন্ত্রতন্ত্রায়ুধাদপি । (ক) ।

স নান্যতন্ত্রঃ স্যাদ্যদ্বদাত্মা যন্তারমন্তরা ॥৭২॥

তত্র জরাসন্ধস্য সর্কভূজা\* প্রধানত্বাৎ তস্য নাশেন তৎ সিদ্ধোদিতান্ত্তিপ্রেতাহ—জরৈতি ।  
হে ধীমন্নিতি স্নেহেন সম্বোধনং । নতু ভগবদ্বৃদ্ধ্যা, কিন্তু মন্ত্রোহয়ং ত্বৎপ্রেরণাতন্ত্রঃ তব প্রেরণাধীনঃ  
যথা যথাবৎ ময়কা নিবেদিত ইতি শেষঃ ॥ ৭০ ॥

মাস্ত্রতি তবেরং প্রার্থনা এতদর্থমিতি নিবেদয়তি—বলবানিতি । ইতিপ্রসিদ্ধতাদস্তান্ত্ত  
প্রসিদ্ধতায়াঃ যৎ ছলঃ তৎ প্রাপ্য তব তন্তদারম্ভতা মন্ত্রণাদিরূপা ॥ ৭১ ॥

তন্তৎ ইদীচ্ছ্যেব সিদ্ধোদিতান্ত্তপ্রকারেণেতি বর্ণয়তি—ত্বাং বিনেতি । কোটিকটকং  
কোটিসৈন্ত্যং মন্ত্রতন্ত্রাভ্যামায়ুধাদস্তাদপি স অস্ত্র স্তম্ভো হেতুযত্র জরাসন্ধবধো ন স্যাৎ যদ্বৎ  
আত্মা দেহো যন্তারমন্তর্যামিণমন্তরা বিনা ন স্যাৎ ন চেষ্টাবান্ ভবতি ॥ ৭২ ॥

উদ্ধব স্নেহপূৰ্ব্বক ( কিন্তু ভগবদ্বৃদ্ধিতে নহে ) সম্বোধন করিয়া বলিলেন,  
হে ধীমন্ ! ভীমসেনদ্বারাই জরাসন্ধের বধ সম্পন্ন হইতেছে । কিন্তু আমি  
আপনাদের আজ্ঞানুসারে ( অর্থাৎ আপনি যেরূপ মন্ত্রণা করিতে প্রেরণ করি-  
য়াছেন ) এইরূপ মন্ত্রণা নিবেদন করিয়াছি ॥ ৭০ ॥

ভীমসেন বলবান্, এবং উদ্ধব মন্ত্রণা বিষয়ে দক্ষ । এইরূপ প্রসিদ্ধ ভাবের  
ছল করিয়া আপনি এইরূপ মন্ত্রণাদির উপক্রম করিয়াছেন ॥ ৭১ ॥

যেরূপ দেহের নিয়ন্তা অন্তর্ধ্যামী ব্যতীত দেহ চেষ্টা করিতে পারে না, সেইরূপ  
আপনি ব্যতীত কোটি কোটি সৈন্ত হইতে, মন্ত্রণা হইতে, শাস্ত্র হইতে ও অস্ত্র হইতে  
এবং অস্ত্র কোন রূপেই জরাসন্ধের বধ সিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৭২ ॥

( ক ) তন্ত্রায়ুধাদপি । ইতি গৌরানন্দবৃন্দাবনপাঠঃ ।

সদন্তমপি হস্তব্যা হস্তব্যা ইতি নীতিমৎ (ক) ।

তস্মাদন্যোহপি দন্তঃ স্যাত্তদারন্তকৃতে কৃতে ॥৭৩॥

যস্মাদ্ ব্রহ্মণ্যদেবব্রহ্মতে ব্রহ্মণ্যতামিষম্ ।

তস্মাদস্মাকমপি স ব্রহ্মতামিষমহঁতি ॥৭৪॥

রামাত্মনোরৈব যুদ্ধং মত্বা স ত্বাপি সেনয়া ।

অরুন্ধদ্বদ্বযুদ্ধং তন্ন বুদ্ধং তস্য দুৰ্ম্মতেঃ ॥৭৫॥

তজ্ঞাত্বোহপি মন্তোহন্তি তং নিশময়েত্যাহ—সদন্তমিতি । হস্তব্যাঃ শত্রবঃ সদন্তঃ সকপটঃ যথা স্যাত্তদা হস্তব্যা ইতি বাক্যং নীতিমৎ নয়যুক্তং, তস্মাৎ হস্তব্যা ইতি হেতোঃ তদারন্তকৃতে জরাসন্ধবধার্থঃ কৃতে বিহিতে কাযো তজ্ঞোহপি দন্তঃ স্যাৎ বিদ্যতে ॥ ৭৩ ॥

দন্তপরিপাটিনঃ দশয়তি—যস্মাদিতি । ব্রহ্মণ্যদেব স্বাৎ দ্রুহতি অতঃ জরাসন্ধো ব্রহ্মণ্যতামিষঃ ছলঃ ধত্তে তস্মাদস্মাকমপি স দন্তো ব্রহ্মণ্যতামিষঃ বিপ্রতারকঃ ছলমহঁতি ॥ ৭৪ ॥

কিঞ্চ, রামাত্মনোঃ রামণ্য বলভঙ্গস্য আত্মনঃ স্তবচ মন্থকে স জরাসন্ধো যুদ্ধং মত্বা সেনয়া ত্বামপি অরুন্ধৎ মথুরায়ঃ রোধয়ামাস, তত্তস্মাৎ তস্য দুৰ্ম্মতেঃ দ্বন্দ্বযুদ্ধং ন বুদ্ধং ন জ্ঞাতং । দ্বন্দ্বযুদ্ধজ্ঞানসহে ন বুদ্ধবানিতি ভাবঃ ॥ ৭৫ ॥

বধযোগ্য শত্রুদিগকে ছল করিয়া বিনাশ করিবে । এইরূপ বাক্য নীতি-গর্ভ বলিয়া বিখ্যাত । যদি শত্রুদিগকে বধ করাট উচিত হইল, তখন জরাসন্ধের বধের নিমিত্ত কার্য্য অমুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে অল্প প্রকারও ছল আছে ॥ ৭৩ ॥

যখন সেই জরাসন্ধ ব্রহ্মণ্যদেবের ( অর্থাৎ আপনার ) উপরে হিংসা করিয়া ব্রহ্মণ্যতাবের ছল প্রকাশ করিতেছে, তখন আমাদিগেরও সেই ছল, ব্রাহ্মণ-তাবের ছল গ্রহণ করিতে উপযুক্ত ॥ ৭৪ ॥

কৃষ্ণ এবং বলরামের সহিত যুদ্ধ করা উচিত বিবেচনা করিয়া জরাসন্ধ, সেনা সমভিব্যাহারে আপনাকেও রোধ করিয়াছিল, অর্থাৎ আপনার মথুরাপুরী আক্রমণ করিয়াছিল । অতএব সেই দুৰ্ম্মতির দ্বন্দ্বযুদ্ধ জ্ঞান ছিল না বলিতে হইবে । যদি সে দ্বন্দ্বযুদ্ধ জানিতে পারিত, তাহা হইলে কখনো ছুরায়া মথুরা আক্রমণ করিত না ॥ ৭৫ ॥

( ক ) নীতিমতাঃ ঈদৃক্ শব্দঃ প্রাহুর্ভূতঃ । ইতি শব্দঃ প্রাহুর্ভাবার্থে ব্যব্যাহা ভাবঃ । শব্দা-প্রাহুর্ভাবাভাববোধগদোষনেকধা । ইতি বোধদেবঃ । আ ।

যদ্যসৌ সত্যতাতত্যাদ্দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রপদ্যতে ।

সত্যতাং বিপ্রতামত্যা বিপ্রলন্ধিং তদাহঁতি ॥ ৭৬ ॥

তস্মাদমুং বিপ্রলন্ধং কুরুতাদ্বিপ্রতামিষাৎ ।

ভীমং ভীমং বিধায়াগ্রে জিষ্ণুস্তং জিষ্ণুনা সহ ॥ ইতি ॥ ৭৭ ॥

কিস্ত্বহ্ননা ? সৰ্ব্ব এব যোদ্ধারো বোদ্ধারো বা ত্বামশ্বেবেতি  
লীলামাত্রং তত্তদ্বিতি ॥ ৭৮ ॥

কিক্, অসৌ জরাসন্ধো যদি সত্যতাতত্যাং সত্যতয়া আতত্যাং লোকে প্রকাশনাং দ্বন্দ্বযুদ্ধং  
প্রপদ্যতে, তদা বিপ্রতামত্যা অস্মাকং বিপ্রতাবুদ্ধ্যা সত্যতাং সত্যস্য ভাবো যত্র তাং বিপ্রলন্ধিং  
প্রতারণাং অহঁতি ॥ ৭৬ ॥

নিগময়তি--তস্মাদ্বিতি। দস্ততান্বীকারস্য যোগ্যত্বাৎ বিপ্রতামিষাৎ বিপ্রতচ্ছলাদমুং  
জরাসন্ধং বিপ্রলন্ধং প্রতারিতং কুরুত্যাৎ । ভীমং শত্রুণাং ভয়ঙ্করং ভীমং অগ্রে বিধায় জিষ্ণুনা  
অৰ্জুনেন সহ হং জিষ্ণুর্জয়শীলো ভব ইতি ॥ ৭৭ ॥

মন্ত্ৰণাং সমাপয়তি--কিং বহ্নেনতি । বোদ্ধারো মন্ত্ৰবিদঃ ত্বামহু হামাশ্রিত্যেব বস্ত্তন্তে ইতি  
হেতো স্তত্তত্ত্বলীলামাত্রমিতি ॥ ৭৮ ॥

যদ্যপি জরাসন্ধ, এই সত্যঘটনা জগতে প্রকাশিত হইবে বলিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধ  
করিত, তাহা হইলে বিপ্রতাবোধে আমাদের নিকট হইতে সত্যতাবপূর্ণ প্রতারণা  
প্রাপ্ত হইত ॥ ৭৬ ॥

অতএব এক্ষণে কপটতা স্বীকার করা আমাদের উপযুক্ত হইয়াছে । তাহার  
পর শ্রাস্ত্রণের ছল অর্থাৎ বেশ ধারণ করিয়া আপনি জরাসন্ধকে বঞ্চিত করুন ।  
শত্রুদিগের ভয়ঙ্কর ভীমসেনকে অগ্রে করিয়া, আপনি অৰ্জুনের সহিত জয়ী  
হোন ॥ ৭৭ ॥

অধিক আর কি বলিব, সমস্ত যোদ্ধা এবং সমস্ত মন্ত্ৰকুশল তত্ত্ববিজ্ঞগণ  
আপনাকে অবলম্বন করিয়াই বিদ্যমান আছেন । অতএব তত্ত্ববিষয় কেবল  
ষাত্র লীলার পরিচয় ॥ ৭৮ ॥

শ্রীব্রজরাজ উবাচ ।—ততস্ততঃ ১ ॥

দূতাবুচতঃ—

তে সর্বের সর্বতোভদ্রমুদ্রবশ্য মতং তদা ।

আনর্চুর্বেদভণিতং যথা ধর্মাদিতংপরাঃ ॥ ইতি ॥ ৭৯ ॥

অথ ব্রজেশ্বরে ভিন্নমর্শ্ণণা কৃষ্ণকরণীয়তাদৃশদুষ্করকর্মণা  
লব্ধচিন্তাবশেষে সান্ত্বনার্থমাগন্তকঃ কশ্চিদ্বিপশ্চিতুবাচ—সেয়ং  
স্বপ্রভোভাবং প্রভাবমপি বিজ্ঞাতুস্তস্য মন্ত্রজ্ঞতাত্ত্বিজ্ঞানাং  
শ্লাঘামেব দ্রাঘায়সীং করোতি ॥ ৮০ ॥

অতঃ শ্রীব্রজরাজপ্রশ্নানস্তরং দূতাবুচতঃ—তে ইতি । সর্বের সভ্যা উদ্রবশ্য সর্বতো ভজঃ  
মতমানর্চুঃ অর্চিতবস্তুঃ ; যথা ধর্মাদিতংপরা বেদেন ভণিতং কথিতং সম্মানয়ন্তি ॥ ৭৯ ॥

তদেবং নিশ্চয় ব্রজস্থানাং যদ্বত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—অথেনিপদ্যোন । ভিন্নং মর্শ্ণ যেন তেন  
কৃষ্ণকরণীয়তাদৃশদুষ্করকর্মণা কৃকেন করণীয়ঃ কৃষ্ণকরণীয়স্ততঃ তৎ তাদৃশদুষ্করকর্মণেতি তেন লব্ধা  
চিন্তাবস্থা যেবাং তেবু আগন্তকঃ বিপশ্চিতং জ্ঞানী উবাচ । স্বপ্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভাবং প্রভাবমপি  
বিজ্ঞাতু স্তস্যোদ্রবশ্য সেয়ং মন্ত্রজ্ঞতাত্ত্বিজ্ঞানাং ভাবপ্রভাববিজ্ঞানাং শ্লাঘামেব দ্রাঘায়সীং দীর্ঘতরাং  
করোতি অতঃ স্তত্র চিন্তা ন কর্তব্যোতি ॥ ৮০ ॥

শ্রীব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর । দূতদ্বয় বলিতে লাগিল, তারপর,  
যেদ্রুপ ধর্ম কর্মাদির অমুষ্ঠাতা মহাআগণ বেদোক্ত বিষয়ের অর্চনা করিয়া  
থাকেন, সেইরূপ তৎকালে সেই সমস্ত সভাগণ, উদ্রবের সর্বতোভাবে মঙ্গলজনক  
মতের প্রশংসা করিয়াছিলেন ॥ ৭৯ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যে, ঐরূপ দুষ্কর কর্মের অমুষ্ঠান করিবেন, তাহা নিতান্ত  
মন্দভেদী । এই কর্মদ্বারা ব্রজবাসিব্যক্তিগণ চিন্তাবস্থা প্রাপ্ত হইলে আগন্তক  
কোন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি, সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন । উদ্রবই  
কেবল নিজপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের ভাব এবং প্রভাব অবগত আছেন । সুতরাং উদ্রবের  
ঐরূপ মন্ত্রজ্ঞতা শক্তি, শ্রীকৃষ্ণের মনোবৃত্তি এবং ঐশ্বর্য্য-বেত্তা ব্যক্তিদিগের  
প্রশংসা কেবল সাতিশয় দীর্ঘ করিতেছে । অতএব সেই বিষয়ে আপনারা  
চিন্তা করিবেন না ॥ ৮০ ॥

ব্রজরাজ উবাচ ।—ততস্ততঃ ? ॥

দূতাবুচতুঃ ।—

তদেতৎপর্য্যন্তং পর্য্যালোচ্য ভাবিনমর্থং সব্যামোহমনুশোচ্য  
তাবেতাবাজগ্ৰিব । অস্তৌ তু শেষং বিশেষব্রতমাদায়াগচ্ছন্তা-  
বেব স্তঃ ॥৮-১॥

তদেবং সমাপ্য মধুকণ্ঠ উবাচ ।—

পূৰ্ব্বং যদ্বিরহেণ গোপনুপতে ! পুত্রস্ত যুয়ং গত।

দুনত্বং স্মৃতিসঙ্গতেহপ্যনুপদং তত্রাহনুতপ্যামহে ।

তদদূরেহস্তধুনা নবাস্মদরুচিঃ পীতাংশুকশ্চন্দ্রকী

বংশীপাণিরুদেতি হন্ত ! তদপি ত্বং তেন সন্তপ্যসে

ইতি ॥৮-২॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানস্তরং দূতাবুচতুঃ—তদেতদিত্যাদ্যেণ । ভাবিনমর্থং জ্ঞানসন্ধবধার  
ভূত গমনং সব্যামোহং সব্যাকুলমনুশোচ্যতাবেব দূতৌ আজগ্ৰিব আগতবন্তৌ অস্তৌ দূতৌ  
আদার গৃহীত্বা আগতাবেব ॥ ৮-১ ॥

তদেবং সমাপ্য মধুকণ্ঠো যদবোচতদ্বর্ণয়তি—পূৰ্ব্বমিতি ! হে গোপনুপতে ! যৎ পূৰ্ব্বং পুত্রস্য  
বিরহেণ যুয়ং দুনত্বং গতঃ তত্র স্মৃতিসঙ্গতেহপি অনুপদং প্রতিক্রমং বয়মনুতপ্যামহে অধুনা  
তৎ অনুতপনং দূরেহস্তং যতো চন্দ্রকী ময়ূরপিচ্ছবিশিষ্ট এবস্তূতঃ শ্রীকৃষ্ণ উদেতি প্রাকট্যং  
প্রাপ্নোতি । ইত্যেতি খেদে । তদপি তথাপি তেন বিরহেণ ত্বং সন্তপ্যসে সন্তপ্তো ভবসি ইতি এতৎ  
কিমিতি ॥ ৮-২ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর । দূতদ্বয় বলিল, এই পর্য্যন্ত পর্যা-  
লোচনা করিয়া, ব্যাকুলতার সহিত ভাবী অর্থ, অর্থাৎ জ্ঞানসন্ধকে বধ করিতে  
তথায় বাইবার জন্য অনুতাপ করিয়া এই দূতদ্বয় আগমন করিয়াছে অস্ত্র হই জন  
দূত অবশিষ্ট বিশেষ সম্বাদ লইয়া এই আগমন করিতেছে ॥ ৮-১ ॥

এইরূপে বাক্য সমাপন করিয়া মধুকণ্ঠ বলিতে লাগিল । হে গোপরাজ !  
পূৰ্ব্বে আপনারা পুত্রের বিরহে যে সন্তাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই বিরহ স্মৃতি-  
পথে উদিত হইলেও আমরা অনুক্ষণ অনুতপ্ত হইয়া থাকি, সে অনুতাপ এখন



তদেবং ব্রজদেবং প্রতি সুখমাধায় শ্রীরাধামাধব-সভায়া-  
মপি তদিদং ভাসয়ামাস ॥৮৩॥

ভক্তা বঃ পূর্বমাসং বৃষরবিদ্বহিতস্তে ভবিষ্যন্তি চান্তে  
সন্ত্যেকে চ ক্ষুটন্ত ক্ষুরতি পরমসাবুদ্ধবঃ সর্ববুদ্ধঃ ।  
মোহয়ং তত্রাপি যুগ্মান্ যদুবর-সদসি স্মারয়ন্ যাদবেন্দ্রং  
গায়ন্তীত্যাদিপদ্যং কিল ভবদভিধায়ুক্তমুক্তঞ্চকার ॥৮৪॥

তদেবং বদন্তভূতধ্বংসিত—তদেবমিতিগদ্যোন । সুখমাধায় স্থাপয়িত্ব তদিদং পরম বক্তব্যং  
কথিতবান্ ॥ ৮৩ ॥

তত্র স যদবদন্তধ্বংসিত—ভক্তা ইতি । হে বৃষরবিদ্বহিতঃ ! শ্রীরাধিকে ! পূর্বং বো যুগ্মকং  
তে প্রসিদ্ধাঃ প্রহ্লাদাদয়ঃ ভক্তা আসন্, অন্তে যে ভবিষ্যন্তি জয়দেবাদয়ঃ একে কৌন্তেয়াঃ সন্তি  
ক্ষুটন্ত অসৌ উদ্ধবঃ সর্ববুদ্ধঃ সর্বেভ্যঃ বুদ্ধো জ্ঞাতঃ পরমতিশয়ং ক্ষুরতি । তত্র হেতুধোহয়মুক্তব  
স্তত্রাপি দ্বারকায়াঃ যদুসভায়াং যাদবেন্দ্রং শ্রীকৃষ্ণঃ যুগ্মান্ স্মারয়ন্ গায়ন্তীত্যাদিপদ্যং ভবতী-  
নামভিধা নাম তয়া যুক্তং উক্তং কর্ণগোচরঞ্চকার ॥ ৮৪ ॥

দূরে থাক । নবঘনকাস্তি, পীতাম্বর, ময়ূরপুচ্ছধারী শ্রীকৃষ্ণ বংশী হস্তে করিয়া  
প্রকাশিত হইতেছেন ; হায় ! তথাপি আপনি সন্তুষ্ট হইতেছেন ॥ ৮২ ॥

এই প্রকারে ব্রজদেশের উদ্দেশে সুখ উৎপাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধি-  
কার সভাতেও এইরূপ কথা বলিতে লাগিল ॥ ৮৩ ॥

হে বৃষভানুন্দিনি ! পুরাকালে আপনাদের ( প্রব প্রহ্লাদপ্রভৃতি )  
বিশ্বাত-ভক্ত ছিল । ভবিষ্যতে ( জয়দেবাদি ) ভক্তগণ জন্মগ্রহণ করিবেন ।  
এবং এক্ষণে কুন্তীতনয় পাণ্ডবেরা ভক্ত হইয়া বিদ্যমান আছেন । কিন্তু ঐ  
উদ্ধব স্পষ্টই সর্বাপেক্ষা সমধিক জ্ঞানবান্ হইয়া নিতান্ত বিরাজ করিতেছেন ।  
তদ্বিশয়ে কারণ এই যে, এই উদ্ধব দ্বারকাপুরীতে, যদুসভায় মধ্যে তোমাদের  
বিষয় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে স্মরণ করাইয়া, তোমাদের নাম চিহ্নিত “গায়ন্তি” ইত্যাদি  
শ্লোক কর্ণগোচর করিয়াছিলেন ॥ ৮৪ ॥

তথাহি ।—

“গায়ন্তি তে বিশদকর্ম গৃহেষু দেবেযা

রাজ্ঞাং স্বশত্রুবধমাত্মবিমোক্ষণঞ্চ ।

গোপ্যশ্চ কুঞ্জরপতেজ্জনকান্নজায়াঃ

পিত্রোশ্চ লক্ষশরণা মুনয়ো বয়স্ক” ॥

অন্ত্যর্থঃ ।—

সর্বৈ ভক্তাস্তাবন্তব সর্বক্ষণং দুর্ভবননভক্তরক্ষালক্ষণং  
বিশদকর্ম গায়ন্তি তত্র প্রস্তুতমবধীয়তাগিত্যাহ ।—

গায়ন্তীতিপদামুখ্যাপা স্বয়ং ব্যাখ্যাতি—অন্ত্যর্থ ইতি । বিশদং নির্মলং কর্ম অবধীয়তাং  
চিহ্নে স্থিরীকৃত্য তাং । দেবাঃ কৃতাভিষেকা মহিষাঃ শত্রুজীবনমোক্ষং শত্রোঃ সকাশাৎ জীবনশু  
মোক্ষং বিরহাৎ আত্মমোক্ষণঞ্চ তচ্চ দ্বিবিধমোক্ষণঞ্চ । তত্রচ সামান্যতাং জাগ্ধকারিতাং আরোপ্য  
গোপ্যস্তরাণাং অীরাদাদানি গোপ্যশ্চ গতক্ষণগতমপি গতঃ ক্ষণকালমানঃ যন্ত তচ্চ তৎ গতক্বেতি

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত দশমস্কন্ধীয় ৭১ অধ্যায়ে ৯ম সংখ্যক “গায়ন্তি তে” ইত্যাদি  
শ্লোকের ব্যাখ্যা রাজপন্নীগণ নিজ গৃহে আপনার বিশদ কর্ম গান করিতেছেন ।  
অর্থাৎ নিজ শত্রুর বধ ও তাহা হইতে আত্মমোচন । অপিচ গোপীগণ ও  
কুন্তীগণ হইতে গজেন্দ্রের এবং রাবণ হইতে সীতার মুক্তি গান করিতেছেন ।  
শরণাপন্ন মুনীগণ এবং আমরা ( উদ্ধবাদি ) কংস হইতে বসুদেব দেবকীর মোক্ষ  
গান করিতেছি । এক্ষণে গ্রন্থকার উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য নিজেই “অন্ত্যর্থঃ”  
( ইহার অর্থ ) বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন । যথা—

সমস্ত ভক্তগণ আপনার দুষ্ট দমন এবং শিষ্ট পালনরূপ নির্মল কর্মের গান  
করিয়া থাকেন । তাহার মধ্যে প্রকৃত বিষয় চিন্তে স্থির করুন,—কৃতাভিষেকা  
মহিষীগণ, গৃহে অবস্থান করিয়াও আপনার উদ্দেশ্যে দৈন্ত প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে  
প্রার্থনা করিয়া থাকেন । তাঁহার শত্রুর নিকট হইতে স্ব স্ব পতিদিগের জীবনের  
উদ্ধার এবং বিরহ হেতু আত্মমোচন, এই দ্বিবিধ মুক্তিরই গান করিয়া থাকেন ।  
তাহাও যেন দৃষ্টান্ত করিয়া, তদ্বিষয়ে সামান্য ভাব অর্থাৎ ভ্রাণ করিবার ভাব

গৃহেষবস্থিহ্মাপি হ্মাগ্দিশ্য দৈন্যমাবিশ্য চার্ঘ্যমানা দেব্যঃ  
 স্বপতীনাং নৃপতীনাং স্বশত্রুজীবনমোক্ষং চ গায়ন্তি, তত্র  
 দৃষ্টান্তমিব কুব্জংস্তত্রচ সামান্যতামারোপ গোপান্তরাণি সঙ্কোপ্য  
 বিশিষ্টমপি নিজাভীক্টং বিজ্ঞাপয়তি । গোপ্যশ্চ স্বশত্রোঃ শঙ্খ-  
 চূড়স্য বধং তদ্রস্তাদাত্মবিমোক্ষণং চ গন্তক্ষণগতমপি সম্প্রতি  
 ভবতুদ্বভবদ্বিরহশত্রুবধাদ্যাশাবধানবাধয়া গায়ন্তি । অথ তদ্বয়-  
 রক্ষামেব দ্রুতয়তি—“কুঞ্জরপত্নেরিত্যাদিনা” । তব জন্মাদি (ক)  
 তেষাং তয়োদ্বয়ং বয়ং গায়ামঃ, তামাং তামাং পুনর্জন্মদ্বয়প্রকা-  
 শায়ামেব তত্তদাশায়াং গায়াম ইত্যন্তঃ পুনর্জন্মসামেব পরামানপি  
 সা তদ্বিধা বিধাতব্যেতি । যথা চ গজেন্দ্রস্য লক্ষশরণা জনা

চিরকালীশমপি ভবঃ সকাশাং উভবো যো বিরহ সএব শত্রুঃ তত্র বধায় যং আশাবধানং  
 তত্র বাধয়া গায়ন্তি তদ্বয়রক্ষাং দেবীনাং রাজ্ঞাংচ রক্ষাং তব জন্মাদিঃ বিশদকল্পেণাংক্যকারঃ  
 তেষাং তয়োদ্বয়ং শত্রুহননং রক্ষণঞ্চ তামাং হ্মাগ্দিশ্য দেবীনাং গোপীনাং পুনর্জন্মদেজ্জন্মাদি-  
 নীলায়াঃ লব্ধং প্রকাশ্যে যন্তা স্তস্তা তত্তদাশায়ামেব সত্যং সাক্ষ্যমঃ, অপুনা তত্তদাশয়াঃ অসিদ্ধোজ্জরতি-  
 ভাবঃ । অতো হেতোঃ পুৰং পূৰ্ণদামাং দেবীনামিব পরামাং গোপীনামপি তদ্বদা প্রাপশাস্তি-

আরোপিত করত, রাধিকাপ্রভৃতি অন্তান্ত গোপীদিগকে গোপনপৃথক বিশেষ  
 গুণযুক্ত হইলেও নিজেরা অভীষ্ট বিষয় বিজ্ঞাপিত করিতেছেন ।

গোপীগণও সম্প্রতি আপনা হেঁতে সমুদ্রুত বিরহরূপ শত্রুর বিনাশাদি  
 আশাকে বাধা দিয়া নিজশত্রু শঙ্খচূড়ের বধ, তাহার পরে ইন্দানীকুণ্ডন এবং চির-  
 কালের জন্ত হইলেও আগ্নেমোচনের গান করিয়া থাকেন । অনন্তর শ্লোকস্থিত  
 “কুঞ্জর-পতি” এই পদদ্বারা দেবীদিগের রক্ষা এবং ভূপতিগণের রক্ষা, এই দ্বিবধ  
 রক্ষাই দৃঢ়রূপে সমর্থন করিতেন । তাহারা তোমার বিভিন্ন জন্মের কথাও  
 কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন । তাহাদের সেই দুইটি অথাৎ শত্রুবধ এবং রক্ষা, আমরা  
 গান করিয়া থাকি । সেই সৰল রাজমহিষী এবং গোপীদিগের পুনর্বীর জন্মাদি-  
 নীলা ইহেতে তত্ত্ববিসয়ের আশা প্রকাশিত হইলে আমরা গান করিব । কারণ

জনকান্নজায়াশ্চ মুনয়ঃ স্বশক্রবদাদিকং গায়ন্তি, পিত্রোঃ শ্রী-  
দেবকাবজ্জদেবয়োস্তত্ত্বক বয়ং যদবো গায়ামস্তথোতি ॥ ৮৫ ॥

অথ মধুকণ্ঠঃ সমাপননাহ স্ম—॥ ৮৬ ॥

তদেতৎ প্রাচীনং কথিতামহ বৃত্তং মুরারিপো-

রভূদুঃখং যস্মিন্ বিরহময়মভারজ্জদৃশাম্ ।

ইদং পশ্যাদ্য স্বঃ প্রকটামব ভাতি স্মুটনগা-

প্যনুং মন্তোগাখ্য প্রমদমথ পুষ্পদ্বিলমাত ॥ ৮৭ ॥

বিধাতব্য! কর্তব্যোতি! লক্ষণগাঃ লকঃ শরণং দে স্তে জনকান্নজায়াঃ শ্রীগীতায়াঃ তত্ত্বক  
পশক্রবদাদিকং কারাগারামোচনক ॥ ৮৫ ॥

প্রসঙ্গঃ সমাপত্তে—অপোতিগদ্যন ॥ ৮৬ ॥

তৎ সমাপননাকাং বর্ণনাত—তদেতদিতি । মুরারিপো প্রবৃত্তং প্রাচীনং বৃত্তং, ইহ মনসে  
কথিতং যস্মিন্ বৃত্তে অভীরজ্জদৃশং গোপীনাং বিরহময়ং ভূষণভূতং । ইদং পশ্য, অদ্য স্বঃ স্মুটং  
প্রকটামব ভূষণা ভাতি । অথাপি তথাপিদং মন্তোগাখ্যপ্রমদং পুষ্পং বিনমতি, “ন বিনা বিপ্রলভেন  
মন্তোগঃ পুষ্পিভ্যুতৌ । কথায়তে হি বস্ত্রাকৌ ভূয়ান্ রাগো বদন্তে” ইতি রসশাস্ত্রাৎ ॥ ৮৭ ॥

এই, এক্ষণে তত্ত্ববিষয়ের আশা অসম্ভব । এই হেতু পূর্বের রাজমহাবাদিগের গ্রায়  
গোপীদিগেরও ঐরূপ ভূষণ-শাস্ত্র করিতে হইবে । যথা :—অরূপাশ্রয় লোকগণ  
গনেন্দ্রের মুনীগণ জানকীর নিজশক্রবদাদির বিষয় গান করিয়া থাকেন ।  
বস্তুদেব এবং দেবকী এই জনক জননীর তত্ত্বপশক্রবদাদির বিষয় ( কংসবদাদি )  
আমরা ( অর্থাৎ উক্তবাদি বহুবংশীয়গণ ) সেষ্টরূপ গান করিতেছি ॥ ৮৫ ॥

অনন্তর মধুকণ্ঠ সমাপন করিয়া বসিতে লাগিল । আমি এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের  
ঐরূপ প্রাচীন ইতিহাস বলিয়াছি । এই ইতিহাসে গোপীদিগের বিরহপূর্ণ ভূষণ  
বর্ণিত হইয়াছে । ইহা দেখুন, অদ্য পৌরুষ অঙ্গ পরাদানে হৌক, এই ভূষণ যেন,  
প্রকাশে বিরাজ করিতেছে । তথাপি ঐ বিরহজনিত ভূষণ “মন্তোগ-স্মৃৎ” নামক  
আনন্দকে পরিপুষ্ট করিয়া বিদগ্ধিত হইতেছে ॥ ৮৬—৮৭ ॥

তদেবং বৃত্তে বৃত্তে সর্ব্বেষাং সহ কথকদ্বয়ে চ গৃহবত্সানু-  
বৃত্তে শ্রীরাধা-গোবিন্দাবানন্দমন্দিরং বিন্দমানাবাত্সলীলামেবানু-  
বন্দতঃ স্ম ॥ ৮৮ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূমনু শুদ্ধসম্বিত্ত্ব-  
মন্ত্রণাতন্ত্রং নাম পঞ্চবিংশং

পূরণম্ ॥ ২৫ ॥

পূরণম্ ॥ ২৫ ॥

স্বয়ং কবিঃ প্রকরণং সমাধতে—তদেবমিতিগদ্যোন । বৃত্তে বৃত্তান্তে বৃত্তে গতে সতি, গৃহবত্স-  
গৃহমার্গমনুবৃত্তে অনুগতে সতি, আত্মলীলাং সম্ভোগলীলাং অনুবিন্দতঃ স্ম লেভাতে ॥ ৮৮ ॥

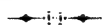
শুদ্ধসম্বিত্ত্বমন্ত্রণাতন্ত্রং শুদ্ধা দাস্যং জ্ঞানং যন্ত সচাসাবুদ্ধবশেষাঃ মন্ত্রণাতন্ত্রঃ সিদ্ধাস্তমিহি-  
কর্ত্ত্বাতাঃ বা ॥

ইতি পঞ্চবিংশং পূরণম্ ॥ • ॥ • ॥

এইরূপ ঘটনা ঘটবার পর, কথকদ্বয়, সকল লোকের সহিত গৃহপথের  
অনুসরণ করিলে, শ্রীরাধিকা এবং গোবিন্দ আনন্দ-মন্দির প্রাপ্ত হইয়া, কেবল-  
মাত্র সম্ভোগ-লীলা লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৮৮ ॥

ইতি শ্রীউত্তর গোপালচম্পূকাব্যে বিমুক্তজ্ঞানী উদ্ধবের মন্ত্রণা-প্রয়োগ  
নামক পঞ্চবিংশ পূরণ ॥ • ॥ • ॥ • ॥ • ॥ • ॥ ২৫ ॥

## ষড়্বিংশ পূরণম্



রাজমুখ্যার্থমিত্তপ্রশ্নশাস্ত্রা, শাস্ত্রমুচনম্,

জরাসন্ধবধরাজ্যমোচনঞ্চ ।

অথ প্রাতঃজরাজযুবরাজবরাজমানপরিষদি স্নিগ্ধকণ্ঠঃ  
প্রাহ স্ম ॥ ১ ॥

অপরৌ সন্দেশহরৌ সমাগম্য তদেতদবাদিষ্ঠাং । শ্রীত্রজ-  
রাজ ! শ্রিয়তামুক্ধবমস্ত্রণাপরতন্ত্রতয়া নিযন্ত্রিতায়াগন্তেষাং

শ্রীমদ্রত্নরগোপালচম্পাঃ ষড়্বিংশপূরণে ।

জরাসন্ধবধরাজবন্দ্যমোচনশীঘ্রতে ॥ ০ ॥

অথ স্বয়ং কবিঃ প্রসঙ্গান্তরং বর্ণয়িতুং প্রকৃত্তে—অপেতিগদ্যেন । পারবৎ সভা  
তন্ত্রাম্ ॥ ১ ॥

তৎ স্নিগ্ধকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—অপরাবিতিগদ্যেন । সন্দেশহরৌ দূতৌ আবাদিষ্টামকথয়তাং ।  
উক্ধবস্ত্রা যামস্ত্রণা তস্তাঃ পরতন্ত্রয়া অধীনতয়া অস্ত্রেষাং স্বতন্ত্রতয়াং নিযান্ত্রিতায়াং সঙ্কুচিতায়াং  
তত্রাহুমোদমানঃ তত্রোদ্রবদস্ত্রণায়াং অনুমোদমান আসঙ্কচিত্তঃ পরিকরেণ সহ বর্তমানঃ সপরি-

ষড়্বিংশ পূরণে জরাসন্ধ, যে সকল ভূপতিদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়া  
ছিলেন, সেই সমস্ত ভূপতিদিগের কারামোচন বর্ণিত হইবে ॥

অনন্তর প্রভাতকালে ব্রজ-যুবরাজ শ্রীকৃষ্ণদ্বারা বিরাজিত রাজসভায় স্নিগ্ধ-  
কণ্ঠ বলিতে লাগিল ॥ ১ ॥

তখন অস্ত্র সেই জন বার্তাবহ আগমন করিয়া এইরূপ বলিয়াছিল । হে শ্রীমন্ !  
ব্রজরাজ ! আপনি শ্রবণ করুন । উক্ধবের মস্ত্রণার অধীনতা বহন করিয়া  
অস্ত্রাত্ম ব্যক্তিগণের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হইয়া আসিলে, শ্রীকৃষ্ণ উক্ধবের মস্ত্রণাঃ

স্বতন্ত্রতায়াং তত্রানুগোদমানঃ শ্রীদামোদরঃ সপরিবর্তনস্বাভা-  
কৃতে মাত্রা নিক্রময়িতুননুক্রময়ামাস ॥ ২ ॥

যন্ত প্রথমঃ পুরুষাণাং গুরুন্ প্রতি স্বমনুজ্ঞাপয়ামাস ।  
যত্র চ নৃপতিমুগ্রসেনং কামপালকামসহায়তয়া পুরমনু স্থাপয়ন্  
উগ্রসেনতয়া স্থাপয়ামাস ।

ব্রহ্মানুশ্রুনিং স্থানিহতপূজাসমুদায়ং বিহায়স। গচ্ছন্তং  
বিহায় গৃহায় নিবৃত্ত্য প্রস্থানকৃত্যং চাতশ্চে ॥ ৩ ॥

ততশ্চ—পরিচ্ছদপারকপরিবৎস্ত নির্গমকুৎস্ত তদীয়-  
করঃ স চাসৌ স্বশ্চেতি তত্ত্বাচারকৃতে ইন্দ্রপ্রস্থগমনায় পারচ্ছদান্ মাত্রা নিক্রময়িতুং বহিঃপানায়  
অনুক্রময়ামাস পরিপাতিং রচয়ামাস ॥ ২ ॥

যন্ত প্রথমঃ পুরুষাণাং গুরুন্ ভূমিষ্ঠান্ গুরুণাং স্বমনুজ্ঞাপয়ামাস আশ্রয়নমনুজ্ঞাপিতবান্ ।  
কামপালো বলভদ্রঃ কামঃ প্রহ্লাদঃ, তৌ সহায়ৌ যন্ত তদ্ব্যবতয়া পুরং দ্বারকাং লক্ষীকৃত্য স্থাপয়ন্  
উগ্রসেনতয়া উগ্রা অধর্ষণীয়া সেনা যস্য তদ্ব্যবতয়া সংরক্ষয়ামাস । ব্রহ্মানুশ্রুনিং নারদঃ  
স্থানিহতপূজাসমুদায়ং ইষ্টু নিহিতঃ পূজাসমুদায়ো যত্র তং বিহায়স। আকাশমার্গেণ গচ্ছন্তঃ বিহায়  
প্রোষ্য গৃহায় নিবৃত্ত্য গৃহঃ পরাবৃত্ত্য প্রস্থানকৃত্যং প্রস্থানে নং কাযাং তং আতশ্চে আলম্বয়-  
মাস ॥ ৩ ॥

ততো যদ্ব্যন্তমভূতদ্বর্গ্যতি—ততশ্চেতি । পরিচ্ছদা হস্তবোটকপতাকাদয়ঃ, পরিবর্তনঃ সেনা-

আসক্ত চিত্ত ইয়া, পরিজনবর্গের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে স্বয়ং যাত্রা করিবার জন্য,  
পরিচ্ছদ সকল বাহির করিতে বদ্ধ পরিবর্তন ইহিলেন ॥ ২ ॥

ত্রীকৃষ্ণ ঐরূপ প্রণালীর প্রথমেই বহু গুরুজনের প্রতি অনুজ্ঞা প্রার্থনা  
করিয়াছিলেন । ঐরূপ নিয়মে তিনি বলরাম এবং প্রহ্লাদের সাহায্যে ভূপতি  
উগ্রসেনকে দ্বারকাপুরী রক্ষণার্থ স্থাপন করিয়া ভীষণ সেনাগণের সহিত তাঁহাকে  
ঐ কার্যে নিযুক্ত করিলেন । পরে ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি নারদ আকাশ পথে সমা-  
গত হইলে তাঁহাকে উত্তমরূপে যথাবিধি পূজা করা হইল । এবং তাঁহাকে  
পরিভ্রমণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক গমনের উপযুক্ত কার্য্য অবলম্বন  
করিলেন ॥ ৩ ॥

অনন্তর ২১তী, বোটক এবং পতাকাদি পরিচ্ছদ সকল, সেনাপ্রভৃতি পরিবর্তন

সমৃদ্ধিকলকলবুদ্ধিত্যাং (ক) বাক্ষিরপি নিহতর্কিতাং মুকতাং  
চ প্রানক। যত্র বৈজয়ন্তিকাভিচরপুরঃসরাঃ সর্ব্ব এব জজ্বালা  
দৃষ্টা ন তু নহরাঃ। যত্র বন্দজনমন্দিতা ভোগাবলয়ঃ পথি  
ভোগাবলয় ইব সর্বেষাং মুদং দদিরে ॥ ৪ ॥

যত্র কাণ্ডারশাক্তীকবাষ্টীকমুখশাস্ত্রিণঃ।

নৌজংশটিকস্তথা পারশ্বধিকৈরন্বিতা যযুঃ ॥ ৫ ॥

দয়ঃ, পরিষদঃ সাতক্যদয়ঃ স্তেধু নির্গমঃ কুবৎসু তদীয়সমৃদ্ধিকলকলবুদ্ধিত্যাং তদীয়ানাং  
পরিচ্ছদাদীনাং সমৃদ্ধিকোলাহলবুদ্ধিত্যাং বাক্ষিঃ সমুদ্রোহপি নিহতর্কিতাং নিহতা বাক্ষিষ্যা  
তদ্ভাবতা মুকতাং স্তব্ধতাং প্রানক প্রযযৌ। যত্র সমুদ্রো বৈজয়ন্তিকাভিচরপুরঃসরাঃ বৈজয়ন্তিকা  
ধ্বজঃ পশ্যতঃ সয়া সহাভিচরো গতিষেধাং তেত্র পুরঃসরাঃ অগ্রেসরা যেষাং তে জজ্বালা  
অতিবেগবন্ত্যঃ দৃষ্টা ন তু নহরাঃ মন্দগামিনঃ বন্দজনেন মন্দিতা বন্ধা আভোগানাং গীতপূর্ণগানাং  
আবলয়ঃ শ্রেণয়ো যত্র তে, যথা ভোগানাং বিভববিশেষাণাং শ্রেণয় ইব মুদং দদিরে  
দয়ঃ ॥ ৪ ॥

তেষাং গমনে বৈশিষ্ট্যঃ বর্ণয়তি--কাণ্ডীরেতি কাণ্ডীরো বনুর্দ্ধিরঃ শরবিশিষ্টো বা, শাক্তীকঃ  
শক্তিরন্ববিশেষঃ স প্রহরণমন্য সঃ। এবঃ বাষ্টীকঃ বাষ্টীলঙ্ঘড়ঃ মুখশাস্ত্রিণঃ তদাদিশস্ত্রধারিণঃ,

সকল, এবং সাত্যকপ্রভৃতি পারিষদবর্গ নির্গত হইলে, পরিচ্ছদাদির ঐশ্বর্য্য এবং  
কলকলশব্দে বুদ্ধিদ্বারা জল নিধিরও সমৃদ্ধি বিনষ্ট হওয়ায়, শেষে ঐ জলনিধিও  
মোহনাপলখন করিল। ঐরূপ ঐশ্বর্য্যে যে সকল লোক পতাকা লইয়া অগ্রে  
অগ্রে যাউতেছিল, তাহাদের সকলকেই বেগগামী বলিয়া দৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু  
কাহাকেও মুহুগামী দেখা যায় নাই। বিশেষতঃ ঐরূপ সমৃদ্ধি বিষয়ে, স্তবপাঠক-  
গণ যে পরিপূর্ণভাবে সঙ্গীতের আলাপ করিতেছিল, সেই সমস্ত অত্যাচ এবং তান-  
লয় পূর্ণগম্ভীর সঙ্গীতসমূহ, পথে বৈভব শ্রেণীর নত সকলকেই আনন্দ দান  
করিয়াছিল ॥ ৪ ॥

ঐরূপ সমারোহে ধনুর্ধারী, শক্তিধারী, এবং বাষ্টধারী বীরপুরুষগণ, খড়্গধারী  
এবং কুঠারধারী যোদ্ধাদিগের সহিত মিলিত হইয়া গমন করিলেন ॥ ৫ ॥

(ক) বারি জলঃ দীযন্তেহস্মিন্ বাক্ষিঃ সমুদ্রঃ। অনুশ্রাসপ্রসক্ততয়া বুদ্ধিবুদ্ধিশব্দ  
সাহচর্য্যেণ বাব্ধবনিপ্পন্নঃ বাক্ষিঃশব্দঃ স্বীকৃতবান্। আপঃ স্ত্রী ভূম্ন বার্বারি ইত্যমরাৎ।



বাদিত্র ধ্বজ-পাতি-কুঞ্জর-রথ-স্রীরত্ন-যানান্মন -  
 ক্ষুদ্রানঃ শিবিকাস্তথার্থভরভাণ্ডোদয়শচক্রমুঃ ।  
 যেভ্যো দূরগতানভিন্নমবিদুঃ পূরং মহাবারিধে-  
 র্যেষন্তঃপতিতাস্তথা ন বিবিদুর্নির্গীতিরুচ্চৈঃ কুতঃ ॥

ততশ্চ , —

যস্মিন্ পৈতৃষসেয়াঃ কুরুকুলজবরাঃ প্রীতিযাত্রানিদানং  
 যস্মিন্ দেবধিবর্যা দিবি ভুবি বিদিতা বাচিকানাং নিধানম্ ।  
 প্রস্থাভুং সন্তমেহস্মিন্ যদুকুলকলিতে কোহহমিথং বিদূরে  
 রত্নং তং রাজদূতং নিকটমুপনয়ন্তক্টুবে যন্তগীড়ে ॥ ৬ ॥

নিম্নাংশঃ খণ্ডাঃ তেন ব্যবহরন্তি যে চৈঃ, পরন্তুঃ কুঠারবিশেষঃ । তেন ব্যবহরন্তীতি তৈরন্নিতা  
 মলিতা গতবন্তঃ ॥ ৫ ॥

কিঞ্চ, বাদিত্রৈতি । বাদিত্রং বাদ্যং বাদিত্রঞ্চ ধ্বজশ্চ পতিঃ পদাতিশ্চ কুঞ্জরো হস্তীচ রথশ্চ  
 স্রীরত্নযানানিচ অনঃ শকটঞ্চ, ক্ষুদ্রানঃ ক্ষুদ্রশকটঞ্চ, শিবিকাচ অর্থভরং ভজন্তে যে উষ্ট্রাদয়ঃ তে  
 চক্রমুঃ, যেভ্যো বাদিত্রাদিভ্যো দূরগতা জনা মহাবারিধেঃ সমুদ্রস্য পূরং প্রবাহং লক্ষীকৃত্য ভিন্নং ন  
 বিদুঃ, তথা যেষু বাদিত্রাদিষু অন্তঃপতিতা মথানিবিষ্টা ভিন্নং ন বিবিদুঃ ন জাতবন্তঃ, অতঃ কুতঃ  
 উচ্চৈরধিকরূপেণ নির্গীতিঃ নির্গয়ো ভবেৎ ॥

কিঞ্চ, যস্মিন্ ইন্দ্রপ্রস্থখানে কুরুকুলজাতানাং বরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ পৈতৃষসেয়াঃ পিতৃভগ্নীপুত্রা  
 যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ প্রীতিযাত্রানিদানং প্রীত্যাযা যাত্রা সৈব নিদানং কারণং । তথা যস্মিন্ যানে  
 স্বর্গমর্ত্যবিদিতা দেবধিবর্যাঃ স্রীনারদাদয়ঃ বাচিকানাং যুধিষ্ঠিরভিপ্রায়বেদকানাং

নানাবিধ বাদ্য, পতাকা, পদাতি, হস্তী, রথ, স্রীরত্ন, নানাবিধ যান, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র  
 শকট শ্রেণী, শিবিকা সকল ( ক ), এবম্বিবিধ অর্থযুক্ত উষ্ট্রাদি সকল, দ্বারকা  
 হইতে নির্গত হইয়াছিল । দূরবর্ত্তিজনগণ ঐ সকল বাদ্যাদি হইতে, মহাপ্রবাহের  
 প্রবাহকেও, ভিন্ন বলিয়া জানিতে পারে নাই, এবং বাদ্যাদির মধ্যস্থিত ব্যক্তিগণও  
 মহাসমুদ্রের প্রবাহ হইকে উহাদিগকে ভিন্ন বলিয়া জানিতে পারে নাই । অতএব  
 কিরূপে অধিক পরিমাণে ঐ সকল বিষয়ের নির্ণয় হইতে পারিবে ? ঐ ইন্দ্রপ্রস্থ

( ক ) এই যাত্রায় রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণও নিজ নিজ পরিবার লইয়া গমন করেন । স্ত্রীরা  
 শিবিকাদির বর্ণন দৃষ্ট হয় ।

যথাহি ;—

“রাজ-দূতমুবাচেদং ভগবান্ প্রীণয়ন্ গিরা ।

না ভৈষ্ট দূত ! ভদ্রং বো ঘাতায়ব্যামি মাগধম্” ॥

ভা ১০।৭২।১৯ ইতি ॥ ৭ ॥

বিবিধজনপদং ততঃ সমস্তা-

মিজমহসা পরিষিচ্য কৃষ্ণচন্দ্রঃ ।

দ্রুতনভজত তাতভাগিনেয়-

ক্ষিতিপ-সবায় কুরুক্ষিতীশ-দেশম্ ॥ ৮ ॥

নিধানং আশ্রয়ঃ । যদুকুলকলিতে যদুকুলানং কলিতং মলিতং যদ্বা অস্মিন্ ইন্দ্রপ্রস্থগমনে প্রস্থাতুং সময়ে অহং ক ইত্যং বৃত্তং বৃত্তান্তো বিদুরেহবর্ত্তত ইতি শেষঃ । যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তং রাজদূতং নিকটমুপনয়ন্ প্রাপয়ন্ তুষ্টুবে সপ্রণয়মুবাচ তং কুরুক্ষিতীশে স্তোমি ॥ ৬ ॥

তং শ্রীভাগবতীয়পদোদ নির্দিশতি—রাজদূতমিতি । অগমম্ ॥ ৭ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত ইন্দ্রপ্রস্থপ্রবেশঃ বর্ণয়তি—ততঃ সর্ব্বেষাং নির্গমনানন্তরং কুরুক্ষপশ্চন্দ্রঃ মিজমহসা স্বায়িকরণেন বিবিধজনপদং দেশং সমস্তাং পরিষিচ্য দ্রুতং শীঘ্রং তাতস্ত পিতৃবো ভাগিনেয়ো ভগিন্যাঃ কুন্তাঃ পুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ তস্ত সবায় যজ্ঞায় কুরুক্ষিতীশঃ সএব তস্ত দেশমভজত সেবিতবান্ ॥ ৮ ॥

গমনে কোরবদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পিতৃবসার পুত্র ( পিশতুত ভাই ) যুধিষ্ঠিরাদি প্রীতিপ্রার্থনাযাত্রার কারণ হইয়াছিল ; এবং ঐ ইন্দ্রপ্রস্থ গমনে স্বর্গও মর্ত্তালোকে বিখ্যাত নারদপ্রভৃতি দেববিগণ, যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায়সূচক সংবাদপ্রভৃতির মূল কারণ হইয়াছিলেন, এবং ইন্দ্রপ্রস্থ যাত্রাকালে যদুবংশীয়গণ একত্র মিলিত হও-  
য়াতে, গমনের ভরায় “আমি কে” এইরূপ বৃত্তান্ত দূরে থাক, যে শ্রীকৃষ্ণ রাজ-  
দূতকে নিকটে আনিয়া প্রীতিপূর্ণ বাক্যে স্তব করিয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করি ॥ ৬ ॥

যথা—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাক্যদ্বারা প্রীত করিয়া রাজদূতকে এইরূপ বলিয়াছিলেন ;—( ভাগবত ১০।৭১।১৯ ) । “হে দূত ! তোমাদের ভয় নাই । তোমাদের মঙ্গল হোক । আমি মগধেশ্বর জরাসন্ধকে বধ করিব” ॥ ৭ ॥

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্রমা নিজের কিরণদ্বারা নানাবিধ দেশকে সম্যক্

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ? ।

দূতাবুচতুঃ—ততস্তম্নুজ্ঞাপ্য ভবৎপদপদ্মপদমাবাভ্যা-  
মাপ্যতেষা । অন্যত্র দূতদ্বয়ং তদীয়সরণ্যনুগতমাগতপ্রায়ং  
বর্ততে ইতি ॥ ৯—১০ ॥

অথ তৎকথনানন্তরমেব তাবপি প্রথমানতদনুবন্ধা-  
বুচতুঃ— ॥ ১১ ॥

ইন্দ্রপ্রস্থামুপাগাদ্বিধুরথ বিকিরন্ যদা কিরণম্ ।

তং বারিধিবৎ ফুল্লং তল্ল্যপবত্রাজ তমগরম্ ॥ ১২ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রধানস্তরং দূতো যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—তত ইতি গদোন । তত স্তদেদশ-  
প্রাপ্তানস্তরং শ্রীকৃষ্ণমুজ্ঞাপ্য অনুমতিং দাপ্যস্বিদা আপ্যতে অ প্রাপ্তম্ ॥

কিঞ্চ, তদীয়নরণ্যনুগতং শ্রীকৃষ্ণস্য পরগী পত্ন্যঃ তস্মিন্ননুগতম্ ॥ ৯—১০ ॥

অন্যেতি গদ্যানস্তরং তাবপি দূতো প্রথমানতদনুবন্ধো প্রথমানঃ বিস্তারিত স্তস্য কৃষ্ণমাত্তবন্ধো  
বার্হাস্তরং যাত্যো গো দূতো উক্তবন্তো ॥ ১১ ॥

তৎপ্রবেশপরিপাট্যঃ বর্ণয়তি—ইন্দ্রেতি । যদা কিরণং স্বকান্তিং বিকিরন, বিধুঃ কৃষ্ণঃ  
ইন্দ্রপ্রস্থমুপাগত স্ততি তদা তং কিরণং প্রাপ্য তমগরং ইন্দ্রপ্রস্থাত্মপুং ফুল্লং বিকাশমুপবত্রাজ  
উপজগাম, বারিধিবৎ সমুদ্রো যদা অল্পচন্দ্রকিরণং প্রাপ্য বিকাশং প্রাপ্নোতি ॥ ১২ ॥

অভিষিক্ত করিয়া, পিতার ভগিনী কুণ্ঠীর পুত্র, অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে গমন  
করিতে কৌরবরাজের দেশে উপস্থিত হইলেন ॥ ৮ ॥

ব্রজরাজ বলিলেন, তারপর তারপর । দূতদ্বয় বলিল, তারপর শ্রীকৃষ্ণের  
অনুমতি লইয়া আমরা দুইজনে আপনার পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়াছি । কিন্তু দুইজন  
দূত শ্রীকৃষ্ণের পদ অনুসরণ করিয়া আগত প্রায় হইতেছে ॥ ৯—১০ ॥

অনন্তর এইরূপ কথা শেষ হইবার পরেই সেই দুই জন দূতও শ্রীকৃষ্ণের অত  
প্রকার সম্বাদ বিস্তারিত করিয়া বলিতে লাগিল ॥ ১১ ॥

সমুদ্র যেমন চন্দ্রের কিরণ পাইয়া উচ্ছলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ যদি শ্রীকৃষ্ণ-  
রূপ শশধর নিজকান্তি বিকিরণ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া থাকেন, তাহা  
হইলে তৎকালে সেই ইন্দ্রপ্রস্থ নগরও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

নগরং তমুপাত্রাজাদিতি কিং বাচ্যং স তস্মৈ রাজাপি ।

রাজা তমুপাত্রাজাদিতি কিং বাচ্যং জগচ্চ তং কুতুকন্ ॥ ১৩ ॥

পাণ্ডুজ-বৃষ্ণজ-কটকং, নিকটং নিকটং মিত্রো গচ্ছৎ ।

স্ববহলজলপূরাভং, তদ্বয়মানীয়াং স্ফাতম্ ॥ ১৪ ॥

পাণ্ডুষ্ণু ধর্ম্মহত্যাদ্যা, বৃষ্ণিবু কৃষ্ণং স্বয়ং ওত্র

অভজানিমেলোপঃ, ওভদ্রপং তদাশ্বেষু ॥ ১৫ ॥

কিক, তন্নগরং তং কিরণমুপাত্রাজীহপদমিতি কিং বাচ্যং, তস্য নগরস্য স রাজা যুধিষ্ঠিরো-  
হপি তমুপাত্রাজীং, তেন জগচ্চ তং প্রসিদ্ধং কুতুকং হযবিশেষমুপাত্রাজীং ॥ ১৩ ॥

কিক, পাণ্ডুজবৃষ্ণজকটকং পাণ্ডুবান্যঃ বৃষ্ণিবংশানাক কটকং সেনা মিত্রঃ পরস্পরং নিকটং  
নিকটমগচ্ছৎ । তদ্বয়ং কটকদ্বয়ং স্ববহলজলপূরাভং সুপাতুরজলপূরাভং বারিঃ পরস্পরং স্ফীত-  
মানীং ॥ ১৪ ॥

তেষাং পরস্পরমিলনে ক্রীড়াশ্লোকঃ বর্ণয়তি—পাণ্ডুস্থিতি । ত্রিপেয়্যৈলৈমিতিবৎ জ্ঞা-  
জনকভ্রাতৃপুত্রী । ধর্ম্মহত্যাদ্যাঃ বৃষ্ণিষ্ঠিরাদয়ঃ, বৃষ্ণিষ্ঠিরাজ পুর্বেই যশস্বী । তদ মিলনকালে তস্মৈ  
তেষাক রূপমশেষ্টমুভবিতুং নিমেষলোপমভজন্ দেবভাবঃ ষ্ট্রিরনৈত্রী অভব-  
নিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

সেই ইন্দ্রপ্রস্থ নগর শ্রীকৃষ্ণের কিরণ প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহা জানি কি বাব ।  
সেই নগরের মহারাজ যুধিষ্ঠিরও সেই কিরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । এটি কারণে  
জগৎও সেই বিখ্যাত হর্ষ বিশেষ লাভ করিয়াছিল ॥ ১৩ ॥

পাণ্ডব এবং বাদবদিগের সেনা পরস্পর নিকটে নিকটে গমন করিয়াছিল ।  
তৎকালে উভয় পক্ষের সেনা, অতি বহল জলতরঙ্গের তুলা পরস্পর স্ফীত  
হইয়াছিল ( ক ) ॥ ১৪ ॥

পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরাদি, বৃষ্ণিবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মিলনকালে নিজের এবং পাণ্ডব-  
দিগের রূপ অশুভব বা দর্শন করিবার জন্য দেবতাদিগের আয় নির্নিমেষ চক্ষু  
হইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

( ক ) মাঘকৃত শিশুপাল বধ মহাকাব্যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গের ইন্দ্রপ্রস্থযাত্রী অর্থাৎ বিদ্রুহ  
ভাবে বর্ণিত আছে । চম্পুর বর্ণনে উক্ত মহাকাব্যের অনেক ছায়া লক্ষ্য হইতেছে ।

প্রেমা জনয়তি সঙ্গং, সহায়জনয়োগিণঃ পরিতঃ ।

হরিপার্থ-ব্যতিমিলনং, স্তম্ভাশ্রভ্যাংনতস্তম্ভং (ক) ॥ ১৬ ॥

প্রেমা হরিসঙ্গনকৃদ্বিদশায়ামপি ধ্রুবং পশ্য ।

হর্ষং স্তম্ভকর্ম্মিত যৎ কর্ষকমৌংসুক্যমাপিপভেবু ॥ ১৭ ॥

উভয়ং প্রেমণি সাস্রং, তাদৃক্ পশ্যন্ জনঃ স্নিগ্ধঃ ।

উভয়ং প্রণয়জযুক্ত্যা, বান্ধিহুমুক্ত্যা প্রভুং মিগশ্চক্রে ॥ ১৮ ॥

কিঞ্চ, সমানং হৃদয়ং যয়োঃ স্তৌ চ তৌ জনৌ চেতি তয়োঃসিঁথঃ পরস্পরং সমানং প্রেমা পরিতঃ সর্ব্বতোভাবে জনয়তি, অবএব হরেঃ পার্থানাঞ্চ ব্যতিমিলনং পরস্পরমিলনং সমপ্রমা স্তম্ভাশ্রভ্যাং দ্বারা অন্তস্তম্ভং স্তম্ভিতমকরোং ॥ ১৬ ॥

কিঞ্চ, বিদ্যদশায়ামপি হেমাং হরিসঙ্গনকং হরিমিলনকারী প্রেমা রাজতে, ধ্রুবং উৎপ্রেক্ষ্যতে পশ্য, হর্ষং স্তম্ভকর্ম্মিত যৎ অতিক্রমং কর্ষকং হরিসঙ্গনজনকমৌংসুক্যং তেবু পাণ্ডবেবু আর্পিপৎ অর্পয়ামাস ॥ ১৭ ॥

হেমাং প্রণয়কাব্যং বর্ণয়তি—উভয়মিতি । তাদৃক্ স্নিগ্ধো জনঃ প্রেমণি সতি উভয়ং সাস্রং পশ্যন্ প্রণয়জযুক্ত্যা প্রণয়েন জাতা যুক্তিযুক্ত এবমুভয়া উক্ত্যা বাচ্য মিগ উভয়ং প্রভুং সমর্থং চক্রে ॥ ১৮ ॥

যাহাদের হৃদয় পরস্পর সমান, এইরূপ উভয় লোকের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে কেবল প্রেমদ্বারাই ঘটিয়া থাকে । এই কারণে, ব্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডবদিগের পরস্পর মিলনে, সেই প্রেম সকলকে জড়ভাব এবং অশ্রুপাতদ্বারা স্তম্ভিত করিয়াছিল ॥ ১৬ ॥

তাহাদের কৃষ্ণ মিলনকারী প্রেম বিদ্যদশাতেও নিশ্চয়ই বিরাজ করিতেছে । দেখুন, কৃষ্ণমিলনকারী প্রেম, হর্ষ এবং জড়ভাবকে অতিক্রম করিয়া পাণ্ডবদিগের উপরে ঔৎসুক্য অর্পণ করিয়াছিল ॥ ১৭ ॥

পরন্তু লোক, উভয়পক্ষকে তাদৃশ প্রেমে অশ্রুপাত করিতে দেখিয়া, প্রেমজনিত যুক্তিপূর্ণ উক্তিদ্বারা নির্জনে উভয়কেই সমর্থ করিয়াছিল ॥ ১৮ ॥

( ক , অন্তস্তম্ভয়দ্বিতি মাণ্ডপাঠঃ ॥

(ক) দ্রবতাং সমভজদজিতঃ প্রণতাবস্থাং জাতশক্রস্ত ।

স কথমিমং প্রতি ন মিলেদকলি তথা যজ্জলস্থলয়োঃ ॥ ১৯ ॥

প্রতিপাণ্ডব-মিলনং, তদ্যদ্যপি জাতং হরেস্তদপি ।

জয়তাদর্জুনসঙ্গঃ, পুলকয়তি স্মাখিলং যন্তু ॥ ২০ ॥

হরিণা পাণ্ডুষু মিলনং, মনসি ন নঃ স্মাদিহাতিচিত্রায় ।

তেষামনুষঙ্গিস্বপি, তদ্বাদ্বিবিধং তদা দৃষ্টম্ ॥ ২১ ॥

কিঞ্চ, অজিতঃ কৃষ্ণঃ দ্রবতাং তৎপ্রয়া আর্দ্রতাং সমভজৎ, অজাতশক্রযুধিষ্টিরস্ত প্রকর্ষণে নতাবস্থাং নিম্নাবস্থাং সমভজৎ । অতঃ সোহজিতঃ কথমিমং অজাতশক্রং প্রতি ন মিলেৎ, যদ্যস্মাৎ জলস্থলয়োঃ স্তথা মিলনমকলি দৃষ্টং দ্রবরূপস্ত জলস্য নিম্নস্থলে সূত্রাং মিলনঃ ভবেদिति ॥ ১৯ ॥

তত্র সখ্যারঞ্জনস্ত মিলনে বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি—প্রতীতি । ততদা যদ্যপি হরেঃ প্রতি পাণ্ডবমিলনং জাতং তদপি অর্জুনসঙ্গে জয়তাং, যন্তু অর্জুনসঙ্গঃ স্মাখিলং জনং পুলকয়তি স্ম পুলকবিশিষ্টং কারয়ামাস ॥ ২০ ॥

তদেবং পাণ্ডবমিলনং বর্ণয়িত্ব তদনুষঙ্গিষু হরেমিলনং বর্ণয়তি—হরিণেতি । হরিণা কর্ণাণা পাণ্ডব পাণ্ডবেষু মিলনং নোহস্মাকং মনসি অচিত্রায় হৃবিস্ময়ায় ন স্মাৎ । তেষাং

শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেমে আদ্রভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । এবং অজাত-শক্র-যুধিষ্টির উৎকৃষ্টরূপে নতভাবে ভজন করিয়াছিলেন । এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্টির সহিত কেন না মিলিত হইবেন । যেহেতু জলে এবং স্থলে ঐরূপ প্রকার মিলন দৃষ্ট হইয়া থাকে । তাৎপর্য্য এই যে, নিম্নস্থলেই দ্রবরূপ জলের মিলন ঘটয়া থাকে, এই জন্যই অবনত ধর্ম্মরাজের নিকট শ্রীকৃষ্ণের স্নেহ উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥

তৎকালে যদ্যপি প্রত্যেক পাণ্ডু-তনয়ের সহিত, শ্রীকৃষ্ণের মিলন হইয়াছিল ; তথাপি যে অর্জুনের সঙ্গ সকলকে রোমাঞ্চিত করিয়াছিল, সূত্রাং সেই অর্জুনের সঙ্গই উৎকর্ষ লাভ করুক ॥ ২০ ॥

পাণ্ডবদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে, মিলন ঘটয়াছিল, তাহাতে আমাদের মনে অত্যন্ত বিস্ময় হইতে পারে না । কারণ, পাণ্ডবদিগের অহুচর বিহরপ্রভৃতি ব্যক্তিগণের উপরেও ঐরূপ যথাবিধি মিলন, নানাবিধরূপে দৃষ্ট হইয়াছিল ।

(ক) সমভবদজিতঃ । ইতি পাণ্ডুপাঠঃ ।

বিনয়াদিপ্রাদিভ্যঃ সূতাদিভ্যাস্তদা নয়ং কৃষ্ণঃ ।

অচিনোদাশীর্দাদাশীর্দাতাপ্যমৌ সমস্তেভ্যঃ ॥ ২২ ॥

প্রবিশতি নগরং হরৌ স রাজা

• দকৃত মঙ্গলি তস্য মঙ্গলায় ।

সদভবতু তৎপ্রবেশলক্ষ্ম্যা

নিজনতু মঙ্গলিকং তথা জগচ্চ ॥ ২৩ ॥

পাণ্ডুনাম্ অনুষঙ্গম্ বিজরাদিপাণ্ডুশ্রীকৃষ্ণানাম্, হে বচো যথা যথাবৎ বিবরণং তদা দৃষ্টং । অতঃ  
পাণ্ডবেষু শ্রীকৃষ্ণচরিত্রাণীকৃত্যেতি ব্যাখ্যেয়ং ॥ ২১ ॥

তদা শ্রীকৃষ্ণস্য সামুদ্রিক্যং বর্ণয়তি—বিনয়াদিতি । তদা কৃষ্ণো বিনয়াদিক্রোধানিপ্রাদিভ্যঃ  
সকশাৎ তথা নয়ং নীত্যন্তসারক্ৰোধোঃ সূতাদিভ্যঃ সকশাৎ আশীর্বাদান্ জয় জয়েত্যাদি-  
পকায়ান্ অচিনোৎ, অচিনোৎ, অমৌ কৃষ্ণঃ সমস্তেভ্যঃ আশীর্দাদাশীর্দাতাপ্যমৌ মাদৃশ্যৎ  
পাণ্ডুশ্রীকৃষ্ণে ॥ ২২ ॥

যুদ্ধোদয়াদিভ্যঃ সূতাদিভ্যঃ বর্ণয়তি—প্রবিশতি । হরৌ নগরং প্রবিশতি যদি,  
স রাজা তস্য হরৌমঙ্গলায় • মঙ্গলি মঙ্গলবিশিষ্টা কৃত্যং কৃতবান্ । উত ভোঃ তস্য হরোঃ  
প্রবেশলক্ষ্ম্যা নিজনতু মঙ্গলিকং মঙ্গলমুৎসাহভবৎ, তথা জগচ্চ মঙ্গলিকং  
মঙ্গলার্হং অভবৎ ॥ ২৩ ॥

অতএব জানিতে হইবে যে, পাণ্ডবদিগের উপর শ্রীকৃষ্ণের অনিশ্চরিত্রাণীকৃপা  
ছিল ॥ ২১ ॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণমিলনবশতঃ ব্রাহ্মণাদির নিকট হইতে, এবং নীত্যন্তসারে  
স্তুতি-পাঠকাদির নিকট হইতে “জয়, জয়” ইত্যাদি নানাবিধ আশীর্বাদ সকল  
সংগ্ৰহ করিয়াছিলেন, অথচ শ্রীকৃষ্ণ সকল লোকদিগকেই আশীর্বাদ দান করিয়া  
ছিলেন । ইহা অপেক্ষা আর কি তাঁহার সঙ্গুণ হইতে পারে ॥ ২২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলে, সেই ভূপতি যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের  
জন্তু মঙ্গলিক কার্যের অনুরোধ করিয়াছিলেন । হে ব্রজরাজ ! শ্রীকৃষ্ণের  
প্রবেশকরণ প্রার্থনাদ্বারা আপনাকে লক্ষ্য করিয়া তাহাই মঙ্গলরাশি তইয়াছিল,  
তাহাতে জগৎ পর্যন্ত মঙ্গললাভে উপযুক্ত পাত্র হইয়াছিল ॥ ২৩ ॥

বদেদ্রপ্রস্থায়ং নগরগাবশং কংসবিজয়ী  
 তদাশ্বেষাং বৃত্তং নিখিলমপি দূরে বিজয়তাম্ ।  
 অসূর্য্যাম্পশ্যাস্তা যদি সপাদি লোকাদপি হ্রিয়ং  
 ন জগ্মুঃ সঙ্কোচং ক কিল কতমং কঃ কলয়তু ॥ ২৪ ॥  
 বদাবরোধং প্রবিবেশ কেশবঃ  
 ক্ষিতীশ-পত্নীভিরিতং তদা বয়ম্ ।  
 দ্বিহিষ্ট বৃত্তাঃ শৃণুগঃ স্ম তদ্বচঃ  
 প্রত্যেকমন্ত্রং চ বহুভূমিত্যতঃ ॥ ২৫ ॥

তস্য নগরপবেশে নগরস্থানাং বৃত্তান্তং বর্ণয়তি—যদেতি । যদা কংসবিজয়ী কৃষ্ণ ইন্দ্র-  
 প্রস্থায়ং নগরং আবশং প্রবিষ্টঃ, তদা শ্বেষাং নগরানাং নিখিলং বৃত্তং বর্ত্তনমপি দূরে  
 বিজয়তাম্ ॥

তত্র কৈমুখ্যং বর্ণয়তি—অসূর্য্যামিত্যেতৎ । তা অসূর্য্যাম্পশ্যাঃ সূর্য্যাস্যগোচরা অপি স্ত্রিয়ো যদি  
 লোকাদপি হ্রিয়ং লজ্জাং ন জগ্মুঃ, তদা কো জনঃ কিল বার্ত্তিযাং । ক কুতঃ কতমং সঙ্কোচং কলয়তু  
 গুহ্যতু ॥ ২৪ ॥

ইমে রাজ্ঞঃ অন্তঃপুরপবেশে যদ্বৃত্তমভূৎ বর্ণয়তি—বদেতি । ক্ষিতীশপত্নীভিরদ্রৌপদ্যাভিঃ

যৎকালে কংসবিজয়ী শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে প্রবেশ করেন, তৎকালে অগ্নাত  
 নানবর্ণের কার্যাও দূরে থাক । দেখুন, অসূর্য্যাম্পশ্যা এই সমস্ত সূন্দরী নারী-  
 গণও যদি তৎকালে লোকলজ্জা না করিল, তাহা হইলে কোন ব্যক্তি, কোথায়  
 কিরূপ প্রকার আর সঙ্কোচ গ্রহণ করিতে পারিবে ? ॥ ২৪ ॥

যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীপ্রভৃতি রাজমহিষীগণদ্বারা পরিবেষ্টিত অন্তঃপুরের  
 মধ্যে প্রবেশ করেন, তৎকালে আমরা অন্তঃপুরের বহির্ভাগে অবস্থান করিয়া  
 রাজমহিষীদিগের অল্প অল্প কাথিত হইলেও সেই বাক্য উচ্চভাবে শ্রবণ করিয়া-  
 ছিলাম ॥ ২৫ ॥



পশ্য পশ্যেতি পশ্য ত্বমহমশ্রুতপরাহতা ।

বর্ষনষেতি বর্ষাণি পুষ্পলাজাদিগঙ্গলৈঃ ॥ ইতি ॥ ২৬ ॥

প্রেম্না বিমুক্তেষু স্ত্রেষু শূরজা

ভ্রাতৃশূরজস্য চকার লালনম্ ।

তস্মাস্তদাজ্জামুপলভ্য তদ্বধু-

বধুরূপাসেবত দেবতা ইব ॥ ২৭ ॥

ইহং সীমিতমবরোধমন্তঃপুরং কেশবঃ প্রবিবেশ । তদা বহিবৃত্তা অবরোধাৎ বাতস্তানগতা নমঃ  
তদ্বচঃ ক্ষিতীশপত্নীনাং বচঃ প্রত্যেকঃ অল্পমুক্তং বহুভুং চ শৃণুমঃ স্ম শ্রিতবন্তঃ ॥ ২৫ ॥

তাসাং তত্তদ্বাক্যং বর্ণয়তি—পশ্যেতি । ত্বং শ্রীকৃষ্ণং পশ্য পশ্য পশ্যেতি । ত্বমহমশ্রুতপরাহতা কতো  
দ্রষ্টং ন শরোমীতিভাবঃ । পুষ্পলাজাদিভিন্নগঙ্গলৈর্মঙ্গলভ্রুবৈ রূপলক্ষিতানি বর্ষাণি ত্বং বর্ষ বর্ষেতি,  
মমতু স্তম্ভ'ন্ন তত্র শক্তিরিতিভাবঃ ॥ ২৬ ॥

তদা কুন্ত্যাঃ প্রেমকাষাং বর্ণয়তি—প্রেম্নেতি । প্রেম্না বিমুক্তেষু স্তরূপায়েষু তেষু যুধিষ্ঠিরাদিষু  
সংস্র শূরজা শূরকন্তা কুন্তী ভ্রাতৃশূরদেবস্তু তনুজস্য কুন্তয়া লালনঃ পুত্রো চ তং ব্যাপারং চকার ।  
তদাচ তস্যাঃ কুন্ত্যা আজ্জামুপলভ্য বিবধ্য তদ্বধূদৌপদৌ বধুঃ কৃষ্ণবীপ্রভৃতীকুপাসেবত শুক্রধাম-  
করোং, যথা দেবতা উপাসেবতে ॥ ২৭ ॥

তঁাহাদের এইরূপ কথা হইতে লাগিল । তুমি শ্রীকৃষ্ণকে দেখ--দেখ--  
দেখ । আমার চক্ষু অশ্রুজল প্রাবিত হইয়াছে । এই কারণে আমি দেখিতে  
সক্ষম নহি । পুষ্প এবং লাজ ( থই ) প্রভৃতি মঙ্গলিক দ্রব্যসমূহদ্বারা বৃষ্টির  
মত তুমি বর্ষণ কর—বর্ষণ কর । জড়ভাব উপস্থিত হওয়াতে আমার পুষ্পাদি  
বর্ষণে ক্ষমতা নাই ॥ ২৬ ॥

যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি নিজ পুত্রগণ প্রেমে মুগ্ধ হইলে, শূরকন্তা কুন্তী ভ্রাতা  
বনুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণের লালন পালন, অর্থাৎ পত্রোচিত কার্য্য করিতে লাগি-  
লেন । তৎকালে কুন্তীর আজ্ঞা জানিতে পারিয়া তদীয় বধু দৌপদী দেবতাদিগের  
আয় কৃষ্ণবীপ্রভৃতি কৃষ্ণকামিনীদিগের সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

তদেতদন্তর্বংশিকানাং শংসিতং কর্ণাবতংসিতং বিধায়  
তদ্বারা তদনুজ্ঞামাদায় চ শীঘ্রমাগচ্ছাব ইতি তয়োদুতয়োঃ  
কথা ॥ ২৮ ॥

অথ দূতান্তরয়োঃ ;—

তদেবং নিত্যমেব শ্রদ্ধাবদ্ধাচ্চিততয়া নূতনাগতিকৃতীব  
সতি দিনানি কতিচিৎসতি চ তত্র বিষ্ণুরশ্রবসি কদাচিৎপ-  
বিষ্ণুতয়া তেষাং শিষ্টসমুদয়বিশিষ্টাং সভাং ভাসয়ন্ ভ্রাতৃভি-  
বেষ্টিতঃ স্তভগচেষ্টিতঃ স্থিরঃ স তু যুধিষ্ঠিরস্তদিদং নিবেদয়া-  
মাস ॥ ২৯ ॥

ততো যদ্ব্যন্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—তদেতদতিগদ্যেন । অন্তঃপুৰাধ্যক্ষাণাং  
শংসিতং কথিতং কর্ণাবতংসিতং কর্ণভূষিতং বিধায়, তদ্বারা অন্তঃপুৰাধ্যক্ষদ্বারা তদনুজ্ঞাং  
শ্রীকৃষ্ণানুমতিং আদায় গৃহীত্বাচ শীঘ্রমাবাগচ্ছাব ইতি ॥ ২৮ ॥

অথ দূতান্তরয়োঃ কথাং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন । শ্রদ্ধাবদ্ধাচ্চিততয়া শ্রদ্ধয়া বদ্ধমচ্চিত্তং  
অর্চনং যত্র তদ্ভাবতয়া নূতনা যা আগতিরাগমনং তদিব সতি কিয়ন্তি দিবসানি বসতি সতি  
বিষ্ণুরশ্রবসি শ্রীকৃষ্ণে তত্র কদাচিৎপবিষ্ণুতয়া তেষাং সখানাং মধ্যে সতু যুধিষ্ঠির স্তদিদং নিবেদয়া-  
মাসেত্যর্থঃ । স কিস্তুতঃ শিষ্টসমুদয়েন বিশিষ্টাং সভাং প্রকাশয়ন্ ভ্রাতৃভির্ভ্রাতৃভির্বেষ্টিতঃ সন্

অন্তঃপুরের অধ্যক্ষদিগের এইরূপ কথা কর্ণাভরণ করিয়া ( অর্থাৎ শুনিয়া )  
এবং অন্তঃপুরাধ্যক্ষ-লোকদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি লইয়া আমরা দুইজনে শীঘ্র  
আসিতেছি । ইহাই উক্ত দূতদ্বয়ের কথা জানিবেন ॥ ২৮ ॥

অতঃপর অত্র দূতদ্বয়ের কথা বর্ণিত হইতেছে । অতএব এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ  
নিতাই শ্রদ্ধানিবদ্ধ অর্চনা-পূর্বক, যেন নূতন সমাগমকারী ব্যক্তির মত কতিপয়  
দিবস ঐ স্থানে বাস করিলে, একদা তিনি উপবেশন করিয়া পাণ্ডবদিগের সাধুজন-  
সম্বলিত সভাকে পরিশোভিত করিলেন । তৎপরে সন্দরচরিত্র এবং ধীরপ্রকৃতি  
সেই যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পরিবেষ্টিত হইয়া এইরূপ বিষয় নিবেদন  
করিলেন ॥ ২৯ ॥

পূর্বাভিপ্ৰায়বেক্ষ্যমানপারমেষ্ঠ্যকামনাং তু ন বচসি  
রচয়ামাস ॥ ৩০ ॥

নিবেদনং যথা ;—

সর্বতাপ-প্রাণেয় ! শ্রীগম্মাতুলেয় ! কিমপি চাপলমব-  
লম্বিতুমাজ্ঞা-বলং বলয়িতুমিচ্ছামি ॥ ৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—কামমাজ্ঞাপ্যতাম্ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ ;—

বিভূতিস্তব দেবাদ্যা মম কুর্বদ্বিমাভ্রজা ।

তথাপি তাং যিযক্ষামি তৎ সম্পাদয় মে প্রভো ! ॥ ৩২ ॥

অন্তর্গচ্ছতি তঃ শোভনাচরিতঃ স্থিরঃ চাক্ষর্যাহিতঃ । পূর্বাভিপ্ৰায়েণ বেষ্ট্যমানঃ অভিলষিতং  
পারমেষ্ঠ্যং তন্ত্ৰ কামতাং তুষ্ণতাং বচসি ন রচয়ামাস উদ্ঘাটিতবান্ ॥ ২৯—৩০ ॥

তন্নিবেদনং বর্ণয়তি—সর্বতাপেতিগদ্যেন । সর্বতাপপ্রাণেয় ! সর্বতাপশীতলকারক ! হে  
মাতুলপুত্র ! কিমপি চাপলং চাক্ষর্যং অবলম্বিতুমাশ্রয়িতুং তব আজ্ঞাবলং বলয়িতুং গ্রহীতুং  
কাময়ে ॥ ৩১ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণযুধিষ্ঠিরয়োর্বাক্যো বাক্যং বর্ণয়তি । তত্র শ্রীকৃষ্ণবাক্যানন্তরঃ যুধিষ্ঠির উবাচ—  
দেবাদ্যাঃ সর্বং তব বিভূতিঃ, মম কুর্বাণং অর্দ্ধমাত্রজা বিভূতিঃ যিযক্ষামি যষ্টমিচ্ছামি, হে প্রভো !  
তৎ যজ্ঞনং মে মম সংপাদয় ॥ ৩২ ॥

পূর্বের অভিপ্রায়সম্বলিত পরমেষ্ঠিভাবের বাসনা, কিন্তু বাক্যদ্বারা প্রকাশ  
করা নাই ॥ ৩০ ॥

নিবেদন যথা—হে সর্বতাপশীতলকারক ! হে মাতুল-পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ! আমি  
কোনরূপ চাপল্য অবলম্বন করিয়া তোমার অনুমতির বল লইতে প্রার্থনা  
করিতেছি ॥ ৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যদুচ্ছাক্রমে আজ্ঞা করুন । যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেবতা  
প্রভৃতি সমস্তই তোমার বৈভব স্বরূপ । আমার এবং কৌরবদিগের কেবল  
অর্দ্ধমাত্র বৈভব । তথাপি আমি তোমাকেই “যজ্ঞেশ্বর” করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন  
করিতে ইচ্ছা করিতেছি । হে প্রভো ! তুমি আমার তাহা সম্পাদন কর ॥ ৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—ধর্মস্বতন্ত্র্য তব সর্বমিচ্ছামস্ম্য শাস্ত্রণা  
সম্পৎস্বত এব ! কিন্তু কতমেন সাধকতমেন তন্নি-  
রূপ্যতাম্ ॥ ৩৩ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ;—

প্রীণাতি রাজসূয়েন ত্রিলোকীতি সতাং মতম্ ।

যদস্তু ক্রতুরাজস্বমপি বেদেন গীয়তে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ সস্মিতমুবাচ—রাজন্ ! বেদবিনাশকান্ বিনা  
বিশ্বেহপি মৎপ্রীতিমন্তঃ পরামৃশ্যন্তে । মন্তর্পণাদেব (ক)  
দেবতাদয়ন্তে লব্ধবিস্তৃপ্তা তৃপ্তা স্পৃশ্যন্তে চ । তস্মান্নিত্যং  
মন্তৃপ্তিং কুর্স্বতাং ভবতাং তন্তৃপ্তির্নাপূর্স্বতাংহিতি । তথাপি  
যদি রাজসূয়েন চ সা তত্র ভবন্তিরিষ্যতে তদা তেনাপি সন্ত-

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—সর্বমিচ্ছামস্ম্য ইচ্ছাতাৎপরাং শাস্ত্রণা স্বপেন সম্পৎস্বত এব :কতমেন  
যজনেন ॥ ৩৩ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ—প্রীণাতি, সূগমম্ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—বেদবিনাশকান্ পাশুপ্রায়ান্ বিধে সর্বেহপি কীবাঃ লব্ধবিস্তৃপ্তা তৃপ্তা  
স্পৃশ্যন্তে সাং হেযাং তৃপ্তিঃ তত্রভবিতিঃ পূজ্যিরিষ্যতে, তেনাপি রাজসূয়েনাপি সন্তুষ্টয়েত নিকোৎ, তথাপি  
অনেকসমুদ্বাপেক্ষহেহপি সুসিদ্ধকরং সন্তুষ্টু সিদ্ধং করোতীতি তৎ ভবিতা, অশ্বেনমহারাজেন ইব ন  
হুঃসিদ্ধাকরং ভবিতা, কিন্তু স্বতন্ত্র্যমপি ভবিতা তত্র রাজসূয়ে মাং স্বতাকুর্স্বাত আনুকূল্যেন মাং

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির । আপনার ইচ্ছার তাৎপর্যা, পরম সুখেই  
সম্পন্ন হইবে । কিন্তু কিরূপ প্রকার যজন কার্য্যদ্বারা সম্পন্ন হইবে ইহাই  
নিরূপণ করা কর্তব্য ॥ ৩৩ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজসূয়-যজ্ঞদ্বারা ত্রিভুবন সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, ইহাই  
পণ্ডিতদিগের মত । কারণ, রাজসূয়-যজ্ঞ যে, যজ্ঞের রাজা, ইহাও বেদে কীর্তিত  
হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মন্দ হাস্তে বলিতে লাগিলেন । মহারাজ ! 'বেদবিনাশকারিজনগণ

য়তে । (ক) তথাপি সুসিদ্ধক্ষরং ভবিতা নাত্মেনেব দুঃসিদ্ধক্ষরং ।  
কিন্তু সুখান্তরমপি তত্র মাং সুখাকুব্বীত । যস্মাদেব চ  
ত্রিলোকীমপি তব কীর্তিচন্দ্রিকা ত্যক্ততন্দ্রিকা নন্দয়িষ্যতি ।

তদুপকরণং চ ভবদন্তঃকরণানুরূপমেব(খ)তুপতামাপ্স্যতি ।  
প্রৌঢ়িমপি ব্যাটীকরোমি ॥ ৩৫ ॥

ভবান্ সুখয়তু । তাক্ততন্দ্রিকা তাক্তা তন্দ্রিগানির্ঘস্তাং সা কীর্তিচন্দ্রিকা ত্রিলোকীমপি আনন্দয়িষ্যতি  
কিমুত মাং, ভবতো যদন্তঃকরণমভিপ্রায় স্তদনুরূপমেব তুপতাং রাশিরূপতাং প্রাপ্স্যতি ।  
যত্রোপকরণে প্রৌঢ়িঃ উৎসাহঃ অধ্যবসায়স্বা ব্যাটীকরোমি অতিনমস্কাঃ করোমি ॥ ৩৫ ॥

ব্যতিরেকে আর সমস্ত জীবই আমার প্রিয়পাত্র বলিয়া কথিত । আমাকে সন্তুষ্ট  
করিলেই সেই সমস্ত দেবতাগণ সবিস্তারে তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন ।  
অতএব আপনারা নিত্যই আমাকে তৃপ্ত করেন বলিয়া, আপনাদের সেই তৃপ্তি  
কখনই অপূর্ণ্ণভাব ধারণ করিতে পারে না (গ) । তাহা হইলেও যদি পূজ্যপাদ  
মহোদয়গণ রাজস্বয়-যজ্ঞদ্বারা আমার তৃপ্তি সাধন করেন, তাহা হইলে রাজস্বয়-  
দ্বারাই সেই তৃপ্তি সিদ্ধ হইবে । যদিচ এই যজ্ঞে প্রচুর সম্পত্তির আবশ্যকতা  
আছে । তথাপি ইহা আমাদের সুসম্পন্ন হইবে অস্ত্রাত্ম মহারাজের যেরূপ এই রাজ-  
স্বয়-যজ্ঞ করিতে কষ্ট পাইতে হয়, আপনার পক্ষে সেইরূপ দুঃসাধ্য (কষ্টসাধ্য)  
হইবে না । কিন্তু এই যজ্ঞে অস্ত্র প্রকার সুখও ঘটবে । রাজস্বয়-যজ্ঞে সেই  
সুখবিশেষদ্বারা আনুকূল্যের সহিত আমারও সুখ ঘটবে । কারণ, আপনার  
মানি শূত্র কীর্তিরূপ কৌমুদী ত্রিভুবন পর্য্যন্ত আনন্দিত করিবে । সুতরাং  
আমাকে যে আনন্দিত করিবে, ইহা বিচিত্র নহে । যজ্ঞের উপকরণও আপ-  
নাদের অস্তঃকরণের অনুরূপভাবে রাশীকৃত হইবে । ঐরূপ উপকরণে আমি  
উৎসাহ অথবা অধ্যবসায় অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী করিতেছি ॥ ৩৫ ॥

(ক) তদপি । ইত্যানন্দ বৃন্দাবন গৌর পাঠঃ ।

(খ) তুপতামিতি বৃন্দাবনপাঠঃ ।

(গ) কৃষ্ণের তৃপ্তি সাধনেই দেবগণের তৃপ্তি, সুতরাং পূর্বে যে দেবগণের তৃপ্তি হয় নাই  
এমত বলা যাইতে পারে না ।

দ্বিষঃ ক্ষয্যা নৃপা জয্যাঃ সৰ্বৈ ক্রয্যাস্তবাববন্ ।

অলং ভাবয় সম্ভারানারস্তান্ কুরুতাং ক্রতোঃ ॥

ইতি ॥ ৩৬ ॥

তদেবং রাজানং নিজতেজসা প্রাজ্যং বিরাজ্য পুনরেতে  
তে ভ্রাতরো লোকালোকাধিপতিমূৰ্দ্ধয় ইতি বাগর্থময়েন চ  
তেন তদ্ভাতৃনু সমর্দ্ধয়ামাস ॥ ৩৭ ॥

অথ রাজাপি হরেস্তেন তেজসা ফুল্লমুখকমলস্তল্লক্ষণেন  
সহজবর্গেণ সহ সহসা সমুল্লসন্ জগৎকমলালয়ামেবাত্মনি  
বাসয়ল্লক্ষ্যতে স্ম । তথা লক্ষ্যমাণেন চ তেন তে নিজ-সহজা

তং হৃদিকঙ্করত্বং বর্ণয়তি—দ্বিষ ইতি । দ্বিষঃ শত্রবঃ ক্ষয্যা নাশবিষয়া স্তবাববন্ এবং  
নৃপা রাজানো জয্যা জয়বিষয়া অস্তে সৰ্বৈ ক্রয্যা বশা অভবন্ অতঃ সম্ভারান্ অলমতিশয়েন  
ভাবয় সম্পাদয় ক্রতোৱারস্তান্ কুরুতাং আশিষি লোট্ ॥ ৩৬ ॥

তত্রোপায়ান্তরং বহিহিতবান্ তদ্বর্ণয়তি—তদেবমতিগদ্যেন । প্রাজ্যং শ্রেষ্ঠং বিরাজ্য বিশেষেণ  
ব্রাজয়িত্বা এতে ভীমাদয়ঃ লোকা জনা লোকাধিপতিমূৰ্দ্ধয়ঃ লোকাধিপতীনাং বাহিলাদীনাং  
মূৰ্দ্ধয় ইতি বাগর্থময়েন বাচোর্থস্য কাৰ্য্যস্য প্রাচুৰ্য্যং যেন তেন নিজতেজসা সমর্দ্ধয়ামাস বর্দ্ধিত-  
বান্ ॥ ৩৭ ॥

ততো বহুতঃ জাতং তদ্বর্ণয়তি—অধেতিগদ্যেন । রাজা যুধিষ্ঠিরোহপি ফুল্লং মুখকমলং যন্ত  
সঃ তল্লক্ষণেন তন্ত হরে স্তেজসো লক্ষণং চিহ্নং যত্র তেন সহজবর্গেণ ভ্রাতৃসমূহেন সহ সহসা  
ঋটিতি সমুল্লসন্ জগৎকমলালয়ং জগল্লগ্নীঃ আত্মনি বাসয়ল্লব জনৈর্লক্ষ্যতে স্ম দৃষ্টা বভূব ॥

এই যজ্ঞে আপনি সমস্ত শত্রু ধ্বংস করিতে পারিবেন, সমস্ত ভূপতিদিগকে  
জয় করিতে পারিবেন ; এবং অপরাপর সকলকেই বশীভূত করিতে পারিবেন ;  
অতএব আপনি সম্পূর্ণরূপে উদ্ভোগ করুন, এবং যজ্ঞের আয়োজন করুন ॥ ৩৬ ॥

অতএব এইরূপে তিনি সৰ্ব্বগুণশ্রেষ্ঠ ভূপতি যুধিষ্ঠিরকে নিজতেজস্বী  
বিশেষরূপে বিরাজিত করিলেন । তৎপরে পুনরায় ভীমাদি ভ্রাতৃগণ ইন্দ্র বায়ু-  
প্রভৃতি লোকপালের নতন মূর্তি ধারণ করিলেন । অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ প্রচুর বাক্য  
এবং কাৰ্য্যযুক্ত স্বকীয় দৌণ্ডিধ্যারা ঐ সকল ভ্রাতৃদিগকে সমর্দ্ধনা করিলেন ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের তেজোঘারা ভূপতি যুধিষ্ঠিরেরও মুখপদ্ম প্রফুল্ল হইয়া

দিগ্বিজয়ায় নিযুক্ত্যন্তে স্ম । নিযুক্ত্যমানাশ্চ তে তদানুকূল্যা-  
গ্রহৈঃ স্বয়ং শান্ত্যবিগ্রহৈস্তত্তদগধিপগ্রহৈরপি প্রাক্ পূজ্যন্তে  
স্ম ।

কিমূত তত্তদধিপনরৈঃ । তদেবং স্থিতে দ্রুতমাবয়োঃ  
প্রস্থিতে ন জাতমিতি ॥ ৩৮ ॥

অগান্ধ্যাবাগত্য কথাবশেষমুচ্যতুঃ— ॥ ৩৯ ॥

দিগ্জয়ায় গতা যে তু যুধিষ্ঠিরজঘন্তজাঃ ।

আগম্য জ্যায়সে তস্মৈ তে তং তৎকথ্যার্পয়ন্ ॥ ৪০ ॥

তথা লক্ষ্যমাণেন জগলক্ষ্ম্যা বাসতয়া দৃষ্টমানেন তেন রাজ্ঞা তে নিজভ্রাতরো নিযোজিতাঃ, তদানু-  
কূল্যাগ্রহৈঃ তস্ত রাজ্ঞ আনুকূল্যে আগ্রহো যেযাং তৈঃ, স্বয়ং শান্ত্যবিগ্রহৈঃ জনৈ স্তথা তত্তদগধিপ-  
গ্রহৈরিন্দ্ৰাদিভিরপি প্রাক্ পূজিতাঃ তত্তদধিপনরৈস্তত্তদগধিপাং স্বামিভিঃ । দ্রুতং শীঘ্রং আবয়োঃ  
প্রস্থিতেন ভাবে প্রত্যয়ঃ । প্রস্থানং জাতম্ ॥ ৩৮ ॥

ততো যদ্বৃন্তমভূত্ত্বর্ণয়তি—অর্থেন গদ্যেন, অগমম্ ॥ ৩৯ ॥

তয়োর্বাক্যং বর্ণয়তি—দিগ্জয়ায়তি । যুধিষ্ঠিরস্ত জঘন্তজাঃ কনিষ্ঠাঃ জ্যায়সে জ্যোষ্ঠায় তস্মৈ  
তৎকথয়া যুদ্ধাদিকথয়া সহ তং দিগ্জয়লক্ষ্মণার্থমার্পয়ন্ দদুঃ ॥ ৪০ ॥

উঠিল । তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের দীপ্তি-চিহ্নিত ভ্রাতৃবৎসর সহিত সহসা উল্লাসিত  
হইয়া, অধিক কি, জগলক্ষ্মীকেও আপনাতে বাস করাইলেন । সকল লোকও  
তাঁহা দেখিতে লাগিল । যখন সকলেই লক্ষ্য করিল যে, তাঁহাতে জগলক্ষ্মী  
বাস করিতেছে, তখন তিনি দিগ্‌বিজয়ের জন্ত নিজ ভ্রাতাদিগকে নিবৃত্ত করি-  
লেন । ভ্রাতৃগণ দিগ্‌বিজয়ে নিবৃত্ত হইলে, রাজার আনুকূল্য করিতে যাঁহাদের  
আগ্রহ ছিল, অথচ স্বয়ং শান্ত্যমূর্ত্তি, সেই ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ, পূর্বে তাঁহাদিগকে  
( ভীমাদিকে ) পূজা করিলেন । ইন্দ্র, বহু, যমপ্রভৃতি দিক্‌পালগণ যাঁহাদিগকে  
পূজা করিলেন, তত্ত্বৎদিকের অধিপতি মানবগণ যে তাঁহাদের পূজা করিবেন,  
তদ্বিষয়ে আর অধিক কি বলিব । এইরূপ ঘটনা ঘটিবার পরই আমরা দুইজনে  
শীঘ্র আসিয়াছি ॥ ৩৮ ॥

তৎপর আর দুইজন দূত আসিয়া কথার অবশিষ্ট বিষয় বলিতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥

যুধিষ্ঠিরের যে সকল কনিষ্ঠ-ভ্রাতা দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহারা

তত্রাশিক্ষয়া দূরাং ত্যক্তে কৃৎস্ত মাগধে ।

তেনোদ্ধবস্ত্র মন্ত্রেণ নৃপশ্রোদ্ধবমাচরং ॥ ৪১ ॥

নৃপতিরপ্যমাবুদ্ধববদ্বুদ্ধতৎপ্রভাব ইতি ॥ ৪২ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ? ।

দূতাবূচতুঃ—ততঃ কথয়িতুং লজ্জাবহে শঙ্কাবহে চ ॥ ৪৩ ॥

তত্রাপি শ্রীকৃষ্ণবৃত্তান্তঃ বর্ণয়তি—তত্রৈতি । তত্র দিগ্ভ্রজে অশিক্ষয়া মাগধে: জরাসন্ধে দূরাং ত্যক্তে সতি কৃষ্ণ উদ্ধবস্ত্র তেন মন্ত্রেণ উদ্ধবঃ হৃষমাচরং ॥ ৪১ ॥

ননু, তেন তন্নয়শ্রবণেনৈব রাজঃ কথং হবো জাতঃ তত্রাহ—নৃপতিরিত্যাদ্যেন ॥ অসৌ রাজাপি উদ্ধববৎ বুদ্ধো জাত স্তস্ত শ্রীকৃষ্ণস্ত প্রভাবো যেন সঃ, অত স্তদ্বাচা হবো জাত ইতি ॥ ৪২ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরঃ দূতাবূচতুঃ । তদূতবাক্যং বর্ণয়তি—তত ইতি । তত স্তদনন্তরং লজ্জাবহে শঙ্কাবহে, লজ্জাং শঙ্কাং ধারয়াবঃ ॥ ৪৩ ॥

সকলে আসিয়া, যুদ্ধাদিবটনার উল্লেখপূর্বক, দিগ্‌বিজয়-লক্ষধন সেই জ্যোষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ করিলেন ॥ ৪০ ॥

সেই দিগ্‌বিজয় উপলক্ষে নিজের শিক্ষাহেতু মগধদেশাধিপতি জরাসন্ধকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের সেই মন্ত্রণা দ্বারা ভূপতির উৎসব করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

উদ্ধব যেরূপ কৃষ্ণমাহাত্ম্য অবগত ছিলেন, সেইরূপ রাজা যুধিষ্ঠিরও কৃষ্ণের মাহাত্ম্য অবগত হইয়াছিলেন । এইহেতু তাঁহার বাক্যে নিজের আনন্দ জন্মিয়াছিল ॥ ৪২ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর ! দূতদ্বয় বলিল, তারপর আমরা দুই জনে বলিতে লজ্জিত এবং সঙ্কিত হইতেছি ॥ ৪৩ ॥



ସତଃ ;—

ଭୀମସେନୋଽର୍ଜୁନଃ କୃଷ୍ଣେଽବ୍ରାହ୍ମଣେଷ୍ଠରାଜ୍ୟଃ (କ) ।

ଜଗ୍ମୁର୍ଗିରି-ବ୍ରଜଂ ତାତ ! ବୃହଦ୍ରଥ-ସ୍ତତୋ ସତଃ ॥ ୫୫ ॥

ବ୍ରଜରାଜଃ ସଭୟମୁବାଚ—ତତସ୍ତତଃ ? ।

ଦୂତାବୁଚତୁଃ—ତତ ଆବାମାଗତାବେବ ॥ ୫୬ ॥

ତଦେବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣପ୍ରଥୟା ତତ୍ତ୍ୱକଥୟା କତିପୟେଷୁ ସମୟଚୟେଷୁ  
ବିସରନ୍ତୟେଷୁ ପୁନରନ୍ୟାବାଗତ୍ୟ କଥୟାମାସତୁଃ ।—ଶ୍ରୀମଦ୍ବ୍ରଜରାଜ !  
ମା ସ୍ୟ ସ୍ୱୟମୁଦ୍ଦିଗ୍ଧଧ୍ୱଂ । ଜରାସନ୍ଧଃ ଧନୁ ଧ୍ୱଂସମାସବାବିତି ।  
ସର୍ବେ ପ୍ରୋଚୁଃ—କଥ୍ୟାତାଂ ତଥ୍ୟଂ କଥ୍ୟାତାମ୍ ॥ ୫୭ ॥

ତତ୍ତ୍ୱ କାରଣଂ ସନ୍ତତ୍ତ୍ୱର୍ଣ୍ଣୟତି—ଭୀମେତି । ଏତନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଭାଗବତୀୟପଦ୍ୟ । ତାତ ! ହେ ପରୀକ୍ଷିତ !  
ଗିରିବ୍ରଜଂ ତଦ୍ଦାସହାନଂ ସତୋ ସତ୍ର ବୃହଦ୍ରଥସ୍ତତୋ ଜରାସନ୍ଧ ଆସୀତ ॥ ୫୫ ॥

ତତୋ ବ୍ରଜରାଜସ୍ତା ସଭୟପ୍ରଶ୍ନାନନ୍ତରଂ ଦୂତାବୁଚତୁଃ—ତତ ଆବାମିତି ॥ ୫୬ ॥

ତତୋ ସଦ୍ବୃତ୍ତମଭୂତଦ୍ୱର୍ଣ୍ଣୟତି—ତଦେବମିତିଗଦ୍ୟେନ । ଲକ୍ଷ୍ମଣପ୍ରଥୟା ଲକ୍ଷ୍ମଣା ପ୍ରଥା ବିସ୍ତାରେ । ସତ୍ରା ସ୍ତୟା  
ତତ୍ରା ତାଦୃକ୍ ହତା କୃଷ୍ଣଂ କଥୟା ବିସରନ୍ତୟେଷୁ ବିସରତ୍ ସନ୍ନିଚ୍ଛନ୍ନମାନଃ ଭୟଂ ସତ୍ରା ତେଷୁ ସଂସ୍ମ, ପୁନରନ୍ତୋ  
ଦୂତାବୁଚତୁଃ—ଉଦ୍ଦିଗ୍ଧଧ୍ୱଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଃ ନ କୁରୁତ ॥ ୫୭ ॥

ଏହି ସ୍ଥାନେ ଭାଗବତର ( ୧୦।୧୨।୧୬ ) ଶ୍ଳୋକ ଉଦ୍ଧୃତ ହୁଅଇଛି । ଯଥା—  
“ହେ ତାତ ! ପରୀକ୍ଷିତ ! ସେ ସ୍ଥାନେ ବୃହଦ୍ରଥର ପୁତ୍ର ଜରାସନ୍ଧ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲ, ଭୀମ,  
ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ତିନିଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣେର ବେଶ ଓ ଚିହ୍ନାଦି ଧାରଣ କରିয়া ସେହି  
ଗିରିବ୍ରଜନାମକ ଜରାସନ୍ଧେର ବାସସ୍ଥାନେ ଗମନ କରିয়া ଥିଲେ ॥ ୫୫ ॥

ବ୍ରଜରାଜ ସଭୟେ ବଳିତେ ଲାଗିଲେ, ତାରପର ତାରପର । ଦୂତଦ୍ୱୟ ବଳିତ, ତାର  
ପରେହି ଆମରା ହୁଅ ଜଣେ ଆସିଯାହି ॥ ୫୬ ॥

ଅତଏବ ଏହିରୂପେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ କଥାଦ୍ୱାରା ଭୟର ସହିତ କିମ୍ବଦ-  
କାଳ ଅତୀତ ହୁଅଇ, ପୁନଃକାର ଅଗ୍ର ହୁଅଇଜନ ଦୂତ ଆସିଯା ବଳିତେ ଲାଗିଲ । ହେ  
ଶ୍ରୀମନ୍ ! ବ୍ରଜରାଜ ! ଆପନାରା ଉଦ୍ଦିଗ୍ଧ ହୁଅଇବେନ ନା । ଜରାସନ୍ଧ ନିଶ୍ଚୟହି ଧ୍ୱଂସ-  
ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅଇଛି । ସକଳେ ବଳିତେ ଲାଗିଲ, ସତ୍ୟା ସତ୍ୟା ବଳ, ସତ୍ୟା ବିଷୟ ବଳ ॥ ୫୭ ॥

( କ ) ବ୍ରହ୍ମଲିଙ୍ଗଧରାଃ । ଇତି ଭାଗବତପାଠାନ୍ତରଂ ଦୃଶ୍ୟତେ ।

দূতাব্চতুঃ ;—

যদা যযুত্রাক্ষণানাং বেমেণামী তদা জনৈঃ ।

পৰ্বতব্রজদেশস্থৈঃ শীলেনাপি তথা মতাঃ ॥ ৪৭ ॥

যথা ;—

স্বত্বাখ্যং যজ্ঞসূত্রং পৃথুশ্চিরুচিভাগূর্দ্ধপুণ্ড্রং সূধৌত-

শ্বেতাভং বস্ত্রযুগ্মং লঘুলিপিবলিতং পুস্তমৰ্ভং চ দৰ্ভং ।

গচ্ছন্তস্তত্র তত্র প্রসরদুপনিষন্মুখ্যবেদাগ্রজিহ্বাঃ

কৃষ্ণচ্ছাত্রদ্বিকা স্তে ত্রিতয়নরবরালোকপূজামবাপুঃ ॥ ৪৮ ॥

ততঃ সৰ্বেষাং প্রম্মানস্তরং দূতাব্চতুঃ—যদেতি । অমী ভীমাদয়ো ব্রাহ্মণবেষেন যদা আযু-  
স্তদা গিরিব্রজদেশস্থজৈনৈঃ শীলেন স্বভাবেনাপি তথা ব্রাহ্মণা মতাঃ বৃদ্ধাঃ ॥ ৪৭ ॥

তথাহং বর্ণয়তি—ধূহেতি । অখ্যং যজ্ঞসূত্রং ধূহা তথা পৃথুস্থলং শুচিঃ শুদ্ধং তীর্থমৃত্তিকা-  
রচিতং রুচিভাক্ কাস্তিযুক্তং উর্দ্ধপুণ্ড্রং ধূহা তথা সূধৌতস্তরবর্ণং বস্ত্রযুগ্মং ধূহা তথা লঘুলিপি-  
বলিতং হৃদ্যাক্ষরকল্পিতং পুস্তকং ধূহা তথা অৰ্ভং নবীনং দৰ্ভং অর্থাৎ কুশাসূরীঃ ধূহা তত্র তত্র  
গিরিব্রজনগরে গচ্ছন্তঃ । প্রসরদুপনিষন্মুখ্যবেদাগ্রজিহ্বাঃ প্রসরন্তঃ ক্ষরন্ত উপনিষন্মুখ্যা বেদা  
অগ্রে যাসাং এবস্তৃত্তা জিহ্বা যেষাং তে কৃষ্ণচ্ছাত্রদ্বিকাঃ কৃষ্ণশ্চরৌ ভীমার্জুনৌ যত্র তে ত্রিতয়নর-  
বরণাং এয়াণাং পুরকা নরশ্রেষ্ঠা লোকানাং পূজামবাপুঃ ॥ ৪৮ ॥

দূতদ্বয় বলিতে লাগিল, যৎকালে ভীম, অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের বেশে  
গিরিব্রজে গমন করেন ; তৎকালে গিরিব্রজবাসিমানবগণ ( বেশের কথা কি  
বলিব ) স্বভাবেও তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥

তাঁহারা তিন জনে উৎকৃষ্ট যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়াছিলেন । তাঁহারা স্থল এবং  
তীর্থমৃত্তিকা-নির্মিত, সুন্দর উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়াছিলেন । তাহারা ধৌত এবং  
শ্বেতবর্ণ বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়াছিলেন । তিন জনেরই হস্তে হৃদ্য অক্ষরযুক্ত  
পুস্তক বিস্ত্রমান ছিল । তিন জনেই কুশাসূরী ধারণ করিয়াছিলেন । গিরিব্রজ-  
নগরের যে যে স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানেই তাঁহাদের রসনা  
হইতে উপনিষৎপ্রধান বেদ সকল নির্গলিত হইতে লাগিল । তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ  
শুরু হইলেন, ভীম এবং অর্জুন উভয়েই তাঁহার ছাত্র হইল । এইরূপে তিন জন,  
নরশ্রেষ্ঠ জনগণের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

ব্রজসদসঃ সহাসং পপ্রচ্ছুঃ—ভীমশ্চ ভক্ষ্যন্তু বহেব  
লক্ষ্যতে । তৎকথং সম্পন্নং তাবদন্নম্ ॥ ৪৯ ॥

দূতৌ চ হসন্তৌ শশংসতুঃ—তশ্চ দেহমেব তদর্থং দাতৃষু  
তদেহগানমিবাসীৎ । তদ্বিবরণকৌতুকমাস্তাম্ ॥ ৫০ ॥

তে তু ক্রমগত্যা মাগধান্ গত্বা তু গিরিব্রজনাগরজনলক্-  
সভাঃ শ্রক্চন্দনাদিমত্নাদত্যপূর্ববশেষধরা বিদ্যাধরা ইব তত্র  
বিহরন্তি স্ম ॥ ৫১ ॥

লোকপূজামবাপুরিতানেন ভোজনং প্রাপ্তং তত্র সন্ধিহমানা ব্রজসখাঃ সহাসং যৎ পপ্রচ্ছ  
স্তদ্বর্ণয়তি—ব্রজেতিগদ্যেন । অত্র গিরিব্রজগৃহস্থেষু তাবৎ সম্পন্নম্ ॥ ৪৯ ॥

ততো দূতাবুচতুঃ—তশ্চ ভীমশ্চ দেহমেব তদর্থং বহুভক্ষ্যলাভার্থং দাতৃষু তদা ঈহমানঃ চেষ্টাকৃদিব  
আসীৎ । তশ্চ বৃহদেহানুসারেণ তে ভক্ষ্যং দদুঃ । তশ্চ বিবরণকৌতুকমাস্তাং তিষ্ঠতু ॥ ৫০ ॥

তেতু ব্রাক্ষণবশেষধরাঃ ক্রমগমনেন মাগধান্ দেশান্ গত্বা গিরিব্রজে যে নগরজনা স্তৈলক্-  
পূজা যাঃ সভাঃ বিদ্যমানতা যেষাং তে তথা শ্রক্চন্দনাদিমত্নাৎ শ্রক্ পুষ্পমালা সাচ চন্দনাদিশ্চ  
তাভ্যাং বিশিষ্টত্বাৎ হুচিত্রবশেষবিশিষ্টাঃ ॥ ৫১ ॥

ব্রজরাজের সভাসদগণ সহাস্তে জিজ্ঞাসা করিল, ভীমের খাণ্ড সর্বত্রই প্রচুর  
লক্ষিত হইয়া থাকে । তবে কিরূপে তাঁহার খাণ্ড সম্পন্ন হইয়াছিল ॥ ৪৯ ॥

দূতদ্বয় হাসিতে হাসিতে বলিল, বহু খাণ্ড পাইবার জন্ত তাঁহার দেহই তৎকালে  
খাণ্ডদাতাদিগের নিকটে যেন চেষ্টা করিয়াছিল । অর্থাৎ তাঁহার বৃহদেহের  
অনুসারেই তাঁহারা খাণ্ড সমর্পণ করিয়াছিলেন । এক্ষণে খাদ্য বিবরণের কৌতুকে  
কোন প্রয়োজন নাই ॥ ৫০ ॥

ব্রাক্ষণবশেষধারী সেই তিন জনেই ক্রমান্বয়ে গমন করিয়া মগধদেশবাসি-লোক-  
দিগের কাছে উপস্থিত হইলেন । তৎপরে গিরিব্রজে যে সকল নগরবাসী  
লোকছিল, তাঁহাদের নিকট পূজালাভ করিয়া, এবং শ্রক্চন্দনাদির ধারণে  
অপূর্ণ বশেষধারী বিদ্যাধরের মত, তাঁহারা তথায় বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥

অথাতিথ্যকালে ধৃতব্রহ্মবেষাঃ  
প্রভাবেণ বিশ্বস্তপৌরাদ্যশেষাঃ ।

নৃপান্তঃপুরান্তস্তদারাদপূর্বা  
নৃপশ্রাগ্রতস্তেহভবন্ কৃষ্ণপূর্বাঃ ॥ ৫২ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ? ।

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ মগধাধিপস্তানবধায় ব্রাহ্মণ্যতাগর্ভবান-  
নগর্ভম্মত্ৰঃ প্রণনাম । তেচাস্তদ্বৈবা বহিরাশিমা তং বর্দ্ধয়ন্ত  
ইব বর্দ্ধয়ামাস্তুঃ ॥ ৫৩ ॥

যদর্থং তত্তদ্বৈবাদিকং দধুস্তদ্ব্যয়তি—অগেতি । অতিথিসেবাসময়ে  
প্রভাবেণ বিশ্বস্তাঃ পৌরাদ্যশেষাঃ পুরভবা জনাদিসমগ্রা যৈঃ, এতেন দ্বারপালৈরপি ন নিবারিতা  
ইতি ব্যাজ্যতে । তদা আরাং শীঘ্রং নৃপশ্র জরাসন্ধস্ত অন্তঃপুরান্তঃ অন্তঃপুরমধ্যে অপূর্বাঃ  
কদান্যদৃষ্টাঃ কৃষ্ণ পূর্বে সংমুখে যেষাং তে তত্র নৃপশ্রাগ্রতোহগ্রদেশে অভবন্ ॥ ৫২ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরঃ দূতাবূচতুঃ—ততশ্চেতিগদোন । মগধাধিপো জরাসন্ধস্তান্ বিপ্রান্  
অবধায় বিনুদ্ধা প্রণনাম । স কিস্তুতঃ ব্রহ্মণ্যতাগর্ভবান্ ব্রাহ্মণসেবকত্যাং যো গর্ভোহহমেব  
ব্রাহ্মণসেবকো নাস্তু ইতি তদ্বিদিষ্টঃ, গর্ভম্মত্ৰঃ আত্মানং গর্ভবিশিষ্টং মত্ৰতে যঃ সঃ । তেচ কৃষ্ণ-  
পূর্বা অন্তঃপুরা হর্দ্বদ্বেষণ বহিষ্চ আশিমা তং জরাসন্ধং বর্দ্ধয়ন্ত ইব বর্দ্ধয়ামাস্তুঃ বৃদ্ধাঃ প্রাপিত-  
বন্তঃ ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর অতিথি-সেবাসময়ে ব্রাহ্মণবেশধারী সেই তিনজনে আপনাদের  
প্রতাপে পুরবাসী সমস্ত লোকদিগকে বিনাশ করেন । তাঁহাদের একপ ক্ষমতা  
ছিল যে, দ্বারপালগণ, তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে পারে নাই । তৎকালে  
তাঁহারা শীঘ্রই রাজার অন্তঃপুরের মধ্যে, (যেন পূর্বে কেহ কখন তাঁহাদিগকে দেখে  
নাই) এইরূপ অপূর্ক মূর্তি ধারণপূর্বক, কৃষ্ণকে অগ্রসর করিয়া, সেই রাজা  
জরাসন্ধের সম্মুখে আগমন করিলেন ॥ ৫২ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর । দূতদ্বয় বলিল, তারপর মগধপতি  
জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে পারিয়া ( আমিই একমাত্র ব্রাহ্মণের  
সেবক, আমার মত ব্রাহ্মণের সেবক আর নাই ) এইরূপ গর্ভ ধারণপূর্বক  
আপনাকে গর্ভিত বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিল । কৃষ্ণপ্রভৃতি

যথা ;—

শ্বেতপত্রগঙ্গসংস্কৃত গদাভূতীমতেজসা ।

সর্বেষু বন্ধুবর্গেষু ত্বং সুখায়স্ব মাগধ ! ॥ ৫৪ ॥

সর্বের সহাসমুচ্চঃ—ততস্ততঃ ? ।

দূতাবুচতুঃ—তদেবমাকর্য্য নির্বণ্য চ মাগধস্তেষাং দেহং  
সন্দেহমনৈষীৎ । এষু ক্ষাত্রগাত্রমাত্রাততুচিতিগন্তীরবীর-  
স্বরপাত্রতা চ দৃশ্যতে, বিপ্রতা তু বিপ্রলপিতা যুশ্যতে ।

তৎ কূটানীর্কাকাং বর্ণয়তি—শ্বেতৈতি । হে মাগধ ! শ্বেতপত্রগঙ্গসংস্কৃত শ্বেতপত্রো হংস স্তেন  
গো গতিযন্ত এবজ্ঞতা যা গদা তাং বিভর্তীতি তথাসন্ ভীমতেজসা অশ্বেষামসহতেজসা উপলক্ষিঃ  
সর্বেষু বন্ধুবর্গেষু মধ্যে ত্বং সুখায়স্ব আশ্রয়ঃ সুগমভব । ছলপক্ষে গদাভূতীমতেজসা হে  
শ্বেতপত্রগঙ্গসংস্কৃত ! শ্বেতপত্রো হংসঃ, হংস ইতি জীবাত্মনো নামাস্তি তস্ত বেগমানং বহির্নিঃসরণে  
সংস্কৃত, অশ্রুৎ সমানং । সুখায়স্ব ভীমহস্তেন মরণাৎ মোক্ষপ্রাপ্তেঃ আশ্রয়ঃ অনুভব । বর্ত্তমানে  
লোট্ ॥ ৫৪ ॥

ততঃ সর্বেষাং সহ সপ্রশ্রানন্তরং দূতাবুচতুঃ—তদেবেতিগদ্যেন । স মাগধ স্তদেবং বাক্যমাকর্য্য  
শ্রদ্ধা তেষাং দেহং নির্বণ্য দৃষ্টাচ সন্দেহং অনৈষীৎ প্রাপ্তঃ । তৎসন্দেহপ্রকারং বর্ণয়তি—এথিতি ।  
এষু ত্রয়েষু ক্ষাত্রগাত্রমাত্রতা ক্ষত্রিয়ধামপত্যঃ ক্ষাত্রং তস্তেব গাত্রমাত্রং যেষাং তস্ত ভাবঃ

সেই নিতজন আন্তরিক ঘেষপূর্বক, অথচ বাহ্য আশীর্কাদের সহিত যেন তাঁহাকে  
বাড়াইতে সম্বন্ধনা করিলেন ॥ ৫৩ ॥

হে মগধরাজ ! শ্বেতপত্রহংসদ্বারা যিনি গমন করেন, তাঁহার নাম ব্রহ্মা ।  
সেই ব্রহ্মা অজ্ঞেরমত যাহাতে সংলগ্ন আছেন, একরূপ ভীষণ গদা তুমি ধারণ  
করিয়া থাক । অতএব অপরের অসহ্য তেজোধারণপূর্বক তুমি সমস্ত বন্ধু-  
বর্গের মধ্যে আশ্রয়স্থ অনুভব কর । পক্ষান্তরে হে মগধরাজ ! জীবাত্মার  
একটি নাম হংস । সেই জীবাত্মার কতক্ষণে বহির্গমন হইবে, অর্থাৎ কতক্ষণে  
তোমার মৃত্যু হইবে, তুমি তদবিষয়ে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছ । অথচ তুমি ভীষণ  
গদাধারী । এক্ষণে তুমি সমস্ত বন্ধুবর্গের মধ্যে ( ভীমের হস্তে মরিলেই  
মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে বলিয়া ) আশ্রয়স্থ অনুভব কর ॥ ৫৪ ॥

সকলে হাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, তারপর তারপর । দূতদ্বয় বলিতে—

বিপ্রতিপত্তাবস্থাং ন কেবলং তত্তত্তামবলম্ব্যমহে । কিন্তু  
কলিতাবলোকলোকতামপীতি ॥ ৫৫ ॥

অথ বিচারান্তরমপ্যন্তশ্চরমাচচার ।

ব্রাহ্মণাশ্চেৎ ক্ষত্রিয়া বা মায়িনঃ স্যুরমী ময়া ।

অবশ্যমুপগন্তব্য্য ধর্ম্যং শৌর্য্যং চ বাঞ্ছতা ॥ ইতি ॥ ৫৬ ॥

ক্ষাত্রগাত্রমাত্রতা তদ্রুচিতগন্তীরবীরস্বরপাত্রতা তস্মিন্ কালে উচিতো যোগন্তীরো বীরঃ স তেজস্কো  
বঃ স্বরঃ ষড়্জাদিস্তস্ত পাত্রতা আধারতা চ দৃশ্যতে বিপ্রলপিতা বিরোধজনিকা মৃদ্যতে অমূলকীয়তে  
তস্তাং বিপ্রতিপত্তৌ কেবলং তত্তত্তাং ক্ষত্রিয়তাং নাবলম্ব্যমহে, কিন্তু কলিতাবলোকতাং  
কলিতো দৃষ্টোহবলোকো যন্ত তত্তাবতাং লোকতামাকারতামপি ॥ ৫৫ ॥

তদেবং মীমাংসায়্য কৃত্যায় স্বকর্তব্যতানিষ্ঠয়ায় যদাচরিতং তদ্বর্ণয়তি—অধেতিগদ্যেন ।  
অন্তর্হৃদয়ে চরতীতি তৎ আচচার বিদধৌ ॥

তদ্বিচারান্তরং বর্ণয়তি—ব্রাহ্মণা ইতি । অমী মায়িনঃ কাপটিকা বা হ্যঃ । তথাপি ধর্ম্যং  
শৌর্য্যঞ্চ বাঞ্ছতা ইচ্ছতা ময়া অমী অবশ্যমুপগন্তব্য্য আদরণীয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

লাগিল, এই প্রকারে মগধপতি তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া এবং তাঁহাদের দেহ  
নিরীক্ষণ করিয়া সন্দিহান হইলেন । ক্ষত্রিয়বংশে জন্মিলে যেরূপ শরীর হওয়া  
আবশ্যক, এই তিন জনের কেবল ক্ষত্রিয়োচিত শরীর দর্শন করিতেছি ।  
অথচ ক্ষত্রিয়বংশজাত ব্যক্তিগণের যেরূপ গন্তীর অথচ তেজস্বী ষড়্জাদি স্বর  
ধ্বাণী আবশ্যক, তাহাও এই তিন জনের স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে । সুতরাং  
এই তিন জনের ব্রাহ্মণভাব কেবল প্রতারণা মাত্র । এইরূপ বিরুদ্ধ বিসম্বাদ-  
পূর্ণ বিষয়ে কেবল যে, তত্ত্বক্ষত্রিয়োচিত ভাব আমরা অবলম্বন করিতেছি না,  
তাহা নহে, কিন্তু এই তিন জনের লৌকিক আকারও অবলোকন করিয়াছি ॥ ৫৫ ॥

অনন্তর মগধপতি মনের মধ্যে অন্তপ্রকার বিচারও করিতে লাগিলেন ।  
এই তিন জন ব্রাহ্মণ হউন, ক্ষত্রিয় হউন, অথবা কপট-বেশী লোকই হউন ।  
আমি ধর্ম্য এবং বীরত্ব কামনা করিয়া অবশ্য ইহাদিগকে সমাদর করিব ॥ ৫৬ ॥

অথ দিৎসম্মিৎসংশ্চ স্পষ্টমাচক্ট ।—কে ভবন্তঃ কথং  
বিপ্রলিঙ্গানুসারিতায়ামপি বহির্মালাদিধারিতেতি ॥ ৫৭ ॥

তত্র তু ;—

রূপাদিনাবিবুধ্যাপি যৎ পৃষ্ঠং তৎকথা ব্রথা ।

ইতি ব্যঞ্জনং হরিঃ প্রোচে বয়মভ্যাগতা ॥ ইতি ॥ ৫৮ ॥

কিঞ্চ—

দূষণং নাপি বিন্দেত বহির্মালাদিভূষণম্ ।

পুংসাং লক্ষ্মীমিবাসানাং তন্ধি লক্ষ্মীরিতীয্যতে ॥ ৫৯ ॥

ততঃ স যদকরোত্ত্বর্গয়তি—অধেতিগদ্যেন । দিৎসন্ বিপ্রতাং খণ্ডয়িতুমিচ্ছন্ মিৎসন্  
তেষাং স্বরূপং নাভুং নিশ্চেষ্টুমিচ্ছন্ আচষ্ট জগাদা বিপ্রস্ত লিঙ্গং চিহ্নং অনুসরিতুং শীলং যেষাং  
তেষাং ভাবঃ বিপ্রলিঙ্গানুসারিতা তস্তাং কথং বহির্মালাদিধারিতেতি ॥ ৫৭ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণে যৎ প্রত্যুত্তরং দদৌ তদ্বর্ণয়তি—রূপাদিনেতি । আদিপদেন গাত্রং স্বরশ্চ ।  
তৎকথা পরিচয়কথা, অভ্যাগতা অতিথয়ঃ ॥ ৫৮ ॥

তত্র বহির্মালাদিধারণং যৎ কটাক্ষিতং তদ্বোত্তরয়তি—দূষণমিতি । বহির্মালাদিভূষণং  
নাপি দূষণং দোষং বিন্দেত লভেৎ । কিঞ্চ লক্ষ্মীনিবাসানাং ভূষণাদিশোভয়া বরহিতানাং তৎ-  
মালাদিভূষণং লক্ষ্মীঃ শোভেতি জনৈরীয্যতে ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর তিনি তাঁহাদের বিপ্রভাব খণ্ডন করিতে ইচ্ছা করিয়া এবং  
তাঁহাদের স্বরূপ নির্ণয় করিতে ইচ্ছা করিয়া, স্পষ্টাক্ষরে বলিতে লাগিলেন ।  
আপনারা কে ? এবং ব্রাহ্মণচিহ্ন অনুসরণ করিয়াও কেন বাহ্যমালাচন্দনাদি  
ধারণ করিয়াছেন ? ॥ ৫৭ ॥

তন্মধ্যে রূপাদি জানিয়া যে বিস্ময়, জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, সেই কথা  
নিশ্চয়োজন । ইহা স্মৃচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, আমরা অতিথি ॥ ৫৮ ॥

দ্বিতীয়তঃ বাহ্যমালাচন্দনাদি অলঙ্কার ধারণ করিলে, কখন দোষ হইতে  
পারে না । তবে যে সকল পুরুষ লক্ষ্মীর নিবাস বা আধার তাঁহাদের মালা-  
চন্দনাদি ধারণে লক্ষ্মী ঘটে, ইহাই সর্বসাধারণে বলিয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

স তু গ্রাহ—ভবতু ভোজনা ভোজনাদিসামগ্রী-সমগ্রমেভ্যো  
দীয়তাম্ ॥ ৬০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—

বয়মভ্যাগতাঃ কিন্তু নাম্নমাত্রাভিকাঙ্ক্ষিণঃ ।

কস্ত্বাং তত্র চ দূরস্থং তন্মাত্রার্থমভিব্রজেৎ ॥ ৬১ ॥

হরিশ্চন্দ্রাদয়োহপ্যাসংস্তাদৃশং সত্ত্বমাশ্রিতাঃ ।

কিং পুনস্ত্বং জরাসন্ধস্তন্নির্বন্ধঃ স্বয়ং ভবান্ ॥ ৬২ ॥

তৎ শ্রুত্বা জরাসন্ধো যথাবদন্তদ্বর্ণয়তি—সদ্বিত্তিগদ্যেন । ভবতু তথা! ভোজনাঃ পরিচারকাঃ  
এভ্যো ভোজনাদিসামগ্রীসমগ্রং দীয়তাম্ ॥ ৬০ ॥

তন্নিশম্য শ্রীকৃষ্ণো যদবোচন্তদ্বর্ণয়তি—বয়মিতি । নাম্নমাত্রাভিকাঙ্ক্ষিণঃ ন অন্নমাত্রং অভি-  
কাঙ্ক্ষভুমভিলাষতুঃ শীলমেবাং তে যত স্ত্রমাত্রার্থং অন্নমাত্রকামার্থং কো জনো দূরস্থং  
ত্ভামভিব্রজেদভিগচ্ছেৎ ॥ ৬১ ॥

স্বেষাং বাঙ্কিতসিদ্ধার্থং যথা তঃ প্রোৎসাহয়ন্তদ্বর্ণয়তি—হরিশ্চন্দ্রানয় ইতি । হরিশ্চন্দ্রাদয়ো  
রাজানঃ সর্বস্বাদিদানং কৃত্বাপি তাদৃশং পূর্বরূপং সত্ত্বং ধৈর্যমাশ্রিতা আসন্, তন্নির্বন্ধঃ দানাদো  
নির্বন্ধো যন্ত স স্বয়ং ভবান্ কিং পুনঃ অপার্থিতায় দানশীলঃ কিমুত প্রার্থিতায়েতি ভাবঃ ॥ ৬২ ॥

তাহা শুনিয়া জরাসন্ধ বলিলেন, অচ্ছা আপনাদের কথা সত্য । হে  
পরিচারকগণ! তোমরা ইহাদিগকে ভোজনপ্রভৃতি সমস্ত বস্তু দান  
কর ॥ ৬০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমরা অতিথি । আমরা কিন্তু কেবল অন্নমাত্র ইচ্ছা  
করি না । তাহার কারণ এই, কেবল মাত্র অন্নের জন্ত কোন্ ব্যক্তি দূরস্থ  
তোমার নিকটে আগমন করিয়া থাকে ? ॥ ৬১ ॥

হরিশ্চন্দ্রপ্রভৃতি ভূপতিগণ সর্বস্ব দান করিয়াও পূর্বের মত ধৈর্য্য অবলম্বন  
করিয়াছিলেন । হে জরাসন্ধ! তোমার কথা আর কি বলিব, কারণ,  
তুমি দানাদি বিষয়ে স্বয়ং এইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ ॥ ৬২ ॥



ভবতঃ সমিতিং দ্রষ্টুম্বেব তস্মাদিহাগতাঃ ।

পিত্রাদিক্রমতঃ সা হি বিক্রাসা পরিকীর্ত্যতে ॥ ৬৩ ॥

তদেবমাকর্ষ্য যাচমানতায়ামপি সন্মিতং ভাষমাণস্ত কৃষ্ণস্ত  
স্বপ্রাণপর্যন্তপর্ষ্যেষণাং পর্য্যালোচ্য চাননুশোচ্য তেষাং  
বিপ্রৈতরতামভিপ্রৈত্য চ তামভ্যুপেত্য ব্রহ্মণ্যদেবদ্বিষদগ্রগণ্যঃ  
স খলু ব্রহ্মণ্যাম্ভ্যস্তদিদং জগাদ ॥ ৬৪ ॥

অথ বাহ্বিতং বর্ণয়তি—ভবত ইতি । ভবতঃ সমিতিং যুদ্ধং দ্রষ্টুম্বেব তস্মাৎ স্ববাসাৎ ইহ  
গিরিব্রজে বয়মাগতাঃ । সাহি সমিতিঃ তব পিত্রাদিক্রমতো বিক্রাসা বিগত স্ত্রাসো ভীতিযন্ত্র সা  
পরিকীর্ত্যতে, মহাবীরস্ত তব কুতস্ত্রাসশঙ্কা ॥ ৬৩ ॥

তদেতৎ শ্রুত্বা কিমকরোদিত্যাকাক্ষায়াং তদন্তঃ বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন আকর্ষ্য  
শ্রুত্বা স খলু ব্রহ্মণ্যাম্ভ্যস্তদিদং জগাদেত্যর্থঃ । স কিন্তুঃ যাচমানতায়াম্ভিকমাগত্বেহপি সন্মিতং  
মন্দহাসসহিতং যথা স্ত্রাতৃতা, মিতং স্বল্লাক্রেণ বাহ্বিতং ভাষমাণস্ত কৃষ্ণস্ত স্বপ্রাণপর্যন্ত  
পর্ষ্যেষণাং দানং পর্য্যালোচ্য অননুশোচ্য শোকমকুত্বা বিপ্রৈতরতাং ক্ষত্রিয়তামভিপ্রৈত্য নির্ণায় চ তাং  
স্বপ্রাণপর্যন্তপর্ষ্যেষণামভ্যুপেত্য স্বীকৃত্য ব্রহ্মণ্যদেবদ্বিষদগ্রগণ্যঃ ব্রহ্মণ্যদেবঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তস্ত দ্বিষতাং  
শক্রণামগ্রগণ্যঃ মুখাঃ ব্রহ্মণ্যাম্ভ্যস্ত আস্মানং ব্রহ্মণ্যঃ মন্ততে যঃ সতু ॥ ৬৪ ॥

তোমার যুদ্ধ দেখিবার জন্যই আমরা স্ব স্ব গৃহ হইতে এই গিরিব্রজে আগমন  
করিয়াছি । তোমার পিতৃপিতামহাদিক্রমে যুদ্ধভয় বিরহিত বলিয়া কীর্তিত  
হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

এইরূপ বাক্য শুনিয়া, শ্রীকৃষ্ণ, যখন মন্দহাস্তে ইহা প্রার্থনা করিয়াও  
বলিতে লাগিলেন, তখন জয়াসন্ধ পর্য্যালোচনা করিলেন, ইহাকে নিজ প্রাণপর্যন্ত  
দানকরা যাইতে পারে । অথচ কোন বিষয়ে শোক না করিয়া, এবং তাঁহাদের  
ক্ষত্রিয়তাব নির্ণয় করিয়া, এবং নিজ প্রাণপর্যন্ত দানকরা কর্তব্য ভাবিয়া,  
শ্রীকৃষ্ণের নিখিল বিপক্ষের অগ্রগণ্য সেই জয়াসন্ধ, আপনাকে ব্রাহ্মণ মানিয়া,  
এইরূপ কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥

“হে বিপ্রা ! ত্রিয়তাং কামো দদাম্যাত্ম-শিরোহপি বঃ” .

॥ ইতি ॥ ৬৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্ত তদ্বধূতৃষ্ণস্তদ্বচনমেব নিজশুভরচনশকুনমবধার্য  
নিজকার্য্যমুবাচ—

“একেনৈকেন যুধ্যস্ব স্বয়ং ত্বং যদি মন্যসে” ॥ ইতি ॥ ৬৬ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ? ॥

দূতাবুতভূঃ—ততশ্চ জরাসন্ধে সন্মিতং সবিম্মিতঞ্চ কৃত-  
লোচনসন্ধে স পুনরুবাচ ।—কিং সবেলক্ষ্যং লক্ষয়সি ? অস্মাস্থ  
বিপ্রতাং মাভিপ্রগাঃ । যস্মাদন্নমাত্রাকাঙ্ক্ষণ এত ইত্যবলম্বমানঃ

তদ্বাক্যং বর্ণয়তি—হে বিপ্রা ইতি । কামোহভিলাষো বো যুদ্ভাকং সম্বন্ধে নিজমন্তকমপি  
দদামি ॥ ৬৫ ॥

তচ্ছূহা শ্রীকৃষ্ণো যদাচরন্তদ্বর্ণয়তি—কৃষ্ণব্রিতিগদ্যেন । তদ্বধূতৃষ্ণ স্তস্ত জরাসন্ধস্ত বধে  
তৃষ্ণা যন্ত সঃ, নিজশুভরচনশকুনঃ নিজশুভরচনস্ত জরাসন্ধবধরূপস্ত শকুনং সূচকং একে নৈকেন  
ত্রয়াণামস্মাকং মধ্যে অভীষ্টেনৈকৈন ॥ ৬৬ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতাবুতভূঃ । সন্মিতং মন্দহাসনহিতং যথা স্তাৎ সবিম্মিতং বিম্ময়েন  
সহ বর্তমানং যথা স্তাত্তথা কৃতো লোচনাভ্যাং সন্ধঃ সন্ধানঃ যেন তস্মিন্ সতি, স শ্রীকৃষ্ণঃ পুনরুবাচ;  
সবেলক্ষ্যং সবিম্ময়ং পশ্যসি, বিপ্রতাং ব্রাহ্মণং মাভিপ্রগাঃ অভিপ্রায়ং মাকুরু । যস্মাৎ এতে  
অন্নমাত্রলুকা ইত্যবলম্বমান আভিষ্টন্ শিরসোহপি দানঃ উদ্দিশসি স্বস্ত্র একণ্যতাখ্যাপনায়ৈতি  
শেষঃ । তদপি শিরসোহপি দানমপি তন্তঃ সকাশাৎ গৃহ্যমঃ, তন্তদগ্রহণং যুদ্ধস্ত শিক্ষয়া কৌশলেন

“হে ব্রাহ্মণগণ ! আপনারা অভীষ্ট-বিষয় প্রার্থনা করুন । আমি আমার  
মন্তক পর্য্যন্ত, আপনাদিগকে দান করিতে প্রস্তুত আছি” ( ভা, ১০।৭২।২৭ ) ॥ ৬৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের বধাভিলাষী হইয়া তাহার বাক্যকেই নিজমঙ্গল-ঘটনার  
চিহ্ন নির্ণয় করিয়া আপনার কার্য্য বলিতে লাগিলেন । “যদি তুমি ইচ্ছা কর,  
তাহা হইলে আমাদের তিন জনের মধ্যে একএক জনের সঙ্গে স্বয়ং যুদ্ধ  
কর” ॥ ৬৬ ॥

এই কথা শুনিয়া ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর । দূতদ্বয় বলিল, তারপর  
জরাসন্ধ মন্দহাস্ত এবং বিম্ময়ের সহিত, উভয়চক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে, পুনর্বার

শিরসোহপি দানমুদ্দিশসি ? বয়স্তু ক্ষত্রিয়া যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণ  
ইতি তদপি ত্রুতো গৃহীমস্তচ্চ যুদ্ধাশিক্ষয়া নতু ভিক্ষয়া  
কদাচিদপীতি ॥

পুনশ্চ সচিত্রং দ্বিত্ববারং বীক্ষমাণে মাগধমহীক্ষিতি  
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—কিং সন্দ্বিগ্নমীক্ষসে ? পরিচিতিনিদিগ্নমীক্ষস্ব ।  
অয়ং খলু ভীম ইবাহঙ্কারধাম(ক) পরাধ্যাত্যস্তপ্রত্যক্পুরুষঃ  
শ্রীভীমঃ । অসৌ চার্জুন ইব কৃতবীৰ্য্যপ্রসবস্তৎসহোদরঃ  
শ্রীমানর্জুনঃ । অহস্ত হরিরিব সর্বদা নবনাগহারিকর্মান-  
য়োর্ম্মাতুলজন্মা স্বয়ং হরিরিতি ॥৬৭ ॥

সচিত্রং সাক্ষ্যং যথা স্ত্রাত্তথা জরাসন্ধে সতি, শ্রীকৃষ্ণঃ যদবদত্তবর্ণয়তি—কর্ম্মিত্যাদিনা ।  
পরিচিতিনিদিগ্নং পরিচয়সংলিষ্টং পশু । ভীমো ভয়ঙ্করঃ অহঙ্কারস্ত, আশ্রয়ঃ । যদা অহঙ্কার  
এব মূর্ত্তিবস্ত্র নবহঙ্কারো ন দৃশ্যতে তত্রাহ, পরাধ্যাত্যস্তপ্রত্যক্পুরুষঃ প্রতিলোমগমনাশ্রয়াৎ ব্যতাস্তং  
ব্যতিক্রমো যন্ত স প্রত্যক্পশ্চাৎ বস্মাৎ সচানৌ পুরুষশ্চেতি বলিষ্ঠানাং মুখ্য ইত্যর্থঃ । কৃতবীৰ্য্যং  
প্রসবো জন্ম যন্ত সোহর্জুন ইব তৎসহোদরঃ ভীমস্তাহুজঃ । হরিঃ সিংহ ইব নবনাগহারিকর্মান-  
নবো যুবা যো নাগো হস্তা তং হস্তং বিনাশয়িতুং শীলং যন্ত এবভূতং কর্ম্ম যন্ত সঃ অনয়োর্ম্মাতুলজন্মো-  
র্ম্মাতুল্যং শ্রীবহুদেবাজ্জন্ম যন্ত স স্বয়ং হরিঃ শ্রীকৃষ্ণ ইতি ॥ ৬৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, কেন তুমি বিস্ময়-সহকারে নিরীক্ষণ করিতেছ ?  
আমরা যে ব্রাহ্মণ, তুমি এইরূপ অভিপ্রায় করিওনা । কারণ, ইহারা কেবলমাত্র  
অগ্নাভিলাষী, এইরূপ আস্থা করিয়া নিজের মস্তক দান করিতেও ইচ্ছা করিয়া-  
ছিলে । আমরা কিন্তু ক্ষত্রিয়, কেবল যুদ্ধ ইচ্ছা করিয়া থাকি, সেই মস্তকদানও  
তোমার নিকট হইতে গ্রহণ করিব । তত্ত্ববিষয়ের গ্রহণ কেবল যুদ্ধের  
কৌশলহেতু, কিন্তু কদাপি ভিক্ষাহেতু হইবেনা ।

এই কথা শুনিয়া, মগধরাজ আশ্চর্য্যের সহিত ছই তিনবার নিরীক্ষণ করিলে  
শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন । কেন তুমি সন্দ্বিগ্নভাবে দর্শন করিতেছ । পরিচিত-  
ভাবে দর্শন কর । এই ব্যক্তি মূর্ত্তিমান্ অহঙ্কারের মত ভয়ঙ্কর । যত বলিষ্ঠ

জরাসন্ধস্ত কৃতহাসপ্রবন্ধঃ স্বশ্লিষ্মভীতিং তেষু চানীতিং  
ব্যঞ্জয়ামাস কথয়ামাস চ। ন ত্বয়া ময়া কৃতচর্যাদ্বয়ান্মকরা-  
লয়ান্তর্বলিতালয়ান্না যুদ্ধমুদ্বুদ্ধমিষ্যতে। ন চ নির্বলতয়া  
বলিতধনুরবলম্বনে ফল্লগুণেন ফাল্লনেন। (ক) সর্বত্র লঙ্ঘিতদরে  
তদীয়সহোদরে বৃকোদরে তু দরেবাদরেণ মম মনঃ সম-  
রীয়তি ॥ ৬৮ ॥

তদেবঃ নিশম্য জরাসন্ধো যথাবদন্তদ্বর্ণয়তি—জরাসন্ধস্থিতিগদ্যেন। কৃতঃ হাসস্ত প্রবন্ধো  
রচনা যেন সঃ, অভীতিং ভয়াভাবং তেষুচ কৃষাদিষু অনীতিং কাপট্যং ব্যঞ্জিতবান্ কথিতবাংস্ত।  
ত্বয়া সহ ময়া যুদ্ধমুদ্বুদ্ধং জাগরিতং নেযাতে, ত্বয়া কিম্বুতেন ময়া কৃতচর্যং ভয়াৎ ময়া কৃতং যচ্চ-  
য়নং যন্ত এবমুচ্যতে ভয়াক্রোধান্মকরালয়ঃ সমুদ্র স্তম্যাস্তম্বধো বলিতঃ পরিকল্পিতঃ আলয়ো বাদো  
বদ্য তেন আত্মনা স্বরূপেণ, বদ্য মকরালয়মধ্যে পরিকল্পিতো য আলয় স্তম্বিন্ আত্মা যজ্ঞো বদ্য  
তেন। নচ ফাল্লনেন অর্জুনেন তেন কিম্বুতেন নির্বলতয়া বলরাহিতেন হেতুনা বলিতং স্বীকৃতং  
ধনুৰ্যোহবলম্বনং যেন ফল্ল স্ত্রচ্ছো গুণো যদ্য তেন। কিম্বু বৃকোদরে ভীমে দরেবাদরেণ দর অজ-  
মিব য আদর স্তেন মম মনঃ সমরীয়তি সাদরং যুদ্ধমিচ্ছতি বৃকোদরে কিম্বুতে সর্বত্র লঙ্ঘিতদরে  
লঙ্ঘিতো দরো ভয়ং যস্য তস্মিন্ তদীয়সহোদরে অর্জুনজ্যোষ্ঠে ॥ ৬৮ ॥

পুরুষ আছে, ইনি তাহাদের অগ্রগণ্য। ইহারই নাম শ্রীভীমসেন। কার্ত্তবীৰ্য্য  
অর্জুনের মত এই ব্যক্তি বলরাশি বিস্তার করিয়া থাকে। ইনি ভীমসেনের  
সহোদর, ইহারই নাম শ্রীমান্ অর্জুন। আর সিংহের মত আমার কার্ণে হস্তি-  
যুবক বিনষ্ট হইয়া যায়। এই ভীম এবং অর্জুনের মাতুল বসুদেব হইতে আমার  
উৎপত্তি হইয়াছে। আমারই নাম স্বয়ং তরি ॥ ৬৭ ॥

তখন জরাসন্ধ হস্তপ্রকাশ করিয়া আপনার নির্ভীকতা এবং অভ্যাগত  
ব্যক্তিগণের উপর (অনীতি) কপটতা প্রকটিত করিয়া বলিতে লাগিলেন।  
তোমার সহিত আমার যুদ্ধ প্রকাশিত হয়, ইহা তোমার অভিপ্রেত নহে।  
কারণ, তুমি আমার নিকট হইতে ভয়রাশি সংগ্রহ করিয়া সমুদ্রের মধ্যে নিজ-  
বাসস্থান কল্পিত করিয়া ছিলে। বিশেষতঃ বলহীন বলিয়া যিনি সর্বদা ধনুকমাত্র  
অবলম্বন করিয়া থাকেন, সেই তুচ্ছ গুণবৃত্ত ফাল্লন আখ্যং অর্জুনও আমার  
সহিত প্রকাশে যুদ্ধ করিতে প্রার্থী নহেন। কিম্বু যিনি সকল স্থানে নির্ভীক,

শ্রীকৃষ্ণঃ সহর্ষমুবাচ—

যোহয়মস্মদুরীকারস্তমুরীকৃতবান্ ভবান্ ।

দৃষ্টাপি ভীমতেজো যৎ পুরস্তাদন্ধকায়তে ॥ ৬৯ ॥

তদেবং স্থিতে স তু শূরস্মন্যঃ স্ব-মুখোদ্যমম্বোদ্যমং কর্তু-  
মন্যঃ সম্মদাদাদাদ্বয়মানায় তত্র যথা তদিচ্ছামেকাং ভীম-  
হস্তে প্রণায় রঙ্গমঙ্গনমঙ্গতি স্ম (ক) ॥ ৭০ ॥

তদেবং শ্রীকৃষ্ণো যদকথয়ন্তুর্দর্শয়তি—যোহয়মিতি । যোহয়মস্মাকমুরীকারঃ স্বীকাব্যঃ  
ভবান্ তমুরীকৃতবান্ স্বীচকার । যদ্বস্মাৎ পুরস্তাদগ্রে ভীমতেজো দৃষ্টাপি অন্ধকায়তে অন্ধক  
ইব আচরতি ॥ ৬৯ ॥

ততো যদন্তমভূতদর্শয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন । স জরাসন্ধঃ স আত্মানঃ শূরঃ মন্ততে  
শূরস্মন্যঃ স্বমুখোদ্যমম্বোদ্যমং স্বমুখস্ত উদ্যমঃ অতিশয়পরিবেষণং যস্মাৎ স চাসৌ ম্বোদ্যম-  
শ্চেতি তং কর্তুং অনন্তঃ একলঃ সম্মদাৎ হর্ষাৎ গদাদ্বয়মানায় নিকটং প্রাপ্য তত্র মধ্যে যথা  
তদিচ্ছাং ভীমস্ত ইচ্ছা যত্র তাং প্রণায় প্রকর্ষণে নিবেশয়িত্বা রঙ্গমঙ্গনং রঞ্জুভূমিং অঙ্গতি স্ম  
রঙ্গম ॥ ৭০ ॥

সেই অর্জুনের জ্যেষ্ঠসহোদর ভীমের সহিত সামান্য আদরপূর্বক যুদ্ধ করিতে  
আমার মন ইচ্ছুক হইতেছে ॥ ৬৮ ॥

তাহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহর্ষে বলিতে লাগিলেন । আমাদের বাহা স্বী-  
কর্তব্য, তুমি তাহা স্বীকার করিয়াছ । কারণ অগ্রে ভীমের তেজ দর্শন করিয়াও  
তুমি বেন অন্ধ হইতেছ ॥ ৬৯ ॥

এইরূপ অবস্থা ঘটবার পর, বীরাভিমानी সেই জরাসন্ধ, আত্মস্বপ্নের  
উত্তমযুক্ত বৃথা চেষ্টা করিবার নিমিত্ত, একাকী সহর্ষে দুইটি গদা আনাইলেন ।  
তন্মধ্যে ভীমের ইচ্ছানুসারে একটি গদা ভীমের হস্তে উত্তম রূপে সন্নিবেশিত  
করিয়া তিনি রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৭০ ॥

( ক ) রঙ্গমঙ্গনমঙ্গতিস্ম । ইতি গৌরপাঠঃ ।

ততশ্চ গদাদগুভ্যাং পরস্পরং খণ্ডয়ন্তৌ তৌ বীরাখণ্ডল-  
তয়া বজ্রাভ্যামিব দৃষ্টৌ । চটচটায়মানাভ্যামচ্যবমানাভ্যাং  
তাভ্যাং প্রহরন্তৌ পুরুষকুঞ্জরতয়া দন্তাভ্যামিব ।

তথা গদাযুদ্ধোচিতমণ্ডলৈশ্চ ভ্রমন্তৌ রঙ্গশোভিতয়া  
তাণ্ডবৈরিবেতি তৎপ্রকারে পরাক্ষস্থিতে মুষ্টিপ্রহারে চ  
বৈয়র্থ্যায় সংস্থিতে পরস্পরজয়ায় চিরায় দ্বয়েহপ্যনবস্থিতে  
দিবস(বি)প্রসরে চ প্রস্থিতে কৃষ্ণদৃশা ভৃশাপ্তবলসীমাপি ভীমাভিধ-

তদা তয়োযুদ্ধপরিপাট্যং বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন । গদারূপৌ যৌ দণ্ডৌ লম্বুড়ৌ তাভ্যাং  
পরস্পরং খণ্ডয়ন্তৌ পীড়য়ন্তৌ তৌ ভীমজরাসন্ধৌ বীরাখণ্ডলতয়া বীরাণাং মধ্যে আখণ্ডল ইন্দ্র  
স্তম্ভাবতয়া বজ্রাভ্যাং খণ্ডয়ন্তাবিব দৃষ্টৌ চটচটমব্যাক্তরূপং কুর্কুভ্যাং অথচ অচ্যবমানাভ্যাং  
পাতশৃঙ্গাভ্যাং তাভ্যাং গদাদগুভ্যাং প্রহরন্তৌ পুরুষকুঞ্জরতয়া পুরুষেষু শ্রেষ্ঠতয়া, যদ্বা পুরুষএব  
কুঞ্জরো হস্তী তদ্ভাবতয়া দন্তাভ্যামিব গদাযুদ্ধে উচিতানি যানি মণ্ডলানি তৈঃ রঙ্গ-  
শোভিতয়া রঙ্গস্থলে শোভিতুং শীলমন্ত তদ্ভাবতয়া তাণ্ডবৈ নৃত্যরিব । তৎপ্রকারে পরাক্ষস্থিতে  
প্রতিলোমগমনাশ্রয়রূপেণ স্থিতে বৈয়র্থ্যায় বিকলায় দ্বয়ে ভ্রামজরাসন্ধরূপে অনবস্থিতে অতিচক্লে  
দিবসপ্রসরে দিবসন্ত প্রকবেণ সন্ধারে প্রতিতে সতি, কৃষ্ণদৃশা কৃষ্ণস্ত দৃষ্টা ভৃশেনাতিশয়েনাগ্নঃ  
প্রাপ্তৌ বলন্ত সীমা পরাকাষ্ঠা যেন স ভীমনামা তদ্বিধমানায় তন্ত জরাসন্ধস্ত নাশনায় তদ্বিধং

তৎপরে গদারূপ দুইটি দণ্ডদ্বারা পরস্পর পীড়ন করিতে লাগিল । ভীম  
এবং জরাসন্ধ এই উভয়েই বীরগণের মধ্যে ইন্দ্রতুল্য । এই কারণে সকলেই  
দেখিতে পাইল যেন, তাঁহারা দুই জনে দুইটি বজ্রদ্বারা পরস্পর পীড়ন করিতেছে ।  
তাহারা দুইজনে যখন গদাদগুদ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল, তখন  
দুই জনের গদা হইতে “চটচট” করিয়া অব্যাক্ত শব্দ হইতেছিল, এবং কাহারও  
হস্ত হইতে সেই গদাদগু পতিত হয় নাই । উভয়েই নরকুঞ্জর বা নরশ্রেষ্ঠ  
বলিয়া, অথবা পুরুষরূপ হস্তী বলিয়া যেন দণ্ডদ্বয়দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে  
লাগিল । গদাযুদ্ধের সমুচিত মণ্ডলাকারে উভয়েই এমন করিতে লাগিলেন ।  
তাহাতে বোধ হইল যেন, দুই জনে রঙ্গস্থল শোভিত করিয়া নৃত্য করিতেছেন ।  
এইরূপ প্রকারে কিয়ৎক্ষণ উভয়েই বিপরীতভাবে ঘূর্ণন করিলে এবং উভয়ের  
‘মুষ্টিপ্রহার বৃথা হইলে, পরস্পরের জয়ের জন্ত উভয়েই বলক্ষণ চঞ্চল হইয়া

স্তদ্ধিগমানায় তদ্ধিৎ নোপায়গহায় জ্ঞাতবানিতি কৃষ্ণঘটিত-  
বিটপ-বিপাটনসংজ্ঞালঙ্কারধারণঃ সপৰবলপ্রবলশৈবলবার-  
দুৰ্দ্ধারবারগন্তং তথা বিচকার স্বজনানাং স্বজনানামপি স্তং  
চকার ॥ ৭১ ॥

যথা —

পূৰ্বং পূৰ্বমিবাভ্র পাতনবশাদুৰ্বে তমুৰ্বীগতং  
কুৰ্বন্নর্জুনপূৰ্বজঃ স সহসা ধূৰ্বংস্তদুৰ্বোস্তুটম্ ।  
কঠ্যস্তাদথ পাট্যমাশু ঘটয়ন্ পুষ্ণট্যাচার্য্যতাং  
ঘাটাগ্রং নিটিলং তথা ব্যঘটয়দ্বদ্বং পটং বায়কঃ ॥  
বিঘটয়ংস্তদিদমুদঘাটয়ামাস চ ॥ ৭২ ॥

তস্ত বিধানঃ যস্তাদেবমুপায়মঙ্গা সাক্ষাৎ ন জ্ঞাতবান্ হিতহেতোঃ কৃষ্ণেন ঘটিতং চেষ্টিতং  
বৎ নিটপস্য বৃক্ষশাখায়া বিঘাটনং বিদারণং তদেব সঙ্গা ইঙ্গিতং তেন লক্ষ্মবধারণং এবং  
কর্তব্যমিতি যেন স ভীমঃ পরবলঃ জরাসন্ধস্ত বলমেব প্রবলশৈবলবার উৎফুল্লশৈবলসমূহ স্তত্র  
দুৰ্বারোহনিবাঘো বারণো হস্তী তং জরাসন্ধং তথা বিচকার শাখাবিদারণবৎ চকার স্বজনানাং  
কৃষ্ণাদীনাং স্বজনানাং সাধুনাং স্তং চকার ॥ ৭১ ॥

তথা বিদারণং বর্ণয়তি—পূৰ্বমিতি । সোহর্জুনপূৰ্বজো ভীম স্তং তথা ব্যঘটয়ং বিদারিত-  
বানিত্যয়ঃ । অত্র উৰ্বে হিংসার্থঃ উৰ্বহিংসার্য্যং ধাতুঃ । ক্রিয়াহেতোঃ কৰ্ম্মবৃত্তাদিতি সপ্তমী ।  
তত্র পাতনবশাৎ উৰ্বীগতং ভূমিগতং কুৰ্বন্ সহসা হঠাৎ উৰ্বোজ্জ্বল্যে স্তুটং ধূৰ্বন্ হিংসয়ন্  
ইদং বক্তব্যমুদঘাটয়ামাস প্রকাশয়ামাস ॥ ৭২ ॥

উটিল, এবং এইরূপে মধ্যাহ্ন-কাল উত্তীর্ণ হইলে, শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিপাতে ভীমসেন,  
বলের পরাকর্ষা প্রাপ্ত হইলেন । তথাপি তিনি জরাসন্ধকে বধ করিবার নিমিত্ত  
তদ্রূপ উপায় সাক্ষাৎসম্বন্ধে জানিতে পারিলেন না । এই কারণে শ্রীকৃষ্ণ ইঙ্গিত  
করিয়া বৃক্ষের-শাখা বিদারণ করিতে বলিলেন । সেই ইঙ্গিতে ভীমসেন কর্তব্য  
অবধারণ করিতে পারিলেন । তখন, জরাসন্ধের শক্তিরূপ উৎফুল্ল শৈবালরাশির  
উপরে অনিবার্য্য মাতঙ্গের ন্যায় বৃকোদর জরাসন্ধকে, শাখাবিদারণের মত  
সেইরূপ নিন্দাক্ষিপ্ত করিলেন, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণপ্রভৃতি আত্মীয়দিগের এবং সাধু-  
গণের স্তং উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৭১ ॥

অর্জুনের জ্যেষ্ঠ সেই বৃকোদর পূৰ্বপূৰ্বের মত তাহাকে ফেলিয়া দিবার

নাহং কৃষ্ণাগ্রজঃ কৃষ্ণশ্চাম্মি কৃষ্ণাগ্রজঃ পরম্ ।

কথং ক্ষমায়াং রক্ষয়ং ত্বাং ক্ষমায়াং চ মগধঃ ! ॥

ইতি ॥ ৭৩ ॥

অথাস্মরা হা জরাসন্ধেতি (ক) তথা স্মরা হা জরাসন্ধমিতি  
বন্দতঃ সর্বং হাহাকারস্থাপারতাং ধারয়ামাসুঃ ॥ ৭৪ ॥

তদ্ব্যথা;—নাহমিতি । অহং কৃষ্ণাগ্রজো রামো ন পরং, কিন্তু কৃষ্ণাগ্রজঃ অর্জুনাগ্রজঃ রামকৃষ্ণো  
ত্বাং ক্ষমামকুরুতাং, অহস্ত ন তথা দয়ীবান্ অতো হে মগধ! কথং ক্ষমায়াং পরাধমহিকৃতা-  
বিষয়ে ক্ষমায়াং পৃথিব্যাং ত্বাং রক্ষয়ং; শ্রীকৃষ্ণশত্রুত্বাং ত্বাং হনিষ্যামিতি ভাবঃ ॥ ৭৩ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—অর্থোত্তগদোন । অথ তদ্ব্যবধানস্তরং অস্মরা হা জরাসন্ধেতি,  
অত্র হাশব্দঃ শোকার্থে, তথা স্মরা দেবা হা জরাসন্ধমিতি অত্র হাশব্দো নিন্দার্থে, হাহাকারস্ত  
আধারতামাত্রয়তাং ধৃতবন্তঃ ॥ ৭৪ ॥

জনা, এই রূপ হিংসাকার্য্যে তাহাকে ভূমি শাস্ত্রী করিলেন । পরে, সহসা তাহার  
উরুদ্বয় পৌড়ন করিয়া, তৎপরে কটিদেশের অন্ত হইতে শীঘ্র উৎপাটনীয় স্থান  
সকল উৎপাটন করিলেন । অবশেষে নটের আচার্য্যের মত ভাব ধারণ করিয়া  
তন্তুবায় যেরূপ বস্ত্র বিদারণ করে, সেই মত তিনি ঘাড়ের অগ্রভাগ এবং সমস্ত  
বিদারণ করিলেন । বিদারণ করিতে করিতে তিনি এইরূপ প্রকার প্রকাশ  
করিতে লাগিলেন । ৭২ ॥

আমি কৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম নহি, কিন্তু আমি কৃষ্ণাগ্রজ অর্থাৎ অর্জুনের  
জ্যেষ্ঠ । কৃষ্ণ এবং বলরাম তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন । আমি কিন্তু সেরূপ  
দয়ালু নহি । অতএব হে মগধ রাজ! ক্ষমাশূণ্যে আমি তোমাকে ক্ষমাতে অর্থাৎ  
পৃথিবীতে রাখিতে চাহি না । শ্রীকৃষ্ণের শত্রু বলিয়া আমি তোমাকে নিশ্চয়ই  
বধ করিব ॥ ৭৩ ॥

অনন্তর অস্মরগণ হা জরাসন্ধ! এবং স্মরগণ হায়! পিক্ জরাসন্ধ! এইরূপ  
বলিতে লাগিলেন । এইরূপে তৎকালে সকলেই হাহাকারবের আধার হইয়া  
উঠিল । হাহাকার ভিন্ন আর কাহার মুখে কোন রব নাই ॥ ৭৪ ॥

(ক) হা বিষাদশুগতিধত্যত্র নানার্থবর্ণে নিন্দায়াঙ্কেতি ক্ষরঃ । তত্র চ বিষাদাদিষু হা  
প্রিয়ে! জনকরাজপুত্রীত্যাদিকমুদাহৃত্য নিন্দায়ামেব বিতীর্ণমুদাহার । হা শ্রোত্রিয়ান্ হৃদয়-  
নिति । ইতি বু । প্রথমে বিষাদার্থহাশব্দযোগে ন দ্বিতীয়া । পরত্র নিন্দার্থে ন হাশব্দ-  
যোগে দ্বিতীয়া । অ! ।



যত্র বিজয়াচ্যুতো চাত্মানো বিজয়াচ্যুতো মন্বানো তং  
পূজয়ামাসতুঃ ॥ ৭৫ ॥

ততশ্চ বিপক্ষজনাতিক্রান্তিভ্রান্তিমিব সম্ভূত্য তদন্তঃপুরপথ-  
স্থিতমশ্বশস্ত্রাদিশস্তং কঞ্চন মণিকাঞ্চনরথং বলাদাত্মসাৎকৃত্য  
ভীমার্জুনাভ্যাং সমমধিকরণীকৃত্য চ শ্রীমাধবঃ সাবধানতয়া-  
বতশ্চে যত্রতু রথে গরুড়শ্চ তদা ধ্বজতয়ারুঢ়ঃ ।

যঃ খল্বসৌ রথঃ শত্রুদ্রুপরিচরবহ্ন্যালন্ধঃ ক্রমাজ্জরাসন্ধ-  
পিঞ্জা যস্মাল্লন্ধাহুদ্রথতয়া প্রথনা লক্কেতি ॥ ৭৬ ॥

তদেবং মহাহরণে কৃষ্ণার্জুনৌ যথা কুরুতাং তদ্বর্ণয়তি—যত্রেতিগদ্যেন। বিজয়াচ্যুতো  
অজ্ঞানকৃকো, বিজয়াচ্যুতো বিশেষণ জয়ো যন্ত স বিজয়ঃ ন ভবতি সঙ্কল্পাৎ চ্যুতাং ক্ষরণং যস্য  
সৌচ্যুতঃ তপাভূতো মন্বানো তং ভীমম্ ॥ ৭৫ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণো যচকার তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। বিপক্ষজনানাং যঃ অতিক্রান্তিঃ  
অতিক্রমঃ রণে অভীতিপূর্বকগমনং তস্যাং ভ্রান্তিঃ চিন্তাস্থিরতাং সম্ভূত্য ধারয়িত্বা তস্য জরাসন্ধস্য  
অন্তঃপুরস্য পথে স্থিতং অশ্বঃ ঘোটকঃ শস্ত্রাণি বাণধনুঃখড়্গাদীনি তৈঃ শস্ত্রমুৎকৃষ্টং মণিস্বর্ণ-  
রচিতং রথং সমং সহ অধিকরণীকৃত্য অনধিকরণং অধিকরণমাশ্রয়ং কুত্বা সাবধানতয়া  
অবধানেন বিপক্ষজনানামমুগদ্যেন সহ বর্তমান স্তম্ভাবতয়া অবতশ্চে উবাস। তথা  
ধ্বজতয়া যথা শ্রীকৃষ্ণস্য রথে স্বরূপেণ বিরাজতে, শস্ত্রাদিভ্যাং যস্মাল্লন্ধোক্তোবৃহদ্রথতয়া  
বৃহদ্রথান্ রথো যস্য স্তম্ভাবতয়া প্রথনা খ্যাতির্লক্কেতি ॥ ৭৬ ॥

ঐ স্থানে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন পরস্পর ভাবিতে লাগিলেন, আমাদের দুই  
জনের বিশেষরূপে জয় হইয়াছে, এবং আমরা কখন সঙ্কল্প হইতে পরিচ্যুত নহি।  
এইরূপে তখন তাঁহারা দুই জনে ভীমসেনের পূজা করিলেন ॥ ৭৫ ॥

অনন্তর শত্রুদিগের যুদ্ধে নির্ভয়ে আগমন এবং তদ্বিষয়ে যেন চিন্তের  
অস্থিরতা ধারণ করিয়া, জরাসন্ধের অন্তঃপুরস্থিত পথে অশ্ব, বাণ, ধনুক এবং  
খড়্গাদিদ্বারা উৎকৃষ্ট, কোন এক মণি-কাঞ্চন-নির্মিত রথ, বলপূর্বক আত্মসাৎ  
করিয়া, এবং ভীম ও অর্জুনের সহিত তাহার উপরে আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ  
সাবধানপূর্বক অবস্থান করিলেন। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ আরোহণ করিলেন, সেই  
রথে গরুড় ধ্বজাকারে আরোহণ করিয়া রহিল আকাশগঙ্গারী কোন একজন

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ? ।

দূতাবৃত্তঃ ;—

ততশ্চ সমবলোকিতশোকানাং তদীয়লোকানাং বিশোক-  
কৃতে তৎপুত্রং সহদেবং স শ্রীযত্নদেবঃ সহভীমার্জুনঃ সমভি-  
ষিষেচ ॥ ৭৭ ॥

অথ জরাসন্ধকৃতবন্ধানাং রাজ্ঞাং কৃতানুসন্ধঃ সত্যসন্ধঃ  
স দয়াসিদ্ধির্দিনবন্ধুর্গিরিদরীসন্ধিততদ্বন্ধগৃহমেব বিন্দমানস্তান্  
নিষ্কালয়ামাস । নিষ্কাল্য চ নিভাল্য চিরং সাত্ৰগদাদতয়া ন  
কিঞ্চিদ্গদতি স্ম ॥ ৭৮ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রদানস্তরং দূতাবৃত্তঃ—ততশ্চেতিগদ্যেন । সমবলোকিতঃ সমাগৃষ্টঃ  
শোকো যেষাং, বিশোককৃতে শোকরাহিত্যয় তৎপুত্রং জরাসন্ধহতং ভীমার্জুনাভ্যাং সহ  
বর্তমানঃ সমভিষিষেচ রাজ্যে অভিষিক্তবান্ ॥ ৭৭ ॥

বিশেষণে যদর্থঃ তত্র শ্রীকৃষ্ণ আজগাম তদবস্থা বিহিতবান্ তদ্বর্ণয়তি—অথেনিগদ্যেন ।  
জরাসন্ধেন কৃতো বন্ধো যেষাং তেষাং, কৃতোহনুসন্ধো অনুসন্ধানং যেন সং, সত্যসন্ধঃ সত্যে  
“রাজদূতম্বাচেন্দং ভগবান্ শ্রীপয়ন্ গিরা । মাভৈষ্ট দূতভজং বো দাতয়িষ্যামি মাগধমিতি রূপে  
সন্ধো নিয়মো যস্য সং, গিরিদরীসন্ধিততদ্বন্ধগৃহং পবনতপ্তহায়াং সন্ধিতং মিলিতং তেষাং রাজ্ঞাং  
বন্ধগৃহং বিন্দমানো লভমানঃ নিষ্কালয়ামাস তস্মাদ্বহিনির্নায় । নিভাল্য সমাগৃষ্টো অশ্রুণ সহ  
গদ্যাদো বাগ্‌যস্য তদ্ভাবতয়া ন গদতি স্ম ন জগদ ॥ ৭৮ ॥

বহু ইঞ্জের নিকট হইতে ঐ রথ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ক্রমে জরাসন্ধের পিতা  
রথলাভ করিতে বৃহদ্রথনামে ( বৃহৎ অর্থাৎ মহৎ হইয়াছে রথ যাহার ) এইরূপে  
খ্যাতি লাভ করেন ॥ ৭৬ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর । দূত কহিল, তারপর, যে সমস্ত  
লোকের শোক সম্যক্রূপে দৃষ্ট হইয়াছিল, সেই সকল জরাসন্ধের আত্মীয় লোক-  
দিগের শোক নিবারণ করিতে যজুবংশধর শ্রীকৃষ্ণ, ভীম এবং অর্জুনের সহিত  
তদীয়পুত্র সহদেবকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৭৭ ॥

অনন্তর সেই দূতপ্রতিজ্ঞ এবং দয়াসাগর শ্রীকৃষ্ণ, যে সকল রাজাদিগকে  
জরাসন্ধ বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল, সেই সকল ভূপতিগণের অনুসন্ধান করিয়া,

যথা ;—

জ্ঞানান্ জ্ঞানপটান্ ক্ষুধাতিবিকটান্ শুষ্কাননান্ যন্ত্রিতাং-  
স্তান্ পশ্যন্ হরিরঅঙ্গঅবদমৌ পুত্রান্ পিতেবৌরসান্ ।  
এষা তস্য শুভক্রিয়া নতু পরং তেষু স্ফুটং সাদ্র্ধতাং  
দধ্রে কিং ত্বপরেষু চ পতিযুগং সর্বত্র চ স্থায়িষু ॥ ৭৯ ॥

তদেবং তেষাং তৎকৃচ্ছ্রমেব তস্য করুণামৃচ্ছং কৃচ্ছ্র-  
কোটিমপি জিগায় ॥ ৮০ ॥

তেষু প্রীত্যা তস্য যাবস্থাভূতদ্বর্গ্যতি—জ্ঞানানিতি । অসৌ হরি স্তান্ রাজঃ পশ্যন্ অঙ্গং নেত্র-  
জলং অঙ্গবৎ মুমোচ । তান্ কিস্তু তান্ জ্ঞানান্ কাস্তিরহিতান্ জ্ঞানপটান্ মলিনবস্ত্রান্ ক্ষুধাতিবিকটান্  
ক্ষুধাব্যাকুলান্ শুষ্কাননান্ স্নেহশূন্যমুপান্ যন্ত্রিতান্ যন্ত্রণাবিশিষ্টান্ যথা পিতা ঔরসান্ পুত্রান্  
যথা দৃষ্টে । অঙ্গং মুঞ্চতি তথা, নঘেবং তেষু শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্বাকৃতিরদ্ধতা তত্রাহ—এষেতি । তস্য করুণা  
এষা শুভা ক্রিয়া ভক্তস্নেহবিধায়িকা ন তু তেষু রাজহু পরং কেবলং সাদ্র্ধতাং স্নেহতাং দধ্রে,  
কিস্তু প্রতিযুগং সর্বত্র স্থায়িষু অপরেষু প্রহ্লাদকর্দমগুহকাদিষুপি সাদ্র্ধতাং দধ্রে, তন্মৈ বা  
স্বাভাবিকশুভক্রিয়া ॥ ৭৯ ॥

তেন যৎ ফলিতং তদ্বর্গ্যতি—তদেবমিতিগদ্যেন । তৎ কৃচ্ছ্রং রোধাদিনিমিত্তকষ্টং তস্য  
কৃষ্ণস্য দয়াং প্রাপ্নু বৎ সং কষ্টকোটিমপি জিতবান্ ॥ ৮০ ॥

গিরি-গহ্বরাস্থিত রাজাদের বন্ধনাগারে গমন করিলেন । তথায় তিনি তাহা-  
দিগকে কারাগার হইতে মুক্ত করিলেন । তাহাদিগকে কারামুক্ত করিয়া এবং  
সম্যক্রূপে নিরীক্ষণ করিয়া বহুক্ষণ সজলনয়নে এবং কণ্ঠরুদ্ধস্বরে কিছুই  
বলিতে পারেন নাই ॥ ৭৮ ॥

পিতা যেরূপ ঔরসপুত্রদিগকে দেখিয়া অশ্রু মোচন করিয়া থাকেন,  
সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ কাস্তিবিরহিত, মলিন-বসনধারী, ক্ষুধার্ত, শুষ্কমুখ এবং যন্ত্রণা-  
যুক্ত ভূপতিদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন । শ্রীকৃষ্ণের  
ভক্তগণের উপর স্নেহপ্রদ এইরূপ শুভকার্য্য কেবল যে, ঐ সমস্ত রাজাদের  
নিকটে আদ্র্ধতা বধারণ করিয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু প্রত্যেক যুগে সর্বত্র  
স্থায়ী অপরাপর প্রহ্লাদ, কর্দম, গুহকাদির উপরেও সেই শুভ-কার্য্য, আদ্র্ধ-  
তা বধারণ করিয়াছে । শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ শুভকার্য্য স্বভাব সিদ্ধ ॥ ৭৯ ॥

এই প্রকারে কারারুদ্ধ ভূপতিগণের কারারোধ-জনিত কষ্ট, শ্রীকৃষ্ণের  
করুণা প্রাপ্ত হইয়া কোটি কোটি কষ্ট, জয় করিয়াছিল ॥ ৮০ ॥

ততশ্চ ;—

দৃগ্ভ্যাং রূপং হৃচাংশুপ্রথনমথ নমৌযুগ্মকেনৈকগন্ধং  
কর্ণাভ্যাং বায়্বিলাসং তমপি রসনয়া লেহবান্মিষ্টমিষ্টম্ ।  
কংসারাতেঃ স্পৃশন্তঃ ক্রমথমপজহুস্তে জরাসন্ধবন্ধাঃ  
শ্রদ্ধানন্ধাস্তথাসন্নপি সপদি যথা সস্মরুর্নাত্মবন্ধম্ ॥ ৮১ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবুচতু—ততশ্চ করুণবরুণালয়ঃ স খলু কমলালয়-  
স্তান্ সমলান্ সপরিমলস্বপনাদিনা লালয়িতুং পরিজনান্  
নিজতরঙ্গানিব প্রেরয়ামাস ॥ ৮২ ॥

তথাঃ প্রেমোদ্রেকং বর্ণয়তি—দৃগ্ভ্যাং মিত । কংসারাতেঃ ক্রমস্য রূপং দৃগ্ভ্যাং নেত্রাভ্যাং  
স্পৃশন্তঃ এবং স্বস্য হৃচা তস্য অংশুপ্রথনং শীতলকাস্তুরবলনং তথা নাসাঘ্রয়েন পান্থ্যেষ্টিগন্ধং  
তথা শ্রোত্রাভ্যাং বায়্বিলাসং প্রিয়বাধ্যাদুবাং তথা মিষ্টমিষ্টং যথা মাত্ত্বা লেহাবদাদাদাসং তং  
জিহ্বয়া স্পৃশন্তঃ ক্রমথং প্রানিমপজহু স্ত্যক্তবন্তঃ । তথা শ্রদ্ধানন্ধা শ্রদ্ধয়া বন্ধা আসন্, যথা আত্মবন্ধং  
ন সস্মরুঃ ন চিন্তয়ামাসুঃ ॥ ৮১ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রদানস্তরং দূতাবুচতুঃ—ততশ্চেতি গদ্যেন । রূপাসাগরো লক্ষ্মীলয়শ্চ সমলান্  
মলমলিতান্ সপরিমলস্বপনাদিনা যুগলসংযোগে সহ যৎ স্বপনং স্নানীয়জলাদিনা লালয়িতুং  
শুক্রাভ্যাং কারয়িতুং নিজতরঙ্গান্ নিজলহরীরিব পরিজনান্ দাসাদীন প্রেরয়ামাস নিযুক্ত-  
বান্ ॥ ৮২ ॥

তৎপরে জরাসন্ধকর্তৃক কারারুদ্ধ ঐমকল ভূপতিগণ কংস-বিজয়ী শ্রীকৃষ্ণের  
রূপ দুই চক্ষে দেখিয়া, তদীয় শীতল-কাস্তুর স্পর্শ, স্ব স্ব গাত্র-চন্দ্রদ্বারা অনুভব  
করিয়া দুই নাসা-যুগলদ্বারা তদীয়গাত্রের ইষ্ট গন্ধ ভ্রাণ লইয়া দুই কর্ণদ্বারা  
তঁাহার প্রিয়বাক্যের মাধুরী শ্রবণ করিয়া, এবং অত্যন্ত সুমিষ্ট ভাবে চিন্তা-  
দ্বারা আশ্বাদনীয় বস্তুর মত কর্ণদ্বারা সেই প্রিয়বাক্যের মাধুরী আশ্বাদ  
লইয়া প্রানি পরিত্যাগ করিলেন । তাহার পরে তঁাহারা এইরূপ শ্রদ্ধানিবদ্ধ  
হইয়া ছিলেন যে, সহসা আত্মবন্ধন ( কারাগারজনিত দুঃখ ) ভুলিয়া  
গেলেন ॥ ৮১ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর । দূতদ্বয় কহিল, তারপর করুণার

তেতু ;—

নয়নসলিলধারান্নানভাজঃ প্রমোদ-

চ্ছবিবিলসিতবস্ত্রারোমহর্ষাঙ্গভূষাঃ ।

মগধনুপতি-বন্ধাঃ পার্শ্বিবা লক্ষকৃষ্ণা

গতপরিকৃততৃষণাস্তকুঁবুঃ স্তকুঁ কৃষ্ণম্ ॥ ৮৩ ॥

তদা চ তদাজ্জাবশম্বদা লক্ষসম্মদা জ্ঞাতাধিকতদীয়দয়া  
রাজ্ঞাঃ সমুদয়াঃ স্পনাদিসমাসাধিতরোচনয়া ভোজনযোজনয়া(ক)

তদা তেষাং লালনস্ত পিষ্টপেষো জাতঃ, যতঃ প্রেয়া তন্তদুদয়াং তথাচ নয়নেতি । তে  
পার্শ্বিবা রাজানো নয়নজলধারাভিঃ স্নানং ভজন্তে, তে তথা প্রমোদচ্ছবিবিলসিতবস্ত্রাঃ প্রমোদন্ত  
হনন্ত ছবিঃ প্রতিমূর্তিঃ সৈব বিলসিতঃ দীপ্তঃ বস্ত্রঃ যেষাং তে, তথা রোমহর্ষোহঙ্গভূষা যেষাং তে,  
লক্ষঃ কৃষ্ণা যেষাং তে, গত পরিকৃতস্ত পরিবারস্ত তৃষ্ণা যেষাং তে কৃষ্ণঃ স্তকুঁ তুটুবুঃ ॥ ৮৩ ॥

ততঃ স্তেষাং যদ্বৃন্তমভূতবর্ণয়তি—তদাচেতিগদ্যেন । তে রাজ্ঞাঃ সমুদয়া সমূহাঃ তেন  
কৃষ্ণেন বিহাপিতং অর্পিতং যচ্চ তুরঙ্গসেনাদি রথাশ্বহস্তিপদাতিক্রুপং তৎসঙ্গি যেষাং তত্তাবতয়া  
গৃহায় বিহাপয়ামাসিরে যাপিতা ভূতবস্ত্রাঃ, কিস্তু তা স্তদাজ্জায়া বশম্বদা বশীভূতাঃ, লক্ষঃ সম্বদো হযো  
যৈ স্তে, জ্ঞাতাধিকতদীয়দয়া জ্ঞাতা অধিকরাগেণ তদীয় দয়া যেষু তে, স্পনাদিনা সমাসাদিতা

সাগর এবং লক্ষ্মীর আবাসভূমি সেই শ্রীকৃষ্ণ, স্নগন্ধদ্রব্যসহ স্নানীয় জলাদি-  
দ্বারা মালিন্যযুক্ত ঐ সমস্ত ভূপতিদিগের সেবা করাইবার নিমিত্ত নিজলহরী-  
রাশির মত (অর্থাৎ সমুদ্র যেক্রপ নিজতরঙ্গদিগকে নিযুক্ত করে) সেইরূপ  
দাস দাসীপ্রভৃতি পরিজনবর্গকে নিযুক্ত করিলেন ॥ ৮২ ॥

জরাসন্ধদ্বারা কারা-নিবন্ধ ভূপতিগণ আনন্দজনিত নয়নজলের প্রবাহে  
স্নান করিয়া, আনন্দের প্রতিমূর্তিই তাহাদের উজ্জ্বল বস্ত্র হইল, রোমাঞ্চই  
তাহাদের অঙ্গ ভূষণ হইল; এবং তৎকালে তাহারা কৃষ্ণকে পাইয়া পরিবার  
বর্গের দর্শন বাসনা পরিত্যাগ করিল। এইরূপে ভূপতিগণ সুন্দররূপে  
শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিল ॥ ৮৩ ॥

তৎকালে ভূপতিগণ, শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় বশীভূত হইয়া হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন  
এবং তাহাদের উপরে যে শ্রীকৃষ্ণের সমধিক করুণা আছে, তাহাও জানিতে

(ক) তেন শ্রীকৃষ্ণেন যোহঙ্গীকার স্তেন হেতুনা সঙ্গীকৃতঃ সঙ্গমীকৃতঃ চিত্তোন্নতি মঙ্গল-  
বৈশাদির্ধৈঃ । অ।

রাজহৃদয়াস্তদঙ্গীকারসঙ্গীকৃতভূদয়াস্তেন বিহাপিতচতুরঙ্গ-  
সেনাদিসঙ্গিতয়া গৃহায় বিহাপয়ামাসিরে ॥ ৮৪ ॥

যথাপূর্ববৈভবাদপূর্বতয়া পশুদ্বিস্তেযাং পরিষদি নিবসদ্বি-  
রনৈরপি সন্তিস্চিরাদেব পরিচিক্যিরে । শ্রীগোবিন্দাল্লক-  
কুপাণাং নৃপাণাং তেযাং মুখাদেব তদীয়স্থাস্বাদশাসাদয়দ্বিস্তৈ-  
স্তৈশ্চৈত্রীমদ্বিঃ সমুদ্ভবদুত্তভাগ্যতয়া মেনিরে চ ॥ ৮৫ ॥

প্রাপ্তা রোচনা শোভা যৈ স্তে তথা ভোজনস্য যা যোজনা সজ্জটনা তয়া রাজন্ উদয়ঃ প্রকাশো  
যেযাং তে, তথা তদঙ্গীকারসঙ্গীকৃতভূদয়া স্তেন কৃৎস্নে যোঃঙ্গীকার আত্মীয়ত্বেন স্বীকার স্তেন  
সঙ্গীকৃতঃ সম্পূর্ণকৃতোহভূদয়ঃ কল্যাণং বুদ্ধিব্যাং যেযাং তে ॥ ৮৪ ॥

তত স্তেযাং গৃহপ্রাপ্তানস্তরং যদুত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—যথৈতিগদ্যোনঃ । যথা পূর্ববৈভবাং  
অপূর্বতয়া আশ্চর্য্যতয়া পশুদ্বিঃ তেযাং পরিষদি সভায়াং নিবসদ্বির্বকুভি শুখান্নৈঃ সন্তিরপি  
চিরাদেব পরিচিক্যিরে পরিচিতা ভূতাঃ, তদীয়স্থাস্বাদং শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদুৎসং যৎ স্থাং তস্তাবাদং  
আশ্বাদয়দ্বিঃ প্রাপ্নুবদ্বিঃ মৈত্রীমদ্বিঃ মিত্রতাবদ্বিঃ সমুদ্ভবদুত্তভাগ্যতয়া সমুদ্ভবদুত্তং ভাগ্যাং  
যেযাং তস্তাবতয়া মেনিরে বুদ্ধাঃ ॥ ৮৫ ॥

পারিল । দাস দাসীগণ তাঁহাদিগকে স্নান করাইয়া দিলে, তাঁহারা শোভা-  
বিশেষ প্রাপ্ত হইলেন । পরে খাদ্য বস্ত্র উপনীত হইলে, তাহা ভোজন করিয়া  
তাঁহাদের দীপ্তি প্রকাশিত হইল । শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের আত্মীয় বলিয়া স্বীকার  
করিলে, তাহাতে নৃপতিগণের সম্পূর্ণরূপে অভূদয় বা কল্যাণ সাধিত হইয়া-  
ছিল । অনস্তর শ্রীকৃষ্ণ হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতি এই চতুরঙ্গিনী সেনার  
সহিত তাঁহাদিগকে সুসজ্জিত করিয়া স্ব স্ব গৃহের উদ্দেশে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৮৪ ॥  
তাঁহারা গৃহে আসিলে, পূর্বমত বৈভব থাকাতে ভূপালবৃন্দের সভাস্থিত ব্যক্তিগণ  
এবং অন্তান্ত সাধুগণ আশ্চর্য্যভাবে অবলোকন করিয়া বহুক্ষণের পর তাঁহাদের  
পরিচয় পাইলেন । ঐ সকল মহীপতি শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে এইরূপ করুণা  
প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই মুখ হইতে এই মধুর রসের আশ্বাদ পাইয়া, বহুত-  
প্রার্থী ঐ সমস্ত আত্মীয়গণ আপনাদের অপূর্বভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে জানিতে  
পারিলেন ॥ ৮৫ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—ইতঃ পরং পরং তেষাং কৃতব্রাহ্মণ-  
বেষণাং কুরুষু পুরুষু) প্রবেশভব্যং কব্যতাম্ ॥ ৮৬ ॥

দূতাবৃত্তঃ—অথ তে পথি বিস্মতান্ নিজান্ পরিচ্ছদান্  
সহদেবেন ভক্ত্যুৎসৃষ্টানপ্যন্যান্ সংসৃষ্টান্ বিধায় শত্রুপ্রস্থায়  
প্রস্থানগামেহুঃ ॥ ৮৭ ॥

আসদ্য প্রিয়-সদনং ত এবমিন্দ্র-

প্রস্থাখ্যং স্ফুটমধমন্ প্রতি স্বশঙ্খান্ ।

যেষু দ্বৌ নিজনিজমাশ্রয়ং তমেকং

বিভ্রাণৌ জগতি (ক) বিবভ্রতুঃ শ্রবাংসি ॥ ৮৮ ॥

ততো ব্রজরাজো যদপুচ্ছস্তব্বর্ণয়তি—ইতি ইতি গদ্যোন । কৃতো ব্রাহ্মণবেষণা বৈ শ্রেষ্ঠাং  
কুরুষু পুরুষু কুরুষণসমুহেযু পরং কেবলং প্রবেশভব্যং প্রবেশমঙ্গলং কব্যতাং বর্ণ্যতাং, কব্যতা-  
মিতি পাঠে সএবার্থঃ ॥ ৮৬ ॥

ততো দূতৌ যদাহতুঃ স্তব্বর্ণয়তি—অথ তে ইতি গদ্যোন । নিজান্ ব্রাহ্মণবেষণাপচিতান্  
পরিচ্ছদান্ পৃথুশ্চিযজ্ঞসূত্রাদীন পথি বিস্মতান্ ত্যাজিতান্ বিধায় সহদেবেন জরাসন্ধপুত্রেন  
ভক্ত্যা উৎসৃষ্টান্ দত্তানপি অন্যান্ মহারাজোচিতান্ সংসৃষ্টান্ মিলিতান্ বিধায় ইন্দ্রপ্রস্থায়  
ইন্দ্রপ্রস্থং হৃদয়ে কৃৎ প্রস্থানং আসেহুঃ প্রাপুঃ ॥ ৮৭ ॥

তেষাং তত্র অবশং বর্ণয়তি—আসদ্যেতি । তে ইন্দ্রপ্রস্থাখ্যং প্রিয়সদনং প্রাপ্য প্রতি প্রত্যেকং  
স্বশঙ্খান্ বাদয়ামাহঃ । যেষু ত্রয়েষু মধ্যে দ্বৌ ভীমার্জুনৌ তমেকং কৃষ্ণং বিভ্রাণৌ ধারয়ন্তৌ  
আশ্রয়মানৌ সন্তৌ জগতি ভুবনে শ্রবাংসি যশাংসি বিবভ্রতুঃ বিশেষণ পুপুষতুঃ ॥ ৮৮ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, অতঃপর ব্রাহ্মণ-বেশধারী সেই তিন জনের কৌরবনগরে  
প্রবেশের মঙ্গল-বার্তা বর্ণনা কর ॥ ৮৬ ॥

দূতদ্বয় বলিতে লাগিল, অনন্তর তাঁহারা তিন জনে পথমধ্যে ব্রাহ্মণোচিত  
বেশের উপযুক্ত পরিচ্ছদ সকল ( অর্থাৎ স্থলতীর্থমুত্তিকা-নির্মিত উদ্ধপুণ্ড্রাদি  
ও যজ্ঞসূত্রাদি ) পরিত্যাগ করিয়া, এবং জরাসন্ধের পুত্র সহদেব ভক্তিসহকারে  
অস্ত্রাত্ম যে সকল মহারাজোচিত বস্ত্র সকল দান করিয়াছিল, সেই সকল পরিধান  
করিয়া, ইন্দ্রপ্রস্থের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন ॥ ৮৭ ॥

এইরূপে তাঁহারা ইন্দ্রপ্রস্থের প্রিয়ভবন প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকে প্রকাশ্যে শঙ্খ

অথাগতৈশ্মুররিপু-ভীম-জিষ্ণুভিঃ

ক্ষুটং জরাতনয়নৃপাস্তজিষ্ণুভিঃ ।

নিজাগতিশ্রবণজশর্ম্মপূরিতা

নৃপতু্যপাত্রজনমবাপ্য পূরিতা ॥ ৮৯ ॥

গান্ধীযো ধর্ম্মসূনোরঘরিপূরচিতাং শৃণুতস্তত্র মৈত্রীঃ

তস্যাঃ শ্লাঘামথাবৃণুতি বরবলবানাব্রণোদ্বাপ্পপূরঃ ।

পূর্ব্বং সাধারণানাং গুণগগগগনামাবিশেদুত্তরস্তৎ-

প্রেমপ্রাবল্যভাজামথ কথমনয়োঃ সাম্যম্ছেদবাগ্যম্ ॥ ৯০ ॥

কিঞ্চ, অাগতৈজরাসন্ধপ্রাপ্য জিষ্ণুভির্জয়শীলৈঃ কৃষ্ণভীমার্জুনৈঃ নৃপতু্যপাত্রজনং যুধিষ্ঠিরস্য সমাপে আগমনং অবাপ্য অব অসাকল্যে কিঞ্চিদূরে স্থিতিং নিজানাং বা আগতি স্তম্ভাঃ শ্রবণজং যৎ শর্ম্ম স্থং তেন পূরিতা পুঃ পুরী ইতা প্রাপ্তা ॥ ৮৯ ॥

তেষাং মুখদ্বারা জরাসন্ধজয়ং তত্র শ্রীকৃষ্ণং মৈত্রীঃ শ্রদ্ধা যুধিষ্ঠিরস্ত বহুভাস্তং জাতং তদ্বর্ণনতি—  
গান্ধীযোতি । তত্র জরাসন্ধজয়ে অঘরিপূরচিতাং মৈত্রীঃ শৃণুতো ধর্ম্মসূনোযুধিষ্ঠিরস্য গান্ধীযো গুণে  
তস্যামৈত্রীয়াঃ শ্লাঘাং আবৃণুতি আচ্ছাদনং কুর্বাতি সতি, বরবলবান্ তস্য বাষ্পপূরস্তংগান্ধীযমাব্রণোৎ,  
তত্র ফলিতং বর্ণয়তি—পূর্ব্বং গান্ধীযাং সাধারণানাং জনানাং গুণগগগগনাং আবিশেৎ অতো ন  
চলিতং ভবেৎ, উত্তরো বাষ্পপূরঃ প্রেমপ্রাবল্যভাজাং পরমায়ীয়ানাং গুণগগগগনাং আবিশেৎ,  
অতঃ প্রকাশতে, অথ অতঃ কথং অনযোগীগান্ধীযাবাষ্পপূরয়োঃ সাম্যঃ সমতা অবাম্যঃ সরলতাঃ স্বচ্ছেৎ  
প্রাপ্ত্যং, ন কথঞ্চিল্ল্যতা ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৯০ ॥

বাজাইতে লাগিলেন । তিন জনের মধ্যে দুই জন ( অর্থাৎ ভীম এবং অর্জুন )  
একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে অশ্রয়রূপে অবলম্বন করিয়া জগতে বিশেষ যশোরাপি বিস্তার  
করিলেন ॥ ৮৮ ॥

অনন্তর প্রকাশ্রে জরাসন্ধজীবনজয়ো সেই শ্রীকৃষ্ণ, ভীম এবং অর্জুন এই  
তিন জনে উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে আগমন করিলেন । তাঁহারা কিঞ্চিৎ  
দূরে থাকিয়াই তাঁহাদের আগমনবার্তা শ্রবণে স্থখপূর্ণ নগরী প্রাপ্ত হই-  
লেন ॥ ৮৯ ॥

সেই জরাসন্ধ-বিজয়ে শ্রীকৃষ্ণকৃত মিত্রতা ( সাহায্য ), শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম-পুত্র  
যুধিষ্ঠিরের গান্ধীযা গুণ, সেই মৈত্রীর প্রশংসা আচ্ছাদন করিলে, তাঁহার অত্যন্ত  
বলবান্ বাষ্পপ্রবাহ সেই গান্ধীযা আবরণ করিয়া ফেলিল । সিদ্ধান্ত এই যে,



ব্রজরাজ উবাচ—কেন যথা মগধান্ পথস্তি স্ম তে ? ॥১১॥

দূতাবৃচতুঃ—অন্তর্বেদিমধ্যমধ্যাসীনেন দূরসম্বন্ধেন । বস্মা-  
মিত্যস্থিতয় এব ভবতাং স্থানায়াপ্রস্থাতব্যং তেন ॥ ১২ ॥

তেবামিত্যপ্রস্থানমগধদেশগমনে মথুরায়ামভিগমঃ সম্ভাব্যতে ইত্যাহুস্ত্য ব্রজরাজো বদপৃচ্ছ-  
ত্ত্বর্ণয়তি—কেনেতিগদ্যেন । তে কৃকাদয়ঃ পথস্তি স্ম পথগতো জগুঃ ॥ ১১ ॥

ততো দূতো যদাহতু স্ত্বর্ণয়তি—অন্তর্বেদীতিগদ্যেন । অন্তর্বেদির্গঙ্গাবমুনয়োর্দ্ধ্যবর্ত্তিভূমি  
স্ততা মধ্যং অধ্যাসীনেন কৃত্যধিবেশনেন দূরসম্বন্ধেন বস্মাৎ পথো হেতোনিত্যস্থিতিনিমিত্তায়  
ভবতাং স্থানায় ব্রজায় তেন কৃকেন আ সর্বতোভাবেন প্রস্থাতব্যং প্রস্থানং করিষ্যতে ॥ ১২ ॥

পূর্বে গান্ধারী, সাধারণ লোকদিগের গুণরাশির গণনা মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল ;  
এই কারণে চলিত হয় নাই । তৎপরে বাষ্পপ্রবাহ, প্রেমের প্রাধান্ত্যযুক্ত পরম  
আত্মীয়লোকদিগের গুণরাশি গণনার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল ; তাহাতেই  
প্রকাশ পাইতেছে । অতএব এই গান্ধারী এবং বাষ্পপ্রবাহের সাদৃশ্য, কি  
সরলতা প্রাপ্ত হইতে পারে ? কিছুতেই সাদৃশ্য ঘটিতে পারে না ॥ ১০ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে মগধদেশে বাইতে হইলে মথুরায় আসিতে  
পারা যায় । তবে তাঁহার কোন পথ দিয়া মগধদেশে গমন করিয়া-  
ছিলেন ( ক ) ? ॥ ১১ ॥

দূতধ্বজ বলিল, ঐক্লব গঙ্গা ও বমুনায় মধ্যবর্ত্তী যে ভূমিতে অধিবেশন করিয়া-  
ছিলেন । তথা হইতে আপনাদিগের সম্বন্ধ দূর । ( একজ্ঞ তিনি বৃন্দাবনে  
আসিতে পারেন নাই ) অথচ আপনারা বধায় নিতাই অবস্থিতি করিতেছেন,  
সেই ব্রজের উদ্দেশে ( ইতঃ পর তাঁহাকে ) সর্বতোভাবেই প্রস্থান করিতে  
হইবে ॥ ১২ ॥

( ক ) ইন্দ্রপ্রস্থ বর্ত্তমান দিল্লি । তাহা বৃন্দাবনের পশ্চিম । মগধ বর্ত্তমান পাটনা, মুন্সের  
ঐকুতি বিহার প্রদেশ । তাহা বৃন্দাবনের পূর্বে একজ্ঞ দিল্লি হইতে মগধ আসিতে হইলে  
বৃন্দাবন দিয়া আগমন সম্ভব ।

অত্র চ গীত্ৰস্তি ;—

উড়ুম্বরে কৃমিস্তাবমিজাডুম্বরগৰ্ভিতঃ ।

যাবন্ম দস্তিদস্তানামন্তঃ পততি তৎফলম্ ॥ ২৪১ ॥

কৃষ্ণ উবাচ—অদ্যাপি কতিবিলম্বা ব্রজভূগতিঃ ॥ ২৪২ ॥

ঋষিরুবাচ—আয়তাবেয়াতাত্ৰ শ্রয়তাং । তদেতৎ প্রোচ্য  
মহর্ষিণা মনসি প্রোচ্যতে স্ম—এষা চ কলিলোকৈর্বিবরলৈ  
রেবাবকলয়িষ্যতে ॥

অস্তা হি বহির্শ্মুখান্ প্রত্যবগুণ্ঠয়িতুমন্তশ্মুখাংস্তুৎকণ্ঠয়িতুং  
মহর্ষিভিঃ পরোক্—প্রায়ীকৃতায়ঃ খল্বস্মদাদি-সম্বাদময্যাঃ  
শ্রীভাগবত-ভারত-পাদ্মাদীনাংকব্যাক্যতাকরণত এব শক্যা  
প্রতীতিরিতি । তদিদং কিঞ্চন মদুপদেশনিদিষ্টং

তাদৃশসৌভনাশে কবয়ো গীত্ৰস্তি । যথা উড়ুম্বরে ইতিপদ্যেন । উড়ুম্বরে কৃমিঃ কীটো  
নিজাডুম্বরগৰ্ভিতো নিজস্ত আটোপেন গৰ্ভিতঃ স্তাববর্ততে । যাবন্তৎকলঃ দস্তিদস্তানাং অন্তঃ  
হস্তিনাং দন্তমধ্যে ন পততি ॥ ২৪১-১ ॥

কৃষ্ণ উবাচ । অদ্যাপি ব্রজভূবি গতিঃ কতি বিলম্বা যত্র ॥ ২৪২ ॥

ঋষিরুবাচ । আয়তো উত্তরকালে এব আয়াতাত্ৰ শ্রয়তাং । মহর্ষিণা নারদেন । এষা চ ব্রজভূগতিঃ  
কলিলোকৈঃ কলিকালজাতলোকৈ বিবরলৈঃ নতু সাধারণৈরবলোকয়িষ্যতে । অস্তা হি প্রতীতিঃ  
শক্যাবেত্যয়ঃ । কথন্তুতায় বহির্শ্মুখান্ প্রতি অবগুণ্ঠয়িতুং গোপয়িতুং অন্তশ্মুখান্  
তদুপাসকাস্ত উৎকণ্ঠয়িতুং মহর্ষিভিঃ পরাশরাদিভিঃ পরোক্—প্রায়ীকৃতায়ঃ অপরোক্—প্রায়ী  
পরোক্—প্রায়ী কৃতায়ঃ পরোক্—প্রায়ী কৃতায়ঃ তস্তাঃ সম্বাদাদীনাং যঃ সম্বাদস্তস্ত প্রাচুর্যঃ যত্র তস্তাঃ,  
একব্যাক্যতাকরণত এবৈতি । তদিদং ব্রজভূগমনঃ কিঞ্চন মদুপদেশনিদিষ্টং ময়া ব'উপদেশ স্তেন

কবিগণ সৌভপূর-নাশ সম্বন্ধে এইরূপ কীর্তন করিবেন । যে পর্য্যন্ত হস্তীর  
দন্তমধ্যে উড়ুম্বরের ফল না পতিত হয়, সেই পর্য্যন্ত উড়ুম্বরস্থিত কীট ; আপনার  
অহঙ্কারে গৰ্ভিত হইয়া থাকে ॥ ২৪১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অত্ৰাপি ব্রজভূমে গমন করিতে কত বিলম্ব আছে ? ॥ ২৪২ ॥

ঋষি কহিলেন 'উত্তর কালেই আগমন করিবে, শ্রবণ কর' । এইরূপ বলিয়া  
দেবর্ষি নারদ মনে মনে বলিতে লাগিলেন । কলিকালসমুত্ত অতান্ন লোকগণই  
(কিন্তু সাধারণ লোক নহে) এই ব্রজভূমির গতি ( অবস্থা ) অবলোকন করিতে

মধুকণ্ঠ-স্নিগ্ধকণ্ঠাভ্যাং প্রাপ্তকৃষ্ণোপকণ্ঠাভ্যাং ক্ষীরকণ্ঠাভ্যা-  
মপি স্বকণ্ঠাদেব চম্পূদ্বয়মপূর্বরচনয়া সম্পূর্ণং কুর্বদ্যামুত্তর-  
চম্পূত্তরভাগমঞ্চদ্ব্যাং তত্তচ্ছাস্ত্রমতবিস্তারণয়া প্রস্তোষ্যতে  
তদেব সমস্ত বিচার্যতে ॥ ২৪৩—২৪৪ ॥

নিদিষ্টঃ স্থলিষ্ঠমিব মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠাভ্যাং তত্তচ্ছাস্ত্রমতবিস্তারণয়া প্রস্তোষ্যতে প্রস্তুতং করিষ্যতে  
ইত্যময়ঃ । কিস্তুতাভ্যাং প্রাপ্তকৃষ্ণোপকণ্ঠাভ্যাং প্রাপ্তঃ কৃষ্ণ উপকণ্ঠঃ সমীপং যাত্য্য  
ক্ষীরকণ্ঠাভ্যাং ক্ষীরং দুগ্ধং কণ্ঠে যয়োঃ তৎবিশেষণং কণ্ঠস্ত মাধুয্যদ্যোতনার্থং অতঃ স্বকণ্ঠাদেব  
অপূর্বরচনয়া বিচিত্রবর্ণনেন উত্তরচম্পূত্তরভাগঃ উত্তরচম্পূঃ য উত্তরভাগস্তং অঞ্চদ্ব্যাং  
গচ্ছদ্ব্যাং ॥ ২৪৩ ॥

তদেব ব্রজগমনং সমস্ত সংক্ষিপ্য বিচার্যতে ॥ ২৪৪ ॥

পারিবে । এ ব্রজভূমির গতি, প্রায়ই অপ্রত্যক্ষের মত কৃত হইয়াছে । নিশ্চয়ই  
আমাদের বহুতর সম্বাদ হেতু পরাশর প্রভৃতি মহর্ষিগণ, বহির্মুখ উপাসকদিগকে  
গোপন করিতে \* এবং অন্তর্মুখ উপাসকদিগকে উৎকণ্ঠিত করিবার জন্ত  
শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত এবং পদ্মপুরাণাদির একবাক্যাত্মকরণ হেতুই ইহার  
প্রতীতি করিতে পারিবেন । আর এই ব্রজভূমি-গমন-সম্বন্ধে আমি যেরূপ  
উপদেশ দিয়াছি তাহাই শ্রবণ করিয়া মধুকণ্ঠ এবং স্নিগ্ধকণ্ঠ, তত্ত্ব শাস্ত্র  
সমূহের মত সকল বিস্তার করিয়া সেইরূপভাবে প্রস্তুত করিবে । কারণ, ইহারা  
দুইজনে কৃষ্ণের সমীপে + অবস্থান করিতেছে, এবং দুইজনের মত কোমলকণ্ঠ  
হইলেও স্বকীয় কণ্ঠ হইতে অপূর্ব রচনা দ্বারা চম্পূদ্বয় সম্পূর্ণ করিয়া পরিশেষে  
উত্তরচম্পূর উত্তরভাগ প্রাপ্ত হইয়াছে । তাহাই সংক্ষেপে করিয়া বিচার করা  
যাইতেছে ॥ ২৪৩ ॥ ২৪৪ ॥

\* চিন্ময় ধাম বৃন্দাবনকে জীবের প্রতি করুণা করিয়া ভগবান্ প্রাকৃত আকারে দেখাইতে-  
ছেন । সেই প্রাকৃত আচরণ ভেদ করিয়া দেখা ভক্তিনেত্রের কাব্য । কিন্তু চিন্ময় বস্তুর প্রতিক্রম  
বলিয়াই প্রাকৃতধাম পবিত্র ও আরাধ্য । চন্দ্রচন্দ্রে জড় বস্তুর মত দৃষ্ট হন কিন্তু প্রেমেন্দ্রে তাহার  
স্বরূপ বৈভব দৃষ্ট হয় । ইহাই শ্রীগোপালমিলাপদসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ।

+ ভগবান্ নারদের কৃপারূপ-অভিশাপে নলকুবর-মণিগ্রীব যমলাজুন বৃক্ষ হইয়া ব্রজ  
মণ্ডলে বালকরূপী ভগবানের স্পর্শলাভে দিব্যদেহ ধারণ করত মুক্ত হইয়া বান, তাহারাই  
মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠ । ইহারা ভগবানের চিরদাস এ কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে ।

যদা শাল্লবুন্ধমুন্ধুং তদা পাণ্ডবানাং ছুরোদরদণ্ড ইতি বনপর্ব-কথা । শাল্লবু তু প্রাণান্ দণ্ডয়িত্বা মধুপুর(পুর)দ্বারি বক্রতাচণ্ডঃ সবিদূরথদন্তবক্রঃ খণ্ডখণ্ডশঃ খণ্ডিতশ্চ তেনানেন ভবিতেনিতি পান্মোত্তরখণ্ড-প্রথা । তদনন্তরঞ্চ পুনর্ব্রজাগমন-মস্ত মহাদেব-দেব্যোঃ সম্বাদরহস্যময়ে তত্রৈব স্পষ্টং নিষ্কল্যতে । যৎ খলু সত্যসঙ্কল্পতয়ানল্পসমজ্ঞাবজ্ঞাতানাং ।

তং বিচারং নির্দেশিত—যদেত্যাদিগদ্যেন । উষুং উদিতঃ ছুরোদরদণ্ডঃ ছুরোদরঃ পাশকক্ৰীড়া তস্মিন্ দণ্ডো রাজ্যাদিচ্যুতিবনবাসঃ । বক্রতাচণ্ডঃ বক্রতায়ামতিশয়তীক্ষ্ণঃ বিদূরথেন সহ সবিদূরথঃ স চাসৌ দন্তবক্রশ্চেতি সঃ খণ্ডখণ্ডভাবেন খণ্ডিতো বিদীর্ণশ্চ তেন কৃষ্ণেন ভবিষ্য ইতি পান্মোত্তরখণ্ডে বিস্তারঃ । মহাদেবদেব্যোঃ সম্বাদকৌতুকে

যৎকালে শাল্লবের সহিত যুদ্ধ ঘটয়াছিল, তৎকালে পাণ্ডবদিগের পাশ ক্রীড়ার দণ্ড, অর্থাৎ রাজ্যাদিনাশ ও বনবাস হইয়াছিল । ইহাই মহাভারতীয় বনপর্বের কথা ।

শাল্লবের প্রাণদণ্ড করিয়া কুটিলতাবিষয়ে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দন্তবক্র মথুরার দ্বার-দেশে বিদূরথের সহিত শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক খণ্ড খণ্ডভাবে ছিন্ন হইবে । ইহাও পদ্ম পুরাণের উত্তরখণ্ডের কথার বিস্তার ।

অনন্তর উক্ত পদ্মপুরাণেই হরপাক্তীর রহস্য-সম্বাদপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় ব্রজে আগমন স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে । “আমি আসিব” ইত্যাদি বাক্য এবং দূত বাক্যে সংবাদ দিলেন যে “আমি শীঘ্র আসিব” সত্যসঙ্কল্পতা বশতঃ বহুল কীর্তি বিখ্যাত ভগবানেরও ভগবদ্বক্তা উদ্ধব প্রভৃতির ইত্যাদি বহুতর প্রতিজ্ঞা বাক্যের অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থেও যে ব্রজাগমন নিশ্চিতভাবে প্রকটিত হইয়াছে কেবলমাত্র প্রতিজ্ঞাই নহে, তাহাকে ব্রজাগমনের প্রতীতির উপযুক্ত ও করা হইয়াছে (ক) অপিচ তাঁহার আগমনও অন্ততঃ ভ্রবগত হওয়া গিয়াছে ।

(ক) শ্রীকৃষ্ণমথুরা যাইবার সময়ে বিরহাতুর গোপীগণকে বলিয়াছিলেন “আয়াস্বে ইতি দৌত্যকৈঃ” অর্থাৎ আমি অবশ্যই আসিব এই কথা স্বয়ং না বলিয়া দূতমুখে ঘোষণা করিয়াছিলেন অর্থাৎ আমার বিরহে কাতর হইও না আমি শীঘ্র আসিব, কেহ কেহ বলেন শ্রীকৃষ্ণের এ কথা মিথ্যা, কারণ তিনি পুনর্ব্রজ ব্রজে আগমন করেন নাই, এবং ভাগবতেও পুরলীলার পর পুনশ্চ ব্রজাগমন

“আয়াস্ত ইতি দৌত্যকৈঃ,” “আগমিয়াত্যদীর্ঘেণ” ইত্যাদি-  
বহুতরাদ্ভগবদ্ভাগবতানাং প্রতিজ্ঞানুসারাৎ শ্রীমদ্ভাগবতেনা-  
প্যুদ্ভাবিতং । ন কেবলং প্রতিজ্ঞামাত্রং তত্র প্রতীতিপাত্রীকৃতং  
কিন্তু তদাগতিরপ্যধিগতীকৃতং ॥

তত্রৈব পাদ্মোত্তরপাণ্ডু এবং নিষ্টক্যাতে লক্ষ্যতে । যৎ ব্রজাগমনং সত্যসংকল্পতয়া সত্যং সংকল্পো-  
যেষাং তন্তয়া অনল্পসমজ্ঞাবিজ্ঞাতানাং বহুলবশঃখ্যাতানাং ইত্যাদি বহুতরাৎ প্রচুরাৎ ভগবতো-  
ভাগবতানামুদ্ভাবদীনাং প্রতিজ্ঞানুসারাৎ প্রতিজ্ঞাবাক্যান্তবর্তনং উদ্ভাবিতং প্রকটিতং তৎ-

তদ্বিশয়ে প্রথমতঃ দ্বারকাবাসী প্রজাবর্গের বাক্যেই দেখুন । তাহারা বলিলেন  
“হে কমললোচন ! যৎকালে তুমি বজ্রদিগের দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া  
কৌরব অথবা মধুপুরবাসীদিগের নিকটে গমন করিয়াছিলে” এই সকল বাক্যে  
শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমন উত্তরগোপন প্রত্যক্ষ লক্ষিত হইতেছে । সেই ব্রজাগমন  
কিন্তু কালান্তরে ঘটিবার সম্ভাবনা নাই । যে হেতু শ্রীকৃষ্ণ যখন কুরুক্ষেত্রে যাত্রা  
করেন, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যই ব্রজাগমনের কাল বলিয়া দিতেছে । সেই  
বাক্য যথা :—

“দেখ হে সখিগণ ! আত্মীয়দিগের প্রয়োজন-সাধন করিবার জন্ত ইচ্ছা

স্থপ্পষ্ট বর্ণিত হয় নাই সুতরাং এ স্থলে অনেকেরই সন্দেহ হইতে পারে । ইহার সিদ্ধান্ত এইরূপ  
যথা :—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে ব্রজে আসিয়াছিলেন এবং শ্রীরাধাদি প্রেয়সীবর্গকে সর্বসমক্ষে  
স্থপ্পষ্টভাবে বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু ব্রজে আসিয়া তিনি যে লীলা করিবেন তাহা ভাগবতের  
পূর্বেই অর্থাৎ ১০ম স্কন্ধের প্রথম হইতে ৪০ অধ্যায় পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে । সুতরাং পুনর্ব্বার  
ব্রজে আসিয়া তাঁহাকে সেই সেই পূর্ব্বোক্ত লীলাই করিতে হইবে সুতরাং বেদবাস তাহার  
পুন বর্ণনা করিয়া গ্রন্থকে পুনরুক্তি দোষদূষিত করেন নাই তবে “কুরুন্ম মধুন্ বাণ, সুহৃদ্  
দিদৃক্ষ্য” ইত্যাদি নানাস্থানের আভাসে সামান্যমাত্র বুঝিতে পারা যায়, অর্থাৎ কুরুদেশ মধুদেশ  
অর্থাৎ মথুরা পণ্ড, এবং সুহৃদবর্গের দর্শন বাসনায় আসিয়াছিলেন এখানে মথুরাপাণ্ডুও সুহৃদবর্গ  
বলিতে ব্রজবাসী আত্মীয় ভিন্ন অপরকে বুঝায় না । পদ্মপুরাণাদি শাস্ত্রে এই পু-শ্চ ব্রজাগমন  
স্থপ্পষ্টই উল্লিখিত আছে । তাহা এই গোপালচন্দ্রের আলোচনাতেই বিশেষ অবগত হওয়া যায় ।  
বঙ্গদেশ ভাগবতপ্রধান সেই ভাগবতের আভাসমাত্র স্থচনা দ্বারা সাধারণের নমাক জ্ঞান হইতে  
পারে না তবে সর্ব্বপুরাণদর্শীর কথা পৃথক্ ! ভাগবতভক্ত বঙ্গদেশে ঐ ধারণা অর্থাৎ পুনশ্চ  
শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসেন নাই এই ভ্রান্ত বিশ্বাস তাদৃশ দোষাবহ নহে ।

তথাহি প্রথমে দ্বারকাপ্রজা-বচনে—

“যহ্ন শূজাক্ষাপসসার ভো ! ভবান্  
কুরুন্ মধুন্ বাথ স্নহৃদিদৃক্ষয়া,”

ইতি প্রত্যক্ষং লক্ষ্যতে । ন চ তত্ত্ব কালান্তরগতং ।  
কুরুক্ষেত্র-বাত্রায়াং হি স্ফুটমশ্রু বচনং তস্মা তৎকালতামেব  
রচয়তি ॥

তথা হি ;—“অপি স্মরথ নঃ সখ্যঃ স্নানামর্থাচকার্ষয়া ।

গতাংশ্চিরায়িতাঞ্জুর-পক্ষ-ক্ষপণচেতসঃ” ॥ ইতি ॥

বিদূরথান্তুশত্রুবধমেবাবধিমত্রে করোতি নান্যদिति ।  
তদেবং স্থিতে তদনন্তরং চ লঙ্কান্তরতয়া তেনানেন তেষাং  
প্রকৃতিজাগোচরপ্রকৃতিস্বপদাবির্ভাবনঞ্চ তত্র পাদ্ম  
এবোদ্ভাবিতম্ । (ক) তদপি ব্রহ্মহৃদমজ্জন-তত্শ্রুজ্ঞানাদনন্তরং

প্রাণীতপাত্তীকৃতং ব্রজাগমনপ্রত্যাতিযোগীকৃতং অধিগতীকৃতং গোচরীকৃতং সাহি যথা  
তপাষ্ঠীত্যাদিনা তত্ত্ব ব্রজাগমনং অশ্রু কৃষ্ণস্ত তস্মা ব্রজাগমনস্ত অপি স্মরণেতি অত্র স্মরণেতি  
বর্তমানকালনির্দেশেন তৎকালতামেব রচয়তি প্রকাশয়তি নোহস্মান্ । বিদূরথেতি বিদূরথোহস্তুঃ

করিয়া আমরা যখন গমন করি, শত্রুপক্ষদিগকে বিনাশ করিতে আমাদের হৃদয়  
যখন উৎসুক হয়, এবং আমরা তাহাতে বিলম্ব করিলে তোমরা কি আমাদের  
স্মরণ করিবে ?” এই বাক্যে প্রমাণ হইতেছে যে বিদূরথ পর্য্যন্ত শেষ শত্রুদিগের  
বধই করাই এ বিষয়ে সীমা হইয়াছে, অত্ৰ আর কিছুই নহে ।

এইরূপ ঘটনা ঘটবার পর, বিদূরথের বধের পর অবকাশ প্রাপ্ত হওয়াতে  
ঐ শ্রীকৃষ্ণ, স্নহৃদ্ গোপগণের নিকটে প্রকৃতিজ অর্থাৎ মায়িক ব্যক্তিগণের  
অগোচর স্বরূপশক্তি দ্বারা নিজধামে আবির্ভাব করেন । এ বিষয় পদ্মপুরাণেই  
প্রকটিত আছে । ব্রহ্মহৃদে মজ্জন ও উন্মজ্জন কার্যের পর যিনি এই বিষয়  
প্রদর্শন করাইয়াছেন সেই ভগবানও তাহার আত্মীয় জনগণের অভিপ্রায়ানুসারে

(ক) তদাপীত্যতঃ অভিপ্রেতর্মিত্যন্তঃ পাঠো মাণ্ডুপুস্তকে নাস্তি

তদংশিতবত এতস্ম চৈতদীয়ানাঞ্চাভিপ্ৰায়েণ শ্ৰীমদ্ভাগবতে-  
নাভিপ্ৰেতম্ ॥ (১০।২৮।১১।১৩।১৪)

“অপি নঃ স্বগতিং সূক্ষ্মা”মিতি “ন বেদ স্বাং গতিং  
ভ্ৰম”মিতি । “গোপানাং স্বং লোক”মিতি । “কুবঞ্চ তত্র  
ছন্দোভিঃ স্তূয়মান”মিত্যেনে ॥

অতএব স্কান্দে—

“বৎসৈৰ্বৎসতরাভিশ্চ সরামো বালকৈরুতঃ ।

• বৃন্দাবনান্তরগতঃ সদা ক্রীড়তি মাধবঃ ॥ ২৪৫ ॥

শেষো যেথাঃ শক্রপাং বধমেব অবধিং সীমানং করোতি নাশ্চৎ শক্রপক্ষক্ষপণং তদা  
তেষামভাবাৎ । তদনন্তরং বিদূরথবধানস্তরং লঙ্কাস্তরতয়া লক্ষ্মনস্তরমবকাশো যশ্চ তন্তয়া তেন  
কৃষ্ণেন তৃষাং হৃহদাং গোপানাং । প্রকৃতিজৈতি প্রকৃতিজানাং মায়িকানাং অগোচরা যা প্রকৃতিঃ  
স্বরূপশক্তি স্তয়া স্বপদস্ম নিজধাম্ম আবির্ভাবনং চ উদ্ভাবিতং প্রকৃতিঃ অপি ন ইত্যাদি সদা  
ক্রীড়তি মাধব ইত্যন্তেন ॥ ২৪৫ ॥

ভগবতেও ইহা প্রকৃতি আছে, যথা :—আমাদের সূক্ষ্ম স্বকীয়গতি লাভ  
করাইবেন ইত্যাদি । “নানা গতিতে ভ্রমণ করিয়া স্বকীয় গতি জানিতে পারিলেন  
না” ইত্যাদি । “গোপদিগের স্বীয় লোক, অর্থাৎ গোলোক” ইত্যাদি তাহারা  
দেখিলেন যে শ্রীকৃষ্ণও তৎকালে গোপালতাপান্যাদি শ্রুতি দ্বারা স্তুত হইতে  
লাগিলেন” এই পর্য্যন্ত ভাগবতী কথা ( ক ) এই হেতু স্বল্প পুরাণেও স্পষ্টরূপে  
উক্ত হইয়াছে যথা :—শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, বলরামের  
সমভিব্যাহারে, বৃন্দাবনের মধ্যে অবস্থান করিয়া ( সদা সর্বদা ), বৎস এবং  
বৎসন্তরীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ২৪৫ ॥

( ক ) গোপালচম্পূর মূলে অতি সংক্ষেপে সিদ্ধান্ত উক্ত থাকায় সাধারণে তাহা হৃদয়ঙ্গম  
করিতে অসমর্থ হইতে পারেন এজন্য বৈষ্ণবতোষণী ও ক্রমসন্দর্ভের অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবতীয়  
প্রকরণের সংক্ষিপ্ত মর্ম্মানুবাদ দেওয়া গেল ।

নন্দমহারাজ একাদশব্রত করিয়া পারণকাল অতীত হইল ভাবিয়া রাত্রি থাকিতেই  
যমুনায়া স্নানার্থে গমন করেন । রাত্রিতে জলাবগাহন ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ ; এজন্য জলদেবতা

বরণের ভূতা এক অসুর নন্দমহারাজকে বরণ লোকে লইয়া যান। এদিকে গোপগণ নন্দ-বিরহে বিলাপ করিতে থাকিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্ত ঘটনা শুনিয়া বরণলোকে গমন করিলেন বরণরাজ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে নিজভাগ্যের প্রশংসা পূর্বক তাঁহাকে স্তব করতঃ কৃষ্ণপিতা নন্দকে প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পিতাকে লইয়া আসিয়া গোপগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। নন্দমহারাজ, কৃষ্ণের প্রতি বরণাদি দেবগণের ভক্তি স্তুতি ও তথাকার মহৈশ্বর্য সন্দর্শনে বিস্ময়াগ্ন হইয়া সেই সমস্ত বরণলোকের ঐশ্বর্য জ্ঞাতিগণের নিকট সম্যক্ বর্ণনা করিলেন।

গোপগণ ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পরিকর হইলেও প্রেমাদিক্যে বিবশ হইয়া নিজকে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় বলিয়াই মনে করিতেন সুতরাং তাঁহাদের মনে বিশেষ উৎসুকা জন্মিল। অর্থাৎ লোকপাল বরণের এবং আমাদের এই অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের না জানি কত ঐশ্বর্য কত বৈভব এইরূপে গোপগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া ভাবিলেন যে আমাদের অধীশ্বর অবশ্যই আমাদেরই কল্যাণের ব্রহ্মগতি লাভ করাইবেন।

এ স্থলে স্বর্গাতি লাভের ইচ্ছাও প্রেমবশতঃ জানিতে হইবে এবং কৃষ্ণকে অধীশ্বর বলাতে স্বাভাবিক বাৎসল্যময় পুত্রভাবের অবমাননা করা হয় নাই, কারণ পুতানা দি নানা বিপদে উদ্ধার দেখিয়া এবং গর্গের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের কোন অচিন্ত্য সামর্থ্য আছে, এ ধারণা তাঁহাদের চিরদিনই ছিল। উক্ত ব্রহ্মগতিলাভবাসনাও উৎসাহেরই ফল। বস্তুতঃ তাহা আশ্রয়িক নহে। প্রজ্ঞিত মধুরভাবে কৃষ্ণবিশয়ক ঐশ্বর্যটা নিগূর্ণ অর্থাৎ আচ্ছন্ন, তাহা বিপদ ও বিরহাদিতে কোন কোন সময়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে। দ্বারকাদি লীলাতে মাধু্যটা নিগূর্ণ, তাহা কখন কখন প্রকাশিত হইলেও ক্ষণস্থায়ী হয়, ঐশ্বর্যপ্রাবল্যে তাহা স্থির থাকিতে পারে না, যেমন যশোদা শ্রীকৃষ্ণের মুখে মুস্তিকাভক্ষণকালে ব্রহ্মাওদর্শন করিয়াও তাহাকে সত্য বলিয়া মানিলেন না, কিন্তু ইহা স্বপ্ন, অথবা দৈবমায়া হইবে এইরূপই বিবেচনা করিয়াছিলেন। এইরূপেই এখানে ব্রজলীলাতে ঐশ্বর্য ভাবটাকে নিগূর্ণ বুঝিতে হইবে। অত্যাধিক কুরূক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জুন মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের দেহে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া তাঁহার ক্ষণস্থায়ী মাধু্য লোপ পাইয়াছিল অর্থাৎ “হে প্রভো আমি যে আপনাকে সখা ও যাদব প্রভূতি শব্দে সম্বোধন করিয়াছি তাহা আমার অপরাধ, তোমার মহিমা না জানিয়াই এরূপ বলিয়াছি, অতএব অসাবধানতা বশতঃ অথবা প্রণয়বশতঃ যে কার্য করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন।”

যাহা হৌক গোপগণের উক্ত সঙ্কল্প ভাবিয়া অন্তর্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিলেন “এই লোক সকল আমার লীলাতে এতই আবিষ্ট হইয়াছে যে ইহারা নিজেকেও অনুসন্ধানের দ্বারা জানেন না।

ইহাই অবিদ্যা বা অজ্ঞান। আমার জ্ঞান ইহারা কতই বাসনা করেন ইহাই কাম। এবং আমার প্রীতির জ্ঞান ইহারা কতই কাব্য করেন ইহাই কর্ষ। এই ত্রিবিধ অবিদ্যা, কাম ও কর্ষ দ্বারা ইহারা নিয়ত ভ্রাম্যমান অর্থাৎ পরমগোলকে (বৃন্দাবনে) ভ্রমণ করিয়াও নিজের স্থান নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। তাৎপর্য এই যে, বরণাদি দেবলোক সুখৈশ্বর্যময়, ভুলোক মানবাদি প্রাণীর দুঃখও অনৈশ্বর্যময়, ইত্যাদি নানাবিধ মায়িক গতিতে অথবা কৃষ্ণ



‘সদা স্থিতিপ্রয়োগশ্চাত্ৰ বৈকুণ্ঠনাথস্তু ধ্রুবগজেন্দ্রাচ্চত্বর্থমন্ত্ৰ  
গমনেন বৈকুণ্ঠ ইব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনস্তু মথুরাদিগমনেন  
সদা বৃন্দাবনরমণমপি ন বাধ্যতে (ক) ॥ ২৪৬ ॥

সদাশ্রুতি মাধব ইত্যত্র সদাশব্দপ্রয়োগতাৎপৰ্য্যঃ বিরোধোতি সন্দেহাদিগদোন । অন্তত্ৰ  
মথুরাক্ষীরসাগরাদৌ গমনেন বৈকুণ্ঠে সদাবিহার ইব সদা বৃন্দাবনরমণমপি ন বাধ্যতে ॥ ২৪৬ ॥

এই উক্ত শ্লোকে যে ‘সদা’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ  
বৈকুণ্ঠপতি ধ্রুব এবং গজেন্দ্র প্রভৃতির জন্ত মথুরা এবং ক্ষীর সাগরাদি স্থানে  
গমন করিলেও যেমন তাঁহার বৈকুণ্ঠে সদাবিহার হইয়া থাকে তাহাতে নিত্য  
বৈকুণ্ঠ বিহারের বাধ্যতা হয় না, সেইরূপ শ্রীমান্ ব্রজরাজ কুমারের মথুরা দ্বারকা  
প্রভৃতি স্থলে গমন হইলেও নিত্য বৃন্দাবনবিহারের বাধ্য হইতে পারে  
না ॥ ২৪৬ ॥

বিষয়ক প্রেমের বেগে নরলীলোচিত সংসারিক বুদ্ধিবশতঃ অনাদিসিদ্ধ ও পরম গোলোকরূপ  
নিজগতি (বৃন্দাবন) বর্তমান থাকিতেও তাহা বিস্তরণ পূর্বক জানিতে পারিতেছেন না ।  
এই জন্তই মায়াময় বরুণলোক দেখিয়া চিন্ময় বৃন্দাবনকেও তদপেক্ষা হীন বলিয়া মনে  
করিতেছেন ।

মহাকাব্যিক বিভূ শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবিয়া তাঁহাদিগকে তমোগুণের পরেও তাঁহাদের নিজ  
লোক অর্থাৎ মহাগোলোকরূপ বৈকুণ্ঠ দর্শন করাইলেন । মুনিগণ এই স্থানকেই সমাধি দ্বারা  
প্রকৃতি হইতে অতীত হইয়া সত্য জ্ঞান অনন্ত ও সনাতন পরমজ্যোতি ব্রহ্ম বলিয়া দর্শন করিয়া  
থাকেন । অতঃপর অপ্রাকৃত ব্রহ্মরূপ হ্রদে বা অকুরতীরে গোপগণকে মগ্ন করিয়া পুনশ্চ  
উদ্ধৃত করিলেন । পূর্বে অকুর কংসের যে স্থান দর্শন করিয়াছিলেন গোপগণও নরাকৃতি পরমব্রহ্ম  
শ্রীকৃষ্ণের সেই লোক চক্ষুচকুতেই দর্শন করিলেন এবং নন্দাদি গোপগণ তদ্বর্ণনে পরমানন্দে  
পরিপূর্ণ হইলেন । অপিত গোপালতাপনী প্রভৃতি শ্রুতিগণ মূর্তিমান হইয়া কৃষ্ণকে স্তব  
করিতেছেন কিংবা দেবগণ উক্ত শ্রুতিদ্বারা কৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন ইহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন  
হইলেন । এস্থলে ব্রহ্মমগ্ন ব্যক্তির পুনশ্চ উদ্ধারও লোক দর্শন কাণ্যটী অবিতর্ক্য মহৈশ্বর্য্য  
সম্পন্ন ভগবানের নিকট অসম্ভব হইতে পারে না । (বিস্তৃত ব্যাখ্যা আকারে দ্রষ্টব্য । ভাগবত  
১.১২৮ । তৌষণী ও ঐম সন্দর্ভ ) অলং বাহুল্যেন ।

(ক) বৈকুণ্ঠনাথস্তু যথা ধ্রুবাদিসমীপে মধুবনে গতস্তাপি নিত্যবৈকুণ্ঠবাসহানিন্, তথা  
ব্রজনাথস্তু মথুরাদ্বারকাদিগমনেনপি নিত্যব্রজবাসহানিন্ ভবতি । তেষামঙ্গরূপত্বাৎ ।

অত্রেদং বিচাৰয়ামঃ ।

জননীবেশসম্ভাভাসাং পূতনিকাপি সা ।

জননী-গতিমব্রাজীদিতি কৈমুত্যাযোগতঃ ॥

উপকৃষ্ণং কৃষ্ণঘোষঃ স্বেগোগোপং তদাপ্যতি ।

অতিদুঃখং দুঃপ্ৰাণীপং তদগোলোকং সশম্ম চ ॥ ২৪৭ ॥

কিঞ্চ,—

সাক্ষং যাবদৈভবং চ ব্রজঃ কৃষ্ণং ব্রজিয্যতি ।

সকৃষ্ণমনুকৃষ্ণং যো ধাস্ততে চ সরামকম্ ॥ ২৪৮ ॥

গোপানাং স্বং লোকমিত্যুক্তং তত্রেদং নির্ণয়ামঃ । তত্ত্ব পদ্যত্রেয়োগাহ—জননীত্যাদিনা । জননী ধাত্রী তস্তা বেশস্ত বঃ সম্বন্ধঃ সংসর্গ স্তস্তাভাসাং কপটম্বেহপ্রকাশঃ, সা পূতনিকাপি জননীগতিঃ মাতৃবাদস্থানমব্রাজীৎ প্রাপ ইতি কৈমুত্যাযোগতঃ কৈমুত্যাভাৱাৎ কৃষ্ণঘোষঃ কৃষ্ণব্রজ উপকৃষ্ণং কৃষ্ণস্ত সন্নীপং স্বেগোগোপং গোগোপানাং সমৃদ্ধিং আপ্যতি গমিষ্যতি । তৎ কিম্বুতং অতিদুঃখং দুঃপ্ৰাণত্যাং দুঃপ্ৰাণীপং প্রতীপানাং প্রতিকূলানাং ঋদ্ধেবিগমং, সশম্ম সম্পন্নঃ শম্ম সুখং সাকল্যার্থে অব্যয়ীভাবঃ ॥ ২৪৭ ॥

সাক্ষমিতি । ব্রজঃ সাক্ষং যাবদৈভবং কৃষ্ণক ব্রজিয্যতি গমিষ্যতি, যো ব্রজঃ স কৃষ্ণঃ কৃষ্ণস্ত সাদৃশ্চেন অনুকৃষ্ণং, কৃষ্ণস্ত যোগ্যং সরামকং রামেণ সহ ধাস্ততে পোষিয্যতি ॥ ২৪৮ ॥

এই বিষয়ে আমরা এইরূপ বিচার করিতেছি । যখন ধাত্রীর বেশ করিয়া সেই বেশ-সম্পর্কের আভাসে বা কপট ম্বেহ প্রকাশহেতু সেই পূতনা রাক্ষসী ও মাতৃগতি ( মাতার স্থান ) পাইয়াছিল ; তখন কৃষ্ণের ব্রজ, কৃষ্ণের সন্নীপে গো এবং গোপগণের যে সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, তাহা আর কি বলিব ? এবং সেই গোলোকের যে দুঃখ নাশ হইবে, শত্রুগণের সমৃদ্ধি নাশ হইবে, এবং সম্পূর্ণরূপে সুখ সম্পন্ন হইবে, তাহা আর কি বলিব ? ॥ ২৪৭ ॥

অপিচ, ঐ ব্রজ সম্পূর্ণ অঙ্গের সহিত, যতদূর বৈভব থাকিতে হয়, সেইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবে । ঐ ব্রজ কৃষ্ণের সাদৃশ্যে, কৃষ্ণের যোগ্য বিষয়, বলরামের সহিত পোষণ করিবে ॥ ২৪৮ ॥

সদ্বাদশস্কন্ধমেবং শ্রীভাগবতমীক্ষতে ।

যথাশক্তিবুধোহন্যস্ত শক্তিপ্রতি ন বিদ্বতে ॥

তদেবং বিমুখ্য তু শ্রীদেবর্ষিঃ স্পষ্টমাচর্য ॥২৪৯—২৫০॥

যদা ত্বং রাজসূয়তঃ সুখং সমুয্য স্থালয়চলনারম্ভং  
সম্ভাবয়িষ্যসি । তদা বক্রভাবচক্রতঃ শক্রমপি জিগীষুদন্ত-  
বক্রত্বাৎ কেবলং সর্বচংক্রমণচক্রবলং বিতর্কয়ন্ বলেন বলেন  
চ বিনাভূতেন ত্বয়া কেবলেন গদায়ুদ্ধমধ্বন্যম্বিচ্ছন্ মধুপুরী-  
মাগন্তমুরীকরিষ্যতি । তামাগত্য চ গত্যান্তরং চিন্তয়ন্মমুখত-  
স্তব দ্বারকাসম্মুখপ্রস্থানং শাল্বসংস্থাপনঞ্চাস্থায় সদ্যস্ত্বাৎ  
প্রত্যেব দুঃস্থায়িতয়া প্রস্থাস্ততে ॥ ২৫১ ॥

সদ্বাদশস্কন্ধং দ্বাদশস্কন্ধপর্য্যন্তং যথাশক্তিবুধঃ যথাশক্তি বৃৎ বোধো যন্ত অন্ত্যস্ত শক্তি-  
প্রতি শক্তিলেশোহপীত্যর্থঃ ॥ ২৪৯ ॥

এবং মনসি বিচায্য যদকরোক্তধ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন ॥ ২৫০ ॥

তৎ স্পষ্টবাক্যঃ বর্ণয়তি যদা ত্বমিতিগদ্যেন । সমুয্য সংপ্রাপ্য স্থালয়ং স্বগৃহং তত্র  
চলনারম্ভং সম্ভাবয়িষ্যসি অধাবসাম্ভতি বক্রভাবচক্রতঃ বক্রতাসমূহতঃ শক্রমিদ্ভং সর্বচংক্রমণ-  
চক্রবলং সর্বেষাং চংক্রমণং পুনঃপুনরাক্রমণং যেন, তচ্চ তচ্চক্রং হৃদর্শনং তদেব বলং যন্ত তং,  
বলেন বলেন চ সেনয়া চ রামেণ চ বিনাভূতেন রহিতেন ত্বয়া অধ্বনি পৃথি উরীকরিষ্যতি  
স্বীকরিষ্যতি । তাং মধুপুরীং গত্যান্তরং কথং কৃষ্ণমিলনং ভবিষ্যতীতি মমুখতঃ মম বাক্যতঃ  
শাল্বসংস্থাপনং আহ্বায় আলম্ব্য দুঃস্থায়িতয়া দুঃস্থঃ সকষ্ট আত্মা যন্ত তত্তয়া প্রস্থাস্ততে প্রস্থানং  
করিষ্যতে ॥ ২৫১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ পর্য্যন্ত এইরূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে । যাহার যেরূপ  
শক্তি, সে সেই পর্য্যন্তই জানিতে পারে । অপরের শক্তিলেশ ও বিদ্বমান নাই ।  
এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবর্ষি নারদ স্পষ্ট বলিতে লাগিলেন ॥ ২৪৯ ॥ ২৫০ ॥

যৎকালে তুমি রাজসূয় যজ্ঞ হইতে সুখে মিলিত হইয়া নিজালায়ে গমন করিতে  
আরম্ভ করিবে, তৎকালে নানাবিধ কুটিলতা করিয়া যে ইন্দ্রকেও জয় করিতে  
ইচ্ছা করিয়া থাকে, সেই দস্তবক্র, মনে মনে তর্ক করিবে যে, কেবল তোমার  
সুদর্শন চক্রের বল দ্বারা সকলেই অভিভূত হইতে পারে । এইরূপ চিন্তা করিয়া

তদৈব চ মনোজুতিবিভূতিময়েন ময়া কথনয়া নিজব্রজ-  
গমনায় তদেবাস্পাদমাস্পদং কুর্ব্বল্লকমনোরথস্তাদৃশদিব্যরথশ্চ ত্বং  
তৎক্ষণমেব মথুরাপুর-দ্বারি প্রাপ্তগতিপ্রথন্তং গদাবন্তং  
নিষ্ক্রামন্তং দ্রক্ষ্যসি অক্ষ্যসি চ ত্বাং প্রতি ক্রামন্তং তং প্রতি  
গদাং অক্ষ্যন্তে চ প্রত্যস্ত্রাণীব ত্বদাভিমুখ্যেন করুযমুখ্যেন  
তেন চৈদ্যেনৈব সাত্বজ্যোতিষ্কা নিষ্কাস্ত প্রাণাঃ ॥ ২৫২ ॥

তদা যথা তস্মৈ কৃষ্ণমিলনং ভবিষ্যতি তদ্বর্ণয়তি—তদৈবচেত্যাদিগদ্যেন । মনোজুতিবিভূতি-  
ময়েন মনসইব জুতে বেগস্ত বৈভবপ্রাচুর্য্যং যস্য তেন ময়া । যদ্বা মন ইব জুতি বেগো যন্তা এবং  
ভূতা যা বিভূতিঃ সিক্তি শুদ্ধময়েন তদ্বিশিষ্টেন ময়া কথনয়া বাচ্য আস্পদং কৃত্যং প্রভুত্বং বা  
আস্পদং আধারঃ কুর্ব্বন্ তাদৃশদিব্যরথঃ মনোজুতিবিভূতিময়ো রথো যস্য স ত্বং তৎক্ষণমেব  
যদৈব দন্তবক্রস্তত্রাগত স্ততৎক্ষণমেব প্রাপ্তগতিপ্রথঃ প্রাপ্তগতিবিস্তারঃ তং দন্তবক্রং দ্রক্ষ্যসি ।  
ত্বাং প্রতি ক্রামন্তং তং দন্তবক্রং প্রতি গদাং অক্ষ্যসি বিসজ্জনং কর্ত্ব্যসি, তেন দন্তবক্রেন  
প্রত্যস্ত্রাণীব নিষ্কাস্ত দেহাং বহিঃ কুহা প্রাণাঃ অক্ষ্যন্তে চ তেন কিস্তুতেন ত্বয়ি আভিমুখ্যঃ যস্য  
করুযমুখ্যেন তদেবশ্রেষ্ঠেন চৈদ্যেন চেদিবংশজাতত্বা চৈদ্য স্তেন, প্রাণাঃ কিস্তুতাঃ  
সাত্বজ্যোতিষ্কাঃ স্বাত্মনা স্বরূপেণ জ্যোতি দীপ্তিযেযাং তে ॥ ২৫২ ॥

তোমার সঙ্গে যখন কোন সৈন্ত থাকিবেন না এবং বলরামও নিকটে থাকিবেন  
না, কেবল তুমি একাকী থাকিবে, তখন সে তোমার সহিত পথিমধ্যে গদাযুদ্ধ  
ইচ্ছা করিয়া মধুপুরী আগমন করিতে প্রবৃত্ত হইবে । মধুপুরীতে আগমন  
করিয়া উপায়ান্তর চিন্তা করিয়া আমার মুখ হইতে তোমার দ্বারকায় প্রস্থান  
এবং শালের নিধনবার্তা অবলম্বন করিয়া তৎক্ষণাৎ তোমার উদ্দেশ্যেই ছুঃখিত  
চিত্তে প্রস্থান করিবে ॥ ২৫১ ॥

সেই সময়েই মানসিক বেগের প্রাচুর্য্যে ঐশ্বর্য্য ধারণ করিয়া আমি বাহা  
বলিব, সেই কথাষুসারে নিজ ব্রজে গমন করিবার জন্ত তাদৃশ প্রভুত্বকেই আধার  
স্বরূপ ভাবিয়া ও মনোরথ লাভ করিয়া এবং তাদৃশ দিব্যরথ গ্রহণপূর্ব্বক তুমি  
তৎক্ষণাৎ মথুরাপুরীর দ্বারে গতি বিস্তার করিবে । ভাহাকে গদাধারণ করিয়া  
নির্গত হইতে দর্শন করিবে । তোমার প্রতি ধাবমান সেই দন্তবক্রের উদ্দেশ্যে  
তুমি গদা পরিত্যাগ করিবে । সেই দেশের শ্রেষ্ঠ চেদিবংশজাত শিশুপালের

অত্র চ শ্লোকঃ শ্রবণং ;—

ভীমশ্রাহং তুল্যসম্বিদগদায়া

দ্বন্দ্বাঘাতে মাধবং মাগধাভম্ ।

জিত্বা রাজ্যং মাথুরং সাধয়িষ্যা-

ম্যেবং নজ্জ্যতে্যম কো দন্তবক্রঃ ॥ ২৫৩—২৫৪ ॥

ততশ্চ ;—

দন্তবক্র-চিতাবাহুপ্রায়ে ক্রোধে তব স্বয়ম্ ।

বিদূরথশ্চ (ক)ভবিতা দূরতঃ ক্রুরকীটবৎ ॥ ২৫৫ ॥

তদেবং দন্তবক্রং বিদূরথমপি বিদূরতস্তদা গদাচক্রঘাতং

অত্র চ দন্তবক্রনাশে অয়ং শ্লোকো যশোদ্যোতকঃ ॥

তং নির্দেশতি—ভীমশ্রাহমিত্যাदिपदोन । गदाया द्वन्द्वाघाते भीमस्य तुल्या सम्विदं युक्ताचारोहं । माधवं मधुवंशोद्धवं जरासकतुल्यां जिह्वा माथुरं राज्यं साधयिष्यामीत्येवं ब्रूया को नज्ज्यति एष दन्तवक्रः ॥ २५३—२५४ ॥

তদেব তু বিদূরথবধং সূচয়তি—দন্তে ত্যাदिपदोन । दन्तवक्रचित्तवाहुप्रायै दन्तवक्रश्च चित्तवाहुः दाहानलं सुष्ठु प्राये तव क्रोधे अदूरतः तत्काले क्रुरकीट इव भविता ॥ २५५ ॥

অথাধুনা শ্রীকৃষ্ণস্ত এজাগমনং বর্ণয়িতুং প্রকৃতমভে—তদেবমিত্যাदिगदोन । दन्तवक्रं विदूरथं

তায় সেই দন্তবক্র, তোমার অভিমুখে আগমন পূর্বক আত্মস্বরূপ জ্যোতির্ময় প্রাণ সকল দেহ হইতে নিকাসিত করিয়া প্রতি অস্ত্রের মত পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৫২ ॥

এই বিষয়ে নিশ্চয়ই এইরূপ শ্লোক আছে । গদাযুগলের আঘাতে আমার আচরণ ভীনের তুল্য । মধুবংশোদ্ভব তাহাকে জরাসন্ধের তুল্য জয় করিয়া আমি মথুরা রাজ্য লাভ করিব । এইরূপেই ঐ দন্তবক্র বিনষ্ট হইবে ॥ ২৫৩ ॥ ২৫৪ ॥

তাহার পর তোমার ক্রোধ, দন্তবক্রের চিতানলের তুল্য প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে, অদূরে বিদূরথ ও নিজের ক্রুর ক্রীটের মত সেই অনলে দগ্ধ হইবে ॥ ২৫৫ ॥

এইরূপে তৎকালে তুমি দূর হইতে গদা দ্বারা দন্তবক্রকে এবং চক্র দ্বারা

(ক) পতিতা ইতি গৌরবন্দাবন পাঠঃ ।

ঘাতয়িত্ব। স্ববচনসত্যস্কারঃ স্বজনহৃদ্রাজামগদস্কারঃ (ক) স্বীয়-  
মুখানামস্তস্কারঃ শ্রীমদ্রজবিরাজমানরাজকুমারঃ স্বকব্রজ-  
কুলমেব ভবান্মথুরাভবানুযোক্ষ্যতে । তত্ত্ব সৰ্ব্বং প্রগাঢ়ভাব-  
মবগাঢ়ং কুরুক্ষেত্রাদাগতেরব্বাগ্ভবদাগমনমৰ্যাদাভ্যন্তরীণকালং  
কালমিব চালয়িতুং পুনরপি বিধেঃ সূদিনায়মানতাং প্রতি-  
পালয়িতুং সম্প্রতি যমুনাপারীণং জাতমিত্যবকলয়ানুকামীনেন

গদাচক্রঘাতঃ ঘাতয়িত্ব। তত্র দস্তবক্রং গদয়া বিদূরথং চক্রেণ চ ঘাতয়িত্ব। স্ববচনসত্যস্কারঃ  
'আয়াস্ত্রে' ইতি স্ববাক্যং সত্যঃ করোতীতি সং, স্বজনেতি এজজনানাং মনঃপীড়ানাং অগদস্কার  
শিকিৎসকঃ অন্তঃস্কারঃ রক্ষকঃ মথুরাভবান্ মথুরায়াং ভবো জন্ম যেযাং তান্ অন্ত লক্ষীকৃত্য  
স্বকব্রজকুলং নিজব্রজবল্লভং অনুযোক্ষ্যতে প্রমুখবিষয়ীকরিত্বাতি। তত্ত্ব সৰ্ব্বং স্বকব্রজকুলং প্রগাঢ়ভাবং  
অবগাঢ়ং সমাপ্তিম্যৎ সং সম্প্রতি যমুনাপারীণং যমুনাপারগতং জাতমিত্যবয়ঃ। তৎ কথং তত্রাহ—  
কুরুক্ষেত্রাদাগতেরব্বাগ্ অধঃ ভবদাগমনমৰ্যাদায়া অভ্যন্তরীণকালঃ মধ্যবর্তীকালং কালং  
প্রাতঃদিরাত্র্যন্তসময়মিব চালয়িতুং ক্ষেপয়িতুং বিধেঃ সূদিনায়মানতাং সূদিনঃ করোতীত্যর্থো  
আয় তন্তাং প্রতিপালয়িতুমিতি অবকলয়্য বোধবিষয়ীকৃত্য অনুকামীনেন অনুসহার্থঃ সহকামানু-

বিদূরথকে বিনাশ করিয়া 'আনি আসিব' আপনার এই বাক্য সত্য করিবে ;  
ব্রজবাসী আত্মীয় জনগণের মানসিক পীড়ার চিকিৎসক হইবে ; এবং স্বীয় স্ত্রুথ  
সকল রক্ষা করিবে । এইরূপে শ্রীমান্ ব্রজরাজ বিরাজিতরাজকুমার ( অর্থাৎ  
তুমি ) মথুরাবাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া নিজ ব্রজবাসী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন । কিন্তু  
সেই সমস্ত ব্রজবাসী লোকগণ প্রগাঢ়ভাব অবলম্বন করিয়া সম্প্রতি যমুনার পারে  
বিদ্যমান আছে । তাহার কারণ এই কুরুক্ষেত্র হইতে আগমনের পর, তোমার  
আগমন মৰ্যাদার মধ্যবর্তী কাল, প্রাতঃকালাদির মত নিক্ষেপ করিবার জন্ত, এবং  
এবং পুনরায় বিধাতা যেন শুভদিন করিতেছেন, ইহা প্রতিপালন করিতে যেন  
তথায় অবস্থান করিতেছে । ইহা জানিতে পারিয়া নিজবাসানুরূপ নিজ দিব্য

নিজদিব্যবিগানেন সমুত্তীৰ্য্য দিবিস্বস্তিঃ কুশুম্ভৈরবকীৰ্য্যমাণঃ  
সহসা তদ্বাসঞ্চাসত্ত্বমুদ্যোক্ষ্যতে ॥ ২৫৬ ॥

উত্তীর্ণে চ হ্রিয় সৰ্ব্বতঃ কীর্ণেন নিন্দিতাশেষেণ রথঘর্ষরিত-  
বিশেষেণ হ্রদাগমনমেব মন্থানাস্ত্বংপরিমলবলনেন তু নিশ্চিন্মানাঃ  
সৰ্ব্ববিধা এব হ্রদেকাধ্বানতঃ প্রধাবনমেব তন্বানাঃ শ্রীমন্নন্দা-  
দ্যভিধানাঃ সন্নিধানং বিনাপি শিখণ্ডিমণ্ডলবদমী মার্ভণ্ডমণ্ডলস্থ-  
মেঘখণ্ডমিব দিব্যরথাকৃৎ হ্রদাগূঢ়ং নিশাম্য সমাগূঢ়প্রমদবহল-  
কোলাহলং কলয়িষ্যন্তি ॥ ২৫৭ ॥

রাপিণা স্বদিব্যরথেন সমুত্তীৰ্য্য দিবিস্বস্তি দ্বেবৈঃ কুশুম্ভৈঃ পুষ্পৈরবকীৰ্য্যমাণ আচ্ছাদ্যমানঃ  
সহসা বেগেন তদ্বাসং গোপবাসং আসক্তুং প্রাপ্তুমুদ্যোক্ষ্যতে উদ্যোগং করিষ্যতি ॥ ২৫৬ ॥

ততো ভবান্নিলনার্থঃ শ্রীমন্দাদীনঃ ভাবিবৃদ্ধান্তঃ বর্ণয়তি—উত্তীর্ণেচেত্যাদিগদোন। কীর্ণেন  
বিক্ষিপ্তেন নিন্দিতাশেষেণ নিন্দিতঃ অশেষো যেন, রথস্ত যঃ ঘর্ষরিতঃ শব্দ স্তস্ত  
বিশেষেণ তবাগমনমেব মন্থানাঃ তত্রাপি ত্বংপরিমলবলনেন তবানির্বচনীয়গাত্রসুগন্ধমিলনেনতু  
নিশ্চিন্মানাঃ নিশ্চয়ং কুরাণাঃ সৰ্ব্বানবধানাঃ সৰ্ব্বেষু দেহাদিধৰ্ম্মি অবধানরহিতাঃ হ্রদেকা-  
ধ্বানতঃ হ্রদোব যদেকাবধানং তন্মাত্রং প্রধাবনং প্রকর্ষণে গমনমেব তন্বানাঃ বিস্তৃষন্তঃ  
সন্নিধানং নৈকট্যং বিনাপি দিব্যরথাকৃৎ অগূঢ়ং সুপ্রকাশং ত্বাং নিশাম্য নিরাক্ষ্য সমাগতি  
সম্যক্ উচুঃ প্রাপিতো যঃ প্রমদো হনস্তেন বহলং প্রচুরং কোলাহলং কলয়িষ্যন্তি বিধায্যন্তি  
শিখণ্ডিমণ্ডলবৎ যথা ময়ূরসন্দোহঃ সূর্য্যমণ্ডলস্ত্রমেঘখণ্ডঃ নিশাম্য। সমাগিত্যাঙ্গি দাষ্টীন্তে  
ময়ূরতুল্যা নন্দাদয়ঃ মার্ভণ্ডমণ্ডলরূপো রথঃ মেঘখণ্ডমিব ভ্রমতি অন্ততুতোপমা ॥ ২৫৭ ॥

বিমান দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গবাসী দেবতাগণ পুষ্পরাশি দ্বারা তোমাকে ঘ্যাপ্ত  
করিবে, এবং তুমিও সহসা গোপাবাস প্রাপ্ত হইবার জন্ত উদ্যোগ  
করিবে ॥ ২৫৬ ॥

এইরূপে তুমি উত্তীর্ণ হইলে সৰ্ব্বব্যাপী এবং সৰ্ব্ব-বিনির্দ্দিত রথের ঘর্ষর শব্দ  
বিশেষ দ্বারা শ্রীমান্ নন্দ প্রভৃতি সকলেই তোমার আগমন বোধ করিবে, তোমার  
গাত্রের সুগন্ধ সম্পর্কে নিশ্চয় করিবে ; সকলেই একমাত্র তোমার উপর প্রাণ  
সমর্পণ করাতে ধাবমান হইবে ; এবং তোমার নৈকট্য না ঘটিলেও ময়ূরবৃন্দ  
যে রূপ সূর্য্য মণ্ডলস্থিত মেঘখণ্ড দর্শন করে, সেইরূপ উহারা তোমাকে প্রকাশে

কলয়ন্তুশ্চ স্তম্ভ-শ্বেদ-রোমোদ্ভেদ-স্বরভেদ-রোদন-বিভেদ-  
প্রলয়ময়তয়া স্পন্দনমপ্যবিন্দমানাঃ স্তম্ভনাদু রতস্তম্ভদবস্থা  
এব স্থাস্তিস্তি ॥ ২৫৮ ॥

ত্বং পুনঃ সহসা রথাদবতীয্য তেমাং পথা যথাবীৰ্য্যং ধাবন্  
সকলগীৰ্বাণবিকীৰ্য্যমাণকুসুমাদিবাদিতবাদিত্রাদিকৃতমানঃ সৰ্ব্ব-  
থাপ্যসম্ভাবিতসমানঃ পরমাসক্ত্যা সৰ্ব্বানপি তাননৰ্ব্বাচীন-  
শক্ত্যা চ পৃথক্ পৃথগেব চ যুগপদেব চ সঙ্গচ্ছন্ সমালিঙ্গংস্তম্ভ-  
দঙ্গসঙ্গতং স্বাঙ্গমপি ন ততো ভিন্নমঙ্গীকরিয়্যসি ॥

তাদৃশভবদর্শনে তেমাং সাংক্ৰান্ত্য উদ্যস্ত্যতি বর্ণয়তি—কলয়ন্তুশ্চেত্যাদিগদ্যেন ।  
স্তম্ভেত্যাদি স্তম্ভাদীনাং প্রাচ্যুতয়া স্পন্দনং শরীরচালনমপি অবিন্দমানাঃ অলভমানা স্তম্ভনাং  
রথাৎ তম্ভদবস্থাঃ সা সা স্তম্ভাদিরূপা অবস্থা যেথাং তে ॥ ২৫৮ ॥

ততো ভবান্ যৎ করিয়্যতি তৎ শৃণোত্বিতি বর্ণয়তি—ত্বং পুনরিত্যাদিগদ্যেন । সহসা  
বেগেন যথাবীৰ্য্যং যথাশক্তি পথা তেমাং তানবেগেন ধাবন্ সন্, সকলেতি সৰ্ব্বদেবৈ  
বিকীৰ্য্যমাণ কুসুমাদিচ বাদিত্রাদিচ তাভ্যাং কৃতং মানং পূজা যন্ত সঃ, সৰ্ব্বথাপি ন  
সম্ভাবিতঃ যন্ত মানো গৰ্ব্বো যন্ত অহং সৰ্ব্বেশ্বর ইত্যাকারঃ অনৰ্ব্বাচীনশক্ত্যা অনাদিসিদ্ধ  
শক্ত্যা যুগপৎ একদা তম্ভদঙ্গসঙ্গতং তেমাং তেমাঙ্গৈঃ সঙ্গতং শ্লিষ্টং স্বাঙ্গং নিজাঙ্গমপি  
তত স্তম্ভদঙ্গেভ্যো ভিন্নং ন করিয়্যতি অভিন্নতাং প্রাপয়িয়্যসি । তেচ নন্দায়ো যথা

দিব্যরথে আরোহণ করিতে দেখিয়া সম্যকরূপে আনন্দপূর্ণ বহুতর কোলাহল  
করিবে ॥ ২৫৭ ॥

কোলাহল করিয়া তাহাদের স্তম্ভ, ঘণ্টা, স্বরভঙ্গ, রোদন ও মূৰ্ছা প্রভৃতি  
বহুতর দশা ঘটাতে তাহারা শারীরিক গতি বৃদ্ধিতে পারিবে না, এবং রথের দূরে  
তত্ত্বৎ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিবে ॥ ২৫৮ ॥

তুমি কিন্তু সহসা রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া যথাশক্তি তাহাদের পথ দিয়া  
ধাবমান হইবে । যদিচ তৎকালে সকল দেবতাগণ পুষ্পরাশি নিক্ষেপে এবং  
বাগ্মাদি দ্বারা তোমার পূজা করিবেন বটে, কিন্তু তথাপি তোমার ‘আমি সৰ্ব্বেশ্বর’  
ইত্যাকার অভিমান থাকিবে না । তখন তুমি পরম আসক্তি এবং অনাদিসিদ্ধ  
অনির্ব্বচনীয় শক্তি দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে এককালেই সেই সমস্ত ব্রজবাসীদের



তে চ তথা শোকাপনুদং দত্তমুদং ত্রাং লভমানাঃ সর্বৈ  
জন্মব স্তদনন্তমন্তা ভবিষ্যন্তি ॥ ২৫৯ ॥

তথা চ গাস্মতে,—

যদা যাতঃ কৃষ্ণঃ পুনরপি যদুনাং নগরত-  
স্তদা গোপাঃ সোহপি প্রতিনিজমধুস্মোদনিবহম্ ।  
ব্যতিল্লিষ্টা যর্হি প্রতিজনমিদং নাজনি মনা-  
গয়ং কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ কিমহমিতি তর্হি স্ফুটতরম্ ॥ ২৬০ ॥

যতঃ ;—

যদ্বৎকল্যান্তিমানাং স্কৃতবিরহিণাং সত্যধর্মাবতারঃ  
পৃথ্বীস্থানাং মহাবগ্রহ-হতবপুমাং বর্ষুকাদপ্রচারঃ ।

যথাবৎ শোকাপনুদং শোকখণ্ডকং দত্তমুদং দত্তানন্দঃ ঐং জন্মবঃ প্রাণিনঃ স্তদনন্তমন্তাঃ  
জন্তোহনন্তাঃ আত্মনাং মন্তস্তে স্তদভেদং বুদ্ধামানা ভবিষ্যন্তি ॥ ২৫৯ ॥

ব্রজাগমনং কবিভিষ্থা গাস্মতে তদ্বর্ণয়তি—যদেতাদিপদোদনং । কৃষ্ণো যদুনাং নগরতঃ  
পুনরব্রজং যদা আয়াতঃ তদা গোপাঃ স কৃষ্ণোহপি প্রতিনিজং প্রত্যেকং মোদনিবহং  
স্বগন্দোহং অধুঃ ধৃতবন্তঃ, যর্হি প্রতিজনং ব্যতিল্লিষ্টাঃ পরস্পরমালিঙ্গিতাঃ তদা অয়ং কৃষ্ণঃ  
কিমহং কৃষ্ণ ইতি স্ফুটতরং ন অজনি ন জাতং ॥ ২৬০ ॥

কিঞ্চ যদ্বদিত । কল্যান্তিমানাং কলিযুগানুভবানাং স্কৃতবিরহিণাং পুণ্যরহিতানাং যদ্বৎ

নিকটে সঙ্গত হইবে এবং আলিঙ্গন করিয়া তত্তৎ অঙ্গ মিলিত স্বীয়দেহ ও তত্তৎ  
অঙ্গ হইতে ভিন্ন করিবে না । নন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসী সকল জীবগণ তোমাকে  
শোকনাশক এবং আনন্দদায়ক লাভ করিয়া তোমা হইতে আপনাদিগকে  
অভিন্ন বোধ করিবে ॥ ২৫৯ ॥

কবিগণ ব্রজাগমন সম্বন্ধে এইরূপ কীর্তন করিয়া থাকেন । যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ  
যতঃবংশীয়দিগের নগর হইতে পুনরায় আগমন করিয়াছিলেন, তৎকালে গোপগণ  
এবং সেই কৃষ্ণও প্রত্যেক আনন্দবাশি ধারণ করিয়াছিলেন । যৎকালে প্রত্যেক  
কেই পরস্পর আলিঙ্গন করিল, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ ‘আমি কি কৃষ্ণ’ ইহা কিছুই  
স্পষ্ট জানিতে পারিলেন না ॥ ২৬০ ॥

ব্যাখ্যা :—যে রূপ কলিযুগের শেষ সময়ে সমুৎপন্ন ও পুণ্যবিরহিত ব্যক্তিগণের

আকুপারহৃদানাং মুনিহৃতপয়সাং নব্যগঙ্গাপ্রসার-  
স্তম্বদগোষ্ঠস্থিতানাং তব বিরহরুজাং

হন্ত ! তে সঙ্গসারঃ ॥ ২৬১ ॥

অথ চিরায় প্রতিমাবৎ প্রতিস্বং লক্ষত্বংপরিষক্তিষু ব্রজজন-  
ব্যক্তিষু পূৰ্বমব্যক্তীভাবমাপন্না মধুমঙ্গলপূর্ণাভ্যৰ্ণা পৌৰ্ণমাসী  
সবুন্দা বুন্দা চ সমমপ্রচ্ছন্নতাং গচ্ছন্তী তু সুখসমুচ্ছ'নামুচ্ছ'মিব  
গতাভ্যস্তাভ্যঃ সাত্যসূয়মিব ক্রমাদ্বহির্ব'ত্তিং যচ্ছন্তী (ক) তদ্বনি-  
কায়াং তন্মিকায়মুপবেশয়িষ্যতি। তথা চ কথয়িষ্যন্তি ॥ ২৬২ ॥

পূণাজনকঃ । পৃথীস্থানাং মহাবগ্রহহৃতবপুষাঃ মহান অবগ্রহো বৃষ্টিপ্রতিবদ্ধ স্তেন  
হতশরীরীণাং, বধূ'কাক্ষপ্রচারঃ জলবধূ'কমেঘসদৃশঃ, আকুপারহৃদানামাসমুদ্রসরোবরাণাং,  
মুনিহৃতপয়সাং মুনিয়োগস্তাদয়ঃ তৈ জ'তং পয়ো যেমাং, নব্যগঙ্গাপ্রসারঃ তেষাং পুরকঃ  
গোষ্ঠস্থিতানাং তব বিরহরুজাং তদ্বন্তে সঙ্গসারঃ সঙ্গরূপরসায়নম্ ॥ ২৬১ ॥

ততো যদ্ব'ন্তং ভবিষ্যতি তৎ সৃচয়তি—অথ চিরায়েত্যাদিগদোন। চিরায় চিরকালং  
ব্যাপ্য প্রতিমা প্রতিচ্ছবিবৎ প্রতিস্বং প্রত্যেকং লক্ষত্বংপরিষক্তিষু লক্ষা তব পরিষক্তিাবৎ  
রালিঙ্গনঃ যাতি স্তাত্ ব্রজজনব্যক্তিষু সতীষু পূৰ্বং অব্যক্তীভাবং প্রাকট্যভাবমাপন্না  
মধুমঙ্গলেন পূৰ্ণমভ্যৰ্ণং নিকটং যন্তা অখাত্বংসহিতা পৌৰ্ণমাসী, তথা সবুন্দা বুন্দা যৎ  
তেন সহ বর্তমানা বুন্দা চ, সমমপ্রচ্ছন্নতাং সমাকপ্রকাশতাং গচ্ছন্তী সুখসমুচ্ছ'নাং  
সংমুচ্ছ'নমভিব্যাপ্তি স্তম্বাং মুচ্ছ'মিব গতাভ্য স্তাভ্যঃ ব্রজজনব্যক্তিভাঃ সাত্যসূয়ং গুণেযু  
সত্যধ্বন্যে'র প্রচার পূণাজনক, অতাস্ত অনাবৃষ্টি হইলে যাহাদের দেহ নিহত হয়,  
সেই সকল পৃথিবীস্থিত ব্যক্তিগণের জলবর্ষী মেঘের প্রচার যেরূপ সুখ কর ;  
অগস্তা মুনি যাহাদের জলপান করিয়া শোষণ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত সমুদ্র  
হইতে সরোবর পর্যাস্ত জলাশয়দিগের নব্যগঙ্গা-প্রবাহ যেরূপ জলবৃদ্ধি কারক ;  
সেইরূপ তোমার বিরহ-রোগে ব্যথিত যাবতীয় গোষ্ঠস্থিত ব্যক্তিগণের আহা ?  
তোমার সঙ্গরূপ রসায়নও পরম আনন্দদায়ক ॥ ২৬১ ॥

অনন্তর ব্রজবাসী ব্যক্তিগণ প্রত্যেকেই বহুক্ষণ পর্যাস্ত তোমার আলিঙ্গন লাভ  
করিয়া প্রতিমার মত নিশ্চলভাবে অবস্থান করিলে, পূৰ্বে অপ্রকাশ ভাবাপন্ন  
পৌৰ্ণমাসী, মধুমঙ্গলকে নিকটে লইয়া এবং সহচরীগণ পরিবেষ্টিত বুন্দা তৎকালে

( ক ) তত্তন্মিকায়ং তত্তন্মিকায়ং ইতি টীকাসম্মতঃ পাঠঃ ।

কৃষ্ণং মধ্যগতং বিধায় পিতরৌ তদ্ভ্রাতরঃ স্ত্রীগণা-  
 স্তম্মিত্রাণি কুটুম্বসম্বলনয়া চান্যে চিরাৎ প্রাপিতঃ ।  
 মুঞ্চন্তঃ ক্ষুটমশ্রু তস্মৈ স্নখদক্ষারূপচারং চিরং  
 বিস্মৃত্য স্থগিতক্রিয়াঃ সমভবন্যুকাশচ বৈ স্বর্য্যতঃ ॥ ২৬৩ ॥  
 ব্রহ্ম তত্র স্ত্রীকুমারং পুত্রপৌত্রং কুজবামনং দাসীদাসমপি  
 সর্ব্বং যথাযথং তোষয়িষ্যসি ॥ ২৬৪ ॥

দোষাবিকরণমস্ময়া অভ্যাসয়য়া সহ বর্ত্তমানং যথাস্মাত্তদিব ক্রমাদ্বহির্ভূতিং বাহ্যচেষ্টাং যচ্ছস্তী  
 তত্তন্মিকায়ঃ তত্তৎ সমুহং তত্তন্মিকায়ঃ তত্তদগৃহং উপবেশয়িষ্যতি তস্মিন্ স্থাপয়িষ্যতি ॥ ২৬২ ॥

তত্র লোকানাং কথনং বর্ণয়তি—কৃষ্ণং মধ্যগতমিত্যাদিপদ্যোন । তদ্ভ্রাতরঃ পিত্রৌ-  
 ভ্রাতরঃ কুটুম্বসম্বলনয়া কুটুম্বানাং মেলনেন চ অশ্রু ক্ষুটং মুঞ্চন্তঃ ক্ষরন্তঃ তস্মৈ কৃষ্ণস্য  
 চারুপচারং রম্যোপচারং সেবাং, স্থগিতক্রিয়াঃ সম্ভূতক্রিয়াঃ সমভবন্ বৈষয়্যতঃ স্বরভক্ষাং মুকাশ  
 সমভবন্ ॥ ২৬৩ ॥

তদাতু ত্বং যং করিষ্যতি—তচ্ছৃণুত্যাং—হস্তিত্যাদিগদ্যোন । স্ত্রীকুমারং স্ত্রিয়শ্চ কুমারশ্চ  
 এষাং সমাহারস্তৎ, এবং পরপরং যথাযথং যথাযোগ্যম্ ॥ ২৬৪ ॥

একসঙ্গে প্রকাশিত হইয়া, সুখসংযোগে মুচ্ছা প্রাপ্তের হ্রায় ঐ সকল ব্রজবাসী  
 ব্যক্তিদিগকে যেন শুণে দোষারোপ পূর্ব্বক, ক্রমে বাহ্যচেষ্টা দান করিবে এবং  
 সেই সমস্ত ব্যক্তিদিগকে উপবেশন করাইবে । তৎকালে লোকেও এইরূপ  
 বলিবে ॥ ২৬২ ॥

পিতা মাতা তদীয় ভ্রাতৃগণ, নারীগণ, তাঁহাদের বন্ধুগণ এবং অত্যাশ্রিত ব্যক্তিগণ,  
 বহুকালের পর কৃষ্ণকে পাইয়া কুটুম্বগণের সমভিব্যাহারে তাঁহাকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া  
 স্পষ্টই অশ্রুজল মোচন করিতে থাকিবে, এবং তাঁহার সুখজনক মনোহর ব্যবহার  
 ভুলিয়া গিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া স্বরভক্ষবশতঃ সকলেই মৌনী হইয়াছিল ॥ ২৬৩ ॥

আর তুমি কিন্তু তথায় স্ত্রী, বালক, পুত্র, পৌত্র, কুজ, বামন, এবং দাসদাসী  
 সকলকেই যথাযোগ্য সন্তুষ্ট করিবে ॥ ২৬৪ ॥

দারুকস্ত দারুদেব দূরস্থিতস্তৎপ্রেমবশ্যতয়া কৌতুকমিব  
দ্রক্ষ্যতি ॥ ২৬৫ ॥

ততশ্চ তত্রাসীনা পৌর্ণমাসী কুপিতেবালপিষ্যতি ॥ ২৬৬ ॥

অহহ ! কিমিদমবিদন্ত ইব কুর্ক্বন্তঃ স্ব । পথি পরি-  
শ্রান্তমিমে কথমিব ন বিশ্রান্তং কুরুত ॥ ২৬৭ ॥

তদেবং জাতচমৎকারাভ্যাং তৎপরিশ্রমকাতরাভ্যাং মাতর-  
পিতরাভ্যামুভয়তঃ স্বস্বভজনা কৃতালিঙ্গনময়প্রণয়চেষ্টিতঃ  
সর্বৈরেব চ পরিতো বেষ্টিতঃ স্বগোষ্ঠপ্রকোষ্ঠমধ্যগশকটঘটা-  
ঘটিতবাটমবাপ্যসি ॥ ২৬৮ ॥

তদানীন্তনং দারুকব্রহ্মন্তঃ শৃণুত্যাহ—দারুকপ্তিগদ্যেন । দারুদেব শুদ্ধকাষ্ঠমিব  
তৎপ্রেমবশ্যতয়া গোপানাং যৎ প্রেমবশ্যং ততয়া কৌতুকমিব তৎ দ্রক্ষ্যতি ॥ ২৬৫ ॥

তদাকু পৌর্ণমাসীবাৎসল্যং বর্ণয়তি—তত্রাসীনেত্যাদিগদ্যেন । ক্রুদ্ধা ইব আলপিষ্যতি  
সন্তুষণং করিষ্যতি ॥ ২৬৬ ॥

তদ্বর্ণয়তি—অহহেত্যাदिना । অহহেতি গেদে । উদং শ্রমনিবর্তকং অবিদন্তঃ অজানন্ত ইব  
কিং কুর্ক্বন্তঃ স্ব বর্ত্তপঃ ইমে কৃষ্ণং বিশ্রান্তং ভাবে ভ্রঃ বিগতঃ শ্রমো যন্ত তন্ ॥ ২৬৭ ॥

কতো যদ্বন্তং ভবিষ্যতি তৎ সূচয়তি—তদেবমিত্যাदिगद্যেন । জাতচমৎকারাভ্যাং অস্প-  
পুত্রস্য কথমিদৃশমৈষ্যাং জাতমিতি, জাতচমৎকারো যয়োস্তাভ্যাং, কৃষ্ণস্য পরিশ্রমে  
কাতরাভ্যাং উভয়তঃ স্বভজনেতি । স্বগ্যাঃ স্বস্য চ ভজনে প্রণামাদিসেবায়াং ন কৃতং আলিঙ্গনং  
প্রচুরপ্রণয়চেষ্টিতং যত্র সং, পরিতঃ সন্দতঃ বেষ্টিত আবৃতঃ সন্ । স্বগোষ্ঠেতি স্বগোষ্ঠস্য

কিন্তু দারুক শুদ্ধ কাষ্ঠের মত দূরে থাকিয়া গোপদিগের প্রেমাদীনতা হেতু  
যেন কৌতুক দর্শন করিবে ॥ ২৬৫ ॥

তথায় পৌর্ণমাসী উপবেশন করিয়া যেন কুপিতভাবে সন্তুষণ করিবেন ।  
আহা ! তোমরা যেন কিছুই জান না, না জানিয়া তোমরা একি করিতেছ ।  
পথশ্রান্ত ইহাঁকে কেন তোমরা বিশ্রান্ত করিতেছ না ॥ ২৬৬ ॥ ২৬৭ ॥

এইরূপ ঘটিলে মাতা পিতা পুত্রের এইরূপ ঐর্ষ্যা দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন  
হইবেন । পরে উভয়েই ক্রোধের পরিশ্রমে কাতর হইবেন । এই জনক জননীর  
উভয় পাশ্বে উভয়কেই প্রণামাদিরূপ সেবা করিয়া প্রচুর আলিঙ্গনজন্ত চেষ্টা

ততশ্চ তে সৰ্ব্বৈ ভবৎপরিচর্য্যাময়পারিসর্য্যাকৃতঃ সন্ত্রম-  
মেবাচরিষ্যন্তি ন তু কার্য্যক্রমম্ ॥ ২৬৯ ॥

তথাহি ;—

যহাংগন্তাস্থঘহর ! চিরাদ্ধারকাতস্তদা তে  
সৰ্ব্বৈহপ্যেতে ব্রজজনিজনা শ্রেষ্ঠমধ্যস্থনিদ্রাঃ ।  
ধাবন্তোহপি প্রতিদিশমহো ! তত্তদেকৈককার্য্যং  
কুৰ্ব্বন্তোহপি স্থগিতকৃতিতামেব যাস্তান্তি হন্ত ! ॥ ২৭০ ॥

যৎ প্রকোষ্ঠঃ একদেশে স্তস্য মধ্যগা যা শকটবটা শকটশ্রেণী তয়া ঘটতবাটমাবৃত্তানঃ  
প্রাপ্যসি ॥ ২৬৮ ॥

তদনন্তরং তে সৰ্ব্বৈ জনাঃ, ভবদ্বিতি ভবতঃ পরিচর্য্যাময়ী পরিচর্য্যাবয়বঃ পারিসর্য্য। সমস্ততঃ  
সরলাঃ তাং কুৰ্ব্বন্ত্যিতি কৰ্ত্তরি কিপ্। তে সন্ত্রমঃ আবেগমেবাচরিষ্যন্তি নতু কাৰ্য্যক্রমঃ  
কাৰ্য্যপরিপাটীম্ ॥ ২৬৯ ॥

তদ্বর্ণয়তি—যহে'ত্যাदिपद्योन। हे अवहर ! यर्हि वदा द्वारकातस्त्रमागस्तसि तदा श्रेष्ठ-  
मध्यस्थनिद्रा उत्तममध्यायस्ताः जनाः प्रतिदिशं धावन्तोहपि तत्तदकैककार्यः उत्तम-  
मध्याधीनाः यद्वहृचितमेकैक-कार्यः कर्त्तव्योहपि स्थगितकृतितां आच्छन्नकृतितां यास्तन्ति नतु  
साधयिष्यन्ति ॥ २७० ॥

করেন নাই। সকলেই চারিদিকে তোমাকে বেঠন করিলে, তুমি স্বকীয় গোষ্ঠের  
একদেশস্থিত শকটশ্রেণী দ্বারা আবৃত স্থানে গমন করিবে ॥ ২৬৮ ॥

তাহার পর সেই সকল লোক, তোমার সেবারূপ সৰ্বত্র গমন কার্য্য করিয়া  
দ্বরা প্রকাশ করিবে, কিন্তু কার্য্যপরিপাটী দেখাইতে পারিবে না ॥ ২৬৯ ॥

হে অঘাসুরনাশক ! একবার দেখ, তুমি যৎকালে বহুকালের পর দ্বারকা  
হইতে আগমন করিবে, তৎকালে উত্তম, মধ্যম এবং অধম ব্রজবাসী সমস্ত ব্যক্তিই  
আহা ! চারিদিক ধাবমান হইয়াও, প্রত্যেকের উচিতকার্য্য করিয়াও হয় !  
নিশ্চলভাবে অবলম্বন করিবে ॥ ২৭০ ॥

যদ্যপি গোপাঃ সম্যক্, পরিচরিতুং ত্বাং ন তর্হি শক্ষ্যন্তি ।  
তদপি চ তৎ প্রমদামৃত, ভোগাস্বাদী সর্দৈব পোক্ষ্যন্তি ॥২৭১॥

তদারভ্য চ ;—

কিং ভোক্তব্যং ক্বাসিতব্যং স্বপনীয়ং ক্ব বামুনা ।

ইতি মাত্রাদিধীয়াত্রা নাত্রায়াশ্চতি তৃপ্ততাম্ ॥ ২৭২ ॥

সথায়ন্তে স্খাধীনা বিস্মারিষ্যন্তি সর্বকম্ ।

স্মরিষ্যন্তি তু তাং ত্বংকাং পুনঃ সংশ্লেষনব্যতাম্ ॥২৭৩॥

যদ্যপি তে তত্রাসমর্থ্য স্থথাপি তাং সম্ভোষয়িষ্যন্তীতি বর্ণয়তি—যদ্যপীত্যাদিপদ্যেন ।  
যদ্যপি তদা গোপাঃ সম্যক্ পরিচর্যাং কর্তুং ন শক্ষ্যন্তি তদপি তথাপি তৎপ্রমদামৃতভোগাঃ  
তস্মাৎ পরিচর্যায়াং যঃ প্রমদো হৃৎ সঃ এব অন্ততং ভোগঃ যেবাং অমী ত্বাং সর্দৈব পোক্ষ্যন্তি  
পুষ্টঃ করিষ্যন্তি ॥ ২৭১ ॥

তদেব বর্ণয়তি—তদেত্যাদিপদ্যেন । তদারভ্য আগমনকালমারভ্য অমুনা কৃষ্ণেন কিং  
ভোক্তব্যং ক্ব আসিতব্যং উপবেশ্য ক্ব বা স্বপনীয়ং শয়নং কারয়িতব্যং ইতি মাত্রাদিধীয়াত্রা  
মাত্রাদীনাং বুদ্ধিগতি তৃপ্ততাং ন আয়াশ্চতি ॥ ২৭২ ॥

সথীনাং ভাবিবৃন্তং বর্ণয়তি—সথায় ইত্যাদিপদ্যেন । তে শ্রীদামদয়ঃ তে স্খাধীনা  
স্তব স্খায়তাঃ সর্বং সছঃখং তু পুনঃ ত্বংকাং তদীয়াং সংশ্লেষনব্যতাং সংশ্লেষশ্চ সংযোগশ্চ  
নব্যতাম্ ॥ ২৭৩ ॥

যদ্যপি তৎকালে গোপগণ সম্যক্ক্রমে পরিচর্যা করিতে সমর্থ হইবে না, তথাপি  
তাহারা সেই পরিচর্যা বিষয়ে আনন্দামৃত ভোগ করিয়া তোমাকে পুষ্ট  
করিবে ॥ ২৭১ ॥

আগমন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া, কৃষ্ণ কি খাইবে, কোথায় উপবেশন  
করিবে, এবং কোথায়ই বা শয়ন করিবে ; এইরূপ চিন্তাকরতঃ মাতা পিতা  
প্রভৃতির বুদ্ধি বৃদ্ধি পরিতৃপ্ত হইবে না ॥ ২৭২ ॥

শ্রীদাম স্খল প্রভৃতি সেই সকল সহচরগণ সমস্ত ছঃখ ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু  
কেবল তোমার নবীন সংযোগ স্মরণ করিতে থাকিবে ॥ ২৭৩ ॥

- দাসাশ্চ তব দাশাহি ! পুনরাশাং স্বমূর্ত্তিষু ।  
 ধাস্তন্তি সেবাসুধয়া বিধাস্তন্তি যদাপ্লবম্ ॥২৭৪॥  
 গাবঃ প্রাগ্ভবৎক্ষুৰ্ত্তিপ্রভাবস্থিততদশাঃ ।  
 তদ্বদেব সদৈবামূৰ্ধাস্তন্তি প্রমদং ত্বয়ি ॥২৭৫॥  
 শিশবঃ পশবশ্চৈবং বয়াংসি চ পয়াংসি চ ।  
 যেহ্নে হৃদ্যা জনা হৃদ্যা স্তব তেমাং তু কা কথা ॥২৭৬॥

দাসানাং ভাবিবৃত্তং বর্ণয়তি—দাসাশ্চেতিপদোদ্যন । হে দাশাহি ! তব দাশা রক্তকাদয়ঃ স্বমূর্ত্তিষু স্বচেষ্টাস্থ যদা আপ্লবং স্নানং বিধাস্তন্তি তদা সেবাসুধয়া পুনরাশাং বাঞ্ছাঃ ধাস্তন্তি পোক্যাস্তি ॥ ২৭৪ ॥

গবঃ ভাবিবৃত্তং বর্ণয়তি—গাব ইত্যাদিপদোদ্যন । প্রাধাদিত্যাদি পুরেব ভবতঃ ক্ষুৰ্ত্তি-প্রভাবেণ স্থিতা সা দশা যামাং তদবস্থয়া বর্ত্তমানা ইত্যর্থঃ অমূৰ্গাবঃ । তদ্বদেব পুরেব ত্বয়ি সদৈব প্রণয়ং ধাস্যাস্তি ॥ ২৭৫ ॥

শিশুপ্রভৃতীনাং ভাবিবৃত্তং বর্ণয়তি—শিশব ইতিপদোদ্যন । বয়াংসি গাক্ষিণঃ পয়াংসি যমুনাদিজলানি যে অস্ত্রে ভাণ্ডীরাদয়ঃ হৃদ্যাঃ প্রিয়ঃ তথা তব হৃদ্যা জনা যজ্ঞপত্নীদিরাপাঃ তেমাং তু কা কথা ত্বয়ি প্রমদং ধাস্তন্ত্যতি ॥ ২৭৬ ॥

হে দাশাহি যজ্ঞবংশাবতংস ! হে দেশপতে ! তোমার রক্তকপ্রভৃতি দাস-সকল, যৎকালে তোমার নিজ চেষ্টাতে স্নান করিবে ; তৎকালে তাহারা পুনরায় সেবারূপ সুধা দ্বারা ইচ্ছা পূষ্টি করিবে ॥ ২৭৪ ॥

ধেনুগণ পূর্বে তোমার ক্ষুৰ্ত্তি হইলে যেরূপ দশা প্রাপ্ত হইত, পূর্বের মত তোমার ক্ষুৰ্ত্তিপ্রভাবে সেই দশা প্রাপ্ত হইয়া সর্বদাই উহারা তোমার উপরে প্রেম পুষ্টি করিবে ॥ ২৭৫ ॥

যখন শিশু, পশু, পক্ষী যমুনাজল, ভাণ্ডীরাদি অত্র প্রিয় বিষয়সকল, তোমার উপরে প্রেম পুষ্টি করিয়াছিল, তখন যজ্ঞপত্নীপ্রভৃতি তোমার প্রিয় পদার্থ প্রেম প্রকাশ করিবে, তাহাদের কথা আর কি বলিব ॥ ২৭৬ ॥

কুর্শ্মস্তেব স্মরণানুভাবেন তব তেন হৃদীয়াঃ পূর্ববদেব  
হি তে স্মাতারঃ । তথৈব ব্রজাদ্বলদেবঃ কুশস্থলীমাসাদ্য হ্রায়  
নিবেদয়িষ্যতি ॥২৭৭ ॥

যথা শ্রীহরিবংশে ;—

“তথৈবাপ্তগবেশেন সোপশ্লিষ্টো জনার্দনম্ ।

প্রত্যগ্রবনমালেন বক্ষসার্ভাবিরাজতা ॥

উপবিষ্টং তদা রামং পপ্রচ্ছ কুশলং ব্রজে ।

বান্ধবেষু চ সর্বষু গোষু চৈব জনার্দনঃ ॥

নহু ৩ মম বহুকালবিরহে কথং জীবিস্যন্তি তত্রাহ—কুশ্মস্তেবেতিগদোন। যথা  
কুর্শ্মস্ত ডিস্তাঃ তন্ত স্মরণানুভাবেন জীবন্তি তথা হৃদীয়া স্তেন স্মরণানুভাবেন পূর্ববদেব  
তে স্মাতারঃ স্মান্তি। তথৈব পূর্বাভুতাং কুশস্থলীঃ দ্বারকাং আসাদ্য প্রাপ্য ॥ ২৭৭ ॥

তন্নিবেদনং হরিবংশপদোন ব্যাঞ্জয়তি—তথৈবেতাদিনা। অধঃগবেশেণ পথিকজন-  
বেশেণ স বলদেবঃ কুশ্মপুপশ্লিষ্টঃ আলিঙ্গিতবান্ স কিস্তুতঃ প্রত্যগ্রা নবা বনমালা যত্র  
অর্ভাবিরাজতা বক্ষসা উপলক্ষিতঃ, তদা জনার্দনঃ উপবিষ্টঃ রামং ব্রজে বিষয়ে কুশলং

যে রূপ কচ্ছপের বালকগণ তাহার স্মরণানুভাব বশতঃ জীবিত থাকে (ক)  
সেইরূপ তোমার আত্মীয় লোকগণ স্মরণানুভাব হেতু পূর্বের মতই অবস্থান  
করিয়া থাকিবে। ঐরূপেই বলরাম ব্রজ হইতে দ্বারকায় আসিয়া তোমার  
কাছে নিবেদন করিবেন ॥ ২৭৭ ॥

যথা হরিবংশে—ঐরূপে বলরাম পথিক জনের বেশ ধারণ করিয়া এবং  
নূতন মনোহর বনমালা বিরাজিত বিশাল বক্ষঃস্থল ধারণ পূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে  
আলিঙ্গন করিলেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম আসনে উপবেশন করিলে,  
ব্রজসম্বন্ধে এবং সমস্ত বন্ধু ও শ্রেণীগণের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎকালে

(ক) কচ্ছপ নদ্যাঙ্গি জলাশয়ের উপরি স্থলভাগে ডিম্ব প্রসব করিয়া দূরে অবস্থান পূর্বক  
সর্বদা তাহার চিন্তায় আসক্ত থাকে, এই চিন্তার প্রভাবেই উক্ত ডিম্বগুলি সচেতন থাকে ও  
প্রস্ফুটিত হয়। ইহা একটা মনোরাজ্যের ঘটনা। যোগশাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহা বুঝিতে  
সমর্থ হইবেন। সূক্ষ্মদেহের গিয়ান সঙ্গে বাহু জড়দেহের যে কিরূপ সম্পর্ক তাহা পাতঞ্জল  
যোগদর্শনে বিবৃত আছে।



প্রত্যাচ তদা রামো ভ্রাতরং সাধুভাষণম্ ।

সর্বেষাং কুশলং কৃষ্ণ ! যেষাং কুশলমিচ্ছসি” ॥

ইতি ॥২৭৮ ॥

তদেবং স্থিতেহপি তদা তব সদা ব্রজাবস্থিতিপ্রতীতিস্তু  
তেষাং নাতিজনিষ্যতে । শ্রুত্ব তদত্র তদবস্থমেব স্থাপিত-  
মন্তীত্যনাস্থাভাবনয়া ॥২৭৯॥

কিঞ্চ ;—

তব সবয়সঃ প্রবয়সঃ প্রতীদং প্রতীপমাবেদয়িষ্যন্তি ।  
প্রিয়বয়স্যস্ত নাতিসৌমনস্যং মনস্যভ্যস্ততে । যতো(ক)নিজতানু-

পপ্রচ্ছ এবং বাক্যবাচিষু প্রত্যাচ প্রত্যুত্তরং দদৌ তদ্বর্ণয়তি হে কৃষ্ণ ! যেষাং কুশল  
মিচ্ছসি তেষাং সর্বেষাং কুশলম্ ॥ ২৭৮ ॥

ততঃ কিং বৃত্তং ভবিষ্যতীত্যপেক্ষয়াং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন । ব্রজাবস্থানজ্ঞানস্ত  
তেষাং ব্রজবাসিনাং নাতিজনিষ্যতে ন নিশ্চিন্তা জনিতা, তত্র হেতুঃ শ্রুত্ব তদবস্থং  
সজ্জিতমেব স্থাপিতমস্তি ইতি অনাস্থাভাবনয়া সদাবাসাভাবচিত্তেন ॥ ২৭৯ ॥

তত্র বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি—তবেত্যাদিগদ্যেন । তব সবয়সঃ সখ্যঃ প্রবয়সো বৃদ্ধান্ ইদং  
প্রতীপং প্রতিকূলং আবেদনং নিদিশতি কৃষ্ণস্য মনসি নাতি সৌমনস্যমতিশ্বেদ্যতা ন  
অভ্যস্ততে নাভিগম্যতে যতঃ নিজতি নিজত্বেন অনুরাগো যাস্থ এবন্তুতা যা জনতা জন-

বলরাম মধুরভাষী সেই ভ্রাতাকে প্রত্যুত্তর দিলেন, কৃষ্ণ ! তুমি যাহাদের কুশল  
কামনা করিতেছ, তাহাদের সকলেরই কুশল ॥ ২৭৮ ॥

এইরূপ ঘটিলে, তৎকালে তোমার সর্বদা ব্রজবাসজ্ঞান কিন্তু তাহাদের  
নিশ্চিত বলিয়া বোধ হইবে না । সেই রথ এই স্থানে সেই অবস্থাতেই স্থাপিত  
আছে, এইরূপে সর্বদা বাস না হওয়াতে চিন্তা করিবে ॥ ২৭৯ ॥

অপিচ, তোমার বয়স্গুণ বৃদ্ধিগের প্রতি এইরূপ প্রতিকূল বিষয় নিবেদন  
করিবে । প্রিয় বয়স্ প্রীকৃষ্ণের মনে স্নেহতার লেশমাত্রও বিদ্যমান নাই ।  
কারণ আত্মীয় বোধে যাহাদের উপর অনুরাগ জন্মিয়াছিল, সেই সকল জনবৃন্দের

( ক ) জনিতেতি গৌরব্দ্ভাবন পাঠঃ ।

রাগজনতাস্থ তাস্থ প্রাগিব নানুরাগং জাগরমাগময়তি । তাস্থ  
তথা দৃষ্টা লগিতদুঃখস্থগিততয়া শুদ্ধা ইব তিষ্ঠন্তি ॥২৮০॥

তদেতদাকর্ণযন্তুঃ প্রাপ্তকদনান্তরতয়া বিবর্ণবদনান্তে  
হৃন্মাত্রপিতরাদয়ঃ কাতরতামবাপ্যন্তি ॥২৮১॥

বস্তু জন্তুমাত্রচিত্তজন্তুদ্বিজায় স্বয়মেব তান্ বিজ্ঞা-  
পয়িষ্যসি ॥

কথং ভবন্তো নাদ্যাপ্যানন্দাচ্ছবন্তো দৃশ্যন্তে । সর্বৈ তু

বৃন্দানি তাস্থ অনুরাগং জাগরমুদ্বুদ্ধং নাগময়তি । তাস্থ জনতাঃ তথা দৃষ্টা অনুরাগান্নজ্ঞেয়ং  
দৃষ্টা লগিতদুঃখস্থগিততয়া লগিতং সংসক্তং যৎ দুঃখং তেন যা স্থগিততা চেষ্টারাহিত্যং  
ভেন ॥ ২৮০ ॥

তাদৃশং সখীনাং বচনং শ্রদ্ধা প্রবয়সৌ যথা বর্হিষ্যন্তে তদ্বর্ণয়তি—তদেতদিত্যাদিগদ্যেন ।  
প্রাপ্তকদনান্তরতয়া প্রাপ্তং কদনং কষ্টং যত্র এবস্তুতমবকাশো যেষাং তন্তয়া বিবর্ণবদনা  
মলিনমুখা স্তব মাতাপিত্রাদয়ঃ কারতাং ব্যাকুলতাঃ প্রাপ্যন্তি ॥ ২৮১ ॥

তদা ভবান্ যৎ করিষ্যতি তৎ শৃণোত্বিত্যাহ—তদ্বিত্যাদিগদ্যেন । তদ্বিজায় তেষাং  
কাতরতাকারণং বিজ্ঞায় । অদ্যাপি ভবন্তুঃ কথং আনন্দাং আনন্দাঙ্কেতোরুদ্রবন্তো বর্তমানান্  
দৃশ্যন্তে ॥

অত্রোভয়ো বাক্যোবাক্যং বর্ণয়তি অস্মাকমিত্যাদিগদ্যেন । হৃদবধারণপদবীং তব নির্ণয়-

উপর পূর্বের মত অনুরাগ জাগরুক নহে । সেই সমস্ত জনতা, অনুরাগের উদ্বেক  
না দেখিয়া হৃদয়লগ্ন দুঃখে স্থগিতভাবে যেন শুষ্ক হইয়া অবস্থান করিতেছে ॥২৮০॥

এই সকল শ্রবণ করিয়া, অন্তঃকরণে কষ্ট পাইয়া সেই সকল তোমার পিতা  
মাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ, মলিনমুখে ব্যাকুলতা প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৮১ ॥

তুমি জীবমাত্রেরই চিত্ত অবগত আছ । এই কারণে তাহাদের ব্যাকুলতার  
কারণ অবগত হইয়া স্বয়ং বিজ্ঞাপন করিবে । অত্থাপি কেন তোমাдиগকে  
আনন্দিত দেখিতেছি না । তাঁহারা সকলে গদগদ স্বরে নিবেদন করিবেন ॥

আমাদের যাহাতে আনন্দ হয়, নিশ্চয়ই তুমি তাহার সিদ্ধান্ত পথ অবগত  
আছ । অনন্তর তুমি বলিবে, যথার্থ কিন্তু যে হেতু আপনারা সন্দেহ করিতেছেন,

সগদগদং গদিব্যন্তি । অস্মাকমানন্দকারণং হৃদবধারণপদবীং  
বিন্দত এব । অথ ত্বং বক্ষ্যসি—বাঢ়ং ; কিন্তু যেন ভবন্তিঃ  
সন্দিহতে মোহয়ং শতাস্তঃ সাস্তভবৎকার্যসঙ্গমনায় সঙ্গৈ  
রক্ষিততয়া লক্ষ্যতে । যথা বান্য়থা জ্ঞাপয়থ তথা প্রথয়িষ্যামি ॥  
এতদেব প্রাগেব নিবেদিতং ময়া ॥

“যাত যুয়ং ব্রজং তাত ! বয়ঞ্চ স্নেহহুঃখিতান্ ।

জ্ঞাতান্ বো দ্রষ্টুমেম্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্” ॥ ইতি  
জ্ঞাতান্নিতি যুগ্মন্মধ্যত এবাসৌ বাসঃ সম্ভবিষ্যতি  
দ্রষ্টুংগতি তত্র চ যুগ্মদর্শনমেবাস্মাকং পুরুষার্থ ইত্যর্থঃ ।  
যদ্বা দ্রষ্টুংগতি দর্শনবিসম্বীভবিতুংগিত্যর্থঃ ॥

“অথাপি ভূমন্ ! মহিমা গুণশ্চ তে

বিবোধুর্মহত্যমলান্তরাহ্মাভিঃ ।”

---

মার্গং বিন্ধত এব লভত এব বাঢ়ং যথার্থ, যেন হেতুনাশতাস্তো রথঃ, সাস্তভেতি অঙ্গেন সহ বর্তমানঃ  
সাস্তঞ্চ তৎ ভবৎকাব্যার্থেতি তত্ত্ব সঙ্গমনায় সাধনায় যথা বা যৎ প্রকারং অত্থথা মদভিপ্রেতা-  
দত্থৎ আজ্ঞাপয়ত তথা প্রথয়িষ্যামি বিস্তারয়িষ্যামি । প্রাগেব মথুরায়ং ভবতাং ব্রজাগমনকালে ।  
অসৌ মম বাসঃ জ্ঞাতিমধ্য এব বাসস্তৌচিত্যাৎ । দ্রষ্টুংমিত্যাদি স্পষ্টং । এতৎ দর্শনবিষয়ভবনং  
সমুদ্রুঙ্ঘং জাগরিতং চক্রে প্রতীপঃ দ্বৈধঃ বো যুগ্মাকং সম্বন্ধে যৎ অবদৎ সত্যং যথার্থং করোতি ।

---

এই সেই রথ সম্পূর্ণভাবে আপনাদের কার্য সাধনের জন্ত, সঙ্গ সঙ্গ রক্ষিত হইয়া  
রহিয়াছে, ইহা বেশ লক্ষ্য হইতেছে । অথবা যে প্রকারে আমার আভিপ্রেত  
হইতে অত্ৰ বিষয় আজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহা আমি বিস্তার করিয়া বলিব । ইহাও  
আমি পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি । হে পিতঃ ! আপনারা ব্রজে গমন করুন ।  
“আমরা বন্ধুগণের সুখোৎপাদন জন্ত স্নেহ বশতঃ কাতর জ্ঞাতিদিগকে  
( তোমাদিগকে ) দেখিতে যাইব ।” আপনাদের মধ্যেই আমার বাস করা উচিত  
বলিয়া ‘জ্ঞাতিদিগকে’ এই কথা বলা হইয়াছে । তন্মধ্যে আপনাদের দর্শনই  
আমাদের পুরুষার্থ, এই হেতু ‘দেখিতে’ এই কথা বলা হইয়াছে । অথবা আমিই  
দৃষ্টিগোচর হইব, তাহার নিমিত্ত ‘দেখিতে’ এই কথা বলা হইয়াছে । হে সর্ক-

ইত্যত্র বোধবিষয়োভবিতুমিতিবৎ এতদুদ্ধবেন চ ভবৎসু  
সমুদুদ্ধং চক্রে

“আগমিষ্যত্যদীর্ঘেণ কালেন ব্রজমচ্যুতঃ ।

প্রিয়ং বিধাস্মতে পিত্রোৰ্ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥

হুয়া কংসং রঙ্গ-মধ্যে প্রতীপং সৰ্বসাত্বতাম্ ।

যদাহ বঃ সমাগত্য কৃষ্ণঃ সত্যং করোতি তৎ” ॥ ইতি ।

সাত্বতাং পতিরপি পূর্ণষড়ৈশ্বর্যসম্পাদিত্রিপি পিত্রোযুর্বয়ো-  
ব্রজেশিত্রোঃ পরমসুখপ্রিয়ং সদা স্বলালনারূপং প্রিয়ং  
বিধাস্মতে । (ক)তত্রাপ্যুত স্বাবস্থাস্মতে, যতস্তত্ততো হেতো-  
রদ্যাপি সত্যং শপথং করোতি কুর্ক্সেনৈব বর্তত ইত্যর্থঃ । তদনে-  
নৈব নয়েন ভবতাং প্রণয়ণং বিনয়েয় । ন তু মনোগপি গমনা-  
নাগস্তেন ॥ ২৮২—২৮৩ ॥

সাত্বতাং মহাবৈভববিশিষ্টানাং উগ্রসেনাদীনাং পতিঃ পালকোহপি পিত্রোঃ প্রিয়মিত ।  
উত ভো স্বাবস্থাস্মতে অবস্থিতি ভবিষ্যতি । যতোহবস্থিতেঃ প্রণয়ণং প্রীতি ঋণং বিনয়েয়  
শোধয়ামি । নতু মনাক্ ঈষদপি গমনেন বৎ অনাগত্বং অপরাধাভাব স্তেন ॥ ২৮২—২৮৩ ॥

বাপক ! আপনার গুণের মহিমা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে  
পারে । এই শ্লোকে যেমন “বিবোধুঃ” ইহার অর্থ, বোধগম্য হওয়া, উক্ত শ্লোকে  
সেইরূপ ‘দ্রষ্টুন্’ শব্দের অর্থ, দর্শনের বিষয় হওয়া । উদ্ধবও এই বিষয়,  
আপনাদের নিকটে জাগরুক করিয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত দীর্ঘকালের পর ব্রজে  
আসিবেন, মহা বৈভব বিশিষ্ট উগ্রসেনাদির পালন কর্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ; পিতা  
মাতার প্রিয় কার্য্য করিবেন । কৃষ্ণ সমস্ত যাদবগণের দেয়কর্তা কংসকে রঙ্গমধ্যে  
বধ করিয়া, তোমাদের সম্বন্ধে যাহা তিনি বলিয়াছিলেন, সেই সত্যই পালন  
করিবেন । তিনি যাদবগণের পতি এবং সম্পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন হইলেও ব্রজে-  
শ্বর এবং ব্রজেশ্বরীর ( তোমাদের দুই জনের ) পরম সুখসম্পাদিত্র বা সৰ্বদা স্বকীয়  
লালনরূপ প্রিয় কার্য্য করিবেন । হে কৃষ্ণ ! সেই স্থানেই তোমার অবস্থিতি

( ক ) তত্রাপ্যুত এবাবস্থাস্মতে ইতি গৌরবৃন্দাবন-পাঠঃ ।

তথাহি ;—

পিত্রাদিপ্রতিরূপরূপবস্তুদেবাদিপ্রতীঘাতজা-

দুঃখাৎ কংসবিনাশনার্থগগমং শীঘ্রাৎ নিবৃত্তিং বিদন্ ।

তত্রাসীৎ স্নহদাং মনোরথ-ততিযুদ্ধায়তিতুর্হদাং

চৈবং তদ্ব্যসনং সমাপ্য যদি চ প্রাগাং ক বা যাম্যহম্ ॥

ইতি ॥ ২৮৪ ॥

ততঃ শ্রীব্রজেশ্বরানুগত্যা প্রত্যাসন্নঃ সর্বৈহপি প্রার্থয়ি-

তৎ কৈমুখ্যেন বর্ণয়তি পিত্রাদীত্যাदिपदेन । पित्रादयो ब्रजराजादय स्तेषां प्रतिरूपं सदृशं रूपं स्वरूपं येषां एवस्यूतं। ये बसुदेवादय स्तेषां प्रतिघातजां कंसकृतदिपीडनं हेतोः शीघ्रां निवृत्तिं विदन् ज्ञानन् कंसबिनाशनार्थं अगमं अगच्छन् । तत्र मथुरायां स्रहदां बसुदेवादीनां मनोरथततिः कामनासमूह आसीत् एवं दुर्हदां कंसादीनां, युद्धायति युद्धे अगतिरাসीत् तद्व्यसनं तदनिष्टं समाप्य यदिच प्रागाम् इनधातेरूपं अकस्मादागच्छं तदाहं कवा कूत्र स्थाने यामि न कूत्रापि अत्रैव तिष्ठामीति ध्वनिः ॥ २८४ ॥

তদেবং ব্রজা সান্বিতচিত্তো ব্রজরাজো যচ্চকার তদ্বর্ণয়তি—তত ইত্যাদিগদ্যেন । প্রত্যাসন্নঃ

হইবে । কারণ, অবস্থিতি হেতু অত্ৰাপি তিনি সত্য শপথ করিতেছেন, অধিক কি যেন শপথ করিয়াই বিজ্ঞান আছেন । অত্ৰএব আমি এইরূপেই, আপনাদের প্রেম স্বর্ণ শোধন করিব কিন্তু তিনি গমন বিষয়ে অল্পাপরাধী হইয়াছেন একপ-  
ভাবে নহে ॥ ২৮২—২৮৩ ॥

দেখুন ব্রজরাজাদির তুল্য রূপধারী বসুদেবাদের কংসকৃত পীড়ন বশতঃ সত্ত্বর তাহার নিবৃত্তি করাও হইবে, এরূপ ভাবিয়া কংসকে বধ করিবার জন্ত গমন করিয়াছিলাম । সেই মথুরায় বসুদেবাদি স্নহদবর্গের যেমন কামনা-সমূহ হইয়াছিল কংসাদি শত্রুগণের যুদ্ধে আগমনও সেইরূপই হইয়াছিল । সেই অনিষ্টকর বিষয় সমাপন করিয়া যদি আমি নিরাপদে ফিরিয়া আসি, তাহা হইলে আর কোথায় থাকিব, অর্থাৎ এই স্থানেই থাকিব ॥ ২৮৪ ॥

তাহার পর শ্রীমান্ ব্রজরাজের অহুমতি ক্রমে নিকটস্থ সকল লোকেই

শ্রুন্তে । এবঞ্চেদিহ চ তব দ্বারকাবদেব বহল্ হব্ধং হণায়  
স্পৃহ্যামঃ । অন্যথাকরণন্ত যদস্মাকমধন্যতাং বহতীতি ॥২৮৫॥

তদেতদাকর্ণ্য ভূমিং নির্বর্ণ্য ব্রহ্ম তস্মিন্নসমুচ্চ ইব চেতসি  
চিন্তয়িতাসি । গৃহশব্দঃ খল্লেভির্গৃহিণীপর্যায়তয়া পর্যাবসায়িতঃ !  
তত্র চ হন্ত! মম স্বাস্তং কৌদৃশং কৌদৃশং বামী বিধাশ্রুন্তীতি ।

নিকটস্থাঃ সর্বত্রপি তাং প্রার্থয়িষ্যন্তে । তৎপ্রার্থনং ব্যনক্তি—এবঞ্চেদিতি । যদ্যত্রৈব স্তাস্মি তদা  
দ্বারকাবৎ ইহ চ ব্রজে বহল্গৃহব্ধং হণায় “গৃহিণীগৃহ”মুচ্যতে ইতিজ্ঞায়াং তব বহতরপত্নী সমুচ্চয়ে বয়ং  
স্পৃহ্যামঃ আকাঙ্ক্ষামহে । অন্যথাকরণং বিবাহাকরণন্ত যদ্যস্মাদস্মাকং অধন্যতাং অকৃতার্থতাং  
বহতি প্রাপয়তীতি ॥ ২৮৫ ॥

ততো যদন্তং ভবিষ্যতি তদবধারয়েতি বদতি—তদেতদিত্যাদিগদ্যেন । আকর্ণ্য শ্রুত্বা  
নির্বর্ণ্য দৃষ্ট্বা ভূমিদর্শনন্ত চিন্তাকাষ্যামিতি শাব্দিকাঃ স্বস্ত তস্মিন্ প্রার্থনে অতুষ্টে ইব চেতসি চিন্তাং  
করিষ্যসি । সা চিন্তা যথা, এভির্গোপৈঃ পর্যাবসায়িতঃ সমাপ্ততাং গমিতঃ । স্বাস্তং চিন্তং অমী  
গোপাঃ । অথ পুনর্চিন্তাং করিষ্যসি পূর্ণজ্ঞানতূর্ণবিধানা সমগ্রজ্ঞানেন তূর্ণঃ শীঘ্রঃ বিধানং যয়া  
সা অত্র প্রার্থনে শস্য স্তবঃ । অন্যথাকর্ণ্যতাং মম এতেষাঞ্চ অহিততাং ধাস্ততি পোক্ষতি  
ইতি হেতো বক্তব্যং যোগ্যং । তহীতি যদি মম বিবাহোহত্র প্রার্থিতঃ রোহিণীরূপা মাতা তন্তাঃ  
পুত্রো ভ্রাতা চ দ্বারকাগারাং দ্বারকালয়াং আকারণীয়ো আশ্রাতবৌ অক্সগ্ভাব্যং পরত্র  
ভাবনাং প্রকাশয়িত্যতঃ ।

প্রার্থনা করিবে । যদি তুমি এই স্থানেই অবস্থান কর, তাহা হইলে দ্বারকার মত  
এই ব্রজে বহতর পত্নী সম্পত্তির জন্ত আমরা আকাঙ্ক্ষা করিতেছি । তুমি যদি  
বিবাহ না কর, তাহা হইলে আমাদের পরম অভাগ্য বলিতে হইবে ॥ ২৮৫ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং ভূমি দর্শন করিয়া তুমি যেন অসুস্থষ্ট চিন্তে চিন্তা  
করিবে । ইহারা নিশ্চয়ই গৃহ শব্দে গৃহিণীরূপ \* অর্থ মনে করিয়া ব্যবহার  
করিয়াছেন । গোপগণ তদ্বিষয়ে আমার মনকেই বা কি কি রূপ বিবেচনা  
করিবে ।

\* ন গৃহং গৃহমিত্যাহ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে । তয়া হি সহিতঃ সর্কান্ পুঙ্খার্থান্ সমশ্নুতে ।

অথ পুনর্বিভাবয়িতাসি । ভবতু পূর্ণজ্ঞানতূর্ণবিধানা  
চ পৌর্ণমাস্ত্র সর্বং শস্য নিশ্চাস্ত্রতি ন ত্র্যথাকস্মতাং  
ধাস্ত্রতীতি । বক্তব্যন্ত বক্ষ্যসি । তর্হি রোহিণীমাতা রৌহিণেয়-  
ভ্রাতা চ দ্বারকাগারাদাকারণীয়ো । তাবেব সর্বমর্কাগ্ভাব্যং  
নিবেদয়িত্যঃ । অথ পুনর্দারুকসারথিং প্রতি প্রথয়িম্যসি ।  
ভো ! সারথে ! সরথঃ প্রথমানয়াত্যন্তীনতয়া ।

ভবান্ যদুভবনমাসাদ্য সদ্যঃ শ্রীমদভ্রাতরং তন্মাত্ররঞ্চ  
প্রাপয়েতি পুনর্বিচার্য বক্ষ্যসি । হন্ত ! তমুদ্রবগপ্যানয়-  
ইতি ॥ ২৮৬—২৮৭ ॥

ততস্তদ্বন্দ্বারুকে দারুকে পবনমনুহরমাণেন বাণেন

তেষাং প্রার্থনঃ স্বাভীষ্টঃ মদ্বানঃ স্বয়ং যৎ করিষ্যতি তৎ সূচয়তি—অপেত্যাদিগদ্যেন ।  
দারুকনামসারথিং আত্যন্তানোহতিশয়গমনশীল স্তন্তর্য যদুভবনং দ্বারকাং আসাদ্য প্রাপ্য সদ্য-  
স্তৎক্ষণাৎ শ্রীমদভ্রাতরং শ্রীরামং । হন্ত হসে । তং ব্রজানুরাগিণম্ ॥ ২৮৬—২৮৭ ॥

ততো যদ্বৃন্তং ভবিষ্যতি তদ্বর্ণয়তি—তত ইত্যাদিগদ্যেন । তদ্বন্দ্বারুকে তস্ত সারথৌ

অনন্তর পুনর্বার তুমি চিন্তা করিবে, আচ্ছা, তাহাই হোক । সম্পূর্ণ জ্ঞান  
দ্বারা যিনি সত্ত্বর কার্য সমাধা করিতে পারেন, সেই পৌর্ণমাসীই এই প্রার্থনা  
বিষয়ে সকল স্থত নিশ্চয় করিবেন । যখন তিনি আমার এবং ইহাদের অহিতা-  
চরণ করিবেন না । তখন তুমি যোগা বিষয় উল্লেখ করিবে, মাতা রোহিণী এবং  
নন্দন ভ্রাতা বলরামকে দ্বারকা গৃহ হইতে ডাকিয়া পাঠাইতে হইবে । তাঁহারা  
দুইজনেই পরবর্তী ভাবী সকল বিষয় প্রকাশ করিবেন । অনন্তর পুনরায় দ্বারুক  
নামক সারথির প্রতি তুমি এইরূপ আদেশ করিবে । হে সারথে ! তোমার  
গমন শক্তি বিখ্যাত স্তত্রাং তুমি রথে আরোহণ করিয়া যদুগৃহে গমন পূর্বক  
তৎক্ষণাৎ শ্রীমান্ বলরাম ভ্রাতা, এবং তদীয় জননী রোহিণীকেও লইয়া আইস ।  
পুনর্বার বিচার করিয়া বলিবে, সারথে ! সেই উদ্রবকেও আনয়ন  
করিও ॥ ২৮৬—২৮৭ ॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনাকারী সেই সারথি, পবনগতিবিজয়ী রথ দ্বারা

মুহূর্তমাত্রোদ্ধিতস্তৈঃ সার্কমাগতে তস্মিন্ বিস্মিতমনসঃ শ্রীমন্মন্দা-  
দয়ঃ পরমানন্দাশয়তয়া সহসা ভবদাগমনবদেব সহসা মহসা  
তোদ্যমানাতোদ্যব্রজং তামিজালয়মানেষ্যন্তি ॥২৮৮॥

গতেষু চ দিনেষু ত্রিচতুরেষু পরমচতুরা রামাদয়স্তে ব্রজ-  
স্থাভিরুচিতমেব তুভ্যং রোচয়িষ্যন্তি ॥২৮৯॥

যেষাং প্রেম-গুণৈর্যন্তঃ বন্ধঃ স্মৃত্য হরিঃ ।

তস্ম তৈর্বিনিরুদ্ধা যে কুর্য্যুস্তে কথমন্তথা ॥২৯০॥

পবনমগ্নহরমার্গেন পবনগতিজয়িনা যানেন রথেন মুহূর্তমাত্রোদ্ধিতঃ মুহূর্তমাত্র-  
কালোপরি তৈঃ রোহিণীরমোদ্ধিতৈঃ সহ আগতে তস্মিন্ দারুকে সতি পরমানন্দাশয়তয়া  
পরমানন্দযুক্ত আশয়শ্চতঃ যেষাং ততয়া সহসা ঝটতি যথা ভবদাগমনে তথা মহসা  
উৎসবেন সহসা বলেন তোদ্যমানাতোদ্যব্রজং পীড়্যমানং ক্রান্তমানাতোদ্যং বাদ্যাদিকং  
যত্র তদযথা স্থাং তথা, তান্ নিজালয়ং প্রাপয়িষ্যন্তি ॥ ২৮৮ ॥

তদন্তরং ভাবিবন্তঃ বর্ণয়তি--গতেষু চেত্যাদিগদোন। ব্রজস্বাভী রমণীভিঃ সহ উচিতং  
বিবাহং তুভ্যং দ্বাং রোচয়িষ্যন্তি তর্পয়িষ্যন্তি ॥ ২৮৯ ॥

তত্র হেতুঃ বর্ণয়িষ্যন্তি--যেষামিতিপদ্যেন। যেষামিতি সামান্যপুংসকত্বং। যেষাং  
প্রেমগুণৈঃ শ্রীতিরজ্জুভিঃ হরিঃ সংসারবন্ধনং হরতীতি স হং স্মৃত্য বন্ধঃ তস্ম তবতৈঃ  
প্রেমগুণৈর্থে বিনিরুদ্ধা দৃঢ়বদ্ধা আসন্ তে কথমন্তথা কুর্য্যুস্তে কথ্যমেব কুর্য্যুঃ ॥ ২৯০ ॥

মুহূর্ত কালমধ্যে তাহাদের সহিত আগমন করিলে শ্রীমান্ নন্দপ্রভৃতি ব্যক্তিগণ  
বিস্মিত মনে এবং পরমানন্দিত হৃদয়ে সহসা তোমার আগমনের মত উৎসবে,  
বলপূর্ব্বক বাত্যাদি বাদন পূর্ব্বক, তাঁহাদিগকে নিজালয়ে লইয়া যাইবেন ॥ ২৮৮ ॥

এইরূপে তিন-চারি দিন গত হইলে, পরম চতুর সেই সকল বলরামপ্রভৃতি  
ব্যক্তিগণ, ব্রজবাসিনী রমণীগণের সহিত উচিত বিবাহ কার্য্যে তোমাকে সম্বলিত  
করিবেন ॥ ২৮৯ ॥

তুমি সংসার বন্ধন হরণ কর বলিয়া তোমার নাম হরি। অথচ সেই হরি  
যাহাদের প্রেম রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়াছেন, সেই হরির। (তোমার) এই  
সকল প্রেমরজ্জু দ্বারা যাহারা বদ্ধ হইয়াছে তাহারা কিরূপে ইহার অন্তথা করিতে  
পারিবে ॥ ২৯০ ॥



• সৰ্ব্বৈ চ মিলিত্বা নির্ণেয়ান্তি মান্ভাঃ কন্থাবিচারং । কাত্য-  
য়ন্যারাদিকাস্তাঃ কন্থা ধন্যাদয়ঃ সন্যায়তামর্হন্তীতি ॥২৯১॥

রামোদ্ধবৌ তু পরমনিষ্কাতৌ কৃষ্ণবজ্জাত্বা তুষ্ণীগেবাব-  
স্থাস্ততঃ ॥২৯২॥

ততস্তদর্থমারম্ভে লক্ষসম্ভেদে ব্রজপতিজম্পতী পূর্ণমনোগতী  
পূর্ণিমাভ্যর্গমাসাদ্য সদ্যস্তস্তাং বরিবস্তাপূর্বকং সর্বং নিবেদ-  
য়িস্যতঃ ॥ ২৯৩ ॥

সাপি বক্ষ্যতি । তদপি তদ্রমেব । কিন্তু বর্যাঃ পরমবর্যা  
রাধাদয়ঃ কথং বা ন স্বীকার্যাঃ ।

অতএব যোগ্যমিত্যাহ—সর্বৈ চেতি সর্বৈ মান্ভাঃ কন্থাবিচারং নির্ণয়ং করিষ্যন্তি ।

তং বিচারং বর্ণয়তি—কাত্যায়ন্যেত্যাদিনা ধন্যা আদিষাং তাঃ সন্যায়তাঃ তত্র  
যোগ্যতামর্হন্তীতি । পরমনিষ্কাতৌ পরমবিজ্ঞৌ কৃষ্ণবং ত্বমিব সৰ্বং জাত্বা তুষ্ণীমেব  
মৌনতাম্ ॥ ২৯১—২৯২ ॥

ততো যদ্ব্যক্তং ভবিষ্যতি তদ্বর্ণয়তি—তত ইত্যাদিগদ্যেন । তদর্থং কন্থানির্ণয়ার্থং  
লক্ষসংভেদে লক্ষঃ সম্ভেদো মিলনং যত্র তস্মিন্ আরম্ভে জম্পতী জায়পতী পূর্ণিমাভ্যর্গং  
পূর্ণিমানকটং আসাদ্য প্রাপ্য তস্তাং পূর্ণিমায়াং বরিবস্তা পূজা সা পূর্বে যত্র তদ্যথা স্তাং  
নিবেদনং করিষ্যতঃ ॥ ২৯৩ ॥

ততো বাক্যোবাচ্যং যন্তুবিষ্যতি তদ্বর্ণয়তি—সাপীতি । সা পৌর্ণমাসী তদপি ধন্যাদানাং

সমস্ত মান্ভ ব্যক্তিগণ একত্র মিলিত হইয়া কন্থার বিচার নির্ণয় করিবেন ।

কাত্যায়নীর আরাধনাকারিণী সেই সকল ধন্যা প্রভৃতি কন্থাগণ যোগ্যতা  
পাইবার উপযুক্ত । ইহা বিবেচনা করিয়া পরম দক্ষ বলরাম এবং উদ্ধব, কৃষ্ণের  
মত সকল বিষয় জানিতে পারিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিবেন ॥ ২৯১—২৯২ ॥

অনন্তর একত্র মিলিত হইয়া কন্থা নির্ণয়ের জন্য উপক্রম করিলে, ব্রজেশ্বর  
এবং ব্রজেশ্বরী পূর্ণমনোরথ হইয়া পৌর্ণমাসীর নিকটে গমন করিয়া পূজা পূর্বক  
সমস্ত বিষয় নিবেদন করিবেন ॥ ২৯৩ ॥

পৌর্ণমাসী ও বলিবেন, ধন্যাদিগের যদি কন্থা যোগ্যতা থাকে তাহাও মঙ্গল ।

তৌ তু সবেলক্ষ্যং বক্ষ্যতঃ—কাঃ খলু রাধিকাদ্যভিধাঃ ।  
সা বক্ষ্যতি—ধন্যানাং বৃষভান্বাদীনাং কন্যা এব । পুনস্তৌ  
বক্ষ্যতঃ । ( ক ) সূধ্যাদি গুরো ! ন বুধ্যামহে । নিঃশোধ্যং  
তু বোধ্যতাং । সা তু সহাসং বক্ষ্যতি । যথা কাত্যায়ন্যা-  
রাধিকানাং কন্যাস্বমেবমন্যাসাং রাধিকাদিকানামপি । তৌ  
পুনরুৎফুল্লনয়নং বক্ষ্যতঃ । বিস্পষ্টং কথ্যতাং, যদি  
বিষয়ময়েহপ্যস্মাদৃশি কৃপাবিসয়তাচর্য্যতে । সা বক্ষ্যতি—  
ভবন্তঃ খল্বিদং নানুভবন্ত ইব সন্তি । যৎপুনরদ্যপি কন্যা

কন্যাযোগত্বং ভদ্রং শুভমেব বৰ্ণ্য বরগীয়াঃ পরমশ্রেষ্ঠাশ্চ । তৌ ব্রজপতিজম্পতৌ সবেলক্ষ্যং  
সাশ্চযাং । সা ধন্যানাং শ্রেষ্ঠানাং । তৌ বক্ষ্যতঃ সূধ্যাপি সূষ্ঠুবুদ্ধ্যাপি নাবগচ্ছামঃ । নিঃশোধ্যং  
“নির্গিত্তঃ শোধিতং মুঠং নিঃশোধ্য”মিত্যমরাং নিঃশ্লং যথাস্থাং তথা জ্ঞাপ্য গাং । সা বক্ষ্যতি যথেন্তি  
স্বগমং । তৌ বক্ষ্যত উৎফুল্লনয়নং বিস্ময়েন উৎফুল্লং নয়নে যত্র তদ্যথাস্থাং বিষয়ময়ে বিষয়ো-  
হব্যক্তং অজ্ঞাতং তত্ত্ব প্রাচুযাং যত্র তস্মিন্ অস্মাদৃশ্যপি কৃপাবিসয়তা কৃপাকাষাতা আচৰ্য্যতে  
আচরণীয়তা স্তাং । সা বক্ষ্যতি ইদং তাসাং স্বরূপং তা রাধাদয়ো ধন্যাঃ কন্যা এব সন্তি । ননু তা

কিন্তু বরগীয় এবং পরমশ্রেষ্ঠ রাধিকা প্রভৃতি কেন স্বীকৃত হইবে না ? নন্দ  
এবং যশোদা আশ্চর্য্যভাবে বলিবেন, রাধিকা প্রভৃতি যে সকল কন্যা আছে  
তাহারা কে ? পৌর্ণমাসী বলিবেন, প্রশংসনীয় বৃষভান্ব প্রভৃতির কন্যা প্রভৃতি ।  
পুনরায় তাঁহারা দুই জনে বলিবেন, আমরা ভাল করিয়া চিন্তাপূৰ্ব্বক বুদ্ধিধারাও  
বৃত্তিতে পারিলাম না, আপনি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিন । তখন পৌর্ণমাসী  
সহাস্তে বলিবেন, যেক্রপ যে সকল কন্যা কাত্যায়নীর আরাধনা করিয়া কন্যাস্ব  
লাভ করিয়াছিল, সেইরূপ রাধিকা প্রভৃতি অস্ত্রান্ত্র কন্যাদিগেরও কন্যাস্ব আছে ।  
পুনরায় নন্দ এবং যশোদা প্রফুল্ল নেত্রে বলিবেন, যদি অত্যন্ত বিষয়ী বলিয়া  
আমরা আপনার কৃপা পাইবার উপযুক্ত হইয়া থাকি, তাহা হইলে আপনি স্পষ্ট  
করিয়া বলুন, পুনরায় অদ্যপি যে সেই সকল ধন্য কন্যা আছে, ইহা তোমরা  
নিশ্চয়ই অনুভব করিতে পার নাই । মায়াদ্বারা কল্পিত প্রতিবিম্ব তুল্য হইয়া

( ক ) সূধ্যাপি টীকাঅসারেণৈতাদৃশঃ পাঠঃ ।

এব তা ধন্যঃ । মায়াকল্পিতচ্ছায়াপ্রায়া এবান্যত্র পরিণায়িতাঃ ।  
তচ্চ স্বপ্নবদেব । যস্মান্মর্যাদালজ্জনপর্যায়তয়া তা এব চ  
শয্যাদৌ পর্যাবসায়ান্তে ইতি । কিঞ্চ তদিদং কিঞ্চন  
ভবন্তাবনু সবেদনং নিবেদয়ামি । তাস্তদেকানুরক্তা মাদৃশ-  
সাস্ত্বনয়া পরমদ্যাবাধি ধৈর্য্যাসম্পৃক্তাঃ সম্প্রতি তু ত্যক্তমাত্রা-  
তিরিক্তপ্রাপগাত্রা ভবিষ্যান্ত । তাসাং তদিদং ন কেবলমহমেব  
বিদত্যস্মি, কিন্তু সর্বাপি ব্রজজনতা । তচ্চ পূর্বমপি কিঞ্চিৎ-  
কিঞ্চিদ্বেশেষতস্ত কৃষ্ণকৃতবৃষ্ণ-স্থানপ্রস্থানগততদবস্থাবস্থায়ং যত  
ইদং মুনয়োহপি বর্ণয়িষ্যান্তি ।

বিবাহিতা এব ক্ষয়ন্তে তজ্জাহ—মায়েতি মায়য়া কল্পিতাঃ ছায়াপ্রায়াঃ প্রতিবিম্বপ্রায়া এব প্রায়া ইতি  
তজাপ্রাকৃতগুণাদীনামভাবাৎ তা এব অন্ত্রত্র অভিসন্ধ্যাধিষু পরিণায়িতা উদ্বাহিতাঃ তচ্চ পরিণয়নং  
স্বপ্নবদেব মিথ্যা । যস্মাৎ মায়াকল্পিতচ্ছায়াপ্রায়ত্বাৎ, মর্যাদালজ্জনপর্যায়তয়া মর্যাদা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসীনাং  
পরশয্যাস্পর্শাভাবঃ তন্তা লজ্জনে পর্যায়ঃ ক্রমো যাসাং তন্তয়া, তা মায়য়া কল্পিতা এব শয্যাদৌ  
পর্যাবসায়ান্তে সংগচ্ছন্তে । অন্ত্রং শৃণুতমিত্যাহ—কিঞ্চিৎ । ভবন্তাবনু লক্ষীকৃত্য সবেদনং  
সামুভবং সব্যং বা নিবেদয়ামি বিজ্ঞাপয়ামি । তাঃ স্বরূপসিদ্ধা রাধাদয় স্তদেকানুরক্তা

তাহাদের অন্ত্র স্থানে পরিণয় হইয়াছে । বাস্তবিক কিন্তু সেই উদ্বাহ কার্য্য, স্বপ্নের  
তুল্য মিথ্যা । তাহারা মায়াকৃত প্রতিবিম্ব তুল্য বলিয়া ( শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসীদিগের  
পরশয্যাস্পর্শ হইতে পারে না ) এইরূপে মর্যাদার লজ্জনে ক্রমে মায়য়া কল্পিত  
সেই সকল কল্পাগণ, শয্যাাদি বিষয়ে সঙ্গত হইয়া থাকে ।

অপিচ আরও কোন বিষয়, আমি তোমাদের হৃদয়নকে ব্যথার সহিত  
নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ কর । সেই সকল স্বরূপসিদ্ধ রাধিকা প্রভৃতি কল্পা-  
গণ, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের উপর আসক্ত আছে । কেবল আমাদের সাস্ত্বনাবাক্যে  
অদ্যপি তাহারা ধৈর্য্য ধরিয়া রহিয়াছে । কিন্তু সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আগমনে  
তাহাদের দেহ এবং প্রাণ, ত্যক্তমাত্র হইতেও অতিরিক্ত হইবে অর্থাৎ প্রাণ  
বহির্গত হইলে দেহের যে অবস্থা হয়, ইহারা যেন তদপেক্ষাকৃত হইতেও যদি  
কিন্তু অন্ত্র অবস্থা থাকে সেই দশা প্রাপ্তব্য হইবে । তাহাদের এইরূপভাব যে

তত্র পূর্বং যথা ;—

“কুজগতিং গমিতা ন বিদামঃ,

কশ্মলেন কবরং বসনং বা”

ইত্যাদিনা। উত্তরস্ত—

“নিবারয়ামঃ সমুপেত্য মাধবং

কিনোহকরিয়ান্ কুলবৃদ্ধবান্ধবাঃ”

ইত্যুক্তে। “বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম স্মরং

গোবিন্দ ! দামোদর ! মাধব”

ইত্যাদিনা। “কৃষ্ণদূতে ব্রজায়াতে উদ্ধবে ত্যক্তলৌকিকাঃ”

ইত্যাদিনা।

স্তম্ভিন্ কৃষ্ণে অনুরক্তাঃ মদৃশসাস্ত্রনয়া অস্মাকং সাস্ত্রনয়া ধৈর্যাসংপূক্তা ধৈর্যমিলিতা আসন্। সংপ্রতি কৃষ্ণাগমনজাতে তু তান্তমাত্রাতিরিক্তপ্রাণগাত্রাঃ তান্তমানাং অতিরিক্তে প্রাণগাত্রা যাসাং তথা ভবিষ্যন্তি বিদতাস্মি জানতী অস্মি। ব্রজজনতা ব্রজজনততিঃ পূৰ্বাং মথুরাগমনাং পুরাপি, কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেন কৃতে বৃক্ষস্থানং মথুরা তত্র গ্রস্থানে, গতা প্রাপ্তা যা তাসামবস্থা কালকৃতবিশেষঃ তন্ত্যং অবস্থায়ং অবস্থানে। মুনয়োহপি শ্রীশ্চকাদয়ঃ। পূৰ্বমপীতি যদুক্তং তদ্যথা কুজগতি-

কেবল আমিই জানিতে পারিতেছি, ইহা নহে; কিন্তু সমস্ত ব্রজবাসী জনমাত্রই জানিতে পারিয়াছে। তাহাও মথুরাগমনের পূর্বে কিছু কিছু লোকে জানিতে পারিয়াছিল। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় প্রস্থান করিলে তাহাদের যেরূপ দশা ঘটিয়াছিল, তাহাতে সকলেই জানিতে পারিয়াছে। কারণ, শুকদেবাদি মুনিগণও এইরূপ বর্ণনা করিবেন। তাহার মধ্যে পূর্বাবস্থা যথা :—আমাদের মঙ্গলের দশা উপস্থিত। এই কারণে আমরা সেই পাপে কবরী এবং বসন জানিতে পারি না, ইত্যাদি। শেষাবস্থা, যথা আমাদের কুলবৃদ্ধ বন্ধুগণ কি করিবেন, এই কারণে আমরা কৃষ্ণের নিকটে গমন করিয়া নিবারণ করিব। এইরূপ বলিয়া, তাহারা লজ্জা ত্যাগ করিয়া। হে দামোদর ? হে গোবিন্দ ? হে মাধব ? এইরূপে স্তম্ভের স্বরে রোদন করিয়াছিল ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের দূত উদ্ধব ব্রজে আগমন করিয়াছিল, ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের দূত উদ্ধব ব্রজে আগমন করিলে তাহারা

“গতাহুয়ঃ” ইত্যাদিনা ।

“মাতরং পিতরং ভ্রাতৃন্ পতীন্ পুত্রান্ স্বসূরপি ।

যদর্থো জহিম দাশাহ্ ! দুস্ত্যজান্ স্বজনান্ প্রভো”

ইত্যাদিনা ।

“যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা” ইত্যাদিনা চ ॥২৯৪॥

অত্র পতীন্ পুত্রানিতি যদুক্তং তৎ খলু গোণীমেব বৃত্তি-  
মনুক্রম্য ন তু মুখ্যামিতি ভবৎ প্রশ্নানুক্রমেণ প্রথ্যাস্থ্যামি । তত্র  
যদ্যন্থথা মন্থধে তর্হ্যেবমাচক্ষ্মহি । নরকাদানীতগুরুকুমারতয়া

মিত্যাদি বিশেষত ইত্যন্তার্থং বর্ণয়তি—উত্তরস্তিত্যাদি । নিবারয়াম ইত্যাদিনা যা দুস্ত্যজং স্বজন-  
মার্য্যপথঞ্চ হিত্ব্যেত্যাদিনাচ ॥ ২৯৪ ॥

নতু তাসামন্তশযাসংসর্গোহপি পরিজাত স্তৎ কথং পতীন্ পুত্রানিত্যুক্তং তাং শক্যং পরিহরন্তী-  
ত্যা হ অত্রৈত্যাদিগদ্যেন । গোণীমেব বৃত্তিং গোণীমপ্রধানং নতু স্বার্থং মুখ্যামিতি তাস্ত ভবতোঃ  
প্রশ্নানুক্রমেণ প্রথ্যাস্থ্যামি । তত্র রাধাদিষু যদি অন্তথা পতিশ্রমসঙ্গাদি মন্থধে তর্হি অধুনৈ  
বমাচক্ষ্মহি বদামঃ । নরকাদানীতো গুরুকুমারো যেন তন্তয়া জিতো ধর্ম্মরাজস্ত যমস্ত ধাম

লৌকিক কার্য্য সকল পরিত্যাগ করিয়াছিল, ইত্যাদি । তাহারা লজ্জা বিসর্জন  
দিয়াছিল, ইত্যাদি । হে দাশাহ্ ! হে প্রভো ! যাহার নিমিত্ত আমরা মাতা,  
পিতা, ভ্রাতা, পতি, পুত্র, ভাগিনী, এবং অপরিভ্যাজ্য আত্মীয়দিগকেও পরিত্যাগ  
করিয়াছি, ইত্যাদি । যাহারা দুঃখে পরিত্যাজ্য আত্মীয় এবং সাধুসেবিত পথও  
পরিত্যাগ করিয়াছিল, ইত্যাদি ॥ ২৯৪ ॥

উক্ত শ্লোকে যে পতি পুত্র ইত্যাদির বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই  
অপ্রধান বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, কিন্তু মুখ্যবৃত্তি আশ্রয় করিয়া নহে । ইহাও  
তোমার প্রশ্নানুসারে আমি ব্যাখ্যা করিয়া বলিব । সেই রাধিকাদির মধ্যে যদি  
তোমরা অন্য প্রকার বিবেচনা কর, তাহা হইলে আমরা এখনই বলিতে পারি ।  
নরক হইতে গুরুকুমারকে আনয়ন করাতে যিনি ধর্ম্মরাজ যমের প্রভাব জয়  
করিয়াছেন, এবং যাহার অঘজিৎ নাম স্পষ্টাক্ষরে বিরাজিত হইয়াছে, সেই  
ত্রীকৃষ্ণের উপর যে ব্যক্তি অহুরক্ত, অবশ্রুই অধর্ম্মলেশ তাহাকে স্পষ্ট হইতে

জিতধর্মরাজধামা রাজদঘজিন্নামা মোহয়মেতদনুরক্তজনোহ-  
 প্যধর্মস্য কলয়্যাপি স্পষ্টুং দ্রষ্টুং ন শক্যত এব । কিন্তু  
 লজ্জামাত্রং তস্য তস্য চ মর্যাদাপর্যাপকমিতি বস্তুতন্তু ( ক ) ন  
 কেবলং রাগত এব তাস্তাদৃশীং গতিমাগতাঃ কিন্তুনাতিসিদ্ধস্বভাব-  
 তয়া তদ্বধুভাবতশ্চেতি মন্ত্র-দ্রষ্টারোহপি নিষ্কর্যস্তি তদে-  
 তদ্বলরামোদ্ধবো চ স্পষ্টু জ্ঞানীত ইতি তাবপি প্রকট্যো । অন্যথা  
 তাস্ত তৎসন্দেশহরতা তয়ো ন দেশরূপতামাসীদেৎ ॥২৯৫॥

প্রভাবো যেন সঃ তথা রাজদঘজিন্নাম যস্য সঃ, মোহয়ং কৃষ্ণঃ এতন্মিন্ অনুরক্ত আসক্তঃ জনোহপি  
 অধর্মস্য কলয়া অতিস্বপ্নাংশেনাপি স্পষ্টুং দ্রষ্টুং চ ন শক্যতে ন যুজ্যত এব, তস্য কৃষ্ণস্য তন্তু  
 এতদনুরক্তজনস্য চ মর্যাদাপর্যাপকং মর্যাদা স্থায়পথস্থিতি স্তম্ভাঃ পর্যাপকং সাধকং ।  
 বস্তুতো যথার্থতন্তু তা রাধায়া স্তাদৃশীং গতিং তদেকনিষ্ঠতামাগতাঃ অনাদিস্বভাবতয়া নিত্য-  
 সিদ্ধদাম্পত্যেন তস্য কৃষ্ণস্য বধুভাবশ্চেতি মন্ত্রদ্রষ্টারো গোতমাদয়োহপি নিষ্কর্যস্তি অনেকজন্ম-  
 সিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বেতাদিনা । তদেতদনাদিসিদ্ধবধুভাবং । অস্থ্যথেতি নিত্যদাম্পত্য  
 ভাবে তাস্ত রাধাদিবি তৎসন্দেশহরতা কৃষ্ণস্য দূততা তয়োর্বলরামোদ্ধবয়ো দেশরূপতাং যোগ্যতাং  
 ন আসীদেৎ ন প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯৫ ॥

হয় না ; এবং অধর্মকণা তাহাকে দর্শন করিতেও পারে না ; কিন্তু কৃষ্ণের  
 অনুরক্ত জনের কেবল মাত্র লজ্জাই গ্রায়পথাবলহনের সাধনকর্তা । বাস্তবিক  
 কিন্তু কেবল যে তাহারা অনুরাগ বশতই ঐরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা নহে ;  
 কিন্তু অনাদি প্রসিদ্ধ কৃষ্ণের বধুভাব বশতই তাহারা ঐ দশা পাইয়াছে । ইহা  
 মন্ত্রদ্রষ্টা গোতমাদি মুনিগণও উল্লেখ করিয়া থাকেন । বলরাম এবং উদ্ধব,  
 ইহারাও এই বিষয় ভাল করিয়া জানেন, তাহাদের হই জনকেও এই কথা জিজ্ঞাসা  
 করিবে । ইহার অন্তথা হইলে রাধিকাদির নিকটে কৃষ্ণের দৌত্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ  
 দূত হইয়া শ্রীরাধাদির নিকটে যাওয়া বলরাম এবং উদ্ধবের যোগ্য হইতে পারে  
 না ॥ ২৯৫ ॥

( ক ) “বস্তুতন্তু” ইতি পাঠো গৌরবৃন্দাবনপুস্তকে নাস্তি

পুনস্তৌ বক্ষ্যতঃ ;—বৎসঃ কিমিদমনুসন্দধাতি ? সা বক্ষ্যতি । স চ পূৰ্বং কিঞ্চিদনুসংহিতবানাসীৎ । উত্তরতস্ত (ক) সম্যগ্ধিদমেবাস্তে কিন্তু সম্প্রতি লজ্জয়া নাবধানং সজ্জয়তি, তৌ বক্ষ্যতঃ । তাসাং তদর্থপ্রাণজিহাসাং কিমসৌ জানাত ? সা বক্ষ্যতি । উক্তমেব সম্যগ্ধিদমাস্ত ইতি ।

বতঃ পূৰ্বমপ্যুক্তবে তথা সমুদ্বুন্ধং কৃতবান্ যথা চ তদ্বচনং সত্যবচসশ্চ গাম্ভীৰ্য্যন্ত !

“গচ্ছোদ্ধব ! ব্রজঃ সৌম্য ! পিত্রোনঃ প্রীতিমাবহ ।

গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দৈশৈৰ্বিনোচয় ॥”

( ভা ১০।৪৬।৩ )

পুনস্তৌ বক্ষ্যত ইদং নিত্যদাম্পত্যঃ কিমনুসন্ধতে, সা বক্ষ্যতি সচ কৃষ্ণ অনুসংহিতবান্ অনুসন্ধানং কৃতবান্ উত্তরতো মথুরাগমনসময়াবধি সম্যক্ জানিব্ধেব আস্তে । নাবধানং সজ্জয়তি তদৃশভাবে অবধানং ন কৰোতি । তৌ বক্ষ্যতঃ তাসাং রাধাদোনাঃ তদর্থপ্রাণজিহাসাং দাম্পত্যেন স্বপ্রাপ্তার্থং প্রাণহানেচ্ছাঃ অসৌ বৎসঃ । সা বক্ষ্যতি উক্তমেবেত্যাদি । বতঃ পূৰ্বং পুনৰ্ভাগমনাং পূৰ্বং

পুনৰ্ভাগনন্দ এবং যশোদা বলিবেন, বৎস কৃষ্ণ কি ইহা অনুসন্ধান করিয়া থাকেন ? গোপমাসী বলিবেন, তিনি পূৰ্বে কিছু অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, শেষে ঐনি সম্যকরূপে অবগত হইয়াছেন । কিন্তু এক্ষণে লজ্জায় অবধান করেন না । তাঁহারা দুই জনে বলিবেন, তবে কি কৃষ্ণ রাধিকা প্রভৃতি কথাগণের কৃষ্ণ-প্রাপ্তির জন্ত প্রাণ পরিত্যাগের ইচ্ছা জানিতে পারিয়াছেন ? তিনি বলিবেন, আমি পূৰ্বেই বলিয়াছি যে তিনি এক্ষণে সম্যকরূপে জানিতে পারিয়াছেন । কারণ, পূৰ্বেই উদ্ধবকে সম্যকরূপে জানাইয়াছেন । সত্যবাদী কৃষ্ণের সেই বাক্যও মুনীগণ এইরূপে গান করিবেন । যথা :—হে সৌম্য ? উদ্ধব ? তুমি ব্রজে গমন কর, আমার পিতা মাতার প্রীতি উৎপাদন কর । এবং আমার সংবাদ দিয়া গোপীদিগের সেই বিরহপীড়া মোচন কর । আমার উপরেই গোপীদিগের মন আছে, আমিই তাহাদের প্রাণ, আমার জন্ত তাহারা লৌকিক বিষয় সকল ত্যাগ

( ক ) উত্তরতস্ত ইত্যত্র উত্তরস্ত ইতি গৌরবন্দাবন পাঠঃ ।

“তা মম্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থৈ ত্যক্তদৈহিকাঃ ।

মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ ॥

যে ত্যক্তলোকধর্ম্মাশ্চ মদর্থৈ তাং বিভর্ম্ম্যহম্ ।

ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ ॥

স্মরন্তোহঙ্গ ! বিমুহান্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ ।

ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্ণণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন ॥”

“প্রত্যাগমনসন্দৈশৈর্বল্লবো মে মদাত্মিকাঃ” ॥ ইতি ॥ ২৯৬ ॥

অত্র ;—

“মৎসন্দৈশৈরিতি”

“মব্যাবেশ্য মনঃ কৃষ্ণে বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ ।

অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যর্মাচরান্মানুপৈম্যথ”

তথাসমুদ্বৃদ্ধং সম্যগ্জ্ঞাপনং । সত্যবচসঃ কৃষ্ণস্ত গাশ্চস্তি মুনয় ইতি শেষঃ । তদ্ব্যথা  
গচ্ছোদ্ধবেত্যাং মদাত্মিকা ইত্যন্তঃ ॥ ২৯৬ ॥

স্মরণ পদ্যানি ব্যাপ্যতি অত্রৈতাদিগদোন । বিশেষো দয়িতবল্লবীপদপ্রয়োগঃ । তস্মাৎ তাদৃশবচনাৎ  
তদেক ব্রজজীবনব্রতানাং তস্মিন্ কৃষ্ণে যদেকব্রতং পাতিততঃ তত্ত্ব জীবনং রক্ষণং ব্রতং বাসাং  
যদ্বা তদেকব্রতমেব জীবনে ব্রতং বাসাং তাসাং অনাগতিঃ পরগৃহে বাসো নোচিতি ॥ ২৯৭ ॥

করিয়াছে ; এবং তাহারা মনে মনে আমাকেই প্রিয়তম আত্মপতি লাভ  
করিয়াছে । যাহারা আমার জন্ত লোকধর্ম্ম বিসর্জন দিয়াছে, আমি তাহাদিগকে  
পালন করিয়া থাকি ? হায় ! প্রিয়তমের প্রিয়তম আমি দূরে থাকাতে  
গোপীগণ আমাকে স্মরণ করিয়া এবং বিরহজন্ত উৎকণ্ঠায় কাতর হইয়া মুগ্ধ  
হইতেছে । মৎস্বরূপা সেই সকল গোপীগণ, আমার প্রত্যাগমন সংবাদে প্রায়ই  
অতিকষ্টে এবং কোনও রূপে জীবন ধারণ করিতেছে ॥ ২৯৬ ॥

এই স্থানে আমার সংবাদ শব্দের অর্থ এই রূপ । আমি কৃষ্ণ, আমাতে মন  
সমর্পণ করিয়া, অশেষ মানসিক বৃত্তি যুক্ত হইলে আমাকে নিত্যই স্মরণ করিতে  
করিতে অচিরাৎ আমাকে প্রাপ্ত হইবে । আমাকেই প্রিয়পতি প্রাপ্ত হইবে,  
এবং আমার গোপী, ইত্যাদি বিষয়েও কিছু বিশেষ আছে । অতএব কৃষ্ণের



ইতি পর্য্যবসানৈরিত্যর্থঃ । “মামেব দয়িত” মিতি “মে বল্লব্য” ইত্যত্র তু বিশেষোহপ্যস্তু তস্মাভ্বেদেকব্রতজীবন-ব্রতানাং তদ্ব্যর্থ্যাণাং নান্মা গতিনির্ন্যায়া ॥ ২৯৭ ॥

কৃষ্ণ উবাচ—ততস্ততঃ ? ॥

ঋষিরুবাচ ;—ততস্তৌ ভাবয়িষ্যতঃ । সত্যমস্মাকং প্রকটত্রেহপি লোকধর্ম্মঘটনানর্হপ্রতিকারেহপি তাসাং বিঘটনদুঃখে যদদ্যাপি স্মৃষাকরণস্পৃহা নাপয়াতি । প্রত্যুত সাতত্যত এব তাস্ম স্মৃষাভানং বিভাতি । ধর্ম্মান্য়থাভাবে তু নাস্মাকং ভাবে তদুদয়েৎ ॥ ইতি ॥ ২৯৮ ॥

অথ তৌ স্পর্শং বক্ষ্যতঃ । রহস্যমিদং লোকাঃ কথং মংস্রন্তে ।

কৃষ্ণঃ ঋষিঃ প্রক্ষাতি ততস্তত ইতি । ঋষিরুবাচ তৌ ব্রজরাজদম্পতী চিন্তয়িষ্যতঃ লোকধর্ম্মঘটনানর্হপ্রতীকারে লোকধর্ম্মঘটনায়া যোজনায়া অনর্হোহযোগ্যঃ প্রতীকারো যন্ত তাসাং বিঘটনদুঃখে অপরৈঃ সহ বিবাহজনিতে দুঃখে প্রকটত্রেহপি অদ্যাপি যৎ তাসাং স্মৃষাকরণস্পৃহা পুত্রবধূবিধানলালসা নাপগচ্ছতি সাতত্যতঃ নৈরস্তবোধৈব তাহ্ম রাধাদিষু স্মৃষাভানং পুত্রবধূভানং বিভাতি ধর্ম্মান্য়থাভাবে দাম্পত্যভাবেন কেবলরাগজনিতে তু অস্মাকং ভাবে বাৎসল্যে তৎ স্মৃষাভানং ন উদয়েৎ ॥ ২৯৮ ॥

অথ তয়োঃ স্পষ্টবাক্যঃ বর্ণয়তি—অথ তাবিত্যাদিগদ্যোন । রহস্যং মায়াকল্পিত-উপর অনুরাগই যাচাদের একমাত্র জীবন ব্রত, সেই সকল কৃষ্ণভাগ্যাদিগের অন্তরূপ গতি কখনও প্রশস্ত নহে ॥ ২৯৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তারপর, তারপর । ঋষি বলিলেন, তারপর ব্রজরাজ এবং যশোদা চিন্তা করিবেন, লোক ধর্ম্মের যোজনা দ্বারা যাহার প্রতীকার হইতে পারে না, রাধিকা প্রভৃতির সেই বিরহ দুঃখ সত্যই প্রকটিত হইলে অত্য়পি তাহাদের উপরে আমাদের বধূকরণের (বৌ করিবার) ইচ্ছা অপমৃত হয় নাই । বরং অবিরত তাহাদের উপরে পুত্রবধূভান প্রকাশ করিতেছে । দাম্পত্যধর্ম্মের অভাবে কেবল আমাদের বাৎসল্যে সেই বধূভাগ উদ্ভিত হইতে পারে না ॥ ২৯৮ ॥

অনন্তর তাঁহারা দুই জনে স্পষ্টাক্ষরে বলিবেন, লোক সকল মায়াকল্পিত

সা বক্ষ্যতি ;—

মায়ায়াঃ স্বভাবব্যাপ্তিরিয়মব্যভিচারিতয়া লক্ষ্যতে ।

যদবশ্যমায়ত্যাং বিদিতরহস্যতামায়াতীতি ॥ ২৯৯ ॥

তদপি প্রাপ্তকালতাং কলয়তি স্ম । যতঃ ;—সর্বেষামপি  
সংস্কল্পানামুপরি প্রভবতোৰ্ভবতোনিগৃঢ়া যা তদর্থমুৎকণ্ঠা, সা  
হৃদুনা পরাং কোটিমারুঢ়া ঝটিতি রুঢ়কাৰ্য্যা ভবেদেব । তো  
বক্ষ্যতঃ ;—স্বীয়ামনন্তসম্বন্ধিতাং তাঃ কথং বিদন্তি ।

সা বক্ষ্যতি ;—“পূৰ্ব্বং স বো হি স্বামী ভবতী”তি দুৰ্ব্বা-  
সমো বচনেনাপি সম্যগ্ণাবিত্তঃ । কিন্তু পশ্চাদ্বিত্তঃ ।

বিবাহাদিকং । সা পৌর্ণমাসী বক্ষ্যতি মায়ায়াঃ স্বভাবব্যাপ্তিঃ স্বভাবাচ্ছাদনং অব্যভিচারিতয়া  
নিত্যতয়া লক্ষ্যতে । যৎ অবশ্যং আয়ত্যাং উত্তরকালে বিদিতরহস্যতাং বিদিতং জ্ঞাতং রহস্যং যন্তা  
স্তত্তামায়াতি আগচ্ছতীতি, তমপি বিদিতরহস্যমপি, প্রাপ্তকালতাং প্রাপ্তঃ কালো যত্র তন্তাঃ  
কলয়তি স্ম অপেক্ষতে স্ম তত্ত্ব কালাপেক্ষমিতি ॥

স কালস্ত আগতপ্রায় এবতি বর্ণয়তি—যত ইত্যাদিগদ্যোন । প্রভবতোঃ সমর্থয়ো  
স্তদর্থঃ কৃষ্ণস্ত তাভিঃ সহ পরিপূৰ্য্যার্থঃ যা নিগৃঢ়া উৎকণ্ঠা অধুনা সাহি পরাং কোটিম-  
নিতসংখ্যামারুঢ়া সতী ঝটিতি শীঘ্রং রুঢ়কাৰ্য্যা প্রকটকাৰ্য্যা ভবেদেব । তো বক্ষ্যতঃ—তাঃ

এইরূপ রহস্য বিবাহাদি কার্য্য কি প্রকারে বিবেচনা করিবে । পৌর্ণমাসী  
বলিবেন মায়ায় এইরূপ স্বাভাবিক আবরণশক্তি, নিত্যই লক্ষিত হইয়া থাকে ।  
অবশ্যই উত্তরকালে যাহার রহস্য বিদিত হইয়া থাকে সেই জ্ঞাত রহস্যও  
কালসাপেক্ষ হইয়া থাকে ॥ ২৯৯ ॥

কারণ ইহ সংসারে যত প্রকারের সত্যসঙ্কল মানব আছে, তোমরা দুই জন  
তাহাদিগের সকলেরই উপরে বিদ্যমান আছ । অতএব গোপীদিগের সহিত  
বিবাহের জন্ত তোমাদের দুই জনের যে নিগৃঢ় উৎকণ্ঠা আছে, তাহা এক্ষণে  
পরাকাষ্টা প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইবে । নন্দ এবং যশোদা বলিবেন,  
ঐ গোপকন্তা কিরূপে কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ জানিতে পারিবে । তিনি বলিবেন,  
“পূৰ্বে কন্যাবস্থায় তিনিই তোমাদের স্বামী হইবেন, ইত্যাদি ।” দুৰ্ব্বাসা  
মুনির বাক্যেও তাহারাই সেই কথা সম্যক্ রূপে জানিতে পারে নাই, কিন্তু পরে

তৌ বক্ষ্যতঃ ;—কথমিব ? ।

সা বক্ষ্যতি ;—উদ্ধবেন শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়মনুব্যক্তীকরণাৎ ।

অতএবোক্তং ;—

“অপি বত মধুপূর্য্যামার্য্যপুত্রোহধুনাস্ত” ইতি ।

তৌ বক্ষ্যতঃ ;—তাসাং শ্বশুরস্মৃত্যাদীনাং যেহনুগতাস্তে  
প্রায়েণানুতাপং প্রাপ্যন্তি । অথ সা তু পরুষমিব বক্ষ্যতি ;—  
তৎকিমাংসং পরমসাধ্বীনাং সাধ্বীকবন্মধুরস্নিক্ততাবলিনাং দুষ্কর-  
তরণদুঃখভাক্ষরপুঙ্কলতাপশুষ্কতাসোঢব্য। । তথা সর্ব্বধুরীণতা-  
প্রবীণস্য নিজকুলধুরন্ধরস্য গোবর্দ্ধনধরস্য দুর্ধরলঙ্ঘ্যতার  
সজ্জনমনুমোদনীয়ং । বদন্তস্ত তেষামপি ন স্তথসঙ্গপ্রসঙ্গঃ ।

রাধাদ্যাঃ স্বীয়মনস্তমস্বন্ধিতাঃ অর্থাৎ স্বীয়ং কৃষ্ণসম্বন্ধিতং কথং বিদন্তি জানন্তি !  
সা বক্ষ্যতি পূর্ব্বং কথ্যবস্থায়ঃ সমাক্ না বিচরনজাতবতঃ কিস্ত পশ্চাৎ মধুরাগমনানন্তরঃ ।  
তৌ বক্ষ্যতঃ কথমিব কেন প্রকারেণ । সা বক্ষ্যতি উদ্ধবেন শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়মন্ত সহ ব্যক্তীকরণাৎ  
অতএব শ্রীরাধয়োক্তং অপি বর্তেতি ! তৌ বক্ষ্যতঃ তাসাং শ্বশুরস্মৃত্যাদীনাং যে অনুগত  
আত্মীয়াঃ অনুতাপঃ শোকঃ ॥ অথ সা তু পূর্ণমাতু পরুষং কঠিনমিব । তৎ কিমাংসং  
সা সোঢব্যেত্যম্বয়ঃ । সাধ্বীকবন্ সাধ্বীকং মধু তদিব মধুরস্নিক্ততাবলিতানাং মধুর

মধুরা গমনের অনন্তর তাহারা তাহা জানিতে পারিয়াছে । তাঁহারা দুই জনে  
বলিবেন ঐ সকল রমণীদিগের যে সকল শ্বশুরাদি আছে, এবং তাহাদের  
অনুগত ব্যক্তিগণ, প্রায়ই অনুতাপ প্রাপ্ত হইবে । অনন্তর পৌর্ণগামী যেন  
একটী কঠিন বাক্যই উচ্চারণ করিবেন । এই সকল পরম পতিব্রতা রমণীগণ,  
মধুর ত্রায় মাধুর্য্য এবং স্নিক্ততাশুণে সংযুক্ত ; অতএব ইহারা কিরূপে দুস্তর  
দুঃখরূপ সূর্য্যের সম্পূর্ণ তাপদ্বারা শোষণকার্য্য সহ করিতে পারিবে ? । এইরূপ  
যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নিপুণ, এবং যিনি এই বংশের ধুরন্ধর, সেই  
গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণের দুর্লভ্য লঙ্কারাশির সংসর্গই বা কিরূপে তাহারা  
অনুমোদন করিবে ? বাস্তবিক কিস্ত যাহারা আপনাদিগকে উহাদের শ্বশুর  
বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারা যদি রাধিকা প্রভৃতি কথাদিগকে বধু-নির্বাচন

“যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্নতনয়প্রাণাশয়াস্বৎকৃতে” ইতি  
শ্রীব্রহ্মবচনাৎ ।

“কৃষ্ণেহপি তাত্ন-সুহৃদর্থকলত্রকামাঃ”

ইতি শ্রীশুকবচনাদপি । তথা চ ন বচনমস্মাভিরাচরণীয়ং  
যথা সর্বসুখসচনমেব স্যাৎ । তদেতন্নিরূপ্য সা পুনঃ সহাসং  
বক্ষ্যতি ;—সাম্প্রতং প্রততং কুতুকান্তরং ভবদ্ভ্যাং কিল  
নাবকলিতম্ ।

যৎ খলু যুগ্মমন্দন আনন্দদ্যুতে তাসাং পতিম্মন্যাংস্তৎ

সিদ্ধতাবুজানাম্ । দুষ্করেতি দুষ্করং তরণং যন্ত এবস্তূতো যো দুঃপভাঙ্গরঃ স্য্য স্তেন যঃ  
পুঙ্কলতাপঃ সম্পূর্ণতাপ স্তেন শুদ্ধতা । তথ্যেতি সর্বধুরীণতাপ্রবাণস্য সর্বশ্রেষ্ঠতয়।  
নিপুণস্য নিজকুলশ্রেষ্ঠস্ত দুর্দ্ধরলজ্জাভারসজ্জনং দুর্দ্ধরো দুর্লভ্যো যো লজ্জাভারঃ লজ্জা-  
শমুহ স্তস্ত সজ্জনং সংসর্গঃ অতঃ স তত্র স্তদ্ধ আনীৎ । তেষাং স্বশুরস্মাতাদ্যকুণতানাং  
রাধাদীনাং সুখাকরণে ন সুখহানিপ্রসঙ্গঃ তত্র একাশুকবচনং নাধকমস্তাত্যহ যদ্ধামেত্যাদি ।  
তথা চ ন বচনং তৎপ্রকারেণ গ্যাতং পচনং সর্বগ্রহণসচনং সমগ্রসুখসঙ্গ এব । তস্তাঃ  
বচনান্তরং তদেতদিত্যাদি । প্রততং বিস্তৃতং কৌতুকভেদঃ নাবকলিতং নাবধারিতং ।

করে, তাহা হইলে সুখ-হানির সম্ভাবনা নাই । এই সম্বন্ধে ব্রহ্মা এবং শুক  
দেবেরও বাক্য হইয়াছিল যে, “তোমার জন্তু তাহারা গৃহ, অর্থ, সুহৃৎ, আত্মীয়,  
আত্মা, তনয়, প্রাণ এবং সমস্ত আশয় করিয়া থাকে । তাহারা শ্রীকৃষ্ণের  
উপর আত্মা, সুহৃৎ, অর্থ, জ্ঞী, এবং কাম সকল সমর্পণ করিয়াছিল ।” ইহা  
শুকদেবের বাক্য । যেদ্বারা বলিলে সকল প্রকার সুখের প্রতি আসক্তি  
হইতে পারে, আমরাও সেই প্রকারের বিখ্যাত বাক্য বলিব । ইহা নিশ্চয়  
করিয়া তিনি পুনরায় সহাস্যে বলিবেন । সাম্প্রতি সত্য হ তোমারা দুই জনে  
বিস্তারিত কৌতুকবিশেষ অবধারণ করিতে পার নাই । যে হেতু তোমাদের  
পুত্র, সুখক্লীড়ায়, ঐ সকল নারীদিগের পতাভিমানী ( ক ) অভিমন্যু প্রভৃতি

(১) যাহার সহিত শ্রীরাধার মায়িক বিবাহ হয় তাহার নাম অভিমন্যু । ইহাকে চলিত  
ভাষায় রাগণ বা আয়ান ঘোষ কহে ।

পিত্রাদিপর্যন্তং সর্বং জিতবান্ ( ক ) । লজ্জামেব সজ্জন  
তদগৃহমানীতবানিতি ॥ ৩০০ ॥

তদিদং গুপ্তমপি কৃতমাদিবরাহনামা ভগবানপি স্বপুরাণে  
সাক্ষিতয়া লক্ষয়তীতি সর্বথা ত্র নান্থথা মন্তব্যম্ ॥ ৩০১ ॥

যথা ;—

দ্যুতক্রীড়া ভগবতাকৃত গোপজনৈঃ সহ ।

(খ) পণাবহাররূপেণ জিতা গোপো ধনানি চ ॥ ইতি ॥

আনন্দদ্যুতে হুখক্রীড়ায়াং তাসাং পতিন্মুখান্ অভিমুখ্যাদীন্ । সজ্জন সংগচ্ছন্ স্বদগৃহং  
ভবতো গৃহং ॥ ২৯৯—৩০০ ॥

নবোত্তমসঙ্গতঃ প্রমাণাভাবাৎ তত্রাহ—তদিদমিত্যাদিগদ্যোন । অস্থথা মিথ্যা । তত্র  
তদ্বাক্যং নির্দিশতি—দ্যুতেত্যাদিগদ্যোন । পণাবহাররূপেণ পণে অবহারো নেতব্যবস্তুনি গ্রাহ  
শুদ্ধপেণ অত্র গোপা ইতি অপ্রাপ্ত-যৌবনাঃ জেয়াঃ ॥ ৩০১ ॥

তো বক্ষ্যতঃ । কো ব্যবসায়ঃ কা চেষ্টা । সা বক্ষ্যতি । তেহপি ময়োপদিষ্টং কংসবধনার্থং

ব্যক্তিদিগকে, এবং তাহাদের পিতা প্রভৃতি যাবতীয় আত্মীয় পর্যন্ত সকলকেই  
জয় করিয়াছেন ; এবং লজ্জাপ্রাপ্ত হইয়া তোমার গৃহেও আনয়ন করেন  
নাই ॥ ৩০০ ॥

অতএব এই সমস্ত বিষয় গুপ্ত হইলেও আদিবরাহ নামক ভগবান্, নিজ  
পুরাণে ( বরাহপুরাণে ) সাক্ষিরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন । অতএব সর্বপ্রকারে  
এই বিষয়ে তোমরা কিছুই মিথ্যা মনে করিও না ॥ ৩০১ ॥

যথা :—শ্রীকৃষ্ণ গোপদিগের সহিত পাশকক্রীড়া করিয়াছিলেন, এবং  
সেই পণে প্রাপ্তবা বস্তুরূপে অপ্রাপ্তযৌবনা গোপী সকল এবং ধন সকল জয়  
করিয়াছিলেন । নন্দ এবং যশোদা বলিবেন, তাহাদের জনক প্রভৃতি, অথবা

( ক ) “পিত্রাদি” ইতিগৌরব্দ্দাবনে নাস্তি ।

( খ ) ধনানিচ ইত্যনন্তরং এতৎপদ্যাক্ষিঃ গৌরব্দ্দাবনপুস্তকে দৃশ্যতে যথা :—

গৌপৈরানীয ভট্টৈব কৃষ্ণায় বিনিবেদিত্তাঃ ॥

তো বক্ষ্যতঃ । তৎপিত্রাদীনাং তন্মিত্রাদীনাং বা কো ব্যবসায়ঃ ।

স। বক্ষ্যতি ;—তেহপি ময়োপদিক্তং তদ্বীকৃত্য পৃষ্টকৃত্যা-  
স্তদিদমুদ্দিক্তবস্তুঃ ॥ ৩০২ ॥

অহো ! পরস্পর্শস্থভীরু যদ্বপু-

র্যৎকৃষ্ণসারপ্রণয়ৈকশর্ম্ম চ ।

তাসাং মুগীগামিব তৎপরং প্রতি

প্রাদিৎসবো ব্যাধমনাংসি বিভ্রতি ॥ ৩০৩ ॥

মায়াকল্পিতঃ তাসাং এতৎ তদ্বীকৃত্য যথাগীকৃত্য পৃষ্টকৃত্যাঃ পৃষ্টং কৃত্যং যৈ স্তে তদিদং  
বক্তব্যঃ উদ্দিক্তবস্তুঃ উৎস্রতবস্তুঃ ॥ ৩০২ ॥

তৎ বর্ণয়তি—অহো ইত্যাদিপদ্যেন । যদ্বপুঃ যাসাং শরীরং পরস্পর্শস্থভীরু পরঃ কৃষ্ণাদস্ত  
স্তস্মৈ স্পর্শঃ মুগীগমে পরো ব্যালঃ, যদিতি কৃষ্ণে সারঃ শ্রেষ্ঠাংশো যন্ত এবভূতো যঃ স এব  
একশর্ম্ম একমুখং যত্র তৎ । পক্ষে—কৃষ্ণসারো মুগবিশেষঃ অস্মিন্ প্রণয়েন একশর্ম্ম যত্র তৎ ।  
তৎপরং কৃষ্ণং পরং পক্ষে কৃষ্ণসারপরঞ্চ প্রতি প্রাদিৎসবঃ প্রতিদাতুমিচ্ছবঃ তাৎপর্য্যেণ  
রক্ষকঃ ব্যাধমনাংসি বিভ্রতি ধারয়ন্তি তদ্বৎ ব্যাধমনাংসীতি ব্যাধস্তেব মনাংসি যেবাং তে  
ক্রুরচিন্তাঃ ॥ ৩০৩ ॥

বন্ধু প্রতিতির কি ব্যবসায় ? পৌর্ণমাসী বলিবেন, কংসকে বধনা করিবার  
জন্ত আমি যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলাম, তাহারা সেই বিষয় যথার্থ করিয়া, এবং  
কর্তব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া এই বক্তব্য বিষয় বলিয়াছিল ॥ ৩০২ ॥

আহা ? হরিণীগণ যেরূপ ব্যাল ( সর্প ) অথবা হিংস্র জন্তুর স্পর্শে অত্যন্ত  
ভয় পাইয়া থাকে, এবং কৃষ্ণসার হরিণের উপর যেমন তাহাদের প্রেম স্নেহ  
জন্মিয়া থাকে ; রক্ষকেরা যদি তাহাদিগকে কৃষ্ণসার হরিণ ভিন্ন অপর হরিণকে  
দান করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে দানকর্তা রক্ষকদিগের মন, ব্যাধের  
হৃদয় তূলা কর্ঠিন । ঐরূপ রাধিকাদির শরীর, কৃষ্ণবাতীত অপর পুরুষের  
স্পর্শে অত্যন্ত ভীত হইয়া থাকে, এবং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের উপরেই সারাংশার  
প্রেমস্নেহে ঐ শরীর নিমগ্ন । যাহারা ঐ শরীরকে কৃষ্ণ ভিন্ন অপরকে দান  
করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের হৃদয়, ব্যাধের হৃদয়ের মত কর্ঠিন ॥ ৩০৩ ॥

তৌ বক্ষ্যতঃ ;—রাধিকাত্তা রাধিকানাং কা বার্তা ? ॥

সা বক্ষ্যতি ;—মৎপৃষ্ঠাভিস্তাভিরপ্যেবগাদিক্তম্ ;—॥৩০৪॥

যথা সীতাদেব্যা দশমুখকৃতার্তিবিপদভূদ্

যথা বা রুক্মিণ্যা বিবহ্নবিধিষেচদিপকৃতে ।

তথা রাধাদীনাং পরগৃহগতিয়া বত বিপৎ

কথং তস্তা নিত্যা স্থিতিরভিমতা হন্ত ! স্নহদাম্ ॥৩০৫॥

তৌ বক্ষ্যতঃ ;—

অথ রাধিকাদীনামার্তানং কা বার্তা ।

তৌ বক্ষ্যতঃ । রাধিকাদ্যরাধিকানাং রাধিকাদীনাং যা আরাধিকা সখীপ্রভৃতয় স্তাসাং ॥  
সা বক্ষ্যতি । মৎপৃষ্ঠাভিস্তা পৃষ্ঠাভি স্তাভিরেবং আদিষ্টং কথিতং ॥ ৩০৪ ॥

এবমর্থং বর্ণয়তি—যথা সীতাদেব্যা ইতি দশমুখো রাবণ স্তেন কৃত্যযা আর্তিঃ পীড়া সৈব  
বিপৎ । রুক্মিণ্যা ভীষ্মককন্যায়া চেদিপকৃতে শিশুপালনিমিত্তায় বিবাহবিধানং বিপৎ ।  
বর্তেতি প্লেদে তস্তা বিপদঃ নিত্যা স্থিতিঃ স্নহদাং কথমভিমতা ॥ ৩০৫ ॥

তৌ বক্ষ্যতঃ । আদীনামহস্তানাং । সা বক্ষ্যতি—দেয়মিত্যাদিপদ্যোন । কৃষ্ণে স্বং দেয়ং  
রচয়িষ্যে অধীনং কৃত্বা কাংক্ষোন সামগ্র্যেণ অভিযাপ্ত্যা চ তক্রপং রচয়িষ্যেত্যর্থঃ । তথাচ

নন্দ যশোদা বলিবেন যাহারা রাধিকা প্রভৃতির আরাধনা করে, তাহাদের  
সম্বাদ কি ? পৌর্ণমাসী বলিবেন, আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে,  
ঐ সকল সখীগণ, এইরূপ বলিয়াছিল ॥ ৩০৪ ॥

যথা যেরূপ সীতাদেবীর রাবণকৃত পীড়ারূপ বিপদ ঘটিয়াছিল, এবং  
যেরূপ চেদিপতি শিশুপালের নিমিত্ত, রুক্মিণীর বিবাহবিধিরূপ বিপদ ঘটয়া-  
ছিল ; হায়, সেইরূপ রাধিকা প্রভৃতির পরগৃহে অবস্থানরূপ বিপদ ঘটয়াছে ।  
হায় ? বন্ধুগণ, কিরূপে সেই বিপদের নিত্য হইছে করিবে ? ॥ ৩০৫ ॥

নন্দ এবং যশোদা বলিবেন, অনন্তর অসুস্থ রাধিকা প্রভৃতির সম্বাদ কি ?  
পৌর্ণমাসী বলিবেন—যেরূপ পাণিনির স্ত্রীস্বামীর সমগ্র রূপার্থে, অভিযাপ্তি

সা বক্ষ্যতি ;—

দেয়মধীনং কাৎস্ম্যেনাভিব্যাপ্ত্য চ তত্র কৃষেৎ স্বম্ ।

তদ্রূপং রচয়িত্বা, সাত্তিপ্রত্যয়পদানি তা দধিরে ॥ ৩০৬ ॥

তৌ বক্ষ্যতঃ ;—তাঃ কিং সাক্ষাদনুযুক্তাঃ ? ।

সা বক্ষ্যতি ;—অথ কিং ! যতস্তাসাং মন্থপ্রকটনকন্মঠ-  
তয়া ময়া পৃষ্ঠং । ভো ! বিপশ্চিতঃ কাশ্চিদেবং বদন্তি ।  
তাঃ খলু কৃষেৎ প্রেমমাত্রাখর্দসবদস্যঃ প্রেমা চ বলবদ্বিরোধি-

পাণিনিসূত্রাণি । দেয়েত্ৰাচ । যথা —“বিপ্রসাদকৃত ভূয়সী ভূবঃ” তদধীনবচনে যথা—“রাগুসাৎ-  
করোতাস্থানং ।” বিভাষা সাত্তিঃ কাৎস্ম্যে যথা কাঠং ভগ্নসাৎ করোতি কাৎস্ম্যেন ভগ্নরূপং  
করোতীত্যর্থঃ অভিব্যাপ্তৌ সম্পদা চ । যথা লবণমুদকসাৎ করোতি অভিব্যাপ্ত্য সর্কতো ভাবেন  
লবণমুদকং করোতীত্যর্থঃ । সাত্তিপ্রত্যয়পদানি পূর্বপূর্বাখর্দশিতসাত্তিপ্রত্যয়পদানি “পদং  
ব্যবসিত্তিভ্রাণস্থানলক্ষ্যজিহ্ববস্তুনি” তামরঃ তা রাধিকাদয় স্তানি দধিরে প্ৰত্যয়তঃ ॥ ৩০৬ ॥

তৌ বক্ষ্যতঃ । সাক্ষাৎ অনুযুক্তা আক্ষেপিতাঃ কিং । সা বক্ষ্যতি । অথ কিং, অথ কিং  
স্বীকারে তত্র হেতুং দশয়তি । যত ইত্যাদি তাসাং রাধাদীনাং মন্থপ্রকটনকন্মঠতয়া মন্থপ্রকটনে যা  
কন্মঠতা নৈপুণ্যং তয়া ময়া পৃষ্ঠং জিজ্ঞাসিতং । ভো বিপশ্চিতঃ হ্রস্বজ্ঞাঃ কাশ্চিৎ স্ত্রিয় এবং বদন্তি  
অর্থৈ, দেয়ার্থে এবং অধীনার্থে সাৎ প্রত্যয় হয়, সেই রূপ রাধিকাপ্রভৃতি রমণী,  
শ্রীকৃষ্ণের উপরে আশ্রয়সাৎ ( ক ) অর্থাৎ আশ্রয়দান বা আশ্রয়কে তাহার অধীন  
করিয়া ইত্যাদি ক্রমে সাৎ প্রত্যয়ের পদ সকল, ধারণ করিয়াছিল ॥ ৩০৬ ॥

তাহারা ছই জনে বলিবেন, ঐ সকল রমণীগণ কি সাক্ষাৎ তিরস্কৃত  
হইয়াছে ! পৌর্ণমাসী বলিবেন, হাঁ তাহাই বটে, যে হেতু আমি তাহাদের  
মর্শ্বোদ্ভাটন বিষয়ে নিপুণতার সহিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হে সুবিজ্ঞাগণ !  
কতিপয় রমণী এইরূপ বলিয়া থাকেন । তাহারা কিন্তু সতাই বিপক্ষ ।

( ক ) কৃ, ভূ, অস্ ধাতু পরে থাকিলে পূর্ববর্তি শব্দের পর ১ সাকল্য, ২ অধীনতা,  
৩ ব্যাপ্তি, ও ৪ দেয় অর্থে সাৎ প্রত্যয় হয় । ১ লবণং জলসাৎ ভবতি ( সকলং লবণং জলং  
ভবতি ) । ২ রাজসাৎ ভবতি ভূমিঃ ( রাজাধীনা ভবতি ) । ৩ ভগ্নসাৎ ভবতি কাঠং ( যাবৎ  
কাঠং তাবৎ ব্যাপ্য ভগ্ন ) । ৪ দেবসাৎ করোতি পুশ্পং ( দেবায় দেয়ং করোতীত্যর্থঃ ) ।  
এইরূপ শ্রীরাধাদি শ্রীকৃষ্ণের উপরি উক্ত চতুর্বিধ অর্থাৎ আশ্রয়দান করিয়াছেন । ইহাই পাণিনি  
সূত্রের সাৎ প্রত্যয়ের দৃষ্টান্তের সাক্ষ্য ।



সদ্ভাবমিলদ্রুয়প্রয়াসপ্রচ্ছাদনবিচ্ছদতয়া যথা বর্দ্ধতে ন তথান্যথা।

তর্হি কথং তাসামপ্যন্যাসামিব পতিভয়াভৎসম্পত্তিকামনানিকামমন্তরনুবর্তত ইতি ॥ ৩০৭ ॥

তদেতদাকর্ণ্য পাটলপটলসবর্ণবর্ণিগ্নস্তা বরবর্ণিগ্নস্তদিদমবর্ণয়ন্ত ॥ ৩০৮ ॥

হস্ত ! তাসামেব সবিরোধস্তদবরোধঃ সম্ভবতাদৃतीयমানদ্বিতীয়পতিভাবনা চ। ন পুনরগ্নস্তাঃ কস্তাশ্চিদপি। যা

তাঃ বিপক্ষাঃ স্ত্রিয়ঃ খলু নিশ্চিতং প্রেমমাত্রাথকবসকথাঃ প্রেমমাত্রয়া থকবসম্পূর্ণং সর্ববৎ যাসাঃ তাঃ। বলবদ্বিতি বলবদ্বিরোধিনো যঃ সদ্ভাব স্তেন মিলন্তি ভয়প্রয়াসপ্রচ্ছাদনানি যন্ত তন্তয়া স প্রেমা চ যথা বর্দ্ধতে অন্তথা ভয়াদ্যভাবেন তথা ন বর্দ্ধতে। তর্হি কথং তাসাং রাধাদীনামপি অন্তাসাং স্ত্রীণামিব পতিভয়াং তৎসম্পত্তিকামনানিকামং প্রেমসম্পত্তীচ্ছানিকামং অন্তশ্চিন্তে অনুবর্ততে ॥ ৩০৭ ॥

তদেতৎ শ্রুত্বা তা ইদমবর্ণয়ন্ত। কিন্তু তাঃ ক্রোধেন পাটলেতি পারুলপুষ্পসমুৎসমানবর্ণবিশিষ্টাঃ বরবর্ণিগ্নঃ উক্তমাঃ ॥ ৩০৮ ॥

তাসাং বর্ণনং প্রকাশয়তি—হস্তেতাদিগদ্যেন। সবিরোধ স্তদবরোধশ্চ সম্ভবতাং অভ্যনুজ্ঞায়াঃ লোট্। স্ত্রীতীয়মানেতি স্ত্রীতাদৃগ্গণামিত্যায়ঃ স্ত্রীতীয়মানা চাসৌ দ্বিতীয়পতিভাবনা চেতি তুচ্ছা

ঐ সকল নারী, নিশ্চয়ই কৃষ্ণের উপর প্রেমের লেশ মাত্রেই যথাসর্বস্ব বিষয় থক্ব করিয়াছে। প্রবল বিরোধীর সদ্ভাবে ভয়, প্রয়াস এবং আচ্ছাদনের পরিচয় লইয়া ঐ প্রেমও যেরূপ করিয়া থাকে ; ভয় প্রভৃতির অভাবে কিন্তু সেরূপ প্রেম বৃদ্ধি পায় না। তবে কিরূপে তাহাদের ও অন্তান্ত রমণীর মত, পতিভয়ে সম্পূর্ণ রূপে প্রেমসম্পত্তির ইচ্ছা, অন্তরে আসিয়া উপস্থিত হইবে ? ॥ ৩০৭ ॥

এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সমস্ত বরবর্ণিনী রমণীগণ ক্রোধে রাশীকৃত পারুলপুষ্পের মত রক্তবর্ণ হইয়া এই রূপ বর্ণনা করিতে লাগিল ॥ ৩০৮ ॥

হায় ! তাহাদিগের তাদৃশ বিরোধই কৃষ্ণকে যথাসময়ে পাইবার উপায় হৌক। অতএব পুনরায় অত্র কোনও নারীরই ঘৃণাজনক দ্বিতীয় পতি

থলু তদবরোধবিরোধবাঙ্কু সা বা কথং প্রেমপ্রথময়ী স্মাদিতি ন  
বুদ্ধ্যামহে ।

অস্মাকং—

“বদ্যপ্যসৌ পার্শ্বগতো রহোগতস্তথাপি তস্মাচ্ছ্রি যুগং

নবং নব ” ইত্যেব বোধবিষয়ো ভবতি ॥ ৩০৯ ॥

কিন্তু ;—বুধিতাঃ পৈতৃকজনতা, বুদ্ধাঃ স্বশুরাভিমানিনো লোকাঃ ।

মানিতাঃ সর্বৈহ প্যস্মাভির্ন মতো ধর্মস্তু কেনাপি ॥ ৩১০ ॥

দ্বিতীয়পতিভাবনৈত্যাঃ । আসাং কা কথা ন পুনঃ কস্তাশ্চিদপি । যা ঋণিতি যা অস্মা  
তদবরোধবিরোধবাঙ্কু সা বা প্রেমঃ প্রথময়ী হেতৌ তৎ প্রকৃতবচনে বা ময়ট্ প্রেমপ্রথমং  
প্রকৃতমস্মাং সা স্মাং ন বুদ্ধ্যামহে ন জানীমঃ । সা তথাস্ত অস্মাকং বদ্যপ্যসৌ ইতি  
ঐক্যিণ্যাदीনাং অববোধকঃ বাক্যং ইত্যেব বোধস্ত বিধয়ো ভবতি ॥ ৩০৯ ॥

তং বর্ণয়ন্তি—কিন্তু বুধিতা ইতিপদ্যোন । পৈতৃকজনতাঃ পিতৃাদিজনসমূহাঃ বুধিতাঃ ।  
বুধবিজ্ঞাপনে ভাদিধাতোঃ প্রয়োগঃ । অস্মানং স্বশুরমভিমমুস্তে যে তে বুদ্ধাঃ, বুধ অবগমে  
ইতি দিবাদিধাতো রূপং । তে সর্বৈ স্বাভিরস্মাভিমানিতাঃ যতো ধর্মস্তু কেনাপি ন মতঃ  
সর্বৈপ্যপি মানিত এব ॥ ৩১০ ॥

ভাবনাই তহিতে পারে না । আর যে তাঁহার সহিত বিরোধ করিয়া পাইবার  
ইচ্ছা, তাহাই বা কিরূপে প্রেম বিস্তার করিতে পারে, তাহাও আমরা বুঝিতে  
পারি না । যদ্যপি তিনি আমাদের পার্শ্ববর্তী এবং নির্জন্ম-স্থিত, তথাপি তাঁহার  
চরণগুণ সর্বদাই নব নব বলিয়া বোধ হইয়া থাকে । ইহাই আমরা জানিতে  
পারিয়া থাকি ॥ ৩০৯ ॥

আমরা পৈতৃক লোকসমূহকে তাহা জানাইয়াছি, স্বশুরাভিমানী ব্যক্তিগণকেও  
জানাইয়াছিল এবং আমরা সকলে, সকলকেই সম্মান করিয়াছি ; কোন  
ব্যক্তিই ধর্মকে অনাদর করে নাই ॥ ৩১০ ॥

যদস্মাকং বাল্যাং দেব তস্মিন্ নিজরমণতাভাবনাং দূরীকর্তু-  
মাগ্রহমুরীকুর্নস্তি । তস্মাদস্মান্মা স্নেহপেষং পিণ্ডি, কিন্তু  
স্বাভীষ্টমেব বিশিণ্ডি ॥ ৩১১ ॥

অথ তো বক্ষ্যতঃ ;—ভবত্যা কিমুদ্ভাবিতং ? ॥

স। বক্ষ্যতি ;—ততো ময়া হাসিত্বা শ্বসিত্বা চ তাভ্যঃ  
প্রত্যাশামাত্রং প্রত্যাশাদিতমাস্তি । যদি ভবতোরিচ্ছা  
সমুচ্ছতে । তাস্তু দৈবতস্তাবন্নিজপ্রাণবল্লভস্ত বল্লভত্বেনালাভাৎ  
লক্ষ্মহাত্মঃখাস্তত্র চ স্বস্থান্যহস্তপতিতয়া জুগুপ্সিতস্মন্যত।

তস্মান্তেষাং বৃত্তং বর্ণয়তি—যদিতিগদ্যেন । যদ্যস্মাৎ অস্মাকং মাতৃহাৎ অস্মাকং বাল্যাৎ  
বাল্যাবস্থামারভৌব তস্মিন্ কৃষ্ণে নিজরমণতাভাবতাং নিজস্ত রমণঃ পতি স্তস্মাৎ স্বল্পপে  
তাশ্রত্যঃ । তস্ত ভাবতাং বিদ্যমানতাং দূরীকর্তুং নিবারয়িতুং উরীকুর্নস্তি স্বীকারং বিদধতি ।  
তস্মান্তেষাং তাদৃশাগ্রহাৎ তস্মান্ স্নেহপেষং স্নেহেন পিষ্টা পিণ্ডি পেষণং ন কুরু স্বাভীষ্টং  
বিশিণ্ডি বিশেষং কুরু ॥ ৩১১ ॥

অথ তো বক্ষ্যতঃ কিমুদ্ভাবিতং কিং সমর্থিতং । শ্বসিত্বা চেষ্টামবলম্ব্য প্রত্যাশাদিতং প্রাপিতমস্তি  
সমুচ্ছতে সঙ্গচ্ছতে । ইচ্ছাতু সঙ্গতৈব যতঃ তস্মিত্যাदि নিজপ্রাণবল্লভস্ত ভববল্লভনস্ত বল্লভত্বেন  
পতিত্বেন অলাভাৎ তত্র চ তদ্ভাবতয়া অলাভেহপি অন্তহস্তপতিতয়া অন্তেষাং অভিমত্যাदीনাং

যে হেতু আমাদিগের বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণের উপর নিজ নিজ পত্নীর  
ভাব দূর করিবার জন্য তাহারা আগ্রহ স্বীকার করিয়া থাকেন, এই হেতু  
আপনি আমাদিগকে স্নেহদ্বারা পেষণ করিবেন না, এবং স্বীয় অভীষ্ট বিষয়  
বিশেষ করিয়া দেন ॥ ৩১১ ॥

অনন্তর নন্দ এবং যশোদা বলিবেন, আপনি কি সমর্থন করিয়াছেন  
পৌর্ণমাসী বলিবেন, তাহার পর আমি হাসিয়া এবং নিশ্বাস ফেলিয়া তাহাদিগকে  
কেবল মাত্র আশা দিয়াছিলাম । যদি তোমাদের দুই জনের ইচ্ছা হয়, তাহা  
হইলে তাহারা দৈবাৎ নিজপ্রাণ-বল্লভ কৃষ্ণকে পতিত্বে লাভ না করিলে মহা  
দুঃখিত হইবে । তাহার মধ্যে তাহারা আপনার অন্ন হস্তে পতন হওয়াতে  
সেই বিষয় স্মৃতিত ভাবিয়া শুষ্ক হইয়া যাইবে । তন্মধ্যে প্রিয় এবং অপ্রিয়

শুভাস্তত্র চ প্রিয়াপ্রিয়বিপ্রকৰ্ষগমিকৰ্ষতঃ প্রাপ্তমনোধৰ্ষাস্তত্র  
 চ নিরন্তরং শঙ্কমানৈঃ পতিমন্মথাদিভিস্মজ্জু মজ্জুকৃতনিবারণ-  
 ভৎসনাদিনিকৰ্ষাস্ততস্তত এব চ “দুঃসহপ্ৰেৰ্ণবিরহতীব্রতাপে”  
 ত্যাভ্যুক্ততাদৃগবস্থাভ্যোহপি মহানুরাগতঃ পীড়নাদ্বহ্লদহনা-  
 কারকারাগারবসতিম্ভ্যতয়া নিগীর্ণসৰ্বক্ষণং ক্ষণমপি কল্পং  
 মথ্যানাঃ সম্প্রতি তদীয়মহাবিরহবহসময়মতীত্য চাশ্বানং  
 তদুপেক্ষ্যতামপ্যুৎপ্রেক্ষ্য লজ্জামাত্রপর্যবসানমাসজ্য চ  
 ধিক্কৃতম্ভ্যাত্ম দশমীমপি দশাং তথ্যানাঃ । কিং বহ্না ?

অধীনতয়া তত্রচ তন্ত্রামবস্থায়াঃ চ প্রিয়াপ্রিয়বিপ্রকৰ্ষগমিকৰ্ষতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ ক্রমেণ বিপ্রকৰ্ষ-  
 সন্নিবৃত্তঃ প্রাপ্তমনোধৰ্ষা মনোগ্লানঃ মজ্জু শীঘ্রং । মজ্জুকৃতৈতি মজ্জু অতিশয়েন কৃতানিবারণ  
 ভৎসনাদীনাঃ নিকৰ্ষঃ পৰ্য্যাবসানং যাসাং তাঃ দুঃসহেতি রাসলীলামপ্রাপ্তানাঃ গোপীনা-  
 মবস্থা বৰ্ণনং ইত্যাত্মুক্ততাদৃগবস্থাভ্যোহপি বহ্নেতি প্রচুরানলমূৰ্ত্তিরেব কারাগারবসতিঃ কারাগারো  
 বসতি বস্ত্রাস্তামাশ্রয়ং মজ্জতে তন্ত্রয়া নিগীর্ণসৰ্বক্ষণং নিগীর্ণো গিলিতঃ সৰ্ব্বঃ ক্ষণ উৎসবে। যত্র  
 তদ্ব্যথাগাং, ক্ষণমপি কালঃ কল্পং ব্রহ্মদিনং মথ্যানাঃ । তদীয়ৈতি কৃষ্ণদ্বন্দ্বিনং মহাবিরহঃ  
 বহতীতি যঃ সময়ঃ কালঃ তমতীত্য সাপয়িত্বা তদুপেক্ষ্যতাঃ কৃষ্ণত্বোদাস্তং উৎপ্রেক্ষ্য সম্ভাব্য  
 লজ্জামাত্রস্ত যৎপর্য্যবসানং শেষমাসজ্য প্রাপ্য ধিক্কৃতম্ভ্যাত্ম আশ্বানং ধিক্কৃতং মজ্জতে তা দশমীমপি  
 সুতরুণ্যামপি দশাং তথ্যানাঃ দ্যোতয়ন্ত্যঃ কিং বহ্না অধিকবৰ্ণনেন কিং ব্যাধেতি ব্যাধির্ভিংসকৈরনু-

বিষয়ের নৈকটা হেতু তাহার মনের গ্লানি প্রাপ্ত হইবে । তখন যাহারা আপনা-  
 দিগকে পতি বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারা নিরন্তর আশঙ্কা করিয়া শীঘ্র  
 নিরতিশয় নিবারণ এবং তিরস্কার প্রভৃতি নিকৃষ্ট কার্য্য করিবে । তৎপরে  
 তাহারা প্রিয়তমের অসহ্য বিরহরূপ প্রচণ্ডতাপে ব্যথিত হইয়াছিল । যে  
 সকল গোপী রাসলীলা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদের এই রূপ দুর্দশা ঘটিয়াছিল ।  
 তাহারা ঐরূপ দুরবস্থায় পতিত হইলেও অত্যন্ত অনুরাগ বশতঃ তাহাদিগকে  
 কষ্ট দেওয়া হইয়াছিল । তাহারা প্রচুর অনলমূৰ্ত্তিকেই কারাগারে বসতি  
 বোধ করিতে সমস্ত উৎসবের ভক্ষণকারী মুহূর্ত্তকাল প্রলয়কাল বিবেচনা করিত ।  
 সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মহাবিরহপূর্ণ সময় অতিক্রম করিয়া এবং নিজের প্রতি  
 শ্রীকৃষ্ণের ঔদাসীন্ত উৎপ্রেক্ষা করিয়া, শেষে কেবল মাত্র লজ্জাপ্রাপ্ত হইয়া

বহিরন্তঃস্বকুমারতায়ামপি কৌমারত এব ব্যাধানুবিক্স্মিক্ত-  
কাননপ্রত্যাসভ্যপরিত্যাগিমুগীবৎ প্রথরদরাপারপরপারবশ্য-  
লক্সবিচিত্রদুর্গতিসংপ্লুততয়া পশ্চাতাং শৃণুতামপি হৃদয়ং ধূম্বানা-  
রসোহয়মিতি মন্ত্যমানেন নিষ্করণকৌতুকেন কেনচিদেবো-  
পেক্ষিতুং শক্যন্তে ন পুনরন্তেন ॥ ৩১২ ॥

তৌ সাত্ৰং বক্ষ্যতঃ ;—সম্প্রতি তাঃ কাং গতিং মতিঞ্চাসা-  
দয়ন্তি ? ।

বিক্ষঃ সংসক্তং যৎস্বিক্সকাননং তন্তু প্রত্যাসন্তিঃ নৈকট্যাং অপরিত্যক্তুং শীলমন্ত্যঃ সা চাসৌ মুগী-  
চেতি সেব । প্রথরতি প্রথরেণ অচণ্ডেন দরেণ ভয়েন যৎ অপারং পরং শ্রেষ্ঠং পারবশ্যং তেন  
লক্সায়া বিচিত্রদুর্গতিস্তয়া সংপ্লুততয়া ব্যাপ্ততয়া পশ্চাতাং শৃণুতামপি জনানাং হৃদয়ং ধূম্বানাঃ  
কম্পয়মানাঃ সত্যঃ কেনচিদেব জনেন উপেক্ষিতুং শক্যন্তে । কিন্তু তেন দুঃখপরাকাষ্ঠাপ্রাপকেন  
পরকীয়াভেন কৃষ্ণভজনং রসোহয়মিতি মন্ত্যমানেন অতো নিষ্করণকৌতুকেন করুণারহিতং কৌতুকং  
বন্ত ন পুনরন্তেন সক্রুণেন উপেক্ষিতুং শক্যতে অতো ময়েব মুচ্যতে ইতি ধ্বনিঃ ॥ ৩১২ ॥

তৌ সাত্ৰং বক্ষ্যতঃ—মতিং বুদ্ধিঞ্চ আসাদয়ন্তি সঙ্গচ্ছন্তে ॥ ৩১৩ ॥

ছিল । তাহারা আত্ম তিরস্কারক মৃত্যুরূপ দশম দশা বিস্তার করিতেছে ।  
অধিক বলিয়া কি হইবে, বাহিরে এবং অন্তরে কোমলতা থাকিলেও, কৌমার  
দশা বশতঃ ব্যাধকর্তৃক বিদ্ধ ও স্নিগ্ধ কাননের নিকট স্থানের অপরিত্যাগিনী  
হরিণীর মত, প্রবল ভয়ে অপার এবং প্রধান অধীনতা দ্বারা বিবিধ দ্রবস্থা  
লাভ করিয়াছিল । সেই দ্রবস্থায় অভিভূত হইয়া, কি দর্শক এবং কি শ্রোতা  
সকলেরই হৃদয় কম্পিত করিয়া থাকে । কোন ব্যক্তি তাহাদিগকে উপেক্ষা  
করিতে পারে না । পরকীয়া নারী হইয়া কৃষ্ণসেবা করিলে দুঃখের সীমা  
থাকে না ; এবং তাহাতেই এইরূপ রস ঘটিয়া থাকে, যাহারা এইরূপ বিবেচনা  
করেন, তাহারাও তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতে অক্ষম । কারণ, ঐরূপ ব্যক্তির  
অকারণ কৌতুক জন্মে । আর দয়ালু কোন ব্যক্তিই উপেক্ষা করিতে পারেন না ।  
এই হেতু আমি এইরূপ বলিতেছি ॥ ৩১২ ॥

নন্দ এবং যশোদা সাত্ৰ-নেত্রে বলিবেন, সম্প্রতি তাহারা কিরূপ বুদ্ধি এবং

সা বক্ষ্যতি ;—

কুর্বন্তি মৌনং ক্রন্দং বা শূন্যং পশ্যতি বহ্নী বা ।

কৃষ্ণং বাঙ্কন্তি মৃত্যুং বা তাসামেবান্বধা গতিঃ ॥ ৩১৩—৩১৪ ॥

পুনস্তৌ সাস্রং বক্ষ্যতঃ ;—

সম্প্রতি তাঃ প্রাতি বৎসস্র কা বিধৎসা ? ॥ ৩১৫ ॥

সা বক্ষ্যতি ;—

তদেতৎ পশ্চাদপি নিশ্চীয়তাং । যৎখলু প্রেয়সাং প্রেমা  
ক্ষেমং তদ্ভাবনাময়প্রেমানুরূপমেব স্বস্থেমানং লভতে ন তু  
সাগ্রহগ্রহিলতামতি ॥ ৩১৬ ॥

সা বক্ষ্যতি কুর্বন্তীতিপদ্যোন । তাঃ মৌনং মৌনতাং ক্রন্দনং রোদনং বা কুর্বন্তি, কদা সৰ্বং  
শূন্যং পশ্যন্তি বহ্নী বা অনেন পথা কৃষ্ণ আগচ্ছতি কিমতি মার্গং পশ্যন্তি, তথা কৃষ্ণং বাঙ্কন্তি  
তদলাভে মৃত্যুং বা বাঙ্কন্তি তাসাং গতিরবস্থিগা জাতা ॥ ৩১৪ ॥

পুনস্তৌ সাস্রং বক্ষ্যতঃ—তাঃ রাধাদ্যাঃ প্রতি বৎসস্র কৃষ্ণস্ত কা বিধৎসা বিধানেন্দ্ৰা ॥ ৩১৫ ॥

সা বক্ষ্যতি—নিশ্চীয়তাং নিশ্চয়ঃ ক্রিয়তাং । যদ্যস্মাৎ প্রেয়সাং প্রেমা খলু তদ্ভাবনাময়প্রেমানু-  
রূপং তস্ত ভাবনায়াঃ প্রচুরমবয়বো বা যঃ প্রেমা তদনুরূপমেব ক্ষেমং কুশলং স্বস্থেমানং । স্বপুৰ্ণাৎ  
স্থিরশব্দাৎ ইমন্ প্রত্যয়ঃ । স্বপ্নিন্ স্থিরতরং লভতে । নতু সাগ্রহগ্রহিলতাং আগ্রহেণ সহ  
গ্রাহকতাং ॥ ৩১৬ ॥

দশা প্রাপ্ত হইতেছে । পৌর্ণমাসী বলিবেন সম্প্রতি তাহারা মৌনাবলম্বন এবং  
ক্রন্দন করিতেছে । কখন সমস্ত শূন্য, কখন বা পথ দেখিতেছে । “এই পথ  
দিয়া কৃষ্ণ আসিতেছেন” বলিয়া পথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে । কখন বা কৃষ্ণকে  
ইচ্ছা করিতেছে, এবং কখন বা আপনাদের মৃত্যু বাঙ্ক করিতেছে । তাহাদের  
এখন এইরূপ দুর্বস্থা ঘটিয়াছে ॥ ৩১৩ ॥ ৩১৪ ॥

পুনরায় নন্দ এবং যশোদা সজল নয়নে জিজ্ঞাসা করিবেন । সম্প্রতি তাহা-  
দের প্রতি বৎস শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ বিধানেন্দ্ৰা ॥ ৩১৫ ॥

পৌর্ণমাসী বলিবেন, পশ্চাৎ এইরূপে নিশ্চয় করুন । যে তেতু প্রিয়তম-  
দিগের প্রেম নিশ্চয়ই সেই ভাবনাপূর্ণ প্রেমের অনুরূপ কুশলই আপনার স্থির  
বস্ত বলিয়া লাভ করে । কিন্তু আগ্রহের সহিত গ্রাহক লাভ করে না ॥ ৩১৬ ॥

তৌ বক্ষ্যতঃ ;—মন্ত্যামহে তথাপ্যস্মভুঃ সঙ্কোচং রোচয়ি-  
ষ্যতি ॥ ৩১৭ ॥

সা বক্ষ্যতি ;—ভবতাং হৃদি সদা বিদ্যোতমানঃ সোহয়ং  
তদপি বেত্তি তস্মান্নিতান্তং নান্যথা করিষ্যতি । কিং বহুনা ?  
ভবদাশয়মনু ( ভবদাশ্রয়মনু ) সর্কেষামেব সংশ্রবঃ প্রতিভাতি  
কিমূত তস্ম ॥ ৩১৮ ॥

তৌ বক্ষ্যতঃ ;—তর্হি গর্গনিষেধবেধস্ত কা চিকিৎসা ? ॥ ৩১৯  
সা সহাসং বক্ষ্যতি ;—স খলু লীলানৈয়ত্যমেব তত্রত্য-  
দোষতয়াধ্যস্তবান্ । স্ব-যজমানহিত-সমীহিতসহিততয়া ন তু

তৌ বক্ষ্যতঃ—সঙ্কোচং রোচয়িষ্যতি প্রকাশয়িষ্যতি ॥ ৩১৭ ॥

সা বক্ষ্যতি—সোহয়ং কৃষ্ণঃ তদপি তদভিলসিতমপি বেত্তি জানাতি, তদাভিলষিতঃ  
নিতান্তমেকান্তং ন অন্যথাকরিষ্যতি ভবদাশয়ং ভবতোরভিপ্রেতমনু লক্ষীকৃত্য সংশ্রবোহঙ্গীকারঃ  
প্রতিভাতি কিমূত তস্ম কৃষ্ণস্ত ॥ ৩১৮ ॥

তৌ বক্ষ্যতঃ গর্গনিষেধবেধস্ত গর্গস্ত নিষেধো বেধঃ ক্লেশকরহাং রোগ স্তস্ত কা চিকিৎসা কিং  
নিবর্তকং ॥ ৩১৯ ॥

সা সহাসং বক্ষ্যতি স গর্গঃ স্বযজমানেনিতি স্বস্ত যজমানো যো বহুদেব স্তস্ত হিতে যৎ সমীহিতং  
তৎসহিততা সাহিত্যং যত্র তন্তয়া তত্রত্যাদোষতয়া তত্র ভবো দোষ উপনয়নাদিঃ যস্ত তন্তয়া লীলা-

তাহারা দুইজনে বলিবেন, আমাদের সেইরূপই বিবেচনা ইহিতেছে : তথাপি  
আমাদিগের কাছে সঙ্কোচ প্রকাশ করিবে ॥ ৩১৭ ॥

পৌর্ণমাসী বলিবেন, ঐ শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের হৃদয়ে সর্বদাই জাগরুক আছেন ।  
সুতরাং তিনি সেই অভিলষিত বিষয় অবগত আছেন । তিনি সেই অভীষ্ট  
বিষয় অন্যথা করিবেন না । অধিক কি, তোমাদের দুইজনের অভিপ্রায়ানুসারে  
যখন সকলেরই অঙ্গীকার প্রকাশ পাইয়া থাকে, তখন সেই কৃষ্ণের যে প্রকাশ  
পাইবে, তাহাতে আর কি বলিব ॥ ৩১৮ ॥

নন্দ এবং যশোদা বলিবেন, তবে যে গর্গমুনি নিষেধ করিয়াছেন, সেই  
নিষেধরূপ রোগের কি চিকিৎসা ? ॥ ৩১৯ ॥

পৌর্ণমাসী সহাস্তে বলিবেন যে, গর্গমুনি নিশ্চয়ই নিম্নত লীলাকেই তদ্বিষয়ে

পরম-শুভ-নিবেশবেশরূপামাসাং ক্লেশ-লেশ-প্রবেশদা সদেশতা  
সম্ভবতি ॥ ৩২০ ॥

তৌ বক্ষ্যতঃ ;—সম্প্রত্যস্মাভিঃ কিমিব সোপানমুপেয়ং  
॥ ৩২১ ॥

সা বক্ষ্যতি ;—সোপানং ময়াচোপেয়ং, (মমাচেয়ং) ভবদ্বিস্ত  
সৰ্ব্ব এব ব্রজজনা ভোজনায় প্রণয়েন নিমন্ত্য নিমন্ত্যস্তাং ।  
তর্হ্যন্তঃপটীক্ষেপান্নটীনামাকার ইব তৎ প্রকটীভবিষ্যতি ॥ ৩২২ ॥

তৌ বক্ষ্যতঃ ;—যথাজ্ঞাপয়ন্তি বিজ্ঞানাচার্য্যবর্য্যাঃ ॥ ৩২৩ ॥

নৈয়তাং ক্ষত্রোচিতোপনয়নবিবাহবৈশিষ্ট্যমধ্যান্তবান্ নতু পরমেতি পরমশুভনিবেশে বেশরূপে  
যাসাং তাসামাসাং ক্লেশলেশস্ত প্রবেশঃ সংসর্গস্তং দদাতি সা সদেশতা উচিত্যং সম্ভবতি সৰ্ব্বজ্ঞস্ত  
তস্ত নিত্যপ্রেয়সীসংসর্গঃ কথং নিবারিত ইতি ভাবঃ ॥ ৩২০ ॥

তৌ বক্ষ্যতঃ—সোপানং তৎসাধনমুপায়ং উপেয়ং উপগন্তব্যং ॥ ৩২১ ॥

সা বক্ষ্যতি—ময়া চোপেয়ং আশ্রয়ণীয়ং তদ্ব্যথা প্রণয়েন সৰ্ব্ব এব ব্রজজনা ভোজনায় নিমন্ত্য  
নিমন্ত্য কৃৎস্না নিমন্ত্যস্তাং বিচার্য্যস্তাং । তর্হি অন্তঃপটীক্ষেপাৎ কাণ্ডারিণ্যা দূরীকরণাৎ নটীনামাকার  
আহ্বানং প্রকটীভবিষ্যতি তু সৰ্ব্বং সমাধাস্তীতি শেষঃ ॥ ৩২২ ॥

তৌ বক্ষ্যতঃ—বিজ্ঞানামাচার্য্যবর্য্যাঃ আচার্য্যশ্রেষ্ঠা ভবত্যো যথা জ্ঞাপয়ন্তি তথাস্মাভি বিধেয়-  
মিতি চ শেষঃ ॥ ৩২৩ ॥

দোষ দেখাইয়া অধ্যাস করিয়াছেন । নিজের যজমান বস্তুদেবের হিতাওঁঠানে  
বাক্তিত বিষয়ের সহযোগে ঐ স্থানে দোষ দেখিয়া ঐরূপ বিষয় বলিয়াছেন, কিন্তু  
পরম-শুভ-নিবেশের বেশরূপ নারীদিগের কণামাত্রও ক্লেশপ্রদ উচিত্যের  
সম্ভাবনা নাই ॥ ৩২০ ॥

তঁাহারা দুই জনে বলিবেন, এক্ষণে আমরা গোপনে কিরূপ ভাব অবলম্বন  
করিব ॥ ৩২১ ॥

পৌর্ণমাসী বলিবেন, আমিও গোপনে অবলম্বন করিব । তোমরা সমস্ত ব্রজ-  
বাসী ব্যক্তিদিগকে প্রণয়ের সহিত নিমন্ত্ৰণ করিয়া বিচার কর । তাহা হইলে  
যবনিকা ( পরদা ) ক্ষেপণ হইলে নটীদিগের আকার প্রকটিত হইবে ॥ ৩২২ ॥

নন্দ এবং যশোদা বলিবেন, আপনারা বিজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আচার্য্য,  
আপনারা যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, আমরাও সেইরূপ করিব ॥ ৩২৩ ॥



কৃষ্ণ উবাচ ;—ততস্ততঃ ? ।

ঋষিরুবাচ ;—ততঃ সা প্রত্যক্ষত এব তাবভি বহুলমভি-  
বদন্তী গৃহায় প্রহাপয়িষ্যতি ॥ ৩২৪ ॥

অথ কথকশ্চ মনঃকথা ;—ততশ্চ পূর্ণিমা মনসি বিবিবেচ ।  
শ্রীকৃষ্ণলীলায়ামনাদিসিদ্ধং শ্রীমদ্ভাগবতমেব মুখ্যং প্রমাণং (ক) ।

তত্র যা খলু রাসযোগে “যোগমায়ামুপাশ্রিত” ইত্যনেন  
নিত্যব্যক্তিস্বরূপশান্তিরাভিবেশিক। যা যোগমায়া তন্নিকর্ষাহকতয়া

ততো যদ্বৃন্তং ভূতং তদ্বর্ণয়িতুং শ্রীকৃষ্ণনারদয়োর্বাকোবাচ্যং বর্ণয়তি—তত্র কৃষ্ণ উবাচ ।  
ততস্ততঃ ইতি । ঋষিরুবাচ । সা পূর্ণিমা তৌ ব্রজরাজদম্পতৌ অভি লক্ষ্যকৃত্য বহুলং যথাক্রান্তপা-  
ভিবদন্তী সতী প্রহাপয়িষ্যতি প্রেষয়িষ্যতি ॥ ৩২৪ ॥

অথৈতৎপ্রসঙ্গস্ত নির্দোষতাং প্রসঙ্গয়িতুং স্বয়ং কবিঃ কথকশ্চ মনঃকথাং বর্ণয়তি—অথৈতি  
গদ্যেন । তাং কথাং ব্যাক্তি—ততশ্চত্যাদিগদ্যেন । বিবিবেচ বিচারং কৃতবতী । রাসযোগে  
রাসোল্লেক্ষে । নিত্যোতি নিত্যা ব্যক্তিঃ প্রকাশো যস্তা এবভূতা যা স্বরূপশক্তি স্তস্তা বৃত্তিবিশেষো  
যস্তাঃ সা । যদ্বা তত্রা বৃত্তিং কারয়তি শব্দয়তি আবিস্করোত্তীতি যা তন্নিকর্ষাহকতয়া রাসপ্রয়োগস্ত  
নিকর্ষাহকতয়া বাদরাগণনা শুকেন সম্যক্ কথিতা সা যোগমায়া অহমেব তেন শুকেন রাসঃ  
প্রকাশঃ যথাস্তাৎ । পরিষদি সমায়াং তত্র প্রাপ্তং অবর্ণিত্রয়ং “অবর্ণিক্ষেপনিক্বাদপরীবাদাপবাদবৎ”

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন তারপর, তারপর । দেবর্ষি বলিলেন, তাহারপর সেই  
পৌর্ণমাসী, ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরীকে প্রত্যক্ষভাবে এইরূপ অনেক কথা বলিয়া  
গৃহে পাঠাইয়া দিবেন ॥ ৩২৪ ॥

অনন্তর কথকের এইরূপ মনের কথা হইয়াছিল যথা :—তাহার পর পৌর্ণমাসী  
মনে মনে বিচার করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধে অনাদিকাল হইতে প্রসিদ্ধ,  
শ্রীমদ্ভাগবতই প্রধান প্রমাণ । তাহার মধ্যে রাসের উল্লেখকালে “শ্রীকৃষ্ণ  
যোগমায়া অবলম্বন করিয়াছিলেন” ভাগবত । ( ১০ । ২৯ । ১ ) এই বচন দ্বারা

( ক ) এতদ্ভূ শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুবাগ্বেদে ক্ষুটীকৃতমন্তি যথা আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়-  
স্বকাম বৃন্দাবনঃ রম্যা কাচিৎপাশনা ব্রজবধুবর্ণেণ যা কল্পিতা । শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং  
প্রোমা পুমর্থো মহান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোমর্ভমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥ ইতি ।

বাদরায়ণিনা সমুদীরিতা সা পুনরহমেব । তত্র তেন রাসং  
প্রকাশং পরীক্ষিৎ-পরিষদি বর্ণয়িত্বা তত্র (ক) প্রাপ্তমবর্ণিত্রিতয়ং  
নিরস্ত রস্ততয়া সমাহিতং । তথা সম্প্রতি ব্রজেহপি তৎ-  
প্রসক্তমিতি জ্ঞাত্বা ময়াপি সমাধেয়ং । তত্র “তেজীয়সাং ন  
দোষায়ৈ”তিবদত্রাপি যত্বপি নরকাদানীতেত্যাদিনা তল্লেপ-  
সম্ভাবনাপযাপিতৈব ॥ ৩২৫ ॥

ইত্যমরাং । “সংস্থাপনায় ধর্মস্ত প্রমাণেতরস্ত চ । অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ ।”  
“স কথং ধর্মসেতুনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা । প্রতীপমাচরৎ ব্রহ্মন্ পরদার্য্যভিঘর্ষণঃ । আপ্ত-  
কামো যদ্রপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতং কিমভিপ্রায় এতন্মঃ সংশয়ং ছিকি হুত্রত ইতি পদ্যত্রয়েণ  
আক্ষেপত্রয়ং স শুকো নিরস্ত পরিত্যক্তা রস্ততয়া সভ্যানামাশ্বাদ্যতয়া । তৎ আক্ষেপত্রয়ং  
প্রসক্তং যথা শুকঃ সমাহিতবান্ তথা ময়াপি সমাধেয়ং । তস্ত নিরসনপ্রকারং বিবৃণোতি  
তত্রেত্যাদিনা । অত্রাপি যদ্যপি নরকাদানীতগুরুকুমারতয়া জিতধন্দরাজধামা রাজদঘজিন্নামা  
সোহয়মেতদনুরক্তজনাঃ প্যধর্মস্ত কলয়াপি স্পৃষ্টঃ ত্রষ্টুং চ ন শক্যত এব কিম্ব লজ্জামাত্রং তস্ত  
তস্ত চ মধ্যাদাপযাপকমিত্যনেন তল্লেপসম্ভাবনা প্রতীপলেপসম্ভাবনা অপযাপিতৈব নিরাসি-  
তৈব ॥ ৩২৫ ॥

নিত্য প্রকাশিত স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ যে যোগমায়া, ব্যাস-পুত্র শুকদেব,  
তাহাকেই রাসসম্পাদিকরূপে উল্লেখ করিয়াছেন । আর আমিই (পৌর্ণমাসীই)  
সেই যোগমায়া । শুকদেব সেই পরীক্ষিতের সভায় প্রকাশে রাসলীলা বর্ণনা  
করিয়া, তথায় উপস্থিত তিনটি তিরস্কার পরিহার করিয়া, সভাগণের যাহাতে  
আশ্বাদন হইতে পারে, এইরূপ সমাধান করিয়াছিলেন । সম্প্রতি ব্রজেও সেই  
বিষয়ের সম্ভাবনা হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া আমিও সাবধান করিব । তন্মধ্যে  
যে রূপ “তেজীয়সাং ন দোষায়” অর্থাৎ তেজীয়ান্ ব্যক্তিদিগের কোন বিষয় দোষ-  
জনক নহে” সেইরূপ এই স্থানেও যত্বপি “তিনি নরক হইতে গুরুপুত্রকে আন-  
য়ন করিয়াছিলেন ?” ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা প্রতিকূল বিষয়ের লোপ সম্ভাবনা  
নিরাসিতই হইয়াছে ॥ ৩২৫ ॥

( ক ) অবর্ণঃ গর্হায়াং । অবর্ণক্ষেপনিকাদপরীবাদাপবাদবৎ ইত্যমরঃ ।

ভাগবতে ১০ । ৩৩ । ২৬ । শ্রীপরীক্ষিৎসন্দোহে শ্রীশুকোত্তরঃ আলোচনীয়মত্র ।

অথ পরদারবারসমাহারকারণানাচারশ্চ যথা “গোপীনাং তৎপতীনাং চে”ত্যেনে যং পরিহারমাপিতস্তথাত্রাপি তাশ্চ ন কেবলং রাগত এব তাদৃশীং গতিমাগতা ইত্যাদিনা তাস্থ তদীয়নি ত্যাস্তনাভাববাস্ততঃ স চ সাস্পীকৃতঃ ॥ ৩২৬ ॥

তথাপি “নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়ৈ”তিবদসূয়াভাসবত্তয়া সম্ভাবিতাস্তৎপতিস্মন্যাঃ সমাধাতব্যাঃ । তচ্চ তদ্রহস্যং পূর্বং গুপ্তমাসীদতি মায়াদ্বারা যথাগুপ্তং সমাহিতং সাম্প্রতং তু

অথ দ্বিতীয়াক্ষেপঃ পরিহৃত্যুং প্রকৃত্যে—অথৈত্যাদিগদ্যেন । পরদারাণাং বারঃ সমূহ স্তস্য যঃ সমাহর একত্র মিলনঃ স এব কারণঃ যস্য এবস্তুতো যোহনাচারঃ প্রতিষিদ্ধাচরণঃ । “গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষাক্ষৈব দেহিনাং । যোহস্তশ্চরতি সোহধ্যাক্ষ এব ক্রীড়নদেহভাক্” ইত্যানে যঃ তাদৃশানাচারং পরিহারমাপিতঃ আপিত তথাত্রাপি ময়া তাশ্চ ন কেবলং রাগত এব তা স্তাদৃশীং গতিমাগতাঃ কিস্ত্বনাদিস্ত্যভাবতয়া তদ্ব্যভাবতশ্চেতি মন্ত্রদ্রষ্টারোহপি নিষ্টক যন্তীত্যনেন তাস্থ তদীয়নি ত্যাস্তনাভাববাস্ততঃ কৃষ্ণস্বক্যো যো নিত্যরমণীভাব স্তস্য ব্যস্ততঃ গৃঢ়তাৎপর্যাকবাক্যতঃ স চ তদীয়নিত্যরমণীভাবঃ সাস্পীকৃতঃ সমর্থীকৃতঃ ॥ ৩২৬ ॥

যদ্যপি পূর্বোক্তাবচারেণ প্রতীপঃ পরিহৃত্য স্তথাপি অসূয়াভাসবত্তয়া অসূয়াভাসোহস্মিন তত্তয়া সংভাবিতা তৎপতিস্মন্যাস্তাসাং রাধাদীনাং অহং পতিরিতি মন্ত্রস্তে যেতে । তদ্রহস্যং তাসাং কৃষ্ণস্ত নিত্যরমণীভবঃ মায়াদ্বারা যথা সমাহিতমাসীৎ সাম্প্রতং তত্তদ্রহস্যং ব্যস্তমভূদिति

অনন্তর পরদার সমূহের একত্র মিলন যাহার কারণ, এইরূপ নিষিদ্ধ বিষয়ের অন্বেষণ হইয়াছিল । ‘যিনি গোপীদিগের, তাহাদের পতিদিগের এবং সমস্ত প্রাণিদিগের অন্তরে বিচরণ করেন’ ইত্যাদি বচন দ্বারা যে অনাচার পরিহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই স্থানেও তাহারা কেবল অমুরাগবশতঃ নহে, ‘ঐরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল’ ইত্যাদি বচন দ্বারা গোপীদিগের উপরে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সিদ্ধ নারীভাব-বিষয়ক গৃঢ় তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যে, ঐ নারীভাব সমর্থিত হইয়াছে ॥ ৩২৬ ॥

তাহা হইলেও, শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া নিশ্চয়ই তাহারা কৃষ্ণের উপরে অসূয়া প্রকাশ করে নাই । এই বাক্যের মত, যাহারা মনে মনে আপনাদিগকে রাধিকা প্রভৃতি রমণীর পতি বলিয়া বিবেচনা করিত, তাহাদিগকে অসূয়ার আভাস-

ব্যক্তমভূদিতি তথা তদ্বারা ব্যক্তমেব সমাধেয়ং । যেন চ সর্বেষামপি সর্বসমাধানমাধেয়ং ভবিতা । অন্যথা তত্তৎকরণং ব্রূথাপরং স্ফাদিতি ॥ ৩২৭ ॥

অথ স্পষ্টমাচক্ষত্বং । ঋষিরুবাচ ;—দিনান্তরে তু সর্ব-  
মিমল্লগায়াং যথারুভান্তে বর্তিতে সর্বাঃ সাধারণমহোদয়াঃ

হেতো স্তথা তদ্বারা মায়াদ্বারা ব্যক্তং স্পষ্টমেব সমাধেয়ং যেন চ স্পষ্টসমাধানেন সর্বসমাধানং তাঙ্গাঃ মায়ামূর্ত্তানামন্তৈঃ সহ বিবহনং স্বরূপাণাং কৃষ্ণপ্রেয়সীং আধেয়ং অর্পয়িতবাঃ ভবিতা । অন্তথা তত্তৎকরণং তাঙ্গাঃ মায়াকলিতাদিকং ব্রূথাপরং নিরর্থকমেব স্ফাদিতি ॥ ৩২৭ ॥

এবং মনঃকথাং নিধায়া স্পষ্টং যথাহ তদ্বর্ণয়তি—অণেত্যাदिना । তত্র ঋষিবাচ্যঃ দিনান্তরেত্যাदि । সাধারণমহোদয়াঃ সাধারণেন সামাঞ্চেन মহন্ত উৎসবন্ত উদয়ে

রূপে সম্ভাবিত বলিয়া সমাধান করিতে হইবে । ঐ সকল রমণীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ রমণী বলিয়া প্রসিদ্ধ, এইরূপ রহস্ত পূর্বে গুপ্ত ছিল । উহা গুপ্ত থাকিলেও যেদ্রুপ মায়া দ্বারা সমাহিত হইয়াছিল এবং সম্প্রতি কিন্তু ব্যক্ত হইয়া ছিল, এই হেতু স্পষ্টই মায়াদ্বারা সমাধান করিবে । ঐরূপ স্পষ্ট সমাধান দ্বারা সকলেরই সকল প্রকার সমাধান অর্থাৎ মায়া মূর্ত্তিধারিণীদিগের অন্তের সহিত বিহার, ( ক ) এবং স্বরূপ শক্তিদিগের কৃষ্ণের সচিত প্রেয়সীরূপে বিহার, সমর্থন করিতে হইবে । এইরূপ স্বীকার না করিলে, তাহারা যে মায়াকলিত, ইত্যাদি বিষয় নিরর্থক হইয়া যায় ॥ ৩২৭ ॥

অনন্তর এইরূপ মনের কথা স্থির করিয়া কথক স্পষ্টরূপে বলিতে লাগিলেন ।

( ক ) প্রপঞ্চ অর্থাৎ প্রাকৃত জগতে দৃশ্যমান লীলাই মায়িক । কিন্তু এই মায়া সাধারণ জাগতিক বস্তুরচয়িত্রী মায়া নহে, উহাকে ভগবানের অঘটনঘটনপটীয়সী যোগমায়া বা লীলা-শক্তি বলে । নচেৎ ভগবানের অবতার ও পরিবার সাধারণ জীবের তুল্য হইয়া পড়ে, হুতরাং সেই যোগমায়াঘটিত রূপধারিণী রাধিকাদির সঙ্গেই সাধারণ গাতিসম্পর্ক, সে মায়িক সম্পর্কও আবার কাব্যিক নহে, কেবল মায়িক বিবাহ মাত্রই, প্রকৃতপক্ষে তাহারা কৃষ্ণগতপ্রাণ । ইহা পরকীয়া-রসপুষ্টির জন্ত এবং ইহা প্রপঞ্চের মীমাংসা । কিন্তু অপেক্ষাত্তি যে নিত্য লীলা যাহা গোলোকে বিরাজমান তাহা মায়ার পার, এইখানে যোগমায়া কোন অঘটন ঘটান না । তবে লীলায় কোন কোন সাহায্য করেন । ইহা স্বকীয়া লীলা ।

শ্রীরাধাদয়শ্চ তত্রাগমিষ্যন্তি । কিন্তু পূর্বত এব জনসঙ্গীত-  
ব্রজেশনির্মিতানঙ্গীকারতামানুনো (ক) দুঃখভঙ্গীসঙ্গীতাং মংস্রন্ত  
এব । তব চ রুক্ষতাবীক্ষণেন তাঃ সূক্ষ্মাঙ্গতাং গমিষ্যন্তি ।  
তত্র সাম্প্রতমন্ত্যাসাং স্বসমানকন্ত্যানামঙ্গীকারেণ হৃৎকমলেহপি  
ভঙ্গিতামাপৎস্রন্তে ॥ ৩২৮ ॥

যেযাং তে তত্রাগমিষ্যন্তি শ্রীরাধাদয়শ্চ কিন্তু পূর্বতঃ পূৰ্বকালমারভ্য এব জনসংগীতো ব্রজেশ-  
নির্মিতানঙ্গীকারো যাসাং তন্তাং আনুনো দুঃখভঙ্গীসঙ্গীতাং দুঃখভঙ্গ্যা মিলিতাং । তাঃ  
শ্রীরাধাদয়ঃ সূক্ষ্মাঙ্গতাং অতিকৃশতাং গমিষ্যন্তি । কিন্তু তত্রৈতি অন্ত্যাসাং স্বসমানকন্ত্যানাং  
ধন্ত্যাদীনামঙ্গীকারেণ হৃৎকমলে চিত্তপথেহপি ভঙ্গিতাং কোটিল্যবিশেষতামাপৎস্রন্তে সংগং-  
স্রন্তে ॥ ৩২৮ ॥

প্রথমে দেবর্ষি বলিলেন, অত্র দিবসে সকলের নিমন্ত্রণ হইলে, যথাবিধি সমস্ত  
বৃত্তান্ত সমাপ্ত হইলে, সামান্য রূপে যাহাদের উৎসব প্রকাশিত হইয়াছে, সেই  
রাধিকা প্রভৃতি সকল রমণী, তথায় আগমন করিবেন । কিন্তু পূর্বকাল হইতে  
আরম্ভ করিয়া ব্রজরাজ যে সর্বজনের সমক্ষে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহাকেই  
তাহারা আপনাদের দুঃখভঙ্গীর সঙ্গী বলিয়া বিবেচনা করিবেন । আর তোমার  
এইরূপ, কর্কশভাব দর্শন করিয়া তাহারা ক্রুশতা প্রাপ্ত হইবে । তন্মধ্যে সম্প্রতি  
নিজের সমান অত্রান্ত ধন্ত্য প্রভৃতি কন্তাদিগকে অঙ্গীকার করাতে তাহারা হৃদয়-  
কমলেও কুটিলতা বিশেষ প্রাপ্ত হইবে, তথায় এইরূপ ভাবী শ্লোকও আছে ॥৩২৮॥

তথা চ ভাবী শ্লোকঃ ;—

দাবত্রস্তা মৃগ-দুহিতরশ্চন্দ্রহীনাশ্চকোষ্যঃ

অস্তা বৃক্ষান্নবকলতিকা নীররিক্তাঃ শফর্য্য ।

উজ্জাপ্রাস্তাধিরপগতা হস্ত ! নব্যাজনাল্যো

যদ্বদৃষ্টা হরবিরহিতা রাধিকাত্যাশ্চ তদ্বৎ ॥ ৩২৯ ॥

তদেবং তাসাং কৃচ্ছ্রায়মাণানামমিতাভ্যামিততাদৃশ্বরী  
শ্রীব্রজেশ্বরী তু বাষ্পপূর্ণনয়না পৌর্ণমাসীং নির্বর্ণয়িষ্যতি ।  
সা তু বাদয়তি ;—সর্বৈ সর্বতোহপ্যঘিচ্ছন্ত । যথাগতন-  
নিমন্ত্রণতঃ কশ্চিদপি ন পশ্চিমতামগতি ॥ ৩৩০ ॥

তচ্চ ভাবিলোকেন বর্ণয়তি—দাবত্রস্তা ইত্যনেন । দাবত্রস্তা দাবো বনানি স্তেন ত্রস্তাঃ  
মৃগদুহিতরো মৃগবালিকাঃ বৃক্ষাঃ অস্তাঃ শ্লিতা নবকলতিকাঃ শার্বে কঃ । নবলতাঃ নীরং জলং  
তেন রিক্তাঃ ত্যক্তাঃ শফর্য্যো মৎস্তভোদাঃ উজ্জাপ্রাস্তাঃ অতিশীতলপক্ষাঃ বহিরপগতা বা নির্গতা  
নব্যাজনাল্যো নবীনপদ্মদণ্ডা যদ্বৎ যথা দৃষ্টা হরবিরহিতা রাধিকাদ্যাঃ তদ্বৎ তথা দৃষ্টাঃ ॥ ৩২৯ ॥

ভূতো যদ্বন্তঃ ভবিষ্যতি তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদিগদ্যেন । কৃচ্ছ্রায়মাণানাং আত্মনঃ  
কৃচ্ছ্রমশুভবন্তি যান্তাসাং অমিতাভ্যামিততাদৃশ্বরী অমিতা মানরহিতা বা অভ্যামিতা অস্বাস্থ্যতা  
তাং দৃষ্টুং শীলমন্তাঃ সা, ব্রজেশ্বরী তু বাষ্পেণ নেত্রজলেন পূর্ণে নয়নে যজ্ঞাঃ সা নির্বর্ণয়িষ্যতি  
হৃষ্টুং প্রেরয়িষ্যতি । সা পৌর্ণমাসী সর্বতোহপি সর্বতোভাবেহপি অঘিচ্ছন্ত অহু সহ একদা ইচ্ছন্ত ।  
ন পশ্চিমতাং বিমুগতাং নাকতি ॥ ৩৩০ ॥

যথা :—দাবানলের ভয় পাইলে মৃগবালিকা সকল যেক্রপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়,  
চন্দ্র-বিহীন চকোরাদিগের যেক্রপ উদ্দিশা, দুক হইতে স্বলত হইলে অভিনব  
লতিকাদিগের যেক্রপ শোচনীয় অবস্থা ঘটে, নীরশূন্য শফরী ( পুঁটি ) মৎস্তদিগের  
যেমন দশা হয় ; তায় ! পক্ষপ্রাস্ত হইতে বাহিরে আসিলে নবীন পদ্মদণ্ডদিগের  
যেক্রপ অবস্থা দেখা যায় ; সেইক্রপ শ্রীকৃষ্ণ বিয়হে রাধিকা প্রভৃতি রমণীদিগেরও  
অবস্থা দেখা গিয়াছে ॥ ৩২৯ ॥

অতএব এইরূপে ঐ সকল নারী যখন আপনাদের কষ্ট অশুভব করিবেন,  
তখন শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী, তাহাদের অপরিমিত অশুভতা দর্শন করিয়া বাষ্পপূর্ণ  
নয়নে পৌর্ণমাসীকে প্রেরণ করিবেন । এবং তিনিও বলিবেন । সকসেই

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ !—ততস্ততঃ ? ॥

ঋষিরুবাচ !—ততস্তদাকর্ণনমাত্রতঃ সর্বৈ সর্বতো নির্বর্ণনায়  
সম্ভবতঃ সত্ত্বমেব চাগত্য যথাবৎ কথয়িষ্যন্তি । তেষু কাশ্চি-  
ন্মহিলাস্তু কিঞ্চিদপ্যপ্রস্তুত্য শ্রীরাধিকাদিকাঃ প্রত্যপূর্ব্বতাপূর্ব্বং  
দ্রক্ষ্যন্তি । ততঃ পৌর্ণমাসী বক্ষ্যতি ॥ ৩৩১ ॥

কিমিব পশ্যথ । কিমিব চ কিঞ্চিন্ন কথয়থ ?

তা বক্ষ্যন্তি ;—কিমিব বক্ষ্যামঃ । যতঃ সর্বৈরাহতং মন্তেত ॥

পৌর্ণমাসী বক্ষ্যতি ;—তথ্যক্কেৎ কথ্যতাং ? ময়ি কৃষ্ণ-  
মাত্রি চ । তাস্তু নীচৈর্ব্বক্ষ্যন্তি । তত্রাপ্যেতাসাং রাধি-

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ— ততস্ততঃ । ঋষিঃ উবাচ তদাকর্ণনমাত্রতঃ নিমন্ত্ৰণশ্রবণমাত্রতঃ নির্বর্ণনায় দর্শনায়  
সম্ভবং শীঘ্রমেব যথাবৎ যথাযোগ্যং । মহিলাঃ স্ত্রিয়স্ত অপ্রস্তুত্য প্রস্তাবমকুহা প্রত্যপূর্ব্বং পূর্ব্ব-  
প্রতি প্রত্যেকং অপূর্ব্বতাপূর্ব্বং যব তদযথা স্মাতুধা শ্রীরাধিকাদিকাঃ দ্রক্ষ্যন্তি ॥ ৩৩১ ॥

ততঃ পৌর্ণমাসীবাচ্যঃ বর্ণয়তি—কিমিব পশ্যথৈত্যাদি গদ্যোন । ইব বাক্যালঙ্কারে । তাঃ  
মহিলাঃ । কিং বক্ষ্যামঃ আহতং মিথ্যাং মন্তেত । পৌর্ণমাসী বক্ষ্যতি—তথ্যং সত্যং চেৎ ময়ি  
কৃষ্ণজনম্মাৎ কথ্যতাং । তা মহিলাঃ বক্ষ্যন্তি । তত্রাপি অপূর্ব্বদর্শনেহপি ধৃততুল্যতাপূর্ত্তীধৃত্য

সর্ব্বতোভাবে এক সঙ্গে ইচ্ছা করুন । অঙ্কুর নিমন্ত্ৰণে কেহ যেন বিমুখতা  
প্রাপ্ত না হন ॥ ৩৩০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন তারপর, তারপর । দেবর্ষি কহিলেন, তাহার পর, তাহা  
শ্রবণ করিবামাত্র, সকলেই সর্ব্বতোভাবে দর্শন করিতে মিলিত হইবেন, এবং  
সত্ত্বর আগমন করিয়া যথাযোগ্য বলিতে থাকিবেন । তাহাদের মধ্যে কতিপয়  
মহিলা, কোন বিষয়ের প্রস্তাব না করিয়া, শ্রীমতী রাধিকাদিগের প্রতি অপূর্ব্ব  
ভাবের সহিত দর্শন করিবেন । তাহার পর পৌর্ণমাসী বলিবেন ॥ ৩৩১ ॥

তোমরা কি দেখিতেছ, এবং কেনই বা কোন কথা বলিতেছ না । তাহারা  
বলিবে, আমরা কিই বা বলিব, যেহেতু সকলেই আমাদের কথাকে মিথ্যা বলিয়া  
ভাবিয়া থাকে । পৌর্ণমাসী বলিবেন, যদি সত্য হয়, তবে আমার কাছে এবং  
কৃষ্ণ জননীর কাছে নিবেদন কর । তাহারা ধীরে ধীরে বলিবেন, পূর্ব্ব দর্শন

কাদিকানাং ধৃততুল্যতাপূৰ্ণীমূৰ্ত্তীৰপশ্যাম । পৌৰ্ণমাসী স্পষ্টং  
বক্ষ্যতি ;—অন্যাস্চ পুনরচ্ছং গচ্ছন্ত ॥ ৩৩২ ॥

কৃষ্ণ উবাচ !—ততস্ততঃ ? ॥

ঋষিরুবাচ !—ততো বহলকুতন্তনযুগা বহলা মহিলা স্তত্র  
তত্র গতা জাততাদৃশব্রহ্মতে । পূৰ্ব্বতাস্ত্রস্তে লক্ষসহস্রাস্তদেবা  
বৰ্ভয়িস্যন্তি । বার্তায়াঃ ৫১ ব্রজরাজসভাপর্য্যন্তং পর্য্যবসিষ্যতি ।  
ব্রজরাজশ্চ পৌৰ্ণমাসীমনু তূৰ্ণমাসাদ্য প্রসাদ্য চ বক্ষ্যতি ।  
ভগবতি ! পরমবিস্মাপনমিদমস্মান্ বোধয় ।

পৌৰ্ণমাসী বক্ষ্যতি ;—ভবৎকন্যাভাবাভিমানন্যামাখ্যায়ামিদ-

তুল্যতায়াঃ পূৰ্ণিঃ পূৰ্ণতা ষাসাঃ তা মূৰ্ত্তিস্তনূরপশ্যাম । পৌৰ্ণমাসী বক্ষ্যতি । অন্যা মহিলাঃ  
অচ্ছং স্পষ্টং গচ্ছন্ত ॥ ৩৩২ ॥

কৃষ্ণ উবাচ ! ততস্ততঃ । ঋষিরুবাচ ! বহলং প্রচুরং কুতূহলং বহন্তি ষা বহলা  
অনেকাঃ মহিলাঃ তত্র তত্রচ রাধাদিনিকটে জাততাদৃশত্বাঃ জাতং তাদৃশত্বং স্বরূপং  
যাতি স্তাঃ পৌৰ্ণমাস্যস্তে তে তস্তাঃ সমীপে লক্ষসহস্রা লক্ষং সত্ত্বং ধৈর্য্যং ষাসাঃ তাঃ  
আবৰ্ভয়িস্যন্তি যথা দৃষ্টং তৎ কথায়িস্যন্তি । এষা বার্তা আশ্চর্য্যবোধিকা পর্য্যবসিষ্যতি  
পর্য্যবসানং প্রাপ্যতি । অনুলক্ষীকৃত্য তূৰ্ণং শীঘ্রমাসাদ্য প্রাপ্য প্রসাদ্য চ বক্ষ্যতি । পরম  
বিস্মাপনং পরমবিস্ময়প্রাপকমিদং বোধয় জ্ঞাপয় । পৌৰ্ণমাসী বক্ষ্যতি । তব কন্যাভাবমভিমন্তঃ

না হইলেও, এই সমস্ত রাধিকা প্রভৃতি রমণীদিগের মূৰ্ত্তিদিগকে সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্য  
ধারণ করিতে দেখিয়াছি । পৌৰ্ণমাসী স্পষ্টাক্ষরে বলিবেন, আর অন্যান্য মহিলা-  
গণ, স্পষ্টরূপে গমন করুক ॥ ৩৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তারপর, তারপর । ঋষি বলিলেন, তাহার পর সেই সমস্ত  
বহুতর রমণী, প্রচুর কুতূহল ধারণপূর্ব্বক, তত্ত্বং স্থলে (রাধিকাদির নিকটে)  
গমন করত তাদৃশ স্বরূপ অবগত হইয়া, পুনরায় পৌৰ্ণমাসীর নিকটে ধৈর্য্যলাভ  
করিল । যেরূপ দেখিয়াছিল, সেইরূপ কথাই নিবেদন করিবে । এই বার্তার  
শেষে ব্রজরাজের সভাপর্য্যন্ত গমন করিয়া সমাপ্ত হইবে । ব্রজরাজও পৌৰ্ণ-  
মাসীকে লক্ষ্য করিয়া সত্ত্বর আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া বলিবেন ।



মাশ্চর্য্যং পর্য্যবস্রতি । ভবাংস্তু সর্বব্রজস্থং স্ত্রীপুংসব্রজমেক-  
সভানুগতং করোতু ॥ ৩৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ !— ততঃ ? ॥

ঋষিরূপঃ পৌর্ণমাসী ত্রীর্ণা জ্ঞাতকার্য্যগতিনা ব্রজভূপতিনা  
তদভিহিতং তথা বাহিতং বক্ষ্যতি ॥ ৩৩৪ ॥ পৌর্ণমাসী মহিতায়াং  
তস্ম্যমেব সভায়ামাহিতব্রজাসন আসীনঃ মপি প্রণিহিতবতী  
ভবিতা । তদাব্যবহিতমেব চ সিংহপৃষ্ঠাহিতমহিতবিগ্রহা  
মহায়ুধাক্তবেষ্টিতা দেবীগণসেবিতা দেবী নভসঃ সরভসমব-

শীলমস্যা স্তস্যামাখ্যায়াঃ শ্রেষ্ঠায়াঃ অর্থাদেকানংশায়াঃ পধ্যবস্রতি সমাপ্তিঃ যান্ততি  
স্ত্রীপুংসব্রজং স্ত্রীপুংসমুহং একসভায়ামনুগতং মিলিতং ॥ ৩৩৩ ॥

কৃষ্ণ উবাচ ততস্ততঃ । ঋষিরূপাচ—জ্ঞাতকার্য্যগতিনা জ্ঞাতা কার্য্যস্য গতিরভূপায়ো যেন  
তেন তদভিবিহিতে সর্বেষাং তস্মিন্ নিমন্ত্রণে অভি সর্বভাবেন বিহিতে কৃতে সতি মহিতায়াঃ  
শ্রেষ্ঠায়াঃ সভায়াঃ আহিতব্রজাসনং আহিতং মর্পিতং যৎ ব্রজাসনং সমাধাপযুক্তমাসনং  
তস্মিন্ আসীন সতী কিমপি সপ্রণিধানবিশিষ্টা ভবিতা ভবিষ্যতি । তদাব্যবহিতং তস্মিন্  
প্রণিধানে অব্যবহিতং ব্যবধানরহিতং যথা স্যাৎ তথা দেবী নভস আকাশাং সরভসঃ শীঘ্রং  
অবতরিষ্যতি কিং তু নিহিতং সিংহপৃষ্ঠে আহিতঃ স্থাপিতো মহিতঃ পূজিতো বিগ্রহো যস্যো সা

ভগবতি ? আপনি এই পুরুষ বিস্ময়-জনক ব্যাপার, আমাদিগকে জ্ঞাপন করুন ।  
পৌর্ণমাসী বলিবেন, তেঁা এই কহা ভাবভিমানিনী আখ্যাতে এই আশ্চর্য্য সমাপ্ত  
হইবে । তুমি কি সমস্ত ব্রজবাসী স্ত্রী পুরুষদিগকে এক সভাতে সমবেত  
কর ॥ ৩৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তারপর, তারপর । দেবর্ষি বলিলেন, ইহা অবধারণ করিয়া,  
কার্য্যের সমস্ত উপায় জানিতে পারিয়া ব্রজরাজ, সকলের নিমন্ত্রণ কার্য্য, সর্বতো-  
ভাবে সম্পাদন করিলে, তেঁামার হিতকারী পৌর্ণমাসী সেই প্রশস্ত সভাস্থলে  
সমাধির উপযুক্ত সমর্পিত ব্রজাসনে আসীন হইয়া কোন বিষয়ে প্রণিধান করিবেন ।  
এই প্রণিধানের অব্যবহিত পরক্ষণেই, নিজের শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য শরীরটাকে সিংহপৃষ্ঠে  
সমর্পণ করিয়া এবং শূল প্রভৃতি অষ্ট মহাস্ত্রদ্বারা পরিবেষ্টিত হইলেন, দেবীগণ

তরিস্যতি । অবতীর্ণমাত্রা চ পৌর্ণমাস্তা ব্রজেশ্বরয়োঃ কৃষ্ণ-  
কৃষ্ণাগ্রজয়োরন্তেষামপি ভূমিস্পৃশামভূমিস্পৃগ্‌মানিনী যথাস্তায়-  
মভিবাদনাদিকমাকাশত এব প্রকাশয়িস্যতি ॥ ৩৩৪ ॥

ততঃ সান্ধৰ্য্যং পর্যাবলোকমানেষু তেষু দেবী বক্ষ্যতি,—  
কথম্বেহ সন্দেহঃ ক্রিয়তে । পূর্বত এব তাবদুভয়বিধা এতা  
নাপূর্বতয়া মন্তব্যাঃ । পূর্বাসাং সজাতীয়া দ্বিতীয়া হি

মহেতি । মহাযুধানাঃ শূলাদীনামষ্টকেন বেষ্টিতা দেবীগণৈঃ সেবিতা চ । অবতীর্ণমাত্রা  
অবতীর্ণব ভূমী পৌর্ণমাসাদিপক্ষানাং অস্তেষামপি ভূমিস্পৃশাঃ ভূমিস্থিতানাং স্বয়ং ভূমি-  
স্পৃগ্‌মানিনী আস্থানং দেবতাং ভূমিস্পৃশং মন্যতে অভূমিস্পৃগ্‌মানিনী সতী যথাস্তায়ং যথা-  
যোগ্যং অভিবাদনাদিকং প্রণত্যাাদিকং আকাশত আকাশমাশ্রিতা প্রকাশয়িস্যতি ॥ ৩৩৪ ॥

ততো যদ্বৃন্তং ভবিতা তদ্বর্ণয়তি—তত ইত্যাদিগদ্যোন । সান্ধৰ্য্যং যথাস্তায়ং তথা স্বঃ পথা-  
বলোকমানেষু তেষু সভাস্তেষু । দেবীবচনং বর্ণয়তি—কথমিত্যাदिना । ইহ দ্বিরূপপ্রতীতো  
পূর্বতো বিবাহকালান্তে এতা উভয়বিধা দ্বিরূপা বভূবুরতোহপূর্বতয়া ন মন্তব্যাঃ । তত্র  
পূর্বাসাং নিত্যকৃষ্ণপ্রেয়সীনাং সজাতীয়া স্তূল্যাকারা দ্বিতীয়া হি যোগমায়া, যা আদেশেন গর্গ-  
বিষ্মং গর্গকৃতনিষেধরূপং বিষ্মং নিব্রতা প্রনষ্টং কুব্ধন্ত্যা ময়া একানংশাপ্যয়া নির্মিতাঃ ।

তাঁহার সেবা করিতে লাগিল । এই ভাবেই দেবী সত্তর আকাশ হইতে অবতীর্ণ  
হইবেন । তিনি অবতীর্ণ হইবামাত্র পৌর্ণমাসী, ব্রজরাজ ব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণ, এবং  
কৃষ্ণাগ্রজ বলরাম এবং অপরাপর ভূতলবাসী লোক তাঁহাকে প্রণামাদি পূজাকার্য্য  
সম্পাদন করিবেন । তিনি দেবী, স্তুতরাং ভূতলস্থিত না হইলেও যথাযোগ্য  
প্রণামাদি কার্য্য, আকাশ হইতেই স্বয়ং গ্রহণ করিবেন ॥ ৩৩৪ ॥

অনন্তর সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিগণ আশ্চর্য্যের সহিত তাঁহাকে অবলোকন করিলে,  
দেবী বলিতে থাকিবেন । কেনই বা তোমরা এই বিষয়ে সন্দেহ করিতেছ ?  
পূর্বেই বিবাহের প্রারম্ভে এই সকল নারী দ্বিরূপা হইয়াছিল । অতএব তোমরা  
ইহা অপূর্ব্ব ( আশ্চর্য্য ) বলিয়া বিবেচনা করিও না । তাঁহার মধ্যে যাহারা নিত্য  
কৃষ্ণপ্রেয়সী তাহাদিগের তুল্যাকৃতি দ্বিতীয় মূর্ত্তি, যোগমায়ার আজ্ঞানুসারে গর্গ-  
মুনির বিষ্ম করিয়া, আমিই মায়াদ্বারা নির্মাণ করিয়াছিলাম । তাঁহার দৃষ্টান্ত

যোগমায়াজ্জয়া গর্গবিল্বং নিম্বত্যা মায়য়া ময়া নিম্বিতাঃ ।  
সংজ্ঞায়াশ্ছায়াবৎ রত্যান্তম্মায়াকল্লিতাবচ্চ ॥ ৩৩৫ ॥

তাশ্চেচমা গৃহগৃহাং সঙ্গৃহ্মামীতি তথাহ্মায় সাপহুবং কুলবধু-  
মধ্যে বিধায় পুনর্বক্ষ্যতি—লক্ষ্যতাং কুলপালিকাভিরুভয়-  
বিলক্ষণতা । যৎ পরমলক্ষ্মীলক্ষ্মাণি প্রাগাগতানামেব লক্ষ্যন্তে  
নারীাগাগতানাং । তথা মণিতত্ত্বদৃশামিব তাদৃশাং দৃষ্টিভিরেব  
নেত্রানন্দক-সৌন্দর্য্যবিশেষবৃষ্টিস্তাভ্য এব লভ্যা ন হন্যাসাং ।  
ন চ পুনরাভ্যশ্চাক্চিক্যচিক্ণকাচতুল্যাভ্যঃ ॥ ৩৩৬ ॥

“বিক্ষোর্ময়া ভগবতী যয়া সংমোহিতঃ জগৎ । আদিত্য প্রভৃণাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিত্যতী”তি  
ক্ষীরোদশায়িবাক্যং । তত্র দৃষ্টান্তঃ সংজ্ঞায়াঃ স্যাপহুয়া শ্ছায়ামূর্ত্তিবৎ । রত্যাঃ কামপত্ন্যা  
স্তম্মায়াকল্লিতাবৎ যা শম্বরগৃহে একটস্থিতা তদ্বৎ ॥ ৩৩৫ ॥

অতো ময়া তাঃ পূৰ্ব্ব ক্রিয়ন্তে ইত্যাহ তাশ্চেচমা ইত্যাদিগদ্যেন । গৃহগৃহাং প্রতিগৃহাং  
অহ্মায় ঋটিতি সাপহুবং গোপনেন সহ যথাস্থা তথা কুলবধুনাং মধ্যে নিধায় । কুলপালি-  
কাভি মহিলাভিরুভয়বিলক্ষণতা ভিন্নতা লক্ষ্যতাং । বৈলক্ষণ্যঃ নির্দিশতি যদিতি । পরমলক্ষ্মীণাং  
লক্ষ্মাণি চিহ্নানি প্রাক্ অগ্রে আগতানাং বিশ্বরূপাণামেব লক্ষ্যন্তে ন অর্বাগ্গতানাং ময়া-  
কল্লিতানাং । তথা মণয়ো হীরকাদয় স্তেভ্যাং যথার্থং পশ্যন্তি যে তেষামিব পরীক্ষকাণাং দৃষ্টিভি-  
রেব নেত্রানন্দকাদিবৃষ্টি স্তাভ্যঃ প্রাগাগতাভ্য এব লভ্যা নতু অন্তাসাং অপরীক্ষকাণাং  
ন চ পুনঃ চাক্চিক্যচিক্ণকাচতুল্যাভ্য আভ্যঃ মায়াকল্লিতাভ্যঃ ॥ ৩৩৬ ॥

এই, সূর্য্য পত্নী সংজ্ঞার যেরূপ ছায়ামূর্ত্তি হইয়াছিল, এবং কামপত্নী রতিদেবীর  
শম্বর গৃহে যেরূপ মায়াকল্লিত মূর্ত্তি স্পষ্টই বিদ্যমান ছিল ; এই স্থানেও সেইরূপ  
জানিবে ॥ ৩৩৫ ॥

এবং “সেই সকল নারীদিগকে আমি প্রত্যেক গৃহ হইতে গ্রহণ করিব ।” এই-  
রূপে তিনি শীঘ্র গোপন পূর্ব্বক কুলবধুদিগের মধ্যে রাখিয়া পুনর্ব্বার বলিবেন ।  
কুলপালিকা মহিলাগণ উভয়বিধ অভিন্নতা লক্ষ্য করুন । কারণ, যাহারা পূর্ব্ব  
আগমন করিয়াছেন, তাহাদিগেরই মহালক্ষ্মীর চিহ্ন সকল লক্ষিত হইতেছে ।  
কিন্তু যাহারা পরে আসিয়াছে, ঐ মায়াকল্লিত রমণীদিগের মহালক্ষ্মীর চিহ্ন দেখা  
যায় না । দেখ, যাহারা হীরকাদি মণির তত্ত্বজ্ঞ, তাহারা তাহা দেখিবামাত্রই

কৃষ্ণ উবাচ—ততস্ততঃ ? ॥

ঋষিৰুবাচ—অথ সৰ্ব্বাভিস্তুথা তদাশ্চর্য্যং সাক্ষাৎকার্য্য-  
মাণমবধার্য্য তদার্য্যাণাং সমজ্যায়ং নিবেদয়িম্যতে । হস্ত !  
যথাবদেব দেবী বদতীতি । ততঃ শ্রীব্রজরাজ-বচনং—  
তহ ধুনা কিং বিধেয়ম্ ? ॥ ৩৩৭ ॥

দেবী বক্ষ্যতি ;—ভোজনে নিবৃত্তে মল্লিকার্জিতাঃ স্বস্বপাতি-  
গৃহগনুবত্তন্তাম্ । পরাস্তু কৃষ্ণমাত্রপতিসম্মাতপরায়ণাঃ স্বস্ব

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—ততস্ততঃ । ঋষিৰুবাচ । ততো যদ্বৃত্তং ভবিষ্যতি তদ্বর্ণয়তি—অথৈতাদিগদ্যোন ।  
তথা তজ্জপেণ সাক্ষাৎ কাব্যমাণং সাক্ষাৎ প্রতীয়মানং অবধাব্য নিরীক্ষ্য সমজ্যায়ং সম্ভায়াং  
আয্যাণাং শ্রেষ্ঠানাং সম্বন্ধে তদাশ্চর্য্যং নিবেদয়িম্যতে হস্ত হর্ষে যথাবদেব সত্যমেবেয়ং  
বদতীতি ॥ ৩৩৭ ॥

ততঃ আশ্চর্য্যাক্রপাদিশ্রবণানন্তরং । তর্হি একেৎ সংপ্রতি কিং কর্তব্যং । ততো  
দেবীবাচ্যং বর্ণয়তি—ভোজনে নিবৃত্তে সমাহিতে সতি মায়াকল্পিতাঃ মল্লিকার্জিতাঃ ময়া সং

তাহার আনন্দপ্রদ সৌন্দর্য্য অবগত হইয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগের নেত্রে যেমন  
সেই দর্শনজনিত আনন্দ বৃষ্টি হইতে থাকে সেইরূপ হীরকতুল্য প্রকৃত রাধিকা-  
দিগকে দেখিলেই তাহাদিগকে চিনিতে পারা যায় এবং চক্ষে আনন্দধারা বর্ষিত  
হইতে থাকে । কিন্তু অত্যাগ্ন অকুলপালিকা নারীদিগকে দেখিলে সেরূপ হইতেই  
পারে না, যেমন চাকচিক্যশালী চক্ৰগকাচে দেখিলে তাহা পরীক্ষকের নিকট  
সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া নেত্রানন্দ প্রদান করিতে পারে না । সেইরূপ কাচতুল্য  
মায়াকল্পিত নারীদিগের নিকট হইতে নেত্রানন্দদায়ক সৌন্দর্য্য বৃষ্টি, লাভ হইতে  
পারে না ॥ ৩৩৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তারপর, তারপর । দেবর্ষি বলিলেন, তাহারপর সমস্ত  
রমণী, ঐরূপে সেই আশ্চর্য্যরূপে প্রত্যক্ষভাবে প্রতীয়মান হইতেছে, ইহা নিশ্চয়  
করিয়া সভাস্থলে আর্ষ্য ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে নিবেদন করিবেন, আহা ? ইহা  
অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় । ইনি যাহা বলিতেছেন, তৎসমুদয়ই সত্য । তাহার  
পর শ্রীব্রজরাজ বলিবেন, তাহা হইলে এক্ষণে কি করা কর্তব্য ॥ ৩৩৭ ॥

দেবী: বলিবেন, ভোজনকার্য্য সমাপ্ত হইলে, মায়াকল্পিত রমণীগণ, আমা-

পিতৃগৃহং । ময়া তু যমুনাতেহে ক্তপ্রশস্তালয়ে (ক) স্বাস্থ্যতে  
যদা যদা মাতৃচরণৈরাজ্ঞাপ্যতে তথা তদা ব্যবহর্তব্যম্ ॥ ৩৩৮ ॥

কৃষ্ণ উবাচ—ততস্ততঃ ? ॥

ঋষিরুবাচ—তদেবমাপ্রচ্ছনপূর্বকমাপৃচ্ছ্য প্রচ্ছন্মায়াং  
দেব্যাং সর্বেষু বল্লববলয়েষু প্রচ্ছন্মেষু বর্ণানাং বরবর্ণিনীভি-  
র্বর্ণ্যমানং তদাকর্ষ্য ভবৎপতিব্রতাস্ত তৎক্ষণাদেব জুষ্টিপরি-  
ত্যক্তমূর্তিকা ব্যক্তনিজকান্তিস্থূর্তিকাশ্চ ভবিষ্যন্তি ॥ ৩৩৯ ॥

প্রেমিতাঃ অম্ববর্তস্তাং তত্র তিষ্ঠন্ত পরাঃ স্বরূপভূতাস্ত কৃষ্ণমাত্রসম্মতিপরাযণাঃ কৃষ্ণ এব পতিঃ  
কৃষ্ণপতি স্তদর্শে মাত্রট্প্রত্যাঃ । তস্মিন্ যা সম্মতিস্তত্র নিপুণাঃ স্ব-স্ব-পিতৃগৃহমম্ববর্তস্তাং ময়াতু  
যমুনাতে ইষ্টো যঃ প্রশস্তালয়ো রম্যগৃহং তত্র স্বাস্থ্যতে ভালে প্রত্যাঃ । যদা যথৈতি পাঠঃ  
ব্যবহর্তব্যমাচরণীয়ং ॥ ৩৩৮ ॥

কৃষ্ণ উবাচ—তত স্ততঃ । ঋষিরুবাচ । তত এবং ভবিষ্যতি নিশাময়েত্যাহ তদেবমিত্যাদিগদোন  
আপ্রচ্ছন্নপূর্বকং হে আনন্দনসভাজনে আপ্রচ্ছন্নমিত্যমরাং সভাজনপূর্বকং যথাস্তান্তথা  
আপৃচ্ছ্য আজ্ঞাপ্য প্রচ্ছন্মায়াং অন্তহিতায়াং দেব্যাং সত্যাং বল্লববলয়েষু গোপসমূহেষু প্রচ্ছন্মেণ  
পরমস্থিতেষু বর্ণনাং বরবর্ণিনীভিঃ ব্রাহ্মণরমণীভির্বর্ণ্যমানং তৎ আকর্ষ্য শ্রদ্ধা তৎক্ষণাৎ সদা  
এব জুষ্টিপরিত্যক্তমূর্তিকা জরারহিততনুকা ব্যক্তনিজকান্তিস্থূর্তিকা ব্যক্তা প্রকাশিতা নিজ-  
কাস্তীনাং শোভানাং স্থূর্তিদীপ্তবাসাং তাশ্চ ভবিষ্যন্তি ॥ ৩৩৯ ॥

কর্তৃক প্রেমিত হইয়া স্ব স্ব পতির অনুসরণ করুক । আর যাহারা শ্রীকৃষ্ণের  
স্বরূপ-শক্তি-তুলা এবং একমাত্র কৃষ্ণকেই যাহারা সূচারুরূপে পতি বলিয়া  
বিবেচনা করে ; তাহারা পিত্রালয়েই অবস্থান করুক । আর আমিও যমুনাতে  
অভীষ্ট ও প্রশস্ত আলয়ে অবস্থান করিয়া থাকিব । পূজাপাদ জননী যখন যেক্রপ  
আজ্ঞা করিবেন, তখনই সেইরূপ কার্য করা যাইবে ॥ ৩৩৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তারপর, তারপর । দেবর্ষি বলিলেন আনন্দের সহিত এই  
কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তদীয় আজ্ঞানুসারে দেবী অন্তহিত হইলেন । সমস্ত গোপ-  
সমূহ পরম আত্মানন্দিত হইল । ব্রাহ্মণপত্নীদিগের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া,

(ক) যমুনাতে দৃষ্টহস্তালয়ে । ইতি গৌরবৃন্দাবন পুস্তকপাঠঃ ।

তথা হি ;—

রাজগ্রাসাদিব শশিকলা বারিদাদৃক্ষমালা

বর্ষাধ্বাৎ পুলিনরুচয়ঃ স্পর্শনাদীপলক্ষ্যঃ ।

নিষ্ক্রম্যামুঃ পরপরিভবান্তংক্ষণং বিন্দমানাঃ

কাস্ত্বং স্বীয়াং নয়নকদনং মোচয়েয়ুর্জনানাম ॥ ৩৪০ ॥

তত্র চ ;—

তারাস্থ চন্দ্রবলয়স্য কলাঃ কলাস্থ

তস্ত্র্যতিচারু দয়তে ক্ষুরণং যথা শ্রীঃ ।

গোপাঙ্গনাহ্বয়রমাস্থ বিশাখিকাদি-

সখ্যঃ সখীষু চ তথা রমভানুপুত্রী ॥ ৩৪১ ॥

তঃ স্তাসাং সদৃষ্টান্তঃ বৃত্তান্তং বর্ণয়তি—তথ্যহি—রাজগ্রাসাদিবেচিতপদোন। যথা রাজ-  
গ্রাসাৎ শশিকলা চন্দ্রাংগঃ নিষ্ক্রমতি, যথা বারিদান্নৈঘাৎ দৃক্ষমালা নক্ষত্রশ্রেণী, যথা বর্ষাধ্বাৎ  
বনানাশাৎ পুলিনস্য রুচয়ঃ শোভাঃ স্পর্শনাৎ তৃণাদিনা উদ্দীপনাৎ দীপশোভাঃ পুলিনরুচয়োত-  
স্পর্শনাদিতি পাঠে বায়ুস্পর্শাবাৎ তথা অমুঃ শ্রীরাধাদ্যাঃ পরপরিভবাৎ পতিস্মৃত্যাদিকৃত-  
পরিভবাৎ তংক্ষণং স্বীয়াং কাস্ত্বং বিন্দমানা লভমানাঃ জনানাং অনুরাগিণাং নয়নয়োঃ কদনং  
বিকলভাৎ যদ্বা পাপজহুর্দৃষ্টিং মোচয়েয়ুঃ পশুনং কুণ্ডলং ॥ ৩৪০ ॥

তত্রাপি শ্রীরাধায়া বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি—তত্রচ তারাস্থ চেতিপদোন। যথা চন্দ্রবলয়স্য  
চন্দ্রমণ্ডলস্য কলাঃ তারাস্থ ক্ষুরণং দধতে। অত্র ধাক্ষাতোরস্তে রূপং। তস্ত্র্য চন্দ্রবলয়স্য শ্রীঃ

তোমার পতিব্রতা রমণীগণ, তংক্ষণাৎ জরাবিরহিত দেহ ধারণ করিলে, তাহাদের  
শোভাসমূহের দীপ্তি প্রকাশিত হইবে ॥ ৩৩৯ ॥

দেখ রাজগ্রাস হইতে চন্দ্রকলা যেরূপ নিষ্ক্রান্ত হয়, সেব হইতে নক্ষত্রমালা  
যেরূপ নির্গত হয় ; বর্ষার নাশ হইলে পুলিনের যেরূপ শোভা বৃদ্ধি হয় ; এবং  
তৃণাদির উদ্দীপনে দীপশোভা যেরূপ পরিবদ্ধিত হয়, সেইরূপ ঐ সকল রাধিকা  
প্রভৃতি রমণীগণ, পতিস্মৃতিভিমানী পরপুরুষগণের অভিব্যক্তি হইতে নির্গত হইয়া  
এবং তদ্বশে স্বকীয় শোভা লাভ করিয়া, জনগণের নয়নদ্বয়ের কষ্ট মোচন করিতে  
লাগিলেন ॥ ৩৪০ ॥

তন্মধ্যে চন্দ্রমণ্ডলের কলাসমূহ যেরূপ তারকাপুঞ্জ বেষ্টিত হইয়া ক্ষুণ্ণ

কৃষ্ণ উবাচ ;—ততস্ততঃ ? ॥

ঋষিরূবাচ—ততো দেব্যাদেশবেশবশা যথাযথং তে  
বিহিতবন্ত এব । তথাপি বিধিঃ বিনা ন সংগ্রাহ্যন্তা ইতি  
শ্রীব্রজরাজাদিভিঃ বিহিতে চ তস্মিন্ বিবাহবিচারে ভবাংস্তুগ্রজস্ত  
বিবাহার্থগৃহ্য তং তদর্থরক্ষিতকৌমারা দ্বারকাত আগত্য  
কদাচিত্তেন প্রসাদীকৃতস্ববিহারঃ । কাশ্চিচ্চিত্যাকিশোরিকা  
বিধিনা চ বিবাহ্য নৈরপেক্ষ্যমিবাংগাহ্য বিগতপূর্বদাশঙ্কঃ পরন-  
ললিত-মাধবসময়মালম্ব্যালঙ্কৃতপূর্ণমনোরথাক্ষঃ শ্রীব্রজরাজ গৃহিণী

শোভা কলাসু অতিচার রমাং স্মরণং দধতে । অত্র দধধাতো স্তকরণং । তথা গোপাঙ্গনাস্থয়রমাসু  
গোপী নাম-লক্ষ্মীসু বিশাখিকাদিসংখ্যঃ স্মরণং দধতে তাসু সখীষু চ । বৃষভানুপূত্রী শ্রীরাধা ॥ ৩৪১ ॥

কৃষ্ণ উবাচ ততস্ততঃ । ঋষিরূবাচ—ততো দেব্যা একানংশায়া আদেশবেশবশা আদেশে যো  
বেশ প্রবেশস্তত্ত্ব বশ ইচ্ছা যেমাং তে যথাযথং বিহিতবন্ত এব । বিধিঃ বিনা তা রাধাদ্যা ন  
সংগ্রাহ্য ইতি বিবাহবিচারে বিহিতে ভবাংস্তু অগ্রজস্ত শ্রীরামস্ত বিবাহার্থঃ তং আগৃহ্য  
আগ্রহং কৃত্বা তদর্থরক্ষিতকৌমারাঃ রামার্থং রক্ষিতং যৌবনং যান্তি স্তাঃ দ্বারকাতঃ  
আগত্য তেন রামেন কদাচিত্ প্রসাদীকৃতস্ববিহারঃ প্রসাদীকৃতঃ স্ববিহারো যাসু তাঃ  
কাশ্চিচ্চিত্যাকিশোরিকা নিত্যকৈশোরা বিধিনা চ পূর্বদং গাক্ষকৌশল্য তদাত্ত বিধিনা চ বিবাহ্য  
বিবাহং কারয়িত্বা নৈরপেক্ষ্যমিবাংগাহ্য সমাপ্রত্য বিগতপূর্বদাশঙ্কঃ বিগত পূর্বদাশঙ্কঃ পরদারা-

পাইয়া থাকে, এবং সেই চন্দ্রমণ্ডলের শোভা, কলাসমূহে অতিশয় রমণীয় স্ফূর্তি  
ধারণ করে, সেইরূপ গোপীনাথক শ্রীকৃষ্ণের লক্ষ্মীতে (শোভাতে) বিশাখা  
প্রভৃতি সখীগণ স্ফূর্তি ধারণ করিতে লাগিল, এবং সেই সকল সখীতে বৃষভানু-  
নন্দিনী অধিকরূপে স্ফূর্তি ধারণ করিলেন ॥ ৩৪১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তারপর, তারপর । দেবর্ষি বলিলেন, তাহার পর তাহার  
সকলেই দেবীর আদেশে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়া যথাযোগ্য বিধান করিয়া-  
ছিল । “তথাপি বিধি ব্যতীত তাহার কখনও গ্রাহ্য নহে” এইরূপে ব্রজরাজ  
প্রভৃতি সকলেই বিবাহ সম্বন্ধে বিচার করিলে পর, তুমি জ্যেষ্ঠ বলরামের বিবাহের  
জন্ত আগ্রহ করিবে । যাহারা বলরামের জন্ত যৌবন রাখিয়াছিল, দ্বারকা হইতে  
আগমন করিয়া বলরাম কদাচিত্ যাহাদিগের সহিত স্বকীয় বিহারকার্য সম্পন্ন

মুহুরাগ্রহগৃহীততয়া শনৈরেব স্ববিবাহমঙ্গীকারসঙ্গিনং করি-  
য্যতি ॥ ৩৪২ ॥

তত্র বহুলমহসা শ্রীরামবিবহনে জাতে তং জাতং সমাসতঃ  
সমাসা সমমেব ত্বৎকৃতবিবাহমেবং বর্ণয়িষ্যন্তি ॥ ৩৪৩ ॥

ইমা ইতি আশঙ্কা যন্ত সঃ। পরমললিতমাধবন্ত সময়ং নির্ণয়ং আলক্ষ্য বিবিচ্য  
অলঙ্কৃতপূর্ণমনোরথাকঃ অলঙ্কৃতঃ পূর্ণমনোরথস্য অঙ্কো গতিযত্র সঃ শ্রীরাজরাজগৃহীণী  
মুহুরাগ্রহগৃহীততয়া ভবজ্জনন্যামুহ য আগ্রহ স্তেন গৃহীততয়া শনৈঃ কালবিলম্বেনৈব স্ববিবাহঃ  
অঙ্গীকারেণ স্বীকারেণ সঙ্গিনং করিষ্যতি ॥ ৩৪২ ॥

ততো বিবাহমপি সম্পাদয়িতাত্যাহ তত্রৈত্যাदिपदेन। बहलमहसा महोत्सवेन रामश्च  
विबहने जाते सति समासा संक्रमासं सममेकदा त्वत्कृतविवाहं समासतः संक्षेपतो विज्ञा  
एवं वर्णयिष्यन्ति ॥ ३४३ ॥

করিয়াছিলেন ( ক ) এবং যাহারা নিত্য নবকিশোরী, এইরূপ রমণীদিগকে  
গান্ধব বিধানানুসারে বলরামের বিবাহ সম্পাদন করিয়া যেন ঐদাসীন্তু অবলম্বন  
পূর্বক 'ইহার পরদার' তোমার এইরূপ আশঙ্কা নিবৃত্তি হইবে। পরে পরম  
সুন্দরিত বসন্তকাল লক্ষ্য করিয়া পূর্ণমনোরথের গতি অলঙ্কৃত করিবে, অবশেষে  
তোমার জননীর আগ্রহে নিপতিত হওয়াতে, ক্রমে কাল বিলম্বে নিজের বিবাহ  
অঙ্গীকার করাই উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে ॥ ৩৪২ ॥

তন্মধ্যে মহোৎসব সহকারে রমণীগণের সঙ্গে রামের বিবাহ সংক্ষেপে সম্পন্ন  
হইলে, তোমার অনুষ্ঠিত বিবাহ সম্বন্ধে বিজ্ঞগণ এইরূপে বর্ণনা করিবেন ॥ ৩৪৩ ॥

( ক ) "সৌ মাসৌ তত্র চাব্যাসৌমধুং মাধবমেব চ ।

রামঃ ক্ষপাত্ত বিহরন্ গোপীনাং প্রীতিমাবহন্ ॥"

ইত্যাদি ভাগবতীয়কথাত্র অনুসঙ্গেয় ।



গোধূক্ত্বর্ষদুর্গেহগেহবলবদ্বাদ্যানবদ্যধ্বনি-  
 প্রোল্লাসিত্রজমণ্ডলে দিবিসদাং বাদিত্রাচত্রে মহে ।  
 আদানপ্রতিদানদানবচনোদারৈঃ সদারৈর্নরৈঃ (জনৈঃ)  
 নির্বৃত্তা মুরজিদ্ধিবাহপটলী জ্ঞাতা ন তত্ত্বদ্বিদা ॥ ৩৪৪ ॥  
 তদেবমঙ্গাকারেণেবচ ।

“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাস্তথৈবভজাম্যহম্”তি ভবতঃ  
 সমাধিঃ সমাধায়েত ॥ ৩৪৫ ॥

তত্ত্ব গোধূক্ত্বর্ষদেব্যাদিপদ্যোন নির্দিশতি । মুরজিদ্ধিবাহপটলী কৃষ্ণবিবাহসমূহঃ ।  
 সদারৈঃ সপত্নীকৈর্জনৈঃ নির্বৃত্তা সাধিতা, তৈঃ কিস্তুতৈঃ আদানেতি আদানঃ গ্রহণঃ প্রতিদানঃ  
 পরিবর্ত্তঃ, দানং স্বস্বত্যাগঃ বচনং বিনয়বাক্যং এতৈরুদারৈর্মহত্ত্বিঃ । কুত্র গোধূগিতি  
 গোপানং স্বর্ষদুর্গেহেবলবদ্বাদ্যানং যোহনবদ্যো রম্যো ধ্বনি স্তোন প্রোল্লাসি সমুদ্রজ-  
 মণ্ডলে চৈতি তস্মিন্ তত্রাপি দিবিসদাং দেবানাং বাদিত্রাচত্রে মহে উৎসবে । সা নির্বৃত্তা ন  
 তত্ত্বদ্বিদা তস্তা বিশেষঃ ন জ্ঞাতা ॥ ৩৪৪ ॥

তচ্চ বিবহনং সমুচ্যম্বেতি সযুক্তিকং বর্ণয়তি—তদেবমত্যাাদিপদ্যোন । ভবতঃ সমাধিঃ  
 প্রতিজ্ঞা সমাধায়েত সমাহিতা স্তাৎ ॥ ৩৪৫ ॥

গোপদিগের অক্সদ সংখ্যক প্রত্যেক গৃহে বলবৎ বাত্বের মধুর ধ্বনি সহকারে  
 বিরাজিত ব্রজমণ্ডলে এবং স্বর্গবাসী দেবতাগণের বাত্বদ্বারা বিচিত্র উৎসবে,  
 আদান, পরিবর্ত্ত, স্বস্বত্যাগ এবং বিনয় বাক্যদ্বারা মহত্বসম্পন্ন নারীগণের সহিত  
 মুরারির বিবাহকার্য্য লোকসমূহদ্বারা সাধিত হইয়াছিল । তাহার বিশেষ  
 অবস্থা কেহই জানিতে পারে নাই ॥ ৩৪৪ ॥

“যে সকল ব্যক্তি যে প্রকারে আমাকে প্রপন্ন হইয়া থাকে, আমি সেইরূপ  
 ভাবে অর্থাৎ তাহাদিগের তদনুগত ফলদান করিয়াই তাহাদিগকে সেবা করিয়া  
 থাকি ।” এইরূপ স্বীকার বাক্য দ্বারা ই তোমার প্রতিজ্ঞা সমাহিত হইতে  
 পারে ॥ ৩৪৫ ॥

অত্র যে যথেন্তি যে (ক) যদিচ্ছয়েত্যেবমেব বিবক্ষিতম্ ।

যতশ্চ সাধারণজনমনুরাগলজ্জিতলোকধর্মমর্যাদাসজ্জানা-  
মঙ্গনান্তরাগানপ্যন্তর্যুক্তস্তত্তদগৃহিণীপদস্পৃহিণী দৃশ্যতে ।  
কিমূত ভবন্তমনু সন্ততপ্রিয়াণাং মায়াময়াত্যায়াদেব লঙ্কানুখা-  
ভাবপ্রিয়াণাং ।

“গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-

দাগোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্ ।”

ভুঙক্তে ইতি তদ্বাক্য-ব্যক্ত-তাদৃশাভিপ্রিয়াণাং স্বতস্তাদৃশাভি-

প্রতিজ্ঞাবাক্যস্ত তৎপর্য্যাপ্য বর্ণয়তি—অত্রৈতাদিগদ্যেন । যে যৎ ইচ্ছাস্তু এবমেব তৎপর্য্যাপ্য ।  
তত্র হেতু যতশ্চেত্যাদি । সাধারণজনমনু লক্ষীকৃত্য অনুরাগেণ লজ্জিতা লোকধর্মমর্যাদানাং  
সংখ্যঃ সমূহা যান্তিস্তাসাং অঙ্গনান্তরাগাং নায়িকাভেদানামপি অন্তর্দৃষ্টাশ্চতুস্তত্তদগৃহিণী-  
পদস্পৃহিণী অনুরাগবিষয়াণাং তেষাং তেষাং গৃহিণীস্বরূপাং স্পৃহয়িতুং শীলমন্তঃ সা, দৃশ্যতে  
কিমূত ভবন্তমনু লক্ষীকৃত্য সন্ততপ্রিয়াণাং নিত্যপ্রিয়াণাং মায়াময়াত্যায়াং মায়ৈব আময়ো  
রোগ স্তম্ভাত্যায়াদিত্যেমাং, মায়াময়াত্যায়াদিত্যে পাঠে মায়াময়ো মায়াবিকারো যৌ রোগঃ পরকীয়

এই স্থানে “যে যথা মাং প্রপত্ত্বস্তে” অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি যে প্রকারে আমার  
প্রপন্ন হয় অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি যাহা ইচ্ছা করে, এইরূপ অর্থই আভিপ্রেত  
বলিয়া লক্ষিত হইতেছে । কারণ, সাধারণ জনকে লক্ষ্য করিয়া অনুরাগদ্বারা  
যাহাদের লোক এবং ধর্মমর্যাদা সকল অতীত হইয়াছে, এইরূপ বিশিষ্ট নায়িকা-  
দিগেরও চিত্তবৃত্তিকে তত্তৎ অনুরক্ত ব্যক্তিদিগের গৃহিণীপদ ইচ্ছা করিতে দেখা  
যায় । অতএব যাহারা তোমার নিত্য সিদ্ধ প্রেমসী, এবং যাহারা মায়ারূপ রোগ  
আতক্রম করিয়া তোমার স্বীয় পত্নীভাবে সাদৃশ লাভ করিয়াছে ; তাহাদের  
চিত্তবৃত্তি যে তোমাকে লক্ষ্য করিয়া তোমার গৃহিণীপদ ইচ্ছা করিবে ; এই  
সম্বন্ধে আর কি বলিব ।

হে গোপীগণ ? এই বেণু কিরূপ শুভ কন্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে । যে

( ক ) যদিচ্ছয়েত্যেবমেব ইতি মাণ্ডপাঠঃ ।

প্রায়ত্রে সত্যপি ভ্রমরগীতায় “মপি বত ! মধুপুৰ্য্যামাৰ্য্যপুত্রো-  
হধুনাস্তে” ইত্যাদৌ ভূজমগুরুস্বগন্ধং “মৃদ্ধ্যুধাস্তং  
কদাশ্চি” ত্যেনে তদীয়ং প্রকটং তথা স্বীকারং প্রার্থয়মানানাং  
ভবদগৃহিণীভাবস্পৃহা বৃংহণমিতি স্থিতে তথৈব তদ্ যোজয়িতুং  
শক্যত ইতি । সৰ্বেষামস্মাকং ধৈর্য্যপৰ্য্যাপণমেবমেব  
ভবতাচরিয়তে ॥ ৩৪৬—৩৪৭ ॥

ভাবস্তস্তাত্ম্যং লক্কাতথাভাবপ্রায়াণং লক্কাং অস্তথাভাবস্ত স্বীয়াভাবস্ত প্রায়ঃ তুল্যত্বং  
বাহুল্যং বা যামাং গোপ্য ইত্যাদি তাসাং বাক্যেন ব্যক্ত স্তাদৃশাভিপ্রায়ো যামাং তামাং স্বত  
স্তাদৃশাভিপ্রায়দে গৃহিণীভাবাভিপ্রায়দে তথা স্বীকারং পত্নীভাবোচিতং মুদ্ধি ভূজধারণং  
প্রার্থয়মানানাং তাসাং ভবদগৃহিণীভাবস্পৃহায়া বৃংহণং বুদ্ধিঃ স্তাদিতি স্থিতে তথৈব প্রার্থনা-  
প্রকারেণৈব তং গৃহিণীভাবদং যোজয়িতুং শক্যতে ইতি ॥

অধুনা স্বাভীষ্টমপি নিবেদয়তি—সৰ্বেষামিত্যাদিগদ্যেন । ধৈর্য্যাপৰ্য্যাপণং ধৈর্য্যস্ত তৃপ্তিম্বেব  
ভবতা আচরিয়তে ॥ ৩৪৬—৩৪৭ ॥

হেতু এই বেণু শ্রীকৃষ্ণেরও অধর সুধা পান করিতেছে । গোপীদিগের এইরূপ  
বাক্যদ্বারা তাদৃশ অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে । এইরূপে স্বতই গৃহিণীভাবের  
অভিপ্রায় বিদ্যমান থাকিলেও, ভ্রমরগীতায়, “হায় ? অধুনা আৰ্য্যপুত্র মথুরায়  
আছেন” ইত্যাদি স্থলে, “আহা ? কবে তিনি অগুরু-চন্দন-চর্চিত বাহু, মস্তকে  
অৰ্পণ করিবেন।” ইহা দ্বারা প্রকাশে তাহারা পত্নীভাবের সমুচিত স্বীকার  
প্রার্থনা করিয়াছিল । এইরূপে তাহাদিগের তোমার গৃহিণীপদের ইচ্ছা বুদ্ধি  
পাইয়া থাকে । এইরূপ ঘটিলে প্রার্থনা প্রকারেই সেই গৃহিণীপদ সংযোজন  
করিতে পারা যাইবে ॥ ৩৪৬ ॥

তুমিও আমাদের সকলেরই ধৈর্য্যের তৃপ্তি সাধন করিবে ॥ ৩৪৭ ॥

যতঃ ;—

গতানামুৎপত্ত্যা ত্বয়ি রতিমপি ত্বদ্বিবহনা-

ম্মিরস্তানাং ত্বৎপ্রাপ্ত্যভিলষিতসংস্রজগতাম্।

অমৃষামুৎকণ্ঠা যদি হতফলা তর্হি বলতাং

কথম্বা বিশ্বাসস্ত্বয়ি মুরহরাস্মাকর্মভিতঃ ॥ ৩৪৮ ॥

তদেতদবধায় মধুকণ্ঠেনামুক্তকণ্ঠমনুসন্ধীয়তে স্ম। অহো!

তদেতৎপর্যন্তং ফলমাগতায়। ভগবল্লীলালতায়। মাধুর্যা-

প্রসবিতা ( প্রসারিতা ) ॥ ৩৪৯ ॥

তৎ হেতুং নির্দিশতি—যতঃ গতানামিতিপদেয়ং। উৎপত্ত্যা স্বজন্মনা ত্বয়ি রতিমপি গতানাং প্রাপ্তানাং তথাপি ত্বদ্বিবহনাং ত্বয়া সহ উদ্বাহান্নিরস্তানাং এবমপি ত্বৎপ্রাপ্ত্যভিলষিতসংস্রজগতাম্। ত্বৎপ্রাপ্তৌ যদিভিলষিতমভিলাষ স্তেন সংস্রজগতাম্ সমাক্ তাস্তং জগদ্ব্যভি স্তানাং অমৃষামুৎকণ্ঠা যদি হতফলা বিফলা স্মাত্তর্হি তদাহে মুরহর! অস্মাকং ত্বয়ি বিশ্বাসোহভিতঃ কথম্বা বলতাং সঙ্করতি ॥ ৩৪৮ ॥

ততো যদ্বৃত্তং ভবিষ্যতি তদ্বর্ণয়তি—তদেতদিতিপদেয়ং। আমুক্তকণ্ঠং বদ্ধকণ্ঠং যথাস্থা তথা অনুসন্ধীয়তে স্ম অনুসন্ধানং চক্রে। অহো মাধুর্যপ্রসারিতা মাধুর্যং প্রসারয়িতুং বিস্তারয়িতুং শীলমস্থা স্ততা ॥ ৩৪৯ ॥

হে কৃষ্ণ! নিজের উৎপত্তিদ্বারা যাহারা তোমার উপরে প্রেম প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি তোমার বিরহে তোমার সহিত যাহারা বিবাহ হইতে নিরাকৃত হইয়াছে, এবং তোমাকে পাইবার জন্ত অভিলাষ করিয়া যাহারা সমাক্ রূপে সমস্ত জগৎ পরিত্যাগ করিয়াছে; এইরূপ রমণীদিগের উৎকণ্ঠা যদি বিফল হয়; তাহা হইলে তোমার উপরে আমাদের বিশ্বাস কিরূপেই বা সমাক্ রূপে অবস্থিতি করিতে পারিবে ॥ ৩৪৮।

এইরূপ স্থির করিয়া মধুকণ্ঠ বদ্ধকণ্ঠ হইয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। আহা! এই পর্যন্ত ফলপ্রাপ্ত, ভগবানের লীলারূপ লতার মাধুরী বিস্তার হইয়াছে ॥ ৩৪৯ ॥

তথাহি ;—

প্রাগ্ দূন (ক) প্রিয়তা ততো গুরুজনধ্বস্তপ্রযত্নাত্তা  
তৎপশ্চাচ্ছ্রুতিলোকলজ্জিরভসাদ্গুপ্তা প্রিয়াঙ্গীকৃতিঃ ।  
তস্মাদ্দূরমহাবিযোগচিরতা তৎপ্রান্তমুদ্বাহতঃ  
প্রাপ্তশ্চৈম্মিথুনং মিথো হরিরমারূপং স্মৃৎ কিং পরম্ ॥

ইতি ॥ ৩৫০ ॥

অথ প্রকৃত-তৎকর্তৃক-কথা ;—॥ ৩৫১ ॥

তাং বর্ণয়তি—প্রাগ্ দূনৈতিপদ্যেন। প্রাগ্ দূনপ্রিয়তা প্রাক্ উপতাপযুক্তপ্রিয়তা পূর্বরাগঃ ততঃ  
গুরুজনৈঃ স্বশ্রমস্তাদিভিঃ ধ্বস্তঃ প্রযত্নো যত্র এবস্তুত আত্মা যাসাং তত্তা। শ্রুতিলোকলজ্জিরভসাৎ  
বেদলোকো লজ্জিতুং অলৌকিক্তৃমাচরো যত্র তস্ত রভসাদ্বলাৎ গুপ্তা আচ্ছন্ন প্রিয়াঙ্গীকৃতিঃ  
কৃষ্ণপ্রাসঙ্গিকারঃ। তস্মাদ্ভদনস্তুরং দূরমহাবিযোগচিরতা দূরে মথুরাদিষ্টে কৃষ্ণে মহাবিযোগস্ত  
চিরতা চিরকালবর্তিতা তৎপ্রাস্তং তৎতাদৃশবিরহানস্তুরং যথাস্তান্তথা চেদ্যদি মিথো হরিরমারূপং  
মিথুনং উদ্বাহতঃ বিবাহদ্বারা প্রাপ্তং তদা কিং পরং স্মৃৎমস্ত ততোহধিকং কিঞ্চিদপি  
নাস্তি ॥ ৩৫০ ॥

ততো মধুকণ্ঠঃ প্রকৃতকথাঃ বর্ণয়িতুং প্রকৃতমতে—অথৈতাদিগদ্যেন। প্রকৃতে ভাবিলীলা-  
বর্ণনে তো কৃষ্ণনারদৌ কর্তারৌ যত্র না চাসৌ কথ' চেতি ॥ ৩৫১ ॥

দেখুন, পূর্বে উপতাপযুক্ত প্রীতি বা পূর্বানুরাগ, পরে স্বশ্রমপ্রভৃতি গুরুজন  
দিগের তাড়নায় তাহাদের হৃদয়ের যত্ন নাশ, তৎপরে যাহার আচরণে বেদাচার  
এবং লোকাচার হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া যায়, তাহার বলে প্রচ্ছন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণের  
অঙ্গীকার হয়। অনস্তর শ্রীকৃষ্ণ মথুরাদি দূর স্থানে অবস্থান করিলে, বিলম্বকারী  
মহা বিরহ। এবং তাদৃশ বিরহের পর যদি বিবাহ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীরূপ  
মিথুন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে ইহার পর আর অধিক স্মৃৎ কি হইতে  
পারে! ॥ ৩৫০ ॥

অনস্তর মধুকণ্ঠ প্রকৃত কথা বর্ণনা করিতে উপক্রম করিলেন ॥ ৩৫১ ॥

( ক ) প্রাগ্ দূরপ্রিয়তাত গৌর-বৃন্দাবন পাঠঃ ।

কৃষ্ণ উবাচ—ততস্ততঃ ?

ঋষিৰুবাচ—ততশ্চ সৰ্বেষাং গত্যে হুহিতুঃ পত্যে  
তুভাং কৌতুকাবহানি বহুনি যৌতুকানি পরমধন্যাং নিজনিজ-  
কন্যাং চ প্রস্থাপ্যতে । গোপাঃ সোপাধ্যায়াঃ সদা তদা ধ্যায়ং  
ধ্যায়ং দিবস্পৃথিব্যাবপি স্বানন্দসমুদ্ভূত্বিত্তে করিষ্যন্তি ॥৩৫২॥

কৃষ্ণ উবাচ—ততস্ততঃ ? ॥—

ঋষিৰুবাচ—তত্র চ কবিলোকানাং শ্লোকাবেতাৰুদে-  
ম্যতঃ ॥ ৩৫৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ততঃ স্ততঃ । ঋষিৰুবাচ । হুহিতুঃ পত্যে জামাত্রে কৌতুকাবহানি হৃষ্যপাশকাণি  
যৌতুকানি বিবাহে দেয়ানি, প্রস্থাপয়িষ্যতে তথা সোপাধ্যায়াঃ পুরোহিতসহিতা গোপাশ্চ  
দিবস্পৃথিব্যাবপি স্বর্গভূমী অপি স্বানন্দসমুদ্ভূত্বিত্তে পৌরো য আনন্দঃ স এব সমুদ্ভূতঃ ততঃ  
মুদিতৈ হৃষ্যন্তে (ক) করিষ্যন্তি ॥ ৩৫২ ॥

কৃষ্ণ উবাচ—ততস্ততঃ । ঋষিৰুবাচ । তত্র তাদৃশোৎসবে । উদ্দেশ্যতঃ উদ্ভূতঃ প্রাপ্যতঃ ॥৩৫৩॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তারপর, তারপর । দেবর্ষি কহিলেন, তাহার পর  
গোপগণ, পুরোহিতের সহিত সকলের পতি এবং হুহিতার পতি তোমাকে  
আনন্দদায়ক বলুতর যৌতুক, এবং পরম ধন্যা নিজ নিজ কন্যা পাঠাইয়া দিবেন ।  
তৎকালে তাহারা সর্বদাই ধ্যান করিয়া স্বর্গ এবং মর্ত্যকেও স্বকীয় আনন্দরূপ  
সমুদ্বারা হৃষ্যন্ত করিবেন ॥ ৩৫২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তারপর, তারপর । ঋষি বলিলেন, তাহার পর সেই  
উৎসবে কবিদিগের এইরূপ দুইটি শ্লোক উদিত হইবে ॥ ৩৫৩ ॥

বর্হায়াতা ব্রজ-নৃপ-গৃহং রাধিকাত্যস্তদাসাং  
 স্ব-জ্যোৎস্নাভিস্তদলমভবন্ধেমধামপ্রকারম্ ।  
 গোলোকাখ্যং পদমুদয়িতা যন্তু তস্ত প্রকাশ-  
 স্তাসাং শ্রীণামনুগত ইতি দ্যোতনং যত্র জাতম্ ॥ ৩৫৪ ॥  
 অসংখ্যগণনস্মু ষাগর্গনিবাসমাকস্মিকং  
 কথং ব্রজপতী তদা বিদধতুস্তথা তচ্ছৃণু ।  
 গৃহা ইব তরুব্রজা যদিহ ভাস্তি যাবৎস্পৃহং  
 বনান্যুপবনপ্রভাগ্যতিসহস্রসংস্থান্যপি ॥ ৩৫৫ ॥

ভৌ বর্ণয়তি—বর্হায়াতা ইতি যর্হি যদা রাধিকাদ্যা ব্রজনৃপগৃহং ব্রজেপ্রাণয়ং আয়াতা  
 আগতা স্তদা আসাং রাধিকাদ্যানাং স্বজ্যোৎস্নাভিরসাধারণপ্রভাভিঃ তৎ এজরাজধাম  
 অলমতিশয়ং হেমধামপ্রকারং স্বর্ণধামসদৃশমভবৎ । তদা গোলোকাখ্যং পদং স্বরূপমুদয়িতা  
 উদয়ং প্রাপ্যতি যন্তু পদং তস্ত গোকুলস্ত প্রকাশঃ একস্বরূপঃ যচ্চ প্রকাশ স্তাসাং রাধিকাদীনাম্  
 শ্রীণামলক্ষ্মীগণনুগতোঃস্বীনঃ ইতি হেতোযত্র গোকুলে তস্ত দ্যোতনং প্রকাশনং জাতং ॥ ৩৫৪ ॥

অসংখ্যেতি অসংখ্যগণনস্মু ষাগর্গনিবাসং অসংখ্যা সংখ্যাতীতা গণনা যন্তু সা চাসৌ  
 বধুগণশ্চেতি তস্ত নিবাসং কথমাকস্মিকং হঠাৎ ব্রজপতী ব্রজরাজদম্পতী তদা বিদধতুঃ  
 তদেতৎ শৃণু গৃহা ইব যৎ ইহ গোকুলে যাবৎস্পৃহং যাবদিচ্ছং ভাস্তি প্রকাশস্তে তথা

যৎকালে রাধিকা প্রভৃতি রমণীগণ, ব্রজরাজের আলায়ে আগমন করিয়া  
 ছিলেন, তৎকালে উহাদের অসাধারণ প্রভাপটলী দ্বারা ব্রজরাজের গৃহ স্বর্ণ-গৃহ  
 তুল্য হইয়া অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়াছিল । তৎকালে গোলোক নামক স্বরূপ উদয়  
 পাইবে । যে পদ বা স্বরূপ, গোকুলের প্রকাশ বা একস্বরূপ ; এবং যে প্রকাশ  
 রাধিকাদি লক্ষ্মীগণের অধীন ছিল ; এই কারণে, গোকুলে উহার প্রকাশ  
 ঘটিয়াছিল (ক) ॥ ৩৫৪ ॥

তৎকালে ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরী কিরূপে সংখ্যাতীত গণনাযুক্ত অকস্মাৎ

(ক) বাহা গোকুল বৃন্দাবন, তাহাই গোলোক । তবে আমরা যে ইহার জাগতিক জড়  
 বস্তুর স্থায় আকার দেখি উহা সেই চিন্ময় গোলোকের বৈভব বিশেষ । ভগবান্ যখন প্রাকৃতবৎ  
 লীলা করেন, তখন গোলোকধামও প্রাকৃতবৎ প্রতীত হন, আবার নিত্যলীলাতে অর্থাৎ  
 গোলোকের স্বকীয়া লীলাতে প্রাকৃত আবরণ ভঙ্গ হইয়া চিন্ময়ভাব প্রকাশ পায় । পূর্বচন্দ্র  
 প্রথমাদি কতিপয় পুরণে গোলোকবিলাস দেখিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে ।

তদেতদবধায় মধুকণ্ঠেনামুক্তকণ্ঠং পুনরনুসন্ধীয়তে স্ম ।  
 বাঢ়ং বিবাহাদিভিরসঙ্কোচে বিরোচমান এব গোপজাতিভি-  
 নারীভিঃ সহ গোপজাতিযোগ্যবেশধারণস্তথ লীলানৈরন্তর্য্য-  
 মপি তদোচিততয়া পর্যালোচিতং পান্নোত্তরথণ্ডে দস্তবক্র-  
 বধানস্তরতদুজাগমনে, যথা ;—

কালিন্দ্যাঃ পুলিনে রম্যে পুণ্যবৃক্ষসমাচিতে ।

গোপনারীভিরনিশং ক্রীড়য়ামাস কেশবঃ ॥

রম্যকলিস্থথেনৈব গোপবেশধরঃ প্রভুঃ ।

বহুপ্রেমরসেনাত্র মাসদ্বয়মুবাস হ ॥ ইতি ॥ ৩৫৬ ॥

বনানি উপবনপ্রভাণি উপবনানামিব দীপ্তিযেবাং তানি অতিসহস্রসংস্থানি সহস্রমতিক্রান্তা  
 সংস্থা আকৃতি যেষাং তানি । এষ প্রসঙ্গো মৎকৃতএকরম্যপরিগণনাটকে প্রকারান্তরেণ বিবৃত  
 আসীৎ স তু কলান্তরগত ইতি জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩৫৫ ॥

ততঃ স্বয়ং কবিস্তদনস্তরবৃত্তং বর্ণয়িতুং প্রণমতে—তদেতদিত্যাদিগদ্যান । আমুক্তকণ্ঠং  
 বদ্ধকণ্ঠং যথা স্তাৎ পুনঃ অনুসন্ধিতং কৃতং । অসঙ্কোচে স্বাচ্ছন্দ্যে বিরোচমানে সতি তস্ত কৃষ্ণস্ত  
 লীলানৈরন্তর্য্যং লীলায়াঃ সাতত্যমপি তদোচিততয়া পতিপত্নীভ্যোচিততয়া পর্যালোচিতং  
 পান্নোত্তরথণ্ডে । কালিন্দ্যা ইত্যাদিনা মুগমঃ ॥ ৩৫৬ ॥

অসংখ্য বধুগণের অকস্মাৎ আবাস নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাই তুমি শ্রবণ কর ।  
 যে হেতু এই গোকুলে যেমন ইচ্ছা হইত, অমনি গৃহ সমূহের মত বৃক্ষশ্রেণী বিরাজ  
 করিত এবং অসংখ্য আকৃতি ধারণ করিয়া বনরাজিও উপবন শ্রেণীর মত  
 প্রকাশ পাইতে থাকিত ॥ ৩৫৫ ॥

এইরূপ অবধারণ করিয়া পুনরায় মধুকণ্ঠ বদ্ধকণ্ঠ হইয়া অনুসন্ধান করিয়া-  
 ছিলেন । হাঁ, বিবাহাদি দ্বারা অসঙ্কোচ প্রকাশ পাইলেই গোপগণ গোপীদিগের  
 সহিত গোপজাতির উপযুক্ত বেশধারী শ্রীকৃষ্ণের অবিরত লীলাও পদ্মপুরাণের  
 উত্তরথণ্ডে দস্তবক্রবধের পর তাঁহার আগমনে, তদীয় পত্নীভাবের সমুচিত রূপে  
 পর্যালোচনা করিয়াছিলেন । যথাঃ—শ্রীকৃষ্ণ, পুণ্যতরুপরিবেষ্টিত রমণীয় যমুনা-  
 পুলিনে গোপাঙ্গনাদিগের সহিত, সৰ্ব্বদা কেলি করিয়াছিলেন । প্রভু গোপবেশ



কিঞ্চ ;—“যঃ কোমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপাঃ”

ইত্যাদ্যপাধ্যয়ন্ কয়াচিছুদিতং গোপালিকাগীরিতি ।

ভাবোন্মাদজগাননৃত্যবিবশঃ শ্রীশুণ্ডিচাপর্বস্ব

শ্রীচৈতন্ত্যতনুশ্মতং স ভগবানঙ্গীকরিত্যত্যদঃ ॥ ৩৫৭ ॥

তদীদৃগেব ভাবিনি বিদগ্ধমাধব-ললিতমাধবাস্বয়ে (ক)

কিঞ্চ যঃ কোমারেত্যাदि । কয়াচিং গোপালিকাগীরিতি উদিতমধিয়ন্ অধিগচ্ছন্  
শ্রীচৈতন্ত্যতনুঃ স ভগবান্ কৃষ্ণ অদো মতং যোগ্যমিত্যঙ্গীকরিত্যতি । চৈতন্ত্যতনুঃ কিস্তুতঃ  
ভাবোন্মাদজগাননৃত্যবিবশঃ ভাবোন্মাদজে যে গচ্ছনৃত্যে তাভ্যাং বিবশঃ ॥ ৩৫৭ ॥

তস্তা শতানুসন্ধানঃ বর্ণয়তি—তদীদৃগেবেতিপদ্যোন । তদীদৃগেব তৎ দাম্পত্যং ঈদৃগেব  
ধারণ করত রমণীয় বিহার স্মৃথে, বচনতঃ প্রেমরসে তথায় দুইমাস বাস করিয়া-  
ছিলেন ॥ ৩৫৬ ॥

অপিচ, “যিনি কোমার কাল হরণ করিয়াছেন, তিনিই বর, এবং এই সেই  
চৈত্র মাসের রাত্রি সকল” কোন রমণীর কথিত গোপালিকার এইরূপ গান  
জানিতে পারিয়া এবং প্রেম ও উন্মাদ-জনিত নৃত্য গীত দ্বারা অবশ হইয়া  
শ্রীচৈতন্ত্য-শরীর-ধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশুণ্ডিচাপর্বের ? এইরূপ যোগ্য মত  
স্বীকার \* করিবেন ॥ ৩৫৭ ॥

অতএব ভবিষ্যতে বিদগ্ধমাধব এবং ললিতমাধব নামক যে দুইখানি ত্রীপাদ  
শ্রীরূপগোশ্বামীর নাটক হইবে, সেই পূর্বনাটক এবং পর নাটকে, সমস্ত রচনার

( ক ) শ্রীরূপগোশ্বামিপাদেন প্রণীতঃ বিদগ্ধমাধবঃ ব্রজলীলাবর্ণনময়ঃ তেনৈব প্রণীতঃ  
ললিতমাধবঃ মথুরাধারকাদিপূরলীলাবর্ণনময়ঃ নাটকদ্বয়ঃ ভক্তিপ্রাণৈশ্চ মনোরমং সর্বদৃঢ়ক ।

\* শ্রীমদ্রূপপ্রভু কাশী হইতে বনপথে শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলে শ্রীরূপ গোশ্বামি  
পাদ স্বকৃত নাটকদ্বয় লইয়া আসিয়া প্রভুকে শ্রবণ করান । এবং ইতঃপূর্বে প্রভু মনোগত ভাব  
জানিয়া একটা স্তম্ভুর পদ্য শ্রবণ করান । সেই শ্লোকের ভাবার্থ এই—হে সহচর ! সেই প্রিয়  
কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছেন, আমি সেই রাখা, এবং উভয়ের মিলনও সেই, তথাপি মথুর  
মুরলীর পঞ্চম নাদ প্রতিধ্বনিত বৃন্দাবনীয় শ্রীষমুনাপুলিনের জন্তই চিন্তা উৎকণ্ঠিত হইতেছে ।  
ইহাতে দ্বারকালীলার পরও ব্রজলীলার সূচনা এবং গৌরব প্রকাশিত আছে । বিদগ্ধমাধব ও  
ললিতমাধব নাটক এবং শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ-কৃত শ্রীচৈতন্ত্যচরিতামৃত দেখিলে সবিস্তর বুঝিতে  
পারিবেন ।

ততশ্চ স্তম্ভসম্ভজনমতিগম্ভীরকম্পসম্পৎ-সম্পতন-সাম্প্রততয়া-  
লুপ্তন পতম্বিব পুনশ্চ নির্ণিমেষতানির্মিতম্পর্কতামাশ্রয়  
পর্বন পূর্বাবস্থামবস্থাপয়ম্বিব সমনস্তরঞ্চ লক্ষপ্রপঞ্চনবনবদল-  
বলয়-বলিত-বস্তুপুট-শোভালোভাকর-কর-সম্পুটমনুনবাশ্পনব্য-  
দিব্যপ্রস্থনপূর্ণং কুর্কম্পপসংহরম্বিব ( ক ) সন্নিধককণ্ঠঃ স  
মধুকণ্ঠঃ । পূর্ববদেব পূর্ববদেব-মাত্রা-রুচিকরং বরং  
বরয়ামাস ॥ ৩৮৮ ॥

পুলককুলঃ তেন সঙ্কুলঃ ব্যাপ্তং কলেবরং যন্ত তন্ত ভাব স্তম্ভা বলেন পুনর্বর্জনস্ত  
অভির্দর্শনস্ত পুলককুলস্ত বা বজনতাং নিবেদতাং অর্জয়ম্বিব, স্তম্ভসম্ভজনং স্তম্ভস্ত  
সম্ভজনং প্রাপ্তি স্তং, অতিগম্ভীরেতি অতিগম্ভীরা যা কম্পসম্পৎ তত্ৰাঃ সম্পতনং তন্ত  
সাম্প্রততয়া যোগ্যতয়া লুপ্তন উচ্ছিন্নন পতম্বিব নির্ণিমেষতানির্মিতম্পর্কতা নিমেষবাহিত্যতয়া  
নির্মিতা যা ম্পর্কতা দেবতং তামায়নি পর্বন পূর্বাবস্থাম স্থিরচিত্ততাং অবস্থাপয়ন্ প্রতিপাদয়ম্বিব  
সমনস্তরং তৎপরকালে । লঙ্কেতি লক্ষঃ প্রপঞ্চো যন্ত এবস্তুতো নবনবদলানাং যো বলয়ঃ সমুহ  
স্তেন বলিতং মিলিতং যৎ বস্তু মনোহরং পুটকঃ পদ্মঃ তন্ত বা শোভা তন্তা লোভস্ত আকর  
উৎপত্তিস্থানং করসম্পুটং যত্র তদ্ব্যথা স্তাৎ । অনুনেতি অনুনং পূর্ণং যৎ বাশ্পমশ্রু তদেষ  
নব্যদিব্যাং প্রস্থনং পুস্পং তেন পূর্ণং কুর্কম্প উপসংহারন উপসংহারং কুর্কম্বিব সন্নিধককণ্ঠঃ  
স্নিগ্ধকণ্ঠেন সহ বর্তমানঃ পূর্ববদেব মাত্রা রুচিকরং মাত্রাণাং পরিজনানাং ইন্দ্রিয়বৃত্তীনাং বা  
রুচিকরং বরং বরয়ামাস প্রার্থিতবান্ ॥ ৩৮৮ ॥

হইল । ঐরূপ রোমাক্ষিত শরীরপ্রভাবে পুনর্ব্যার দর্শনের অথবা রোমাক্ষরাশির  
নিবেদ যেন অর্জন করিতে লাগিল । অতি গম্ভীর কম্পসম্পত্তির আগমনে  
এবং তাহার যোগ্যতায় উভয়েই স্তম্ভপ্রাপ্তি লোপ করিয়া যেন পতিত হইতে  
লাগিল । পুনর্ব্যার নির্ণিমেষ ভাবে বিরচিত দেবভাব আপন দেহে প্রাপ্ত হইয়া  
উভয়েই যেন পূর্বাবস্থা স্থাপন করিল । অনস্তর প্রপঞ্চ লাভ করিয়া নব নব দল-  
সমূহদ্বারা একত্র সমবেত মনোহর পদ্মশোভাবিষয়ক লোভের উৎপত্তি স্থান  
স্বরূপ করপুটকে পরিপূর্ণ বাশ্পরূপ নবীন ও মনোহর পুস্পরাশিদ্বারা পরিপূর্ণ  
করিয়া যেন কথা উপসংহার করিবার লক্ষ্য, উভয়েই পূর্বের মত পরিজনবর্গের  
তৃপ্তিকর বর প্রার্থনা করিলেন ॥ ৩৮৮ ॥

( ক ) কুর্কম্পপসংহরম্বিব ইতি বৃন্দাবনানন্দমৌর্য পাঠঃ ।

বাণী কংস-রিপো ! তবানুকথনং কর্ণে কথাকর্ণনং  
 হস্তৌ সন্ততসেবনং হৃদয়মপ্যুৎকণ্ঠয়া ধারণম্  
 শীর্ষং গোকুলবস্ত্রমাত্রনমনং দৃষ্টী সমস্তব্রজ-  
 প্রেষ্ঠানাং স্থিতিবীক্ষণঞ্চ ভজতাং নৌ নৈব তত্তদ্বহিঃ ॥ ৩৮৯  
 তদেবং লব্ধভক্তিপ্রপঞ্চং তঞ্চ তঞ্চ কুঞ্চন্ননসং ভূয়ো ভূয়  
 আহুয় প্রমদব্রজবিরাজমানঃ শ্রীমান্ ব্রজরাজঃ সভাজন-ভাজনতয়া  
 নিজসমীপমাপয়ামাস সমুপবেশয়ামাস চ তেন চ সর্ব্বমপি  
 সমাজং শশ্ৰুণা ভ্রাজয়ামাস ॥ ৩৯০ ॥

তং বরং বর্ণয়তি—বাণীত্যাदिपदोन् । हे कंसरिपो तव अनुकथनं प्राप्या वाणी वाक्  
 वर्ततां एवं कर्णदावपि आकर्णनं श्रवणं, शीर्षं मस्तकं स्थितिवीक्षणं स्थित्या सह वीक्षणं दर्शनं  
 एवं भजतां नोहन्माकं तेषां तेषां बाल्यादीनां बहि स्तुतद्धिन्नविषयेषु नैव किञ्च तांस्तु  
 द्धमिच्छा भवस्थिति प्रार्थनं ॥ ३८९ ॥

এবং প্রার্থনানন্তরং যদ্বৃন্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাदिगदोन् । लब्धभक्तिप्रपञ्चं  
 लको भक्तेः प्रपञ्चो भक्ते विस्तारो येन तं शिङ्गकण्ठं मधुकण्ठं कुण्डलानसं कुंठितचित्तं  
 प्रमोदसमूहेन सह विराजमानः सभाजनभाजनतया सम्मानन्या पात्रतया निजसमीपः शनिकटः  
 आपयामास सङ्गमयामास सम्यग्निवेशयामास च । तेन तादृशसम्मानेन समाजं सभां शश्रुणा  
 श्रुत्वेन सेवयामास ॥ ३९० ॥

হে কংসনাশন ? তোমার কথা লক্ষ্য করিয়া বাণী প্রবৃত্ত হোক, আমাদের  
 দুই জনের কর্ণযুগল যেন হরিলীলাই শ্রবণ করে ; হস্তযুগল যেন সর্ব্বদাই হরি  
 চরণ সেবা করে, হৃদয় যেন কৃষ্ণের কথায় উৎকণ্ঠিত হয় ; মস্তক যেন গোকুলের  
 সকল বস্ত্র দেখিয়া নত হয় ; এবং আমাদের দুই জনের দৃষ্টি যেন মর্য্যাদার সহিত  
 সমস্ত ব্রজবাসী প্রিয়তম পদার্থ দর্শন করে । কিন্তু ইহা ভিন্ন অত্র বিষয়ে আমা-  
 দেৱ কথা, কর্ণ ও হস্ত প্রভৃতি অঙ্গ সকল যেন পরিচালিত না হয় ; ইহাই আমা-  
 দেৱ প্রার্থনা ॥ ৩৮৯ ॥

অতএব এইরূপে যিনি ভক্তির বিস্তার লাভ করিয়াছিলেন । সেই কুণ্ঠিত-  
 চিত্ত মধুকণ্ঠ এবং শিঙ্গকণ্ঠকে বারংবার আহ্বান পূর্ব্বক শ্রীমান্ ব্রজরাজ, আনন্দ  
 সমূহদ্বারা বিরাজিত ও সম্মানের পাত্র ভাবিয়া আপনার নিকটে আনাইলেন ;

ততশ্চ ;—

পুণ্ড্রং পূর্বাস্চচৰ্চা নিজমণিবলিতালঙ্কৃতির্দিব্যতাম্—  
লাগ্র্যং প্রাগ্র্য-স্ব-বস্ত্রত্রততিরিতি বহু-

স্বাত্মনৈবোপযুক্ত্য।

গন্ত্যো বাহাঃ সমস্তাং পরিজনজনতাঃ

স্পৃহগৃহাদিবস্তু-

ন্যেতান্যন্যৈঃ সমর্প্য দ্বয়মভিহিতবান্

শ্রীলগোলোকরাজঃ ॥ ৩৯১ ॥

অগ্রারভ্যানুপাল্যেত লাল্যেন ভবতোদ্রয়ম্।

অস্ত্র মাত্রা তথা মাতা তদ্বৎ পিত্রা ময়া পিতা ॥ ৩৯২ ॥

তথোঃ পুরস্কারপ্রকারঃ বর্ণয়তি—পুণ্ড্রমিত্যাदिपदेन। পুণ্ড্রং তিলকং পূর্বাস্চচৰ্চা নাভেৰ্দ্ধভাগঃ পূর্বাস্চ তস্য চৰ্চা শোভনং, নিজমণিমলিতালঙ্কৃতি নিজস্য মণিভিমলিতা যা অলঙ্কৃতিঃ সা দিব্যতামূলশ্রেষ্ঠং প্রাগ্র্যেতি প্রাগ্র্যাণাং শ্রেষ্ঠানাং স্ববস্ত্রাণাং সমূহো যত্র সা, বহু স্বাত্মনৈব উপযুক্ত্য স্তুসেব্য স্থিতাঃ সমর্প্য তথা গন্ত্যো বাহা গমনকুশলা অশ্বাঃ পরিজনজনতা ভৃত্যাদয়ঃ স্পৃহগৃহাদি বস্তুনি স্পৃহণীয়ানি গৃহোপকরণানি এতানি অস্ত্রেদ্রব্যৈঃ সহ সমর্প্য দ্বয়ঃ মধুকণ্ঠ-মিষ্টকণ্ঠরূপঃ স্তুতযুগলং অভিহিতবান্ কথয়ামাস ॥ ৩৯১ ॥

তয়োঃ পুণ্ড্রগ্রহপরিপাটীঃ বর্ণয়তি—অদ্যারভ্যেতি পদেন। অদ্যারভ্য ভবতোদ্রয়ং লাল্যেন লালনরীত্য ময়া অনুপাল্যেত তথা ভবতো মাতা অস্য কৃষ্ণস্য মাত্রা অনুপাল্যেত তদ্বৎ ভবতোঃ অস্য পিত্রা ময়া অনুপাল্যেত ॥ ৩৯২ ॥

এবং উপবেশন করাইলেন। ঐক্লপ সম্মানদ্বারা সমস্ত সভা-সুখ বর্দ্ধিত করিলেন ॥ ৩৯০ ॥

তাহার পর, তিলক, নাভির উর্দ্ধভাগস্থিত সমস্ত শরীরের শোভা, আপনার মণি সংসৃষ্ট অলঙ্কার; দিব্য এবং শ্রেষ্ঠ তামূল; শ্রেষ্ঠ স্বকীয় বস্ত্ররাশি; এই সমস্ত বিষয় আপনাই দান করিয়া, এবং গমনশীল অশ্বাদি বাহন সকল, চারিদিকে পরিজনবর্গ; এবং বাঞ্ছনীয় গৃহের উপকরণ সকল, অগ্রাগ্র বস্ত্রের সহিত সমর্পণ করিয়া শ্রীমান্ গোলোকরাজ উভয়কেই বলিয়াছিলেন ॥ ৩৯১ ॥

অগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া আমি তোমাদের দুই জনকে লালনরীত্যানুসারে

জয়ধ্বনিযুতাস্তদা বরষুরুদ্ধতাঃ সন্ধনং

যথা বত সদঃসদস্তদবগাহ্য বাহ্যং গৃহম্ ।

তথাস্তুরগতা যতশ্চপলমেব তৎ-পূরিতং

স্থলঃ কিল কৃতক্রিয়ং \* ব্যস্রজদাতুলকান্ জনান্ ॥ ৩৯৩ ॥

তদেবং কথাসাতৌ দত্তসাতৌ মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠৌ সদৈব  
লব্ধকৃষ্ণোপকণ্ঠৌ চ তদ্বিনা সবিলোকনোৎকণ্ঠৌ প্রতিক্ষণ-  
মগন্দপরমানন্দমনুবিন্দমানাবেব বিরাজেতে ॥ ৩৯৪ ॥

তদা ওত্র মহোৎসবঃ বর্ণয়তি—জয়ধ্বনীত্যাদিগদ্যোন । সদঃসদঃ সভাংগতা জনাঃ । বর্তেতি  
ইধে । উক্ততা অনিবাধ্যাঃ সমুঃ জয়ধ্বনিযুতা স্তদা বাহ্যং গৃহমবগাহ্য সমাশ্রিতা সৎ প্রশস্তং ধনং  
যথা বরষু স্তথা সভামধ্যাগতা যতো যদানং বীক্ষ্য চপলঃ শীঘ্রমেব তৎপূরিতং ধনপূরিতং  
স্থলমবগাহ্য কৃতক্রিয়ঃ কৃতা ক্রিয়া হস্তাদিবিপারো যত্র তদ্ব্যপায়া তপা, আত্মলকান্ আত্মনা  
স্বয়ং লকান্ জনান্ ব্যস্রজৎ প্রদত্বঃ ॥ ৩৯৩ ॥

তদনন্তরবৃত্তঃ বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদিগদ্যোন । মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠৌ তত্র বিরাজেতে  
ইতম্বয়ঃ । কিস্তুতো কথাসাতৌ কথানং সাতমবসানং যাভ্যাং তৌ । দত্তং দত্তসাতৌ, দত্তং সাতং  
সর্বোভাঃ স্বথঃ যাভ্যাং তৌ লব্ধকৃষ্ণোপকণ্ঠৌ লব্ধঃ কৃষ্ণসোপকণ্ঠঃ সমীপং যাভ্যাং তৌ তদ্বিনা  
সমীপং বিনা সবিলোকনোৎকণ্ঠৌ বিলোকনে দর্শনে সহ উৎকণ্ঠা যয়োন্তৌ অমন্দপরমানন্দং  
অমন্দ উৎকণ্ঠা যঃ পরমানন্দন্তং প্রতিক্ষণমনুবিন্দমানৌ লভমানৌ ॥ ৩৯৪ ॥

অমুপালন করিব, কৃষ্ণের মাতা তোমার মাতাকে এবং ঐক্লপ কৃষ্ণের পিতা  
( অর্থাৎ আমি ) তোমার পিতাকে পালন করিবেন ॥ ৩৯২ ॥

আহা ! কি আনন্দের বিষয় ! সভাস্থ জনগণ উক্ত হইয়া তৎকালে জয়-  
ধ্বনি করিতে করিতে বাহ্যগৃহ অবলম্বন করিয়া যেক্লপ প্রশস্ত ধন বর্ষণ করিয়া-  
ছিল ; সেইক্লপ সভামধ্যস্থত ব্যক্তিগণ, যে দান দেখিয়া শীঘ্রই ধনপূরিত স্থল  
অবলম্বন করিয়া হস্ত প্রভৃতির চালনাদিক্রিয়াপূর্বক আত্মলব্ধ জনদিগকে দান  
করিয়াছিলেন ॥ ৩৯৩ ॥

এইক্লপে মধুকণ্ঠ এবং স্নিগ্ধকণ্ঠ, সমস্ত কথার অবসান করত, সকলকে সুখদান  
পূর্বক সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইলে, এবং সমীপবাসিত্যে উভয়েই  
দর্শনের উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠিত হইয়াও প্রতিক্ষণ উৎকণ্ঠ পরমানন্দ লাভ করিয়া  
তথায় বিরাজ করিতে লাগিল ॥ ৩৯৪ ॥

\* অত্র টীকা মূল্যের সঙ্গতিঃ । মূলে তু ব্যাকরণদৃষ্টিরিব প্রতিভাতি । শ্রীলঙ্কাদেং ন ।

অত্র পূৰ্বমাপাততঃ স্তুত্বকোষতাশঙ্কয়া যত্ৰাপি ন বৰ্ণিত-  
 স্তুতাপ্যস্তাং শ্রীগোলোককৃতপ্রভায়াং সভায়াং শান্তুবেশতয়া  
 পুরোধসাং মধ্যসম্বধ্যমানাসনঃ স্থাকৃতসৰ্বস্বজনঃ সৰ্বেষা-  
 মগ্রণ্যঃ শ্রীমান্ পৰ্জ্জন্তঃ পৰ্জ্জন্ত ইব সৰ্বস্বতং বৰ্ষমাসীৎ ।  
 বরীয়সী বরীয়সীচান্তঃ সভায়াং তথা লক্ষপ্রভা সমবর্তত ।  
 শ্রীমানুদ্ধবশ্চ সৰ্বেষামুদ্ধব এবাজনীত সৰ্ববজনীনং স্থতং  
 কিয়দ্বর্ণনীয়ম্ ॥ ৩৯৫ ॥

রহস্যং পুনরিতং রস্তুমানং বিধীয়তাম্ ॥ ৩৯৬ ॥

অথ ব্রজরাজস্য মাতাপিতৃগোলোকে অবস্থানং বর্ণয়িতুং প্রথমতঃ অত্রৈতাদিগদ্যেন । পূৰ্ব্বং  
 গ্রন্থারম্ভকালে শ্রীগোলোককৃতপ্রভায়াং শ্রীগোলোকে কৃত্য প্রভা দীপ্তবস্যা স্তুত্যাং সভায়াং  
 পুরোধসাং পূজ্যাং মধ্যে সম্বধ্যমানাসনং যস্য সং, স্থাকৃতসৰ্বস্বজনঃ স্থপমন্তকুলং কৃতং  
 স্থাকৃতং স্থাকৃতাঃ সকলৈ স্বজনা যেন সং, অগ্রগণ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ পৰ্জ্জন্তো মেঘঃ । বরীয়সী পৰ্জ্জন্ত  
 পত্নী চ অন্তঃসভায়াঃ অন্তঃপুরসদাস তথা লক্ষপ্রভা শান্তুবেশপ্রভা সমবর্তত ॥

উদ্ধবস্ত তথাবস্থানং বর্ণয়তি—শ্রীমান্ তাদিগদ্যেন । সৰ্বেষামুদ্ধবো হৃষপ্রদোহজনীতি  
 সকলজনীনঃ সকলজনসম্বন্ধীয়ং স্থপং কিয়দ্বর্ণনীয়ং তত্ত্বং ন বর্ণনবিষয়মিতি ভাবঃ ॥ ৩৯৫ ॥

স্বয়ং কবিঃ প্রাথয়তে রহস্যমিতিগদ্যেন ॥ ৩৯৬ ॥

এই স্থানে যত্ৰাপি পূৰ্বে গ্রন্থারম্ভ কালে অপাততঃ অত্যন্ত হৃকোষভাব  
 আশঙ্কা করিয়া পৰ্জ্জন্তের কথা বর্ণিত হয় নাই, তথাপি শ্রীগোলোকের  
 শোভাকারিণী এই সভাতে শান্তুবেশে অবস্থিত পূজ্যাগণের মধ্যে  
 আসন গ্রহণ করিয়া, সকল আত্মীয়দিগকে অনুকূল করিয়া,  
 সকলের অগ্রগণ্য শ্রীমান্ পৰ্জ্জন্ত মেঘের মত যেন সৰ্বস্বতং বৰ্ষণ করিয়া বিद्यমান  
 ছিলেন । পৰ্জ্জন্তের পত্নীও অন্তঃপুরের সভায় ঐক্ৰপে শান্তুবেশে প্রভা লাভ  
 করিয়া বিद्यমান ছিলেন । শ্রীমান্ উদ্ধবও সকলেরই উৎসব রূপে অবস্থান  
 করিয়াছিলেন । অতএব সকলের স্থতং যে কত, তাহা কিরূপে বর্ণনা করা  
 যাইবে ? ॥ ৩৯৫ ॥

কিন্তু সকলেই এই রহস্য আশ্বাদন করুন ॥ ৩৯৬ ॥

বৃন্দারণ্যাভিধানে সরসি সরসিজশ্রেণিলক্ষ্মীষু গোপী-

ষেকা রাধাভিধা সা বিভবতি সততং দিব্যসৌগন্ধিকশ্রীঃ ।

ভ্রাম্যন্ যামেব লব্ধুং ব্রজপতিতনয়শ্চার্ঘ্যমূর্ব্বভীঃ ।

সবর্বা নিশ্চায় যন্তামলিরিব কলয়া

কেলিমুচৈস্তনোতি ॥ ৩৯৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ! কৃষ্ণচৈতন্য ! সসনাতনরূপক ! ।

গোপাল ! রঘুনাথাপ্ত ! ব্রজবল্লভ ! পাহি মাম্ ॥ ৩৯৮ ॥

তদ্রহস্যং বিশদয়তি বৃন্দারণ্যোক্তাদিপদোন । বৃন্দারণ্যনামধেয়ে সরসি সরোবরে সা রাধাভিধা সততং বিভবতি উৎকর্ষেণ জয়তি, সা কিস্তুতা সরসিজশ্রেণিলক্ষ্মীষু পদ্মপঙ্ক্তিরূপাহু লক্ষ্মীষু ব্রজরম্যে গোপীষু ললিতাচন্দ্রাবল্যাदिषু মধ্যে একা মুখ্যা, তস্তা মুখ্যাঃ রূপেণাপি সাধয়তি দিব্য-সৌগন্ধিকশ্রীঃ দিব্যং যৎ সৌগন্ধিকমুৎপলং তদিব শ্রীঃ শোভা যন্তাঃ । তন্তু বহীরুক্তবর্ণং অন্তস্ত পীতবর্ণং জেয়ং । দিব্যবাদ্যপূর্ব্বভাং অত্র রক্তবর্ণপট্টাবৃত্তদেহেন রক্তবর্ণেব, স্বরূপেণ পীতবর্ণেব “মধ্যে মণীনাং হৈমানা” মিত্যুক্তেঃ এতদ্বিশেষণস্ত সামান্ত্যপদ্ব্যভ্যে । ভেদবিবক্ষয়েত্যনুসঙ্গাৎ চ ব্যং । ব্রজপতিতনয়ঃ শ্রীকৃষ্ণো ভ্রাম্যন্ সন্ যাম্ রাধামেব লব্ধুং চারু রম্যং যথা স্থাৎ অমুঃ সর্বা গোপীঃ বহুব্রতীঃ মার্গবৃত্তিভূতাঃ সোপানানীব নিশ্চায় যন্তাম্ রাধায়াঃ কলয়া চতুষ্টিরূপয়া উপলক্ষিতঃ উচৈঃ কেলিং বিহারং তনোতি । পদ্মিষ্ঠামলি ভূঙ্গ ইব ॥ ৩৯৭ ॥

গ্রন্থদমাণ্ডো মঙ্গলমাচরতি শ্রীকৃষ্ণেতি । এতৎ পদ্যস্ত নানার্থতয়া পরমকমনীয়ত্বং প্রণবপুটিতমস্তবৎ আদ্যন্তয়ো বিস্থাসিতং পদ্যং পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতমসীৎ ॥ ৩৯৮ ॥

এই বৃন্দাবন সরোবরের তুল্য । ইহাতে ললিতা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি ব্রজলক্ষ্মী-গণ যেন বিকসিত পদ্মপঙ্ক্তির তুল্য ইহাদের মধ্যে একমাত্র রাধিকাই সকলের শ্রেষ্ঠ, এবং তিনিই উৎকর্ষের সহিত জয় লাভ করিতেছেন । কারণ, স্বর্গীয় উৎপলের মত রাধিকার দেহশোভা অতি মনোহর । অলি যেরূপ পদ্মিনীতে বিহার করে, সেইরূপ ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমণ করিতে করিতে যে রাধিকাকে প্রাপ্ত হইয়া রমণীয়ভাবে ঐ সমস্ত গোপীদিগকে পথের সোপানশ্রেণীর মত নিশ্চায় করিয়া, চতুষ্টিকলা অবলম্বন পূর্ব্বক যে রাধিকাতে উচ্চ কেলি বিস্তার করিতেন ॥ ৩৯৭ ॥

গ্রন্থ সমাপন করিবার জন্ত মঙ্গলাচরণ করিতেছেন । হে শ্রীকৃষ্ণ ! হে চৈতন্য ! হে সনাতন হে রূপ হে গোপাল ! হে রঘুনাথ ! হে আপ্ত ব্রজ-বল্লভ ! তুমি আমাকে রক্ষা কর ॥ ৩৯৮ ॥

সম্বৎপঞ্চকবেদষোড়শযুতং শাকং দশেষেকভাগ-  
জাতং যহি তদাখিলং বিলিখিতা গোপালচম্পূরিয়ম্ ।  
বৃন্দাকাননমাশ্রিতেন লঘুনা জীবেন কেনাপি তদ-  
বৃন্দাকাননমেব সম্ভূতিকলাং ধত্তাং সমস্তাদিহ ॥ ৩৯৯ ॥  
প্রায়ঃ সৰ্ব্বা হরেলীলাঃ ক্রমশঃ সূচিতা ময়া ।  
যথাস্বং লঙ্করুচিভিরুপাস্তান্তাং মহাত্মাভিঃ ॥ ৪০০ ॥

ইতি শ্রীগোপালচম্পূগনু সৰ্ব্বমনোরথপূরণং

ত্রয়স্ত্রিংশপূরণম্ ॥ ৩৩ ॥

কৈশোরবিলাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥

গ্রন্থসমাপ্তৌ স্বয়ং গ্রন্থকারঃ কালং নিক্রপয়তি সম্বদিত্যাদিপদোন। দশেষেকভাক্  
১৬৪৫ সম্বৎ ১৫১০ শাকঃ তত্র শালিবাহনসম্বন্ধি সম্বৎ শাকং বিক্রমাদিত্যমতেন পঞ্চক-  
বেদষোড়শযুতং যদা জাতং উতোবং ব্যাখ্যেয়ং । অত্থথা রসামৃতসিন্ধুশাকেন বিরোধঃ স্তাৎ  
তদা ইয়ং গোপালচম্পূরুপিংলং সমগ্রং সমাপ্তা তথা ময়া বিলিখিতা । ময়া কিন্তুুতেন বৃন্দাকানন-  
মাশ্রিতেন লঘুনেতি দৈত্থেনোক্তং । জীবেন জীবনায়্য কেনাপীতি গবরাহিত্যর্থঃ, বস্তুতো জীবন-  
রূপেণ অত্থথা নিজীবানামস্মাকং গতিনস্তাৎ । ইহ গ্রন্থে তদ্বৃন্দাকাননমেব সমস্তাং সম্ভূতি-  
কলাং পূর্ণতাং ধত্তাং পুষ্যাতু ॥ ৩৯৯ ॥

গ্রন্থকরণস্ত তাত্‌পৰ্য্যাস্তরং বর্ণয়তি—প্রায় ইত্যাদিপদোন। প্রায় ইতি বাহুল্যেন যথাস্বং  
যথাযোগ্যং দাস্তাদিভাবযুক্ত্য এবমহাস্থান স্তৈরুপাস্তান্তাং ॥ ৪০০ ॥

ইতি শ্রীগোপালচম্পাঃ ত্রয়স্ত্রিংশ পূরণং । কৈশোরবিলাসঃ সম্পূর্ণঃ । সম্পূর্ণতা চেয়ং  
গোপালপূর্বচম্পূরিতা । ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্ত্যানন্দবংশাবতংস-বিশ্ব-বিখ্যাত শ্রীকৈশোরীমোহন  
গোপায়ায়জ্ঞ শ্রীবীরচন্দ্রগোপায়ামিনা বিরচিতায়াং শব্দার্থবোধিকায়াং শ্রীগোপালচম্পূটীকায়াং  
ত্রয়স্ত্রিংশপূরণং সমাপ্তং ॥

গ্রন্থ সমাপন করিতে গিয়া গ্রন্থকার স্বয়ং কাল নিক্রপণ করিতেছেন । যখন  
সম্বৎ ১৬৪৫, এবং শকাব্দা ১৫১০, তখন বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া অতি  
সামান্য একজন জীব ( অর্থাৎ আমি গ্রন্থকার ) সমগ্ররূপে এই গোপালচম্পূ  
লিখিয়াছিলেন, এই গ্রন্থ সেই বৃন্দাবনেরই চারিদিকেই পরিপূর্ণতা লাভ করুক ॥ ৩৯৯ ॥

প্রায়ই আমি সমগ্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের সকল প্রকার লীলা ক্রমে ক্রমে কৃত্বা  
করিয়াছি । বাহাদের যেক্রপ ইচ্ছা, সেই অনুসারে দাস্ত, সখা ও বাৎসাদি  
ভাবে রুচি করিয়া মহাশ্লগণ, এই সকল কৃষ্ণলীলা উপাসনা করুন ॥ ৪০০ ॥

ইতি শ্রীগোপালচম্পূ কাব্যে সৰ্ব্ব-মনোরথ-পূরণ নামক ত্রয়স্ত্রিংশ  
পূরণ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ৩৩ ॥

ইতি কৈশোর লীলা সম্পূর্ণ ॥



গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়াচার্য্যবর্ষণে বেদবেদান্ত-ষড়্-দর্শন-পুরাণ-  
 শব্দানুশাসন-জ্যোতিষ-কাব্যালঙ্কারচ্ছন্দঃশাস্ত্রাদিপার-  
 গামোনে নিখিল-চতুর্থীশ্রমিকসাধকবৃন্দৈঃ  
 সেবিতপাদযুগলেন বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-  
 রাজ্যরক্ষণৈকসেনাপতিনা  
 শ্রীমৎসনাতনরূপানুগতেন শ্রীবল্লভাত্মজেন  
 শ্রীমতা শ্রীজীবগোস্বামিপাদেন  
 নিখিলসিদ্ধান্তসারতয়া বিরচিতায়াং শ্রীগোপালচম্পদাং  
 পূর্বচম্পুঃ সম্পূরিতা ।

টীকা বিধানে মম কাপি শক্তি নাস্ত্যেব সত্যং বত যন্তথাপি ।

অকামমন্তঃস্বহরেনিয়োগো হেতুঃ পরং তত্র বিদন্ত বিজ্ঞাঃ ।

অতোহর্থয়েহনেন পরিশ্রমেণ শ্রীণাতু রাধাবৃত্তমাধবঃ সঃ ।

পর্য গতির্থে স হি এব নাস্তো লোকদ্বয়ে সঙ্গনি রাক্ষসানঃ ।

শাকে রসাকাশগজেন্দ্রুমানো বোধে রবৌ যাত ইয়ং মায়াস্তাঃ ।

গোপালচম্পদাঃ সমপূর্বভাগসমন্তটীকা রচিতা যথাচিৎ ।

উত্তরচম্পদাঃ পূর্বত্র ময়া টীকা সমর্থিতা । অধুনা পূর্বচম্পদাস্ত টীকা সংক্ষেপতঃ কৃত্য ।

টীকাহয়বিধানেন শ্রীরাধামাধবঃ প্রভুঃ । প্রবেশ্ত নিজধামারাদবতাং মাং দয়াম্বিতঃ ।

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দো জয়েতাং । শ্রীশ্রীপূন্ডাবনায় নমঃ ॥

শ্রীরঙ্গ । ॥ • • • ॥ • • • ॥ • • • ॥ • • • ॥

শ্রীগোপালচম্পু কাবোর পূর্বচম্পুর শ্রীবৈষ্ণবজন-দাস্তাভিলাষি শ্রীরাস-  
 বিহাশি সাক্ষাতীর্থ বিলিখিত বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ ॥ ( ১৩১৮ । ২১শে শ্রাবণ ) ।





